নিবেদিত

নরসুন্দর মানুষ

নির্মিত

ইসলামের অজানা অধ্যায়

চতুর্থ খণ্ড

মুহাম্মদের ব্যক্তিমানস জীবনী

(Psycho-biography)

মদিনায় মুহাম্মদ - তিন

গোলাপ মাহমুদ

ইসলামের অজানা অধ্যায় {চতুর্থ খণ্ড}

মুহাম্মদের ব্যক্তিমানস জীবনী (Psycho-biography):

মদিনায় মুহাম্মদ-তিন

গোলাপ মাহমুদ

প্রথম সংস্করণ: মার্চ, ২০১৭

ধর্মকারী ইবুক

প্রকাশক

ধর্মকারী

ঢাকা,
বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ

নরসুন্দর মানুষ

ইবুক তৈরি

নরসুন্দর মানুষ

মূল্য: ইবুকটি বিনামূল্যে বন্টন করা যাবে।

Islamer Ojana Odday-Part-04, by Golap Mahmud

First Edition: March, 2017

Published by: Dhormockery eBook

Dhaka, Bangladesh.

Created by: NoroSundor Manush

উ ৎ স র্গ

“পৃথিবীর সকল মায়ের উদ্দেশে, যাঁরা ধর্মকর্মে উদাসীন সন্তানদের 'বিপথগামী' ভেবে আমার মায়ের মত কষ্ট পান!

এবং

বাংলাদেশসহ জগতের সমস্ত মুক্তচিন্তা চর্চা, প্রকাশ ও প্রচারকারী মানুষদের উদ্দেশে, যাঁদেরকে ধর্মান্ধরা যুগের পর যুগ ধরে নিপীড়ন ও হত্যা করে চলেছে।”

সূচিপত্র

{ইবুকটি ইন্টারঅ্যাকটিভ লিংক ও বুকমার্ক যুক্ত, **পর্ব টাইটেল বা বুকমার্কে** মাউস ক্লিক/টাচ করে সরাসরি পর্ব-পৃষ্ঠা ও সূচিপত্রে আসা-যাওয়া করা যাবে}

খায়বার যুদ্ধ:

পর্ব-

ফাদাক আগ্রাসন:

পর্ব-

ওয়াদি আল-কুরা হামলা:

পর্ব-

উপক্রমণিকা:

ভাবনার শুরু:

১৬ ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সাল। বাংলাদেশীদের জীবনে সবচেয়ে আনন্দের দিন! সবচেয়ে আবেগের দিন! সবচেয়ে কষ্টের দিন! সবচেয়ে আনন্দের দিন এই জন্য যে, সুদীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর পাক হানাদার বাহিনী ও তার দোসরদের পরাজিত করে আমাদের বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। সবচেয়ে আবেগের দিন এই জন্য যে, পাক হানাদার বাহিনীরা আত্মসমর্পণ করেছে - খবরটি শোনার পর আমাদের সবার মনে সেদিন এমন এক অনুভূতি ও আবেগের সৃষ্টি হয়েছিল, স্বাধীনতার এত বছর পরেও ঐ দিনের স্মৃতি মনে পড়লে আমরা আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ি। সবচেয়ে কষ্টের দিন এই কারণে যে, এই দিনটির আগের নয় মাস সময়ে ৩০ লক্ষ প্রাণ, দুই লাখের অধিক মা-বোনদের ইজ্জত, অসংখ্য ঘর-বাড়ি জ্বালাও-পোড়াও ও লুটতরাজের শিকার হয়েছিল পুরো বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ। এমন কোনো পরিবার ছিলো না, যারা কোন না কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি! যাঁরা স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন, তারা তো বটেই, যাঁরা বিপক্ষে ছিলেন, তারাও। আমি এমন পরিবারও দেখেছি, যে-পরিবারের ছেলে ছিলেন রাজাকার, কিন্তু তার পিতা-মাতা ও অন্যান্য পরিবার-সদস্যরা ছিলেন স্বাধীনতার পক্ষে।

সুদীর্ঘ নয় মাস যাঁরা সমগ্র বাংলাদেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন ও যাঁরা এই কাজে তাঁদের সহযোগিতা করেছিলেন, তারা সবাই ছিলেন মুসলমান। এই কাজের বৈধতা প্রদানে তাঁরা যে যুক্তিটি প্রয়োগ করেছিলেন, তা হলো - তাঁরা ছিলেন পাকিস্তান ও ইসলাম রক্ষার পক্ষে, আর তাদের এই কাজে যারাই তাদেরকে বাধা প্রদান

করেছিলেন, তারা সবাই ছিলেন ইসলামের শত্রু। এই বিশ্বাস ও চিন্তাধারায় তাঁরা বাংলাদেশীদের ওপর গণহত্যা চালিয়েছিলেন, অসংখ্য ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্মীভূত করেছিলেন, শহরে-গ্রামে-গঞ্জে অতর্কিত হামলা করে বিরুদ্ধবাদীদের সম্পদ লুণ্ঠন ও মা-বোন-স্ত্রী-কন্যাদের ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁদের ইজ্জতহানি করেছিলেন। লুটতরাজে অর্জিত ধনসম্পদ ও স্ত্রী-কন্যা-মা-বোনদের ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁদের যৌনদাসীতে রূপান্তর করাকে তারা সম্পূর্ণ ইসলামসম্মত বলে বিশ্বাস করতেন। ইসলামের পরিভাষায় যাকে বলা হয় **'গনিমতের মাল!'**

মহকুমা শহরে আমাদের বাসা। শহরে পাকিস্তান মিলিটারি আসছে, এই খবরটি শোনার পর তারা সেখানে আসার আগেই জীবন বাঁচানোর তাগিদে সবকিছু ফেলে আমরা আমাদের গ্রামের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। যুদ্ধের ঐ সময়টিতে আমাদের ইউনিয়নে পাক হানাদার বাহিনীর দোসর হয়ে যিনি 'শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান' হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন আমার হাই স্কুলের অংক শিক্ষকের ছোট ভাই সোলায়মান হোসেন। আমাদের অত্র অঞ্চলে তিনি ছিলেন একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। শিক্ষকটি ছিলেন আমার আব্বার বন্ধু, সেই হিসাবে ক্লাসের বাইরে তাঁকে ও তাঁর এই ছোট ভাইকে আমি চাচা বলে ডাকতাম। আমার এই শিক্ষকটিকে আমি কখনো নামাজ পড়তে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। কিন্তু তার এই ছোটভাইটি ছিলেন ঠিক তার উল্টো। নিয়মিত নামাজ পড়তেন ও তাঁর চেম্বারে বসে ধর্ম বিষয়ে পড়াশোনা করতেন। কিন্তু যুদ্ধের আগে তিনি জামাত-ই-ইসলাম বা অন্য কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে কখনোই জড়িত ছিলেন না। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভাল মানুষ, সদাহাস্যময়। কিন্তু যুদ্ধের সময় সেই মানুষটিই হয়ে গেলেন 'শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান', যিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, পাকিস্তান ও ইসলাম রক্ষার তাগিদে ইসলামের এই শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও 'গনিমতের মাল (Booty)' ইসলামসম্মত। তাঁর এই ব্যবহারে আমার শিক্ষকটি লজ্জা বোধ করতেন ও একান্ত প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া লোকজনদের সাথে স্বাভাবিক মেলামেশা

প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ১৬ই ডিসেম্বরের কিছুদিন আগে মুক্তিবাহিনীর লোকেরা সোলায়মান হোসেনকে হত্যা করে।

১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমি আমার আব্বার সঙ্গে শহরে এসে দেখি, যেখানে আমাদের ইটের দেয়াল ও টিনের ছাদের বাসাটি ছিলো, সেখানে বাড়িঘরের কোনো অস্তিত্ব নেই। আমাদের অবর্তমানে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিহারী দোসররারা আমাদের বাসার ইট পর্যন্ত খুলে নিয়ে গেছে। আমরা আরও যা প্রত্যক্ষ করলাম, তা হলো, দলে দলে বাঙালিরা বিহারী পাড়ার দিকে যাচ্ছে ও তাদের ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র ঠেলাগাড়িতে করে ভরে ভরে নিয়ে আসছে। এমনকি তাদের বাড়ির দেয়াল ভেঙে ইটগুলো পর্যন্ত খুলে খুলে নিয়ে আসছে। আমাদের বাসা থেকে সামান্য দূরেই এই বিহারী পাড়া। যুদ্ধের আগে আমার সমবয়সী তাঁদের অনেকের সন্তানই ছিল আমার বাল্যবন্ধু ও খেলার সাথী।

দৃশ্যটি কাছে থেকে দেখার জন্য আমরা সামনে বিহারী পাড়ার দিকে এগিয়ে যাই। সেখানে গিয়ে আমারা যে-দৃশ্য দেখতে পাই, তা হলো - যেমন করে একদা বিহারীরা আমাদের সহায় সম্বল লুট করেছিল, আজ বাঙালিরা মেতেছে সেই একই কর্মে। তখন সকাল ৮-৯ টা মত হবে। সেখানে দেখা হয়ে গেল আমাদের পাড়ার মসজিদের ইমাম সাহেবের সাথে, ফজরের নামাজের পর তিনি সেখানে এসেছেন ও আমাদের মতই দর্শক হয়ে এ দৃশ্য দেখছেন। তিনি ছিলেন একাধারে ক্বারী ও হাফেজ, ইসলাম বিষয়ে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী একজন মওলানা বলেই তাঁকে আমরা জানতাম। যুদ্ধের আগে আমরা পাড়ার এই মসজিদেই তার ইমামতিতে নামাজ পড়তাম।

আমাদেরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মওলানা সাহেব আমার আব্বাকে কাছে ডাকলেন, বললেন, **"আপনি কিছু নেবেন না?** আপনাদের বাড়িঘর তো লুটপাট হয়ে গিয়েছে।" আব্বা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, **"হুজুর অন্যের সম্পত্তি কি এইভাবে লুট করে নিয়ে**

যাওয়া ইসলামে জায়েজ?" মওলানা সাহেব নির্দ্বিধায় আব্বাকে বললেন, "হ্যাঁ! এখন যুদ্ধের সময়। যুদ্ধের সময় পরাজিত পক্ষের সহায় সম্পত্তির ওপর বিজয়ীদের হক। একে বলা হয় 'গণিমতের মাল।' এটা নিতে ইসলামে কোনো বাধা নেই।" আমার আব্বা পরহেজগার মানুষ। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, **'আপনি যা বললেন, সে কথা তো সোলায়মানও বলতো!"** সোলায়মান লোকটি কে, তা মওলানা সাহেব যখন জানতে চাইলেন, তখন আব্বা তাকে তার পরিচয় দিলেন ও তাঁকে এও জানালেন যে, অল্প কিছুদিন আগে মুক্তিবাহিনীর লোকেরা তাঁকে মেরে ফেলেছে। মওলানা সাহেব বললেন, "ওরা ছিল অন্যায়ের পক্ষে, আর আমরা হলাম ন্যায়ের পক্ষে।"

গোঁড়া ইসলামী পরিবারে আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। সেই পাঁচ-ছয় বছর বয়সের সময় আম্মার কাছে আরবি পড়া শুরু করেছিলাম। অর্থ বুঝতাম না, শুধু পড়া ও সুরা মুখস্থ করা। বিশ্বাসী ছিলাম সর্বান্তকরণে! ইসলাম বিষয়ে তখন কিছুই জানতাম না। তথাপি ঐ বয়সে আমি এটুকু স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম যে, সোলায়মান চাচা ও এই মওলানা সাহেবের বিশ্বাসের মধ্যে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য মৌলিক পার্থক্য নেই। দু'জনই ব্যক্তিগত জীবনে অতীব সচ্চরিত্র। দু'জনেই মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, তাঁরা ইসলাম ও ন্যায়ের পক্ষে আছেন; দু'জনেই মনে-প্রাণে তাঁদের বিরুদ্ধ পক্ষকে শত্রুপক্ষ জ্ঞান করতেন; দু'জনই মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, বিজয়ী হবার পর শত্রুপক্ষের সহায় সম্পত্তি হলো 'গনিমতের মাল' - ইসলামের বিধানে যার ভোগ-দখল সম্পূর্ণ হালাল।

এর বছর চার পরের কথা। গ্রীষ্মের ছুটিতে আমার কাজিনের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছি। কাজিনের স্ত্রী, আমার ভাবী, **'ইসলামের ইতিহাস (Islamic History)'** বিষয়ে অনার্স ফাইনাল ইয়ারে পড়াশোনা করছেন। বিষয়টির প্রতি আগ্রহ থাকায় ভাবীর অনার্স সিলেবাসের বইগুলোর একটা নিয়ে পড়া শুরু করলাম। কয়েকটি অধ্যায় পড়ার পর আগ্রহ আমাকে এমনভাবে পেয়ে বসলো যে, মন্ত্রমুগ্ধের মত যে আট দিন তাঁদের বাসায় ছিলাম, তাঁর সিলেবাসের সবগুলো বই পড়ে ফেললাম। জানলাম, সরল বিশ্বাসে এতদিন

যা আমি জেনে এসেছিলাম, "একজন মুসলমান কখনোই অন্য একজন মুসলমানকে খুন করতে পারে না, তা ছিলো ভ্রান্ত।" এই আটদিন সময়ে আমার এই বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র এই বইগুলোর পাতায় পাতায় প্রত্যক্ষ করেছিলাম। জানলাম, একজন মুসলমান অন্য একজন মুসলমানকে যে অবলীলায় খুন করতে পারে, সে ইতিহাসের শুরু হয়েছে ইসলামের ঊষালগ্নে। এটি ১৪০০ বছরের পুরনো ইতিহাস, যা আমার জানা ছিলো না। যুগে যুগে তা হয়ে এসেছে, এখনও হচ্ছে ও ভবিষ্যতেও তা হবে, যতদিনে না আমাদের চিন্তা-চেতনা ও মানসিকতার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে।

ইসলামের ঊষালগ্নে সংঘটিত সেই ইতিহাসের পাত্র-পাত্রীর নামগুলো ছিলো ভিন্ন, চরিত্র অভিন্ন! আমাদের সোলায়মান চাচা ও মওলানা সাহেবের পক্ষের পরিবর্তে সেখানে ছিল ইসলামের ইতিহাসের তৃতীয় খুলাফায়ে রাশেদিন **উসমান ইবনে আফফান (রা:)** ও তার বিরুদ্ধ পক্ষ **মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর** ও তাদের দল, যারা অতিবৃদ্ধ উসমান ইবনে আফফান-কে কুরান পাঠরত অবস্থায় অমানুষিক নৃশংসতায় খুন করেছিলেন; সেখানে ছিলো ইসলামের ইতিহাসের চতুর্থ খুলাফায়ে রাশেদিন **আলী ইবনে আবু তালিব (রা:)** ও তার বিরুদ্ধ পক্ষ উম্মুল মুমেনিন নবী-পত্নী **আয়েশা বিনতে আবু বকর (রা:)** ও তাদের দল ('উটের যুদ্ধ'), যেখানে দু'পক্ষের হাজার হাজার মুসলমান খুন হয়েছিলেন; সেখানে ছিলো আলি ইবনে আবু তালিব ও **মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের** ও তাদের দল ('সিফফিন যুদ্ধ'), যে-যুদ্ধে দু'পক্ষের অজস্র মুসলমানদের খুন করা হয়েছিল, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল অসংখ্য পরিবার। ইসলামের ঊষালগ্নের ইতিহাসের এইসব পাত্র-পাত্রী ও তাদের পক্ষের লোকদের বিশ্বাস ও মানসিকতার সঙ্গে ১৯৭১-এ আমাদের সোলায়মান চাচা ও মওলানা সাহেবের বিশ্বাস ও মানসিকতার তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। দু'পক্ষই মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, তাঁরা ইসলাম ও ন্যায়ের পক্ষে আছেন, অপর পক্ষ হলো শত্রুপক্ষ! গত ১৪০০ বছরে তাদের এই **'ধর্মীয় বিশ্বাস ও চিন্তা ভাবনার'** গুণগত চরিত্রের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

তখন পর্যন্ত আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতাম, এই হানাহানির শিক্ষা কোনোভাবেই আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর কুরানের শিক্ষা হতে পারে না। আমার বিশ্বাসের এই তলানিটুকুও নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলো, যখন আমি **কুরানের অর্থ ও তরজমা** বুঝে পড়লাম, আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের লেখা **'সিরাত' ও হাদিস** গ্রন্থ পড়লাম। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সময়ের সাথে (৫৭০-৬৩২ সাল) তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী এই সব হানাহানির পার্থক্য এটুকুই যে, তাঁর সময়ে এই হানাহানি ও নৃশংসতা সীমাবদ্ধ ছিলো তাঁর ও তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষ অবিশ্বাসী জনপদবাসীদের মধ্যে। তাঁর সময়ে মুসলমান-মুসলমানদের মধ্যে কোনো বড় ধরনের সংঘাত হয়নি। মুসলমান-মুসলমানদের মধ্যে সংঘাতের সূত্রপাত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর ঐ দিনটিতেই, তাঁর লাশ কবরে শোয়ানোর আগেই! জন্মের পর থেকে এতগুলো বছরের লালিত যে-বিশ্বাস আমি মনে প্রাণে ধারণ করে এসেছিলাম, সেই বিশ্বাস ভঙ্গের কষ্ট কাউকে বলে বোঝানো যাবে না!

লেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব:

ইসলাম ও মুসলমান এই শব্দ দুটি সমার্থক নয়। ইসলাম হলো একটি মতবাদ, আর মুসলমান হলো মানুষ। মতবাদের কোনো অনুভূতি নেই, মানুষের আছে। যখনই কোনো প্রচলিত মতবাদ ও প্রথার বিরুদ্ধে কেউ ভিন্নরূপ মত প্রকাশ করেন, তখন প্রচলিত মতবাদ ও প্রথায় বিশ্বাসী মানুষরা কষ্ট পান। তাঁদের এই কষ্ট যৌক্তিক নাকি অযৌক্তিক, সে বিষয়ে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিতর্ক করতে পারি, বিতর্কে এক পক্ষ অন্য পক্ষকে হারিয়ে দিতে পারি। কিন্তু সত্য হলো - বিশ্বাসীদের এই কষ্ট "সত্য!" আমি এই কষ্ট নিজে অনুভব করেছি। কিন্তু সেই অজুহাতে প্রচলিত মতবাদ ও প্রথার বিরুদ্ধে একজন মানুষের স্বাধীন মুক্ত মত প্রকাশে "**যে কোনো ধরনের বাধা প্রদান গর্হিত বলেই আমি মনে করি।**" ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যখন প্রচলিত মতবাদ ও প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর নতুন মতবাদ প্রচার শুরু করেছিলেন, সমালোচনা করেছিলেন, তখন পৌত্তলিক আরব ও অন্যান্য অবিশ্বাসীরা কষ্ট পেয়েছিলেন। তাঁদের কষ্ট ছিলো

"সত্য!" কিন্তু তাঁদের সেই কষ্টের কথা ভেবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যা বিশ্বাস করতেন, তা প্রকাশ ও প্রচারে পিছুপা হননি।

প্রতিটি **"মতবাদ ও প্রথার"** সমালোচনা হতে পারে ও তা হওয়া উচিত। বিশেষ করে যদি সমালোচনা করার অপরাধে সেই মতবাদে বিশ্বাসী লোকেরা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সমালোচনাকারীকে নাজেহাল, অত্যাচার ও হত্যা করেন! তখন সেই মতবাদের সমালোচনা আরও কঠোরভাবে হওয়া উচিত। এর অর্থ এই নয় যে, এই মতবাদে বিশ্বাসী **"মানুষদের"** ঘৃণা করা। আমার মা-বাবা, স্ত্রী, কন্যা, পরিবার, সমাজ, দেশের মানুষ - এদেরকে ঘৃণা করার কল্পনাও আমি করতে পারি না। কিন্তু আমি জন্মসূত্রে যে-মতবাদ ও প্রথায় বিশ্বাসী হয়ে আর সবার মত জীবন শুরু করেছিলাম, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ও তার পরের কিছু ঘটনা এই মতবাদ সম্বন্ধে আমাকে আগ্রহী করে তোলে। এই মতবাদ সম্বন্ধে এতদিনে যা আমি জেনেছি, কোনোরূপ "political correctness"-এর আশ্রয় না নিয়ে উপযুক্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে তাইই আমি এই বইতে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। আমি বিশ্বাস করি মানুষ হিসাবে এ আমার অধিকার।

মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রদের "Anatomy dissection" ক্লাসে একটা আপ্তবাক্য স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। সেটি হলো, **"মন যা জানে না, চোখ তা দেখে না** (What mind does not know eye cannot see)।" শরীরের কোনো মাংসপেশি, শিরা, ধমনী, স্নায়ু কোথা থেকে উৎপত্তি হয়েছে, কোন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে দিয়ে তা গিয়েছে, যাবার সময় কোনো শাখা বিস্তার করেছে কি না, যদি করে সেটা আবার কোন দিক দিয়ে কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে - ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান যদি না থাকে, তবে চোখের সামনে থাকলেও তা প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় না। কিংবা যদিও বা তা দেখা যায়, তবে তাকে ভুল ভাবে চিহ্নিত করার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। যদি এ বিষয়ে বিশদ জ্ঞান থাকে, তবে এর উল্টোটি ঘটে।

বইয়ের কথা:

এই বইটির মূল অংশের সমস্ত রেফারেন্সেই **কুরান ও আদি উৎসের** বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের রচিত কিতাবগুলোর ইংরেজি অনুবাদ থেকে সরাসরি বাংলায় অনূদিত। এই মূল গ্রন্থগুলো লেখা হয়েছে আজ থেকে ১১৫০-১২৫০ বছরেরও অধিক পূর্বে, মুহাম্মদের মৃত্যু-পরবর্তী সবচেয়ে নিকটবর্তী সময়ের লিখা, যা এখনও সহজলভ্য। ইসলামের ইতিহাসের এই সব মূল গ্রন্থের (Primary source of annals of Islam) তথ্য-উপাত্ত ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে নথিভুক্ত (Very clearly documented) ঐতিহাসিক দলিল। এই সব মূল গ্রন্থে যে-ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে, তা সাধারণ সরলপ্রাণ মুসলমানদের অধিকাংশেরই অজানা। শুধু যে অজানা, তাইই নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের জানা ইসলামের ইতিহাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই অত্যন্ত স্পষ্ট নথিভুক্ত ইতিহাসগুলো সাধারণ মুসলমানদের কাছে গোপন করা হয়, অস্বীকার করা হয়, অথবা মিথ্যাচারের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনার বিপরীতটি প্রচার করা হয়।

বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও তা সাধারণ মুসলমানদের অধিকাংশেরই মর্মপীড়ার কারণ হতে পারে, এই বিবেচনায় বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করা হয়েছে। আদি উৎসের এ সকল রেফারেন্সের ভিত্তিতেই বিষয়ের আলোচনা, পর্যালোচনা ও উপসংহার। আজকের পৃথিবীর ৭০০ কোটি জনসংখ্যার প্রায় ১৬০ কোটি মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত, বাকি ৫৪০ কোটি ইসলাম-অবিশ্বাসী, যারা মুসলমানদের মত বিশ্বাস নিয়ে এই বইগুলো পড়েন না। এই বিশাল সংখ্যক অবিশ্বাসী জনগোষ্ঠী পক্ষপাতিত্বহীন মানবিক দৃষ্টিকোণের সাহায্যে কোনোরূপ **"political correctness"** ছাড়া এই সব নথিভুক্ত তথ্য-উপাত্তের যেভাবে সম্ভাব্য আলোচনা ও পর্যালোচনা করতে পারেন, সেভাবেই তা করা হয়েছে।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে **'ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান'** আবিষ্কারের একটা ফ্যাশন চালু হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের (Evidenced based knowledge) এই

স্বর্ণযুগে, যখন মানুষ ১৪ কোটি মাইল দূরবর্তী মঙ্গল গ্রহে মহাকাশযান পাঠাচ্ছেন; কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরবর্তী গ্রহ-নক্ষত্র-গ্যালাক্সির খুঁটিনাটির কিনারা করছেন; এই চমকপ্রদ (magnificent) মহাবিশ্ব উৎপত্তির একদম আদিতে কী ঘটেছিল এবং পরবর্তী ১৩৫০ কোটি বছরে কী রূপে তার বিকাশ ঘটেছে - ইত্যাদি বিষয়ের চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করছেন; সেই একই যুগে অবস্থান করে একদল মানুষ বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রম, বিজ্ঞানের অবমাননা ও শ্লীলতাহানি করে 'ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান' প্রচার করে সাধারণ সরলপ্রাণ অজ্ঞ মানুষদের প্রতারিত করে চলেছেন। এই অপকর্মে তাঁরা যে-পদ্ধতিটি ব্যবহার করেন, তাকে "জল পড়ে পাতা নড়ে" পদ্ধতি বলা যেতে পারে। নমুনা:

"'জল পড়ে পাতা নড়ে" এর মধ্যেই আছে বিজ্ঞানের যাবতীয় আবিষ্কারের 'ইঙ্গিত!'

*১) এখানে "**জল**" অর্থে জলের উপাদান 'হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন' বোঝানো হয়েছে। 'বিগ ব্যাং (Big Bang)' এর পরে 'হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম' ছিলো সৃষ্টির আদি অ্যাটম (Atom)। মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুর আদি উপকরণ হলো অ্যাটম। পরবর্তীতে সৃষ্ট অন্যান্য সকল অ্যাটম সৃষ্টি হয়েছে এই 'হাইড্রোজেন' থেকে। আর 'অক্সিজেন' আমাদের বেঁচে থাকার এক অত্যাবশ্যকীয় উপাদান।*

*২) এখানে "**পড়ে**" অর্থে Gravitational force বোঝানো হয়েছে, যা না হলে গ্রহ-নক্ষত্র-গ্যালাক্সি কোনোকিছুই সৃষ্টি হতো না। গ্রহ সৃষ্টি না হলে কোনো জীবের সৃষ্টি হতো না, আমরাও সৃষ্টি হতাম না। আবিষ্কারের আগে বিজ্ঞানের এই ইঙ্গিতটি লেখক কীভাবে জেনেছেন? সত্যিই আশ্চর্য!*

*৩) এখানে "**পাতা**" অর্থে সালোক সংশ্লেষণ (Photosynthesis) বোঝানো হয়েছে, যার ফলে উৎপাদন হয় অক্সিজেন। অক্সিজেনের অভাব হলে আমরা কি বাঁচতে পারতাম?*

‘"জল পড়ে পাতা নড়ে"-এর এক একটি "শব্দ" বিজ্ঞানের এক একটি অভূতপূর্ব আবিষ্কারের ইঙ্গিত! কী আশ্চর্য!

*৪) আর **"নড়ে"** এর মধ্যেই আছে বিজ্ঞানের দু'টি বিশাল 'ইঙ্গিত'। এখানে নড়ের এক অর্থ হলো 'বায়ু'! বায়ু ছাড়া কি কোনোকিছু নড়ে? নড়ে না। এখানে 'নড়ে' হলো "বায়ু, অর্থাৎ বায়ুমণ্ডল, অর্থাৎ স্পেস!" আর "নড়ে"-এর আরেক অর্থ হলো 'বল (Force)'! যেখানে বায়ু নেই সেখানে কোনো কিছু নড়াতে গেলে লাগে বল। এই 'বল ছাড়া সবকিছু অচল'!*

*কী আশ্চর্য! নিশ্চয়ই **"জল পড়ে পাতা নড়ে"**-এর রচয়িতা একজন নবী (ঈশ্বরের অবতার) ছিলেন। তাইই যদি না হবে, তবে আবিষ্কার হওয়ার আগেই কীভাবে তিনি বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক সমস্ত যুগান্তকারী আবিষ্কারের **"ইঙ্গিত"** দিতে পেরেছিলেন?’*

সে কারণেই প্রথম অধ্যায়টির নাম দিয়েছি **'কুরানে বিগ্যান!'** এই অধ্যায়ের নয়টি পর্ব ও পর্ব-১৩ থেকে পাঠকরা কুরানে "বিজ্ঞানের" কিছু নমুনা জেনে নিতে পারবেন। দ্বিতীয় অধ্যায় - **'ইসলাম: উদ্ভট উটের পিঠে!'** এতে সামগ্রিকভাবে কুরান ও তার অ্যানাটমি (Anatomy), ইসলাম প্রচার শুরু করার পর মুহাম্মদের সাথে কুরাইশদের বাক-বিতণ্ডা, যুক্তি-প্রতিযুক্তি, মুহাম্মদকে দেয়া তাদের 'চ্যালেঞ্জ', তাদেরকে দেয়া মুহাম্মদের চ্যালেঞ্জ - ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর **'মুহাম্মদের ব্যক্তি-মানস জীবনী (Psycho-biography)'** অধ্যায় শিরোনামে পরবর্তী একশত তিনটি পর্বে হুদাইবিয়া সন্ধির বিস্তারিত আলোচনা পর্যন্ত মুহাম্মদের মদিনা জীবনের উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। বাকি উপাখ্যান গুলো ধর্মকারীতে আগের মতই ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হবে। মক্কার নবী জীবনের ইতিহাস আলোচনার আগেই তাঁর মদিনার নবী জীবনের বর্ণনা শুরু করা হয়েছে এই কারণে যে আদি উৎসে বর্ণিত **'সিরাত'** গ্রন্থে মুহাম্মদের মদিনায়

নবী জীবনের বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে সমগ্র বইয়ের ৮২ শতাংশ জুড়ে। সাধারণ মুসলমানদের সিংহভাগই মুহাম্মদের মদিনা জীবন ইতিহাস সম্বন্ধে প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

২০০২ সালে, প্রয়াত ডঃ অভিজিৎ রায়ের একটি ছোট্ট ই-মেইল পাই। তিনি কীভাবে আমার ই-মেইল ঠিকানা জোগাড় করেছিলেন, তা আমি আজও জানি না। তিনি লিখেছিলেন তাঁর গড়া **'মুক্তমনা'** ওয়েব সাইটের কথা ও তার ওয়েব লিংক। বাংলাভাষায় মুক্তমনের মানুষদের লেখা অসংখ্য আর্টিকেলসমৃদ্ধ একটি ওয়েব সাইট, যার হদিস তখন আমার জানা ছিল না। সেখান থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি। ডঃ অভিজিৎ রায়ের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। ২০১০ থেকে ২০১২ সালে 'মুক্তমনায়' ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত লেখাগুলোতে আমি ছিলাম নিয়মিত মন্তব্যকারীদের একজন। সে সময় অনেকেই আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উৎসাহ যুগিয়েছিলেন এ বিষয়ে কিছু লেখার জন্য। যাদের নাম উল্লেখ না করলেই নয়, তাঁরা হলেন - অভিজিৎ রায়, তামান্না ঝুমু, আবুল কাশেম ভাই, আকাশ মালিক ভাই, সৈকত চৌধুরী, ব্রাইট স্মাইল, কাজী রহমান, আদিল মাহমুদ, রুশদি, ভবঘুরে, সপ্তক ও আরও অনেকে। তাঁদের উৎসাহেই মূলত এ বিষয়ে লেখার সিদ্ধান্ত। তাঁদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমার এই লেখায় যে সমস্ত বইয়ের রেফারেন্স উদ্ধৃত হয়েছে, সেই সমস্ত বইয়ের লেখক ও প্রকাশকদের, যে সমস্ত ওয়েব সাইটের রেফারেন্স যুক্ত হয়েছে, সেই লেখকদের এবং যাদের নাম রেফারেন্স হিসাবে উদ্ধৃত হয়েছে - তাদের সকলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। সর্বোপরি সমস্ত পাঠকদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা, যারা তাঁদের ব্যস্ত জীবনের কিছুটা সময় ব্যয় করে লেখাগুলো পড়ছেন।

আমি আশা করেছিলাম যে, বইটি লেখা সম্পূর্ণ করার পর তা ই-বুক আকারে তৈরি করা হবে। ক'দিন আগে একটা ই-মেইল পাই, যা আমাকে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করে। ই-মেইলটি যিনি পাঠিয়েছেন তিনি হলেন **"নরসুন্দর মানুষ!"** জানতে পারলাম, গত চারটি বছর তিনি আমার লেখা প্রত্যেকটি পর্ব সযত্নে জমা করে রেখেছেন, বিশেষ অংশগুলো হাইলাইট করেছেন, প্রয়োজনীয় রেফারেন্সগুলো সংরক্ষণ করেছেন - আমার এই লেখার ই-বুক তিনি তৈরি করে দেবেন তাই। তিনি নিজ উদ্যোগে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এমন একটি চমৎকার প্রচ্ছদসমৃদ্ধ ই-বুক তৈরি করেছেন, যা দেখে আমি মুগ্ধ! তাঁর এই নিষ্ঠা ও ভালবাসার বিনিময় দেয়ার ক্ষমতা আমার নেই।

যে-মানুষটির সাহায্য, সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা ছাড়া এ লেখা প্রকাশ করা সম্ভব হতো না, তিনি হলেন **"ধর্মপচারক!"** গত চারটি বছর তিনি আমার প্রত্যেকটি লেখার প্রুফ রিড করেছেন, বিভিন্ন সময়ে অনুবাদে সাহায্য করেছেন ও পরামর্শ যুগিয়েছেন। আমি তাঁর কাছে ঋণী।

গোলাপ মাহমুদ

জুন ২৬, ২০১৬ সাল

চতুর্থ খণ্ডের মুখবন্ধ

ইসলামের ইতিহাসে হুদাইবিয়া সন্ধি চুক্তি এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ৬২৮ সালের মার্চ মাসে (জিলকদ, হিজরি ৬ সাল) মক্কার হারাম শরীফ থেকে ৯-১০ মাইল দূরবর্তী হুদাইবিয়া নামক স্থানে কুরাইশদের সাথে এক ঐতিহাসিক সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করেন, ইসলামের ইতিহাসে যা হুদাইবিয়া সন্ধি নামে বিখ্যাত।

মহাকালের পরিক্রমায় এক নির্দিষ্ট স্থান ও সময়ের ইতিহাস হলো সেই নির্দিষ্ট স্থান ও কালের পারিপার্শ্বিক অসংখ্য ধারাবাহিক ঘটনাপরম্পরা ও কর্মকাণ্ডের সমষ্টি। এই ধারাবাহিক ঘটনাপরম্পরায় পূর্ববর্তী ঘটনাপ্রবাহের পরিণাম পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। ঘটনাপরম্পরার ধারাবাহিকতাকে উপেক্ষা করে কোনো বিশেষ সময়ের ইতিহাসের স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়। হুদাইবিয়া সন্ধি সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা পেতে হলে মুহাম্মদের নবুয়ত পরবর্তী সময় থেকে হুদাইবিয়া সন্ধি পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাসের সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক। বিশেষ করে, **হুদাইবিয়া সন্ধি-পূর্ববর্তী এক বছরে বনি কুরাইজা গণহত্যা (মার্চ, ৬২৭ সাল) সহ অবিশ্বাসী গোত্র ও জনপদের ওপর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের আরও চোদ্দটি অতর্কিত আগ্রাসী হামলা**, খুন, জখম, লুণ্ঠন, মুক্ত মানুষকে ধরে নিয়ে এসে দাস- ও যৌনদাসীকরণ ও উম্মে কিরফা-র পাশবিক হত্যাকাণ্ডের ইতিহাস সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে হুদাইবিয়া সন্ধির কারণ ও বাস্তবতা অনুধাবন সম্ভব নয়। এই বিষয়গুলোর ধারাবাহিক ও বিস্তারিত আলোচনা এই বইটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে করা হয়েছে। পূর্ববর্তী খণ্ডগুলোর বিষয়গুলোর মতই এই খণ্ডের 'হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তি' বিষয় ও তার পরবর্তী ঘটনা

প্রবাহের বিশদ আলোচনা ও পর্যালোচনার ভিত্তি হলো ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণিত তথ্য উপাত্ত।

হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর সেখানে উপস্থিত মুহাম্মদ অনুসারীরা প্রবল মর্মবেদনায় অত্যন্ত হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এই পরিস্থিতিতে মুহাম্মদ তাঁর মদিনা প্রত্যাবর্তনের আগেই পথিমধ্যে সূরা **'আল ফাতহ** (The Victory) নাজিল করেন। এই সূরার মাধ্যমে তিনি দাবি করেন যে, তাঁর প্রতিশ্রুত **'স্বপ্ন-দর্শন'** ঘোষণার সম্পূর্ণ বিপরীত পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ায় যদিও তাঁর অনুসারীরা অত্যন্ত আশাভঙ্গ ও মর্মবেদনাগ্রস্ত হয়েছেন, কিন্তু এই চুক্তি স্বাক্ষরটি আসলে তাঁদের জন্য এক **"সুস্পষ্ট বিজয়!"** এই সুরার প্রথম বাক্যেই তিনি এই দাবিটি উত্থাপন করেন: *"নিশ্চয় আমি আপনার জন্যে এমন একটা ফয়সালা করে দিয়েছি, **যা সুস্পষ্ট** (৪৮:১)।"* হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তির প্রাক্কালে তাঁর যে সমস্ত অনুসারী তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন, এই সুরার মাধ্যমে মুহাম্মদ পথিমধ্যেই তাদেরকে কীভাবে **'আসন্ন বিজয়-পুরস্কার ও লুটের মালের ওয়াদা'** প্রদান করেছিলেন (৪৮:১৮-২০) তার বিস্তারিত আলোচনা 'আল-রিযওয়ানের শপথ (পর্ব-১১৭) ও সূরা আল ফাতহ (পর্ব-১২৩)' পর্বে করা হয়েছে।

এই সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন করার মাত্র দেড়-দুই মাস পর হিজরি ৭ সালের মহরম মাসে (মে-জুন, ৬২৮ সাল) তিনি শুধু তাঁর সঙ্গে হুদাইবিয়া যাত্রায় অংশগ্রহণকারী ও আল-রিযওয়ানের শপথ গ্রহণকারী অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে মদিনা থেকে ৯৫ মাইল দূরবর্তী খায়বার নামক স্থানের ইহুদি জনপদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালান। অতঃপর সেখান থেকে মদিনা প্রত্যাবর্তনের আগেই মুহাম্মদ তাঁর ফাদাক ও ওয়াদি আল-কুরা অভিযান সম্পন্ন করেন। আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণনার আলোকে এই আক্রমণগুলোর বিশদ আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

হুদাইবিয়া সন্ধি চুক্তিটি ছিল দশ বছর মেয়াদি। দশ বছরের এই শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পর দুই বছরের মধ্যে মুহাম্মদ অতর্কিতে মক্কা আক্রমণ ও বিজয় (মার্চ, ৬৩০ সাল) সম্পন্ন করেন। এই আক্রমণের সপক্ষে মুহাম্মদের অজুহাত ছিল এই যে, কুরাইশরা হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তির শর্ত ভঙ্গ করেছিলেন।

কুরাইশদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবার পর মুহাম্মদ তাঁদের সাথে একত্রে হজব্রত পালন করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেন। তিনি মক্কাবিজয় পরবর্তী প্রথম হজে নিজে অংশগ্রহণ না করে আবু বকরের নেতৃত্বে তাঁর প্রায় ৩০০ জন অনুসারীকে এই হজব্রত পালনের জন্য মক্কায় পাঠান। আবু বকর তাঁর দলবল নিয়ে রওনা হবার পর মুহাম্মদ তাঁর চাচাতো ভাই ও জামাতা আলী ইবনে আবু তালিব-কে **সুরা তওবার** প্রথম ৩০-৪০টি আয়াত (নির্দেশ) সহ এই হজব্রত পালনের জন্য এই নির্দেশ সহকারে প্রেরণ করেন যে, আলী যেন উপস্থিত ইসলাম-বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের উদ্দেশে তাঁর এই নির্দেশগুলো ঘোষণা করেন। মুহাম্মদের নির্দেশে আলী হিজরি ৯ সালের জিল-হজ মাসের ১০ তারিখে (মার্চ ১৯, ৬৩১ সাল) আরাফার ময়দানে উপস্থিত মুশরিক ও ৩০০ জন মুসলমানদের সামনে **(কোনো যুদ্ধকালে নয়)** অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে **"সুরা তওবার"** বহু নৃশংস নির্দেশ জারি করেন! ইসলামের ইতিহাসে হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তি **এতটাই গুরুত্বপূর্ণ** যে মক্কা বিজয়ের ১২ মাস পরে মুহাম্মদ তাঁর এই নির্দেশে **কুরাইশদের বিরুদ্ধে হুদাইবিয়া চুক্তি ভঙ্গের অজুহাত** আবারও উত্থাপন করে তাঁদের বিরুদ্ধে বহু নৃশংস আদেশ জারি করেন। তিনি তাঁর মতবাদে দীক্ষিত হওয়ার জন্য তাঁদেরকে চার মাসের আল্টিমেটাম জারি করেন! সুরা তওবার এই নির্দেশগুলোই হলো তাঁর অনুসারীদের প্রতি মুহাম্মদের সর্বশেষ নির্দেশ-যুক্ত সুরা।

হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তি কে প্রথম ভঙ্গ করেছিল, তা জানার জন্য প্রয়োজন এই সন্ধি-চুক্তি পরবর্তী সময়ের ঘটনাপ্রবাহের গভীর ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা। সে কারণেই কুরান ও আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই রচিত 'সিরাত' ও হাদিস গ্রন্থের আলোকে

বনি কুরাইজা গণহত্যা ঘটনা-প্রবাহের মতই (**পর্ব: ৮৭-৯৫**) হুদাইবিয়া সন্ধি পরবর্তী সময়ের প্রতিটি ঘটনাপ্রবাহ পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করা হয়েছে, যাতে উৎসাহী মুক্তচিন্তার পাঠকরা আদি উৎসে বর্ণিত সেই তথ্য-উপাত্তের নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের মাধ্যমে মুহাম্মদের দাবির সত্য-মিথ্যা যাচাই করতে পারেন।

কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা বা ঘটনা-সমষ্টি সংঘটিত হওয়ার অবস্থান থেকে স্থান ও সময়ের দূরত্ব যতই বৃদ্ধি পায়, সেই ঘটনার বর্ণনায় **বিকৃতির সম্ভাবনা** তত প্রকট হয়। বিশেষ করে যখন সেই ঘটনার তথ্য-উপাত্ত প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চরম বাধা-নিষেধ প্রয়োগ করা হয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পুরস্কার ও অনুপ্রেরণা এবং/অথবা শাস্তি বা নিপীড়নের মাধ্যমে। **এই** গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে এই বইটির মূল অংশের সমস্ত তথ্য-উপাত্তের রেফারেন্সই মূলত ইসলামের ইতিহাসের প্রাপ্তিসাধ্য সবচেয়ে আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণিত ইতিহাস থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে যা বলা যেতে পারে, তা হলো, কুরান ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মৃত্যু পরবর্তী **২৯০ বছরের কম সময়ের মধ্যে** বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের লিখিত মুহাম্মদের **পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ** ('সিরাত') ও হাদিস গ্রন্থের তথ্য-উপাত্তের উদ্ধৃতি, অতঃপর সেই তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে সর্বজনবিদিত মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে সে বিষয়ের আলোচনা ও পর্যালোচনা।

গোলাপ মাহমুদ
মার্চ ০৫, ২০১৭ সাল।

১১১: হুদাইবিয়া সন্ধি-১: প্রেক্ষাপট

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– পঁচাশি
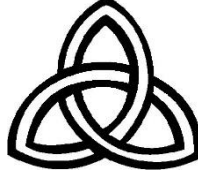
"যে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

*[ইসলামের ইতিহাসে "হুদাইবিয়া সন্ধি (চুক্তি)" এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই সন্ধি পরবর্তী সময়ে কুরাইশ ও অন্যান্য অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যাবতীয় নৃশংসতার বৈধতার প্রয়োজনে মুহাম্মদ তাঁদের বিরুদ্ধে এই চুক্তিভঙ্গের অজুহাত হাজির করেন ও তাঁর আল্লাহর নামে সেই বিখ্যাত "৯:৫ -তরবারির আয়াত (The Verse of the Sword)" সহ সুরা তওবার আরও অনেক নৃশংস আদেশ জারি করেন। ইসলামকে জানতে হলে মুহাম্মদকে জানতেই হবে, এর কোনো বিকল্প নেই। তাই হুদাইবিয়া সন্ধির এই অধ্যায় থেকে শুরু করে সুরা-তওবা অধ্যায় পর্যন্ত প্রতিটি পর্বের আলোচনা শুরুর পূর্বে "শুরু করিতেছি আল্লাহর নামে"-এর অনুকরণে **"যে মুহাম্মদ -কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"** বাক্যটি যুক্ত করবো।]*

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যায়েদ বিন হারিথা (অথবা আবু বকর) এর অধীনে একদল সৈন্য সহ 'বানু ফাযারাহ' গোত্রের ওপর যে-হামলাকারী দল পাঠিয়েছিলেন, সেই হামলা তারা কীভাবে সম্পন্ন করেছিলেন; কী অমানুষিক পাশবিকতায় তাঁর এই অনুসারীরা উম্মে কিরফা নামক এক অতি বৃদ্ধা মহিলাকে হত্যা করেছিলেন; কীভাবে তারা অন্যান্য বন্দীদের সাথে উম্মে কিরফার কন্যাকে ধরে নিয়ে এসে 'যৌনদাসী'-তে রূপান্তরিত করেছিলেন; মুহাম্মদের আগ্রাসী হামলায় ধৃত এই

সুন্দরী রমণীটি 'গনিমতের মাল'-এর অংশ হিসাবে মুহাম্মদের কোন সাহাবীর (মুহাম্মদের জীবিত অবস্থায় দীক্ষিত তাঁর প্রত্যক্ষ অনুসারী) ভাগে পড়েছিল; অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারের **এক মুক্ত মানুষের অবস্থান থেকে নিমেষেই যৌনদাসী রূপে পরিবর্তিত** হওয়ার পর এই অসহায় নারীটির নব্য দাস-মালিক তার এই যৌনদাসীর বস্ত্র উন্মোচন সম্পন্ন করার পূর্বেই কেন তাঁকে মুহাম্মদের কাছে হস্তান্তর করেছিলেন; সেই অনুসারীর কাছ থেকে এই যৌনদাসীটিকে গ্রহণ করে মুহাম্মদ তাঁকে তাঁর কোন আত্মীয়কে দান করেছিলেন - ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

মুহাম্মদের প্রতিষ্ঠিত ইসলাম নামক আদর্শে উন্মুক্ত শক্তি প্রয়োগে অবিশ্বাসী জনপদের মুক্ত মানুষকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে এসে তাঁদেরকে দাস ও যৌনদাসীতে রূপান্তরিত করে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেওয়া, তারপর তাদেরকে ইচ্ছামত বিক্রি করা (**পর্ব- ৯৩**) অথবা দান করা (**পর্ব-১০১ ও ১১০**) সম্পূর্ণরূপে বৈধ!

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) মতে হিজরি ৬ সালের **শাবান** মাসে (যার শুরু হয়েছিল ডিসেম্বর ১৬, ৬২৭ সাল) মুহাম্মদের নেতৃত্বে তাঁর অনুসারীরা বানু আল-মুসতালিক গোত্রের লোকদের ওপর অতর্কিত নৃশংস আগ্রাসী হামলা চালান ও তাঁদের সম্পদ লুণ্ঠন করেন, তাঁদের কিছু লোককে খুন করেন ও বহু লোককে বন্দী করে ধরে এনে দাস ও যৌনদাসী রূপে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেন (**পর্ব--৯৭-১০১**); **বানু আল-মুসতালিক হামলার তিন মাস পরে**, হিজরি ৬ সালের জিলকদ মাসে (যার শুরু মার্চ ১৩, ৬২৮ সাল), মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর ৭০০- ১৪০০ সশস্ত্র অনুসারীকে সঙ্গে নিয়ে মদিনা থেকে মক্কার উদ্দেশে যাত্রা করেন। যাত্রার প্রাক্কালে তিনি বারংবার ঘোষণা দেন যে, **"তিনি ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা যাচ্ছেন, যুদ্ধের উদ্দেশ্যে নয়।"** মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা যখন মক্কার অদূরে হুদাইবিয়া নামক স্থানে পৌঁছান, তখন মক্কাবাসী কুরাইশরা তাদেরকে মক্কা প্রবেশে সক্রিয় বাধা প্রদান করেন। দুই পক্ষের মধ্যে কোন্দলের উপক্রম হয় ও এক পর্যায়ে মুহাম্মদ ও মক্কাবাসী কুরাইশদের মধ্যে

এক ঐতিহাসিক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়, ইসলামের ইতিহাসে যা "হুদাইবিয়া সন্ধি (চুক্তি)" নামে বিখ্যাত।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮) বর্ণনা: [1] [2] [3]

'অতঃপর [বানু আল-মুসতালিক হামলা] আল্লাহর নবী রমজান ও শওয়াল মাস মদিনায় অবস্থান করেন এবং জিলকদ মাসে যুদ্ধ করার অভিপ্রায় না নিয়ে ওমরা-হজ পালনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি তাঁর সাথে যোগ দেয়ার জন্য অন্যান্য আরব গোত্র ও প্রতিবেশী বেদুইনদের আহ্বান জানান এই ভয়ে যে, হয়তো কুরাইশরা তাঁর সশস্ত্র বিরোধিতা করবে অথবা তাঁর কাবা-শরীফ দর্শন প্রতিরোধ করবে; তারা আসলে তাইই করেছিল। বহু আরব গোত্র তাঁর সাথে যোগদানে বিরত থাকে ও তিনি মুহাজির ও আনসার এবং তাঁর সাথে যুক্ত কিছু আরব গোত্রদের নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। তিনি কুরবানির জন্য পশুদের সঙ্গে নেন ও তীর্থযাত্রীর পোশাক পরিধান করেন, যাতে সকলেই জানতে পারে যে যুদ্ধ করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়, তাঁর উদ্দেশ্য হলো কাবা-শরীফ দর্শন ও তার শ্রদ্ধা করা।

মুহাম্মদ বিন মুসলিম বিন শিহাব আল-যুহরি হইতে < উরওয়া বিন আল-যুবাইয়ের হইতে < মিসওয়ার বিন মাখরামা ও মারওয়ান বিন আল-হাকাম আমাকে [মুহাম্মদ ইবনে ইশাক] জানিয়েছেন:

আল্লাহর নবী হুদাইবিয়া সন্ধি-বর্ষে (year of al-Hudaybiya) শান্তির উদ্দেশ্য কাবা-শরীফ দর্শন অভিপ্রায়ে গমন করেন, তিনি ৭০ টি উট কুরবানির জন্য সঙ্গে নেন। তাঁর সঙ্গে ছিল **৭০০** অনুসারী, যাতে একটি উট ১০ জন লোকের ভাগে পরে। আমি আরও যা শুনেছি তা হলো যাবির বিন আবদুল্লাহ বলতেন যে, "হুদাইবিয়া যাত্রায় আমরা ছিলাম **১৪০০** লোক।"' - অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।]

>>> মহাকালের পরিক্রমায় এক নির্দিষ্ট স্থান ও সময়ের ইতিহাস হলো সেই নির্দিষ্ট স্থান ও কালের পারিপার্শ্বিক অসংখ্য **ধারাবাহিক** ঘটনাপরম্পরা ও কর্মকাণ্ডের সমষ্টি। এই

ধারাবাহিক ঘটনাপরম্পরায় পূর্ববর্তী ঘটনাপ্রবাহের পরিণাম (consequence) পরবর্তী ঘটনা প্রবাহে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। ঘটনাপরম্পরার এই ধারাবাহিকতাকে উপেক্ষা করে কোনো বিশেষ সময়ের ইতিহাসের স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়; বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শতভাগ। সে কারণেই মুহাম্মদের তথাকথিত নবুয়ত পরবর্তী সময় থেকে হিজরত পূর্ববর্তী সময়ে মুহাম্মদের বাণী (পর্ব: ২৬) ও কর্মকাণ্ডের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে হিজরত, নাখলা ও নাখলা-পূর্ববর্তী অভিযানের কারণ ও পর্যালোচনা সম্ভব নয়; নাখলা ও নাখলা পূর্ববর্তী অভিযানে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের আগ্রাসী নৃশংস কর্মকাণ্ডের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে বদর যুদ্ধের কারণ ও পর্যালোচনা সম্ভব নয় এবং বদর যুদ্ধের ফলাফল ও বদর যুদ্ধ পরবর্তী সময় থেকে ওহুদ যুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের নৃশংস কর্মকাণ্ডের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে ওহুদ যুদ্ধের কারণ ও পর্যালোচনা অসম্ভব।

নাখলা ও নাখলা পূর্ববর্তী অভিযানের (পর্ব: ২৮-২৯) পরিণাম হলো বদর যুদ্ধ (পর্ব: ৩০-৪৩), আর এই যুদ্ধে কুরাইশদের প্রতি মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের পাশবিক নৃশংসতার পরিণাম হলো ওহুদ যুদ্ধ (পর্ব: ৫৪-৭১); একই ভাবে, ওহুদ যুদ্ধের ফলাফল ও ওহুদ যুদ্ধ পরবর্তী সময়ের ঘটনাপরম্পরার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে বনি নাদির গোত্র উচ্ছেদের কারণ ও পর্যালোচনা সম্ভব নয়। বনি নাদির (ও বনি কেউনুকা) গোত্র উচ্ছেদ ও কুরাইশসহ অন্যান্য অবিশ্বাসী গোত্রের ওপর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের আগ্রাসী কর্মকাণ্ডের (পর্ব: ৫২-৭৫) পরিণাম হলো খন্দক যুদ্ধ (পর্ব: ৭৭-৮৬); ইসলামের ইতিহাসের এই একই ধারাবাহিকতার অংশ হিসাবে খন্দক যুদ্ধ পরিস্থিতি ও এই যুদ্ধের ফলাফল বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে বনি কুরাইজা গণহত্যার কারণ ও তার পর্যালোচনা অসম্ভব (পর্ব- ৯৪)।

অনুরূপভাবে, হুদাইবিয়া সন্ধি সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা পেতে হলে মুহাম্মদের নবুয়ত পরবর্তী সময় থেকে হুদাইবিয়া সন্ধি পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাসের সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক।

বিশেষ করে, হুদাইবিয়া সন্ধি-পূর্ববর্তী গত এক বছরে বনি কুরাইজা গণহত্যা (মার্চ, ৬২৭ সাল) সহ অবিশ্বাসী গোত্র ও জনপদের ওপর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের আরও চোদ্দটি অতর্কিত আগ্রাসী হামলা, খুন, জখম, লুণ্ঠন ও মুক্ত মানুষকে ধরে নিয়ে এসে দাস ও যৌনদাসী করণ এবং উম্মে কিরফা-র পাশবিক হত্যাকাণ্ডের ইতিহাস সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে হুদাইবিয়া সন্ধির কারণ ও বাস্তবতা অনুধাবন সম্ভব নয়। তাই উৎসাহী পাঠকদের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ এই যে, ইসলাম-বিশ্বাসী অসংখ্য পণ্ডিত ও অপণ্ডিতদের "সুবিধাজনক উদ্ধৃতিযুক্ত" ভাষণ ও রচনায় বিভ্রান্ত হতে না চাইলে, তাঁরা যেন ন্যূনতম পক্ষে পূর্ববর্তী ঘটনা-প্রবাহের অতি সংক্ষেপ সারাংশ ও পর্যালোচনা সম্বলিত নিম্নবর্ণিত এই পর্বগুলোর দিকে আর একবার চোখ বুলিয়ে নেন:

তথাকথিত নবুয়ত প্রাপ্তির সময় থেকে বদর যুদ্ধ পর্যন্ত ঘটনা: পর্ব: ৪১-৪৩

হিজরতের সময় থেকে ওহুদ যুদ্ধ পর্যন্ত ঘটনা: পর্ব: ৬৯

নবুয়ত প্রাপ্তির সময় থেকে বনি কুরাইজা গণহত্যা পর্যন্ত ঘটনা: পর্ব- ৮৬ ও ৯৪

বনি কুরাইজা গণহত্যার সময় থেকে হুদাইবিয়া সন্ধি পর্যন্ত ঘটনা: পর্ব- ১০১ ও ১০৯

অত্যন্ত সংক্ষেপে, মুহাম্মদের নবুয়ত প্রাপ্তির সময় সময় থেকে হুদাইবিয়া সন্ধি পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাসের দিকে আর একবার নজর দেয়া যাক:

নবুয়ত পরবর্তী মুহাম্মদের মক্কার নবী জীবনের কর্মকাণ্ডের ইতিহাস:

৬১০ খ্রিষ্টাব্দের কোনো এক সময়ে হেরা পর্বতের গুহার ভেতর জিবরাইল ফেরেশতা মারফত মুহাম্মদের তথাকথিত নবুয়ত প্রাপ্তির ঘটনাটি ঘটে। এরপর প্রায় তিন বছর মুহাম্মদ তাঁর মতবাদ প্রচার করেন গোপনে, তারপর প্রকাশ্যে। মুহাম্মদ যখন প্রকাশ্যে তাঁর মতবাদ প্রচার শুরু করেন, কোনো কুরাইশই তাঁর প্রচারে কোনোরূপ বাধা প্রদান

করেননি; **কিন্তু** মুহাম্মদ যখন তাঁর ধর্মপ্রচারের নামে কুরাইশদের পূজনীয় দেব-দেবী, কৃষ্টি-সভ্যতা ও পূর্ব-পুরুষদের অসম্মান করা শুরু করেন,

তখন **তাঁরা তাঁদের ধর্মরক্ষা ও অসম্মানের প্রতিবাদে মুহাম্মদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।** কুরাইশরা মুহাম্মদকে বারংবার এহেন গর্হিত কর্ম থেকে বিরত হওয়ার আহ্বান জানান, কিন্তু মুহাম্মদ তাঁদের কথায় কোনোই কর্ণপাত করেন না। তিনি তাঁর "আল্লাহর নামে (ওহি মারফত)" কুরাইশদের দেব-দেবী ও পূর্ব-পুরুষদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, অসম্মান, শাপ-অভিশাপ, পরোক্ষ হুমকি শাসানী ও ভীতি প্রদর্শন পুরোদমে চালিয়ে যান। মুহাম্মদের নিজ গোত্র হাশেমী বংশের গোত্রপ্রধান ছিলেন তাঁর চাচা আবু তালিব, তিনি ছিলেন মক্কার কুরাইশদের সকল সম্মানিত গোত্র প্রধানদের একজন। মুহাম্মদের এই সকল আক্রমণাত্মক কর্মকাণ্ডে অতিষ্ঠ হয়ে সংক্ষুব্ধ কুরাইশরা এই "হাশেমী গোত্রপ্রধান ও মুহাম্মদের অভিভাবকের কাছে অন্ততঃপক্ষে দু'বার সম্মিলিতভাবে দেখা করে মুহাম্মদের এহেন গর্হিত কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ জানান। আবু তালিব তাঁর ভাতিজা মুহাম্মদকে অনুরোধ করেন যেন মুহাম্মদ কুরাইশদের দেব-দেবী ও পূর্ব-পুরুষদের কোনোরূপ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, উপহাস ও অসম্মান না করে। মুহাম্মদ তাঁর চাচা আবু তালিবের এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করেন। ব্যর্থ আবু তালিব কুরাইশদের তাঁর এই ব্যর্থতার খবর জানিয়ে দেন। তিনি তাঁদেরকে আরও জানিয়ে দেন যে, মুহাম্মদের মতবাদ ও কর্মকাণ্ডে তিনি বিশ্বাস করেন না, কিন্তু মুহাম্মদের বিরুদ্ধে তিনি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন না এবং গোত্রপ্রধান ও অভিভাবক হিসাবে তিনি মুহাম্মদকে যে কোনো আপদে ও বিপদে স্বগোত্রীয় নিরাপত্তা সুবিধা দান করবেন।

সেই অবস্থায় একান্ত বাধ্য হয়ে মুহাম্মদের অসহনশীল, তাচ্ছিল্য ও আক্রমণাত্মক মতবাদের বিরুদ্ধে কুরাইশরা কঠোর জনমত ও প্রতিরোধ গড়ে তোলেন ও তাঁরা তাঁদের ধর্মান্তরিত পরিবার সদস্য, প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবদের বিভিন্ন উপায়ে পূর্ব-ধর্মে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। ফলে কুরাইশদের যেসব পরিবারের সদস্য, প্রিয়জন ও

বন্ধু-বান্ধবরা মুহাম্মদের মতবাদে একদা দীক্ষিত হয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই আবার তাঁদের পূর্ব-ধর্মে ফিরে গিয়ে নিজ নিজ পরিবার পরিজনদের সাথে যোগদান করতে থাকেন। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে মুহাম্মদ তাঁর ধর্মরক্ষার খাতিরে নবুয়তের পঞ্চম বর্ষে (৬১৫ সাল) তাঁর অনুসারীদের তাঁদের পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে **আবিসিনিয়ায় হিজরত** করার আদেশ জারি করেন। **সুদীর্ঘ সাত বছর** কুরাইশরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের এই সব কর্মকাণ্ড সহ্য করার পর, অতিষ্ঠ সংক্ষুব্ধ বিক্ষুব্ধ কুরাইশরা অনন্যোপায় হয়ে মুহাম্মদের পৃষ্ঠপোষক হাশেমী গোত্রের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ **"সামাজিক ও আর্থিক নিষেধাজ্ঞা"** জারি করেন; যা তাঁরা মুহাম্মদের তথাকথিত নবুয়ত প্রাপ্তির সপ্তম থেকে নবম বছর (৬১৬-৬১৯ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত (দু'-তিন বছর) চালু রাখেন। পরবর্তীতে মুহাম্মদের উপরি বর্ণিত গর্হিত কর্ম-তৎপরতা চালু থাকা সত্ত্বেও ৬১৯ খ্রিষ্টাব্দে এই কুরাইশরাই আবার দয়া-পরবশ হয়ে এই নিষেধাজ্ঞাটি বাতিল করেন। হিজরতের প্রায় তিন বছর আগে (৬১৯ সাল) সর্বাবস্থায় সাহায্য ও সহায়তাকারী স্ত্রী খাদিজা ও সগোত্রীয় নিরাপত্তা সুবিধা দানকারী চাচা আবু-তালিব অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে মৃত্যুবরণ করেন। আবু-তালিবের মৃত্যুর পর মুহাম্মদের চাচা আবু লাহাব হাশেমী বংশের গোত্রপ্রধান নিযুক্ত হন ও তিনি তাঁর ভাই আবু তালিবের মতই মুহাম্মদের ওপর স্বগোত্রীয় নিরাপত্তা সুবিধা জারি রাখেন। **কিন্তু যখন আবু লাহাব জানতে পারেন, মুহাম্মদ প্রচার করছেন যে, তাঁর পিতা আবদ আল-মুত্তালিব (মুহাম্মদের দাদা)-এর স্থান হলো জাহান্নামের আগুন, তিনি মুহাম্মদের ওপর থেকে স্বগোত্রীয় নিরাপত্তা সুবিধা বাতিল করেন** এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে, যতদিন তিনি বেঁচে থাকবেন, ততদিন মুহাম্মদের এমনতর অসম্মান ও গর্হিত প্রচারণার বিরোধিতা করবেন। হাশেমী বংশের গোত্র-সুবিধা বাতিল হওয়ার পর কুরাইশরা মুহাম্মদের অসহনশীল, তাচ্ছিল্য ও আক্রমণাত্মক মতবাদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর জনমত গড়ে তোলেন ও তাঁরা তাঁদের ধর্মান্তরিত পরিবার সদস্য, প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবদের বিভিন্ন কলা-কৌশলের মাধ্যমে **পূর্ব-ধর্মে ফিরিয়ে আনার** জোর প্রচেষ্টা চালান।

ফলে কুরাইশদের যেসব পরিবারের সদস্য ও প্রিয়জনরা মুহাম্মদের মতবাদে দীক্ষিত হয়েছিলেন, তাদের অনেকেই আবার তাঁদের পূর্ব-ধর্মে ফিরে গিয়ে নিজ নিজ পরিবার পরিজনদের সাথে যোগদান করতে থাকেন।

এমত পরিস্থিতিতে মক্কায় মুহাম্মদের ধর্ম-প্রচার প্রচণ্ড বাধাগ্রস্ত ও অনিশ্চিত হয়ে পরে। এই সংকটময় পরিস্থিতি সামাল দিতে মুহাম্মদ গোপনে প্রথমেই গমন করেন **তায়েফে** (৬১৯ সাল) ও তায়েফের গণ্যমান্য বিশিষ্ট নেতৃবর্গদের তিনি তাঁর নিজ বাসভূমি মক্কার কুরাইশদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলার চেষ্টা করেন, তাঁরা তাঁর প্রস্তাবে রাজি হননি। মুহাম্মদ তাঁর নবী-জীবনের এই কঠিন মুহূর্তে সৌভাগ্যক্রমে **মদিনা** থেকে মক্কায় আগত কিছু তীর্থযাত্রীর সন্ধান পান, তাঁরা মুহাম্মদের মতবাদে আগ্রহ প্রদর্শন করেন। তায়েফের মতই এবারও মুহাম্মদ মক্কাবাসী কুরাইশদের বিরুদ্ধে এই বিদেশীদের সাথে গোপনে বৈঠক করেন (১ম ও ২য় আকাবা); তাঁরা মুহাম্মদকে মদিনায় হিজরত করার আহ্বান জানান এবং এ ব্যাপারে মুহাম্মদ ও তাঁর হিজরতকারী অনুসারীদের সর্বাত্মক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। জীবনের এই কঠিন মুহূর্তে মুহাম্মদ **"তাঁর ধর্মরক্ষার চেষ্টায়"** তাঁর অনুসারীদের মদিনায় হিজরত করার আদেশ জারি করেন এবং প্রলোভন, হুমকি ও এমনকি হত্যার আদেশ জারি করে মুহাম্মদ তাঁর অনিচ্ছুক অনুসারীদের মদিনায় হিজরত নিতে বাধ্য করেন। কিছু কাল পর তিনি নিজেও মদিনায় হিজরত করেন (সেপ্টেম্বর ২৪, ৬২২ সাল); **কুরাইশরা নয়, মুহাম্মদ নিজ স্বার্থে তাঁর অনুসারীদের তাঁদের পরিবারের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে মদিনায় তাড়িয়ে নিয়ে আসেন।**

হুদাইবিয়া সন্ধি পূর্ববর্তী সাড়ে পাঁচ বছরের মুহাম্মদের কর্মকাণ্ডের ইতিহাস:

মদিনায় স্বেচ্ছা-নির্বাসনের (সেপ্টেম্বর, ৬২২ সাল) পর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা ছিলেন সম্পূর্ণভাবে মদিনাবাসী মুহাম্মদ অনুসারীদের (আনসার) স্বল্প আয়ের ওপর নির্ভরশীল! অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ! এমত পরিস্থিতিতে দলপতি মুহাম্মদের আদেশ ও নেতৃত্বে বাণিজ্য-ফেরত কুরাইশ কাফেলার ওপর রাতের অন্ধকারে অতর্কিত হামলা

করে জোরপূর্বক তাদের মালামাল লুণ্ঠনের অভিযান শুরু করেন। পর পর সাতটি ডাকাতি চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর মুহাম্মদের আদেশে তাঁর অনুসারীরা প্রথম সফল আগ্রাসী অভিযান ও সহিংস যাত্রার গোড়াপত্তন করেন **"নাখলা"** নামক স্থানে (জানুয়ারি, ৬২৪ সাল); **মুহাম্মদ ও কুরাইশদের মধ্যে পরবর্তী যাবতীয় সহিংস সংঘর্ষের আদি কারণ হলো নাখলায় এই বাণিজ্য কাফেলা ডাকাতি ও সহিংসতা। এরই ধারাবাহিকতায় সংঘটিত হয় বদর যুদ্ধ**। বদর যুদ্ধে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা ৭২ জন কুরাইশকে নৃশংসভাবে খুন করেন (দু'জনকে বন্দী অবস্থায়); খুন করার পর তাঁরা সেই লাশগুলোকে অমানুষিক ঘৃণা ও অশ্রদ্ধায় বদর প্রান্তের এক নোংরা শুষ্ক গর্তে একে একে নিক্ষেপ করেন ও ৬৮ জনকে বন্দী করে মদিনায় ধরে নিয়ে আসেন। মাত্র পাঁচ জন ছাড়া বাকি ৬৩ জন বন্দীর প্রত্যেক পরিবারের কাছ থেকে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা সর্বোচ্চ ৪০০০ দিরহাম মুক্তি-পণ আদায় করেন (**পর্ব: ৩০-৪৩**)।

বদর যুদ্ধের অপ্রত্যাশিত সাফল্যের পর মুহাম্মদ আরও বেশি বেপরোয়া ও নৃশংস হয়ে ওঠেন। তিনি **পর পর মদিনার বেশ কয়েকটি মানুষকে খুনের আদেশ জারি করেন**। তাঁর অনুসারীরা অমানুষিক নৃশংসতায় তাঁর সেই আদেশ কার্যকর করেন। মুহাম্মদ এই খুনিদের ভূয়সী প্রশংসা করেন ও উপাধিতে ভূষিত করেন। এই মানুষগুলোর অপরাধ ছিল এই যে, তাঁরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের আগ্রাসী নৃশংস সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের "মৌখিক প্রতিবাদ ও সমালোচনা" করেছিলেন। একই সাথে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা **বনি কেইনুকা** ইহুদি গোত্রকে তাঁদের শত শত বছরের আবাসভূমি মদিনা থেকে উচ্ছেদ করেন ও তাঁদের সম্পত্তি লুট করেন (**পর্ব: ৪৬-৫১**); মুহাম্মদ বনি কেইনুকা গোত্রের সমস্ত লোককে খুন করতে চেয়েছিলেন. তাঁদের প্রাণ রক্ষা পেয়েছিল আবদুল্লাহ বিন উবাই নামের এক অসীম সাহসী আদি মদিনাবাসীর কল্যানে।

বদর যুদ্ধের ঠিক এক বছর পরে (মার্চ, ৬২৫ সাল), বদর যুদ্ধে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা কুরাইশদের প্রতি যে-নৃশংসতার উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলেন, তারই

ধারাবাহিকতায় মক্কাবাসী কুরাইশরা প্রতিশোধস্পৃহায় **উহুদ যুদ্ধটি সংঘটিত করেন**। ওহুদ যুদ্ধে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের চরম পরাজয় ঘটে, সমবয়সী চাচা হামজা বিন আবদুল মুত্তালিব সহ ৭০ জন অনুসারী হন খুন ও তাঁর নবী-গৌরব হয় ধূলিস্যাৎ (**পর্ব: ৫৪-৭১**)!

ওহুদ যুদ্ধের এই চরম পরাজয়ের পর মুহাম্মদ ব্যর্থ হন পর পর আরও বেশ কিছু কর্মকাণ্ডে (**পর্ব: ৭২-৭৪**); ওহুদ যুদ্ধের পর ছয়টি মাসের একের পর এক চরম বিপর্যয়ে নাস্তানাবুদ মুহাম্মদ পরিস্থিতি সামাল দিতে ও প্রতিপক্ষের কাছে তাঁর শক্তিমত্তার নিদর্শন পেশ ও তাঁর অনুসারীদের পার্থিব সুযোগ-সুবিধা (গণিমত) ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে, তিনি নিরপরাধ **বনি নাদির** গোত্রকে **"জিবরাইলের অজুহাতে"** জোরপূর্বক বিতাড়িত করেন ও তাঁদের সমস্ত সম্পদ লুণ্ঠন করেন। বনি কেইনুকা গোত্রের মত এবারেও মুহাম্মদ বনি নাদির গোত্রের সমস্ত লোককে খুন করতে চেয়েছিলেন! তাঁদের প্রাণ রক্ষা পেয়েছিল আবারও সেই একই আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের কল্যাণে (**পর্ব: ৫২ ও ৭৫**)।

হুদাইবিয়া সন্ধি পূর্ববর্তী এক বছরের মুহাম্মদের কর্মকাণ্ডের ইতিহাস:

বনি নাদির গোত্র উচ্ছেদ ও অবিশ্বাসী জনপদের ওপর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের উপর্যুপরি একের পর এক আগ্রাসী হামলার ধারাবাহিকতায় সংঘটিত হয় **খন্দক যুদ্ধ** (**পর্ব:৭৭-৮৬**); মুহাম্মদের অধিকাংশ অনুসারী খন্দক যুদ্ধে কীরূপ অসহায় ও ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন, ওহুদ যুদ্ধের মতই খন্দক যুদ্ধেও মুহাম্মদের বহু অনুসারী কীভাবে মুহাম্মদের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছিলেন, তাঁর প্রাণবন্ত ইতিহাস মুহাম্মদের স্বরচিত ব্যক্তিমানস জীবনীগ্রন্থ কুরান ও আদি বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের রচিত সিরাত ও হাদিসে বর্ণিত আছে।

এমত পরিস্থিতিতে অনুসারীদের কাছে নিজের শক্তিমত্তার প্রমাণ উপস্থাপন করতে, অনুসারীদের পার্থিব সুযোগ সুবিধার জোগান (গণিমত) নিশ্চিত করতে ও প্রয়োজনে

'তিনি' কতটা নিষ্ঠুর হতে পারেন" এই বার্তা প্রতিপক্ষের কাছে পৌঁছে দিতে উচ্চাভিলাষী নৃশংস মুহাম্মদ 'জিবরাইলের অজুহাতে" **হুদাইবিয়া সন্ধির এক বছর আগে বানু কুরাইজা গণহত্যা সংঘটিত করেন!** মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা মদিনার বাজারে গর্ত খুঁড়ে সেই গর্ত-পাশে তাঁদের ৬০০-৯০০ জন নিরস্ত্র পুরুষ মানুষকে দলে দলে ধরে এনে এক এক করে জবাই করে খুন করেন ও তারপর তাঁদের কাটা-মুণ্ডু ও লাশ সেই গর্তে নিক্ষেপ করেন। আর যৌনাঙ্গের চুল গজানো শুরু হয়নি, এমন ছেলে-সন্তান ও সমস্ত কন্যা-সন্তান ও নারীদের বন্দী করে দাস ও যৌনদাসীতে রূপান্তরিত করেন ও পরবর্তীতে এই যৌনদাসীদের অনেককে নাজাদ অঞ্চলে নিয়ে গিয়ে **বিক্রি** করে করে তিনি ঘোড়া ও যুদ্ধাস্ত্র ক্রয় করেন (**পর্ব: ৮৭-৯৫**)।

বানু কুরাইজা গণহত্যার পর হুদাইবিয়া সন্ধি-পূর্ববর্তী সাত মাসে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা কমপক্ষে চোদ্দটি আগ্রাসী হামলা চালান, যার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলো, মুহাম্মদের নেতৃত্বে হুদাইবিয়া সন্ধির মাত্র তিন মাস আগে (শাবান, হিজরি ৬ সাল) **বানু আল-মুসতালিক হামলা** ও যায়েদ বিন হারিথার (অথবা আবু বকর) অধীনে হুদাইবিয়া সন্ধির মাত্র দুই মাস আগে (রমজান, হিজরি ৬ সাল) **বানু ফাযারাহ হামলা ও উম্মে কিরফা-র পাশবিক হত্যাকাণ্ড!**

>> আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, ইসলামের ইতিহাসের এমনই এক প্রেক্ষাপটে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর ৭০০-১৪০০ অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে মদিনা থেকে মক্কার উদ্দেশে যাত্রা করেন। যাত্রার প্রাক্কালে তিনি বারংবার ঘোষণা দেন যে, "তিনি ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা যাচ্ছেন, যুদ্ধের উদ্দেশ্যে নয়।" এমনই এক পরিস্থিতিতে গত সাড়ে পাঁচ বছরে অবিশ্বাসী জনপদের ওপর বহু আগ্রাসী ও নৃশংস হামলার নেতৃত্ব ও আদেশ দানকারী এই মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ও তাঁর অনুসারীদের সঙ্গে **কুরাইশদের কীরূপ আচরণ সভ্য মনুষ্য সমাজে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে?** নিজেদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা না করে মুহাম্মদকে বিশ্বাস করে

তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদের সাদর আমন্ত্রণে মক্কায় ঢুকতে দেয়াই ছিল কুরাইশদের বুদ্ধিদীপ্ত যৌক্তিক পদক্ষেপ? নাকি নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের মক্কা প্রবেশে বাধা দেওয়াই ছিল কুরাইশসহ যে কোনো সভ্য সমাজের মানুষের এক স্বাভাবিক আত্মরক্ষামূলক প্রতিক্রিয়া?

পাঠক, ইতিহাসের এমনই এক প্রেক্ষাপটে যদি আপনারা কুরাইশদের মত একই অবস্থানে থাকতেন, তবে কি আপনারা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের বিনা বাধায় মক্কায় ঢুকতে দিতেন?

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৯৯-৫০০

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] অনুরূপ বর্ণনা (Parallal): **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫২৯-১৫৩০

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp

[3] অনুরূপ বর্ণনা: **"কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৫৭১-৫৭৪

http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi

ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ২৮১-২৮২

http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

১১২: হুদাইবিয়া সন্ধি- ২: তাঁরা ছিলেন সশস্ত্র!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– ছিয়াশি
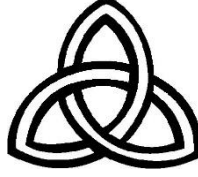
"যে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

হুদাইবিয়া সন্ধির মাত্র তিন মাস আগে বনি আল-মুসতালিক গোত্রের ওপর এবং দু'মাস আগে 'বানু ফাযারাহ' গোত্রের ওপর আগ্রাসী হামলা, লুণ্ঠন, উম্মে কিরফা-সহ অন্যান্য লোকদের অমানুষিক নৃশংসতায় খুন ও মুক্ত মানুষদের জোরপূর্বক ধরে নিয়ে এসে দাস ও যৌনদাসী-রূপে রূপান্তরিত ও ভাগাভাগি সম্পন্ন করার পর, হিজরি ৬ সালের জিলকদ মাসে (মার্চ, ৬২৮ সাল) স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর ৭০০-১৪০০ জন অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে কী বার্তা ঘোষণা দিয়ে মক্কার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছিলেনে, তার আলোচনা গত পর্বে করা হয়েছে।

হুদাইবিয়া সন্ধির প্রাক্কালে **ঠিক কত জন** অনুসারী মুহাম্মদের সঙ্গে ছিলেন, সে বিষয়ে আদি মুসলিম ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণিত (৭০০-১৪০০ জন) উৎসটি ছাড়াও আল-তাবারী তাঁর "তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক" গ্রন্থে আরও পাঁচটি আদি উৎসের রেফারেন্স যোগ করেছেন [1]। সেই উৎসগুলোর তিনটি-তে তিনি এই সংখ্যা ১৪০০ জন, মুহাম্মদ ইবনে সা'দের (৭৮৪-৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দ) বর্ণনায় তা ১৫২৫ জন ও অন্য একটি উৎসের বর্ণনায় তা ১৩০০-১৯০০ জন বলে উল্লেখ করেছেন [2]। এ ছাড়াও ইমাম বুখারী (৮১০-৮৭০ সাল) তাঁর হাদিস

গ্রন্থে এই সংখ্যা ১৩০০-১৪০০ জন, আর আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খ্রিষ্টাব্দ) তাঁর 'কিতাব আল-মাগাজি' গ্রন্থে এই সংখ্যা ১৪০০-১৬০০ জন উল্লেখ করেছেন। [3] [4] আদি উৎসের অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে, হুদাইবিয়া সন্ধির প্রাক্কালে খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি ও তিনি ছিলেন মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের সক্রিয় বাধাদানকারী কুরাইশ দলের অশ্বারোহী সদস্যদের একজন। কুরাইশরা তাঁকে কিছু অশ্বারোহী সহ **'কুরাল-ঘামিম'** নামক স্থানে প্রেরণ করেন (**পর্ব: ৯৬**)। কিন্তু অন্য এক আদি উৎসের উদ্ধৃতি দিয়ে আল-তাবারী এই তথ্যও বর্ণনা করেছেন যে, উক্ত উৎস (নিম্নে বর্ণিত) মতে হুদাইবিয়া সন্ধির পূর্বেই খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, মদিনায় হিজরত করেছিলেন ও এই সন্ধির প্রাক্কালে তিনি কুরাইশদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদকে সাহায্য করেছিলেন।

জগতের সকল ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা হুদাইবিয়া সন্ধির ইতিহাস বয়ানকালে যে-তথ্যটি অতি উচ্চস্বরে প্রচার করে থাকেন, তা হলো - এই যাত্রায় মুহাম্মদ তীর্থযাত্রীর পোশাক পরিধান করে ওমরা করার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন ও কুরবানির জন্য এক দল উটের পাল সঙ্গে নিয়েছিলেন। তাই এই তথ্যটি ইসলাম বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী জনগণের অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু যে-**অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি** অধিকাংশ লোকেরই অজানা তা হলো, ইসলামের ইতিহাসের আদি উৎসে (Primary source of history of Islam) এই তথ্যটিও বর্ণিত আছে যে, এই যাত্রায় মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা তাদের মজুদ অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধ-ঘোড়া সঙ্গে নিয়েছিলেন, **তারা ছিলেন সশস্ত্র!**

আল-তাবারীর (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ) বর্ণনা: [5]

'ইবনে হুমাযেদ < ইয়াকুদ বিন ইয়াকুদ বিন কুম্মি [6] <জাফর (ইবনে আবি আল-মুঘিরাহ) < ইবনে আবযা হইতে বর্ণিত:

যখন আল্লাহর নবী কুরবানির জন্য উটগুলো নিয়ে **ধু আল-হুলায়েফা** নামক স্থানে পৌঁছান, তখন উমর তাঁকে বলেন, "আল্লাহর নবী, আপনি কি অস্ত্রশস্ত্র ও ঘোড়াগুলো সঙ্গে না নিয়েই এমন লোকদের এলাকায় গমন করবেন, যারা আপনার সঙ্গে যুদ্ধে জড়িত?" তাই আল্লাহর নবী তাদেরকে মদিনায় প্রেরণ করেন ও **সেখান থেকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও ঘোড়াগুলো নিয়ে আসেন, কিছুই অবশিষ্ট রাখেন না**। যখন তিনি মক্কার নিকটবর্তী হন, তারা তাঁকে সেখানে প্রবেশে বাধা প্রদান করেন; তাই তিনি মিনার পথে যাত্রা করেন ও সেখানে সাময়িক যাত্রা বিরতি দেন। তাঁর গুপ্তচর তাঁর কাছে খবর নিয়ে আসে, "ইকরিমা বিন আবু জেহেল ৫০০ লোক সঙ্গে নিয়ে আপনার বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছে।" [7] [8]

আল্লাহর নবী খালিদ বিন ওয়ালিদ-কে বলেন, "খালিদ, তোমার চাচার পুত্র অশ্বারোহীদের সঙ্গে নিয়ে তোমার বিরুদ্ধে এসেছে।"
খালিদ বলে, "আমি হলাম আল্লাহ ও তার রসুলের তরবারি! আল্লাহর নবী, আমাকে হুকুম করুন, যেমনটি আপনি চান।" - ঐ দিন সে 'আল্লাহর তরবারি' উপাধিটি পেয়েছিল।

তিনি অশ্বারোহী দলের অধিনায়ক রূপে তাকে প্রেরণ করেন ও সে এক গভীর গিরিখাত (canyon) এর মধ্যে ইকরিমার সম্মুখীন হয় ও তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে, এইভাবে সে ইকরিমা-কে তাড়িয়ে মক্কার দেয়াল ঘেরা বাগানে ফেরত পাঠায়। ইকরিমা আবার ফিরে আসে ও খালিদ তাকে বাধা দেয় ও তাড়িয়ে মক্কার দেয়াল ঘেরা বাগানে ফেরত পাঠায়। ইকরিমা তৃতীয়বার ফিরে আসে, খালিদ তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে মক্কার দেয়াল ঘেরা বাগানে ফেরত পাঠায়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ নাজিল করে, "তিনি মক্কা শহরে তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারিত করেছেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর" - থেকে "যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম" উক্তিটি পর্যন্ত।" (কুরান: **৪৮:২৪-২৫**)

*[৪৮:২৪-২৫ - "তিনি মক্কা শহরে তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারিত করেছেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তা দেখেন। (২৫) তারাই তো কুফরী করেছে এবং বাধা দিয়েছে তোমাদেরকে মসজিদে হারাম থেকে এবং অবস্থানরত কোরবানীর জন্তুদেরকে যথাস্থানে পৌছতে। **যদি মক্কায় কিছুসংখ্যক ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী না থাকত, যাদেরকে তোমরা জানতে না। অর্থাৎ তাদের পিষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত,** অতঃপর তাদের কারণে তোমরা অজ্ঞাতসারে ক্ষতিগ্রস্ত হতে, **তবে সব কিছু চুকিয়ে দেয়া হত;** কিন্তু এ কারণে চুকানো হয়নি, যাতে আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতে দাখিল করে নেন। যদি তারা সরে যেত, তবে আমি অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা কাফের তাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি দিতাম।"]*

নবীকে তাদের ওপর বিজয়ী করার পর, মুহাম্মদকে মক্কাবাসীদের ওপর বিজয়ী করার পর মক্কায় অবস্থানরত অবশিষ্ট মুসলমানদের কারণে আল্লাহ তাঁকে তাদের কাছ থেকে নিবৃত্ত করেছে; কারণ আল্লাহ এটা চায় না যে, অশ্বারোহীরা অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদেরকে পদদলিত করুক।' - অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।]

>>> আল-তাবারীর সম্পাদিত আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, মদিনা থেকে রওনা হয়ে ৫-৬ মাইল দূরবর্তী **ধু আল-হুলায়েফা** নামক স্থানে পৌঁছার পর উমর ইবনে খাত্তাবের পরামর্শে **মুহাম্মদ মদিনায় মজুত সকল অস্ত্রশস্ত্র ও ঘোড়াগুলো নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন।** তারপর সেই অস্ত্রশস্ত্র ও ঘোড়গুলো সঙ্গে নিয়ে মক্কার উদ্দেশে যাত্রা করেন। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও হাদিস গ্রন্থের মুখ্য লেখকদের কেউই 'আল-হুলায়েফা-র' এই ঘটনার কোনো উল্লেখ করেননি। মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা তাঁদের এই যাত্রায় **কী ধরণের অস্ত্রশস্ত্র** সঙ্গে নিয়েছিলেন, তারও কোনো সরাসরি বর্ণনা তাঁদের লেখায় খুঁজে পাওয়া যায় না। তা সত্ত্বেও তাঁদের রচিত হুদাইবিয়া অধ্যায়ের

বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের বর্ণনায় আমরা অতি সহজেই বুঝতে পারি যে, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা ছিলেন সশস্ত্র! অন্যদিকে, আল-ওয়াকিদি **ধু আল-হুলায়েফা** ঘটনার বর্ণনায় যা উল্লেখ করেছেন তা হলো এই যে, ধু আল-হুলায়েফা নামক স্থানে পৌঁছার পর যখন উমর ইবনে খাত্তাব মুহাম্মদকে মজুদ অস্ত্রশস্ত্র ও ঘোড়াগুলো সঙ্গে নেয়ার পরামর্শ দেন, তখন মুহাম্মদ তাঁর সেই প্রস্তাবে রাজী হননি।

আল-ওয়াকিদির প্রাসঙ্গিক বর্ণনা:

'তারা খাপের মধ্যে **তলোয়ার ছাড়া** অন্য কোনো অস্ত্রশস্ত্র না নিয়েই রওনা হোন। তাঁর অনুসারীদের এক দল লোক কুরবানির পশুদের পরিচালনা করে। --তারা সেগুলোকে ধু আল-হুলায়েফা নামক স্থানে তাঁর যাত্রা বিরতি পর্যন্ত নিয়ে আসে। --উমর ইবনে খাত্তাব বলে, "হে আল্লাহর নবী, আপনার কি আশংকা হয় না যে, আবু সুফিয়ান বিন হারব ও তার অনুসারীরা আমাদের আক্রমণ করতে পারে কারণ যুদ্ধের জন্য আমরা কোনো প্রস্তুতি নিইনি?" আল্লাহর নবী বলেন, "আমি জানি না। **আমার ইচ্ছা নয় যে, তীর্থযাত্রা কালে আমি কোনো অস্ত্রশস্ত্র বহন করি।**"' [9]

অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।]

>>> কিন্তু, অন্যান্য উৎসের রেফারেন্স সম্বলিত আল-ওয়াকিদির হুদাইবিয়া অধ্যায়ের অন্যান্য ঘটনা প্রবাহের বর্ণনায় আমরা আরও যে-সমস্ত তথ্য পাই, তার একটি হলো: 'যখন মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা হুদাইবিয়ার নিকটবর্তী এক কূপের কাছে এসে পৌঁছান, সেখানে যে কূপটি ছিল, তাতে পানির পরিমাণ ছিল খুবই অল্প। সেই অবস্থায় মুহাম্মদ তাঁর তূণী থেকে তীর বের করে তাঁর অনুসারীদের দেন ও বলেন, তারা যেন এই তীরটি ঐ কূপের পানিতে বসায়। তারা তাই করে। আর তারপর অলৌকিক উপায়ে সেই কূপ পানি-পূর্ণ হয়ে যায় এবং সেই পানির সাহায্যে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা তাঁদের পানির চাহিদা পূরণ করে [10]। এই একই ঘটনার বর্ণনা ইবনে ইশাক, আল-তাবারী ও ইমাম বুখারী তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে বিভিন্নভাবে বর্ণনা

করেছেন। এই ঘটনার বর্ণনায় যে-গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো - **শুধুমাত্র তলোয়ারই নয়, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা তীর-ধনুকও সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন।** [11] [12] [13]

আল-ওয়াকিদির বর্ণনায় আমরা আরও জানতে পারি যে, যখন মুহাম্মদ তাঁর এক গুপ্তচর মারফত জানতে পারেন, কুরাইশরা তাঁদেরকে বাধা প্রদানের জন্য সমবেত হয়েছে; তখন তিনি তাঁর অনুসারীদের নিয়ে বৈঠকে বসেন ও এই পরিস্থিতিতে কী করা উচিত, তা তাঁর অনুসারীদের কাছে জানতে চান। আবু বকর, আবু হুরাইরা ও আল-মিকদাল বিন আমর নামের এক অনুসারী তাঁকে পরামর্শ দেন যে, যদি কুরাইশার তাদেরকে বাধা প্রদান করে, তবে তারা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। এই একই ঘটনার বর্ণনা ইমাম বুখারী তাঁর হাদিস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন; যেখানে তিনি আরও যা লিপিবদ্ধ করেছেন, তা হলো, যদি কুরাইশরা তাদেরকে বাধা প্রদান করে, তবে **তাদের পরিবার ও সন্তানদের মুহাম্মদ ধ্বংস করবেন** কি না, সে বিষয়ে মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের কাছে পরামর্শ চেয়েছিলেন ("O people! Give me your opinion. Do you recommend that I should destroy the families and offspring of those who want to stop us from the Ka'ba?")। [14] [15]

সুতরাং **প্রশ্ন হলো**, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা যদি যুদ্ধ করার জন্য কোনো অস্ত্রশস্ত্র না নিয়ে গিয়ে থাকেন, তবে বিনা অস্ত্রে তারা কীভাবে সশস্ত্র কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন ও নবীকে যুদ্ধের পরামর্শ দিয়েছিলেন? আর বিনা অস্ত্রে মুহাম্মদই বা কীভাবে সশস্ত্র কুরাইশদের পরিবার ও সন্তানদের ধ্বংস করবেন কি না, সেই পরামর্শ আহ্বান করেছিলেন? মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা যে তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধ-ঘোড়া সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন, তার **সবচেয়ে বড় প্রমাণ** হলো মুহাম্মদেরই স্বরচিত ব্যক্তিমানস জীবনীগ্রন্থ (Psycho-biography) কুরান। "হুদাইবিয়া সন্ধি" সম্পন্ন করার পর সেখান থেকে ফিরে এসে মুহাম্মদ ঐ প্রসঙ্গে **সূরা আল ফাতহ** (চ্যাপ্টার ৪৮) প্রচার

করেন, তাঁর এই জবানবন্দির **"৪৮:২২-২৫"** বাণীটি-কে একটু মনোযোগের সাথে বিশ্লেষণ করা যাক।

মুহাম্মদের ভাষায়:

৪৮:২২-২৩ – "যদি কাফেররা তোমাদের মোকাবেলা করত, **তবে অবশ্যই তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করত।** তখন তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পেত না। (২৩) এটাই আল্লাহর রীতি, যা পূর্ব থেকে চালু আছে। তুমি আল্লাহর রীতিতে কোন পরিবর্তন পাবে না।"

>>> **কী ভাবে?** কোনো সশস্ত্র আক্রমণকারী দল কোনো নিরস্ত্র মোকাবেলাকারী দলকে দেখে **"অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন"** কেন করবে? এটা তখনই সম্ভব, যখন মোকাবেলাকারী দল, আক্রমণকারী দলের মতই সশস্ত্র।

৪৮:২৪-২৫ - "তিনি মক্কা শহরে তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারিত করেছেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তা দেখেন। (২৫) তারাই তো কুফরী করেছে এবং বাধা দিয়েছে তোমাদেরকে মসজিদে হারাম থেকে এবং অবস্থানরত কোরবানীর জন্তুদেরকে যথাস্থানে পৌছতে। **যদি মক্কায় কিছুসংখ্যক ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী না থাকত, যাদেরকে তোমরা জানতে না। অর্থাৎ তাদের পিষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত,** অতঃপর তাদের কারণে তোমরা অজ্ঞাতসারে ক্ষতিগ্রস্ত হতে, **তবে সব কিছু চুকিয়ে দেয়া হত;** কিন্তু এ কারণে চুকানো হয়নি, যাতে আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতে দাখিল করে নেন। যদি তারা সরে যেত, তবে আমি অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা কাফের তাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি দিতাম।"

>>> ওপরে বর্ণিত খালিদ বিন ওয়ালিদ ও ইকরিমা বিন আবু জেহেল বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে মুহাম্মদ এই বাণীটি রচনা করুন, কিংবা তিনি এটি অন্য কোন ঘটনার

পরিপ্রেক্ষিতে রচনা করুন; এই বাণীটি নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশে ঘোষণা দিয়েছিলেন, **যারা জানতেন না** যে, "মক্কায় কিছুসংখ্যক ইমানদার পুরুষ ও ইমানদার নারী যারা আছেন তারা কারা?" বলা হচ্ছে, এই না জানার কারণে কুরাইশদের সঙ্গে তাদেরও **"পিষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা"** আছে বলেই **"তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারিত করেছেন"** - অর্থাৎ, সে কারণেই মুহাম্মদ কুরাইশদের আক্রমণ করেননি। যদি এই আশংকা না থাকতো **"তবে সব কিছু চুকিয়ে দেয়া হত"** -অর্থাৎ, কুরাইশদের আক্রমণ করে ধ্বংস করা হতো। এটা তখনই সম্ভব, যখন মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা হবেন সশস্ত্র।

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুহাম্মদ অনুসারীদের সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন (পর্ব: ৩৪) ও ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুহাম্মদ অনুসারীদের সংখ্যা ছিল ৭০০ জন (পর্ব: ৫৫)। সে তুলনায় **মুহাম্মদের এই মক্কা যাত্রায় তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা ছিল বিশাল, ওহুদ যুদ্ধের তুলনায় দ্বিগুণ!** আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, উমর ইবনে খাত্তাবের পরামর্শে মুহাম্মদ ধু আল-হুলায়েফা থেকে তাঁর কিছু অনুসারীকে আরও অতিরিক্ত অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধ-ঘোড়া নিয়ে আসার জন্য মদিনায় ফেরত পাঠাক কিংবা না পাঠাক, তারা যে নিরস্ত্র অবস্থায় মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেননি, তা আদি উৎসের সকল বিশিষ্ট 'সিরাত ও হাদিস' লেখকদের বর্ণনায় অত্যন্ত স্পষ্ট।

সুতরাং, আবারও সেই একই প্রশ্ন: এমত অবস্থায় অবিশ্বাসী জনপদের ওপর বহু আগ্রাসী ও নৃশংস হামলার নেতৃত্ব ও আদেশ দানকারী মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ও তাঁর অনুসারীদের সঙ্গে কুরাইশদের কীরূপ আচরণ সভ্য মনুষ্য সমাজে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে? নিজেদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা না করে মুহাম্মদকে বিশ্বাস করে তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদের সাদর আমন্ত্রণে মক্কায় ঢুকতে দেয়া? নাকি নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের মক্কা প্রবেশে বাধা দেওয়া?

ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-তাবারীর মূল ইংরেজি অনুবাদের (ইন্টারনেটে বিনামূল্যে ডাউনলোড লিঙ্ক: তথ্যসূত্র [1]) অংশটিও সংযুক্ত করছি।

The narrative of Al-Tabari:

'According to Ibne Humayd < Yaqud b Qummi [6] < Jafar (i.e Ibn Abi Al Mughirah) < Ibn Abza, who said:

When the Messenger of God set out with camels for sacrifice and reached **Dhu al-Hulayfah,** Umar said to him, "Messenger of God, will you without arms or horses enter the territory of people who are at war with you?" So the prophet sent to Medina and left no horses or weapons there untaken. When he approached Mecca, they prohibited him from entering; so he marched to **Mina** and halted there. His spy brought him word saying, "Ikrimah b Abi Jahl has come out against you with five hundred men." [7][8]

The Messenger of God said to Khalid b al-Walid, "Khalid, here is your paternal uncle's son come against you with horsemen." Khalid said, "I am the sword of God and the sword of His Messenger!"– he received the name *sword of God* on that day – "Messenger of God, direct me wherever you wish!" He sent him in command of horsemen, and he met 'Ikrimah in the canyon and routed him, so that he drove Ikrimah back into the walled gardens of Mecca. Ikrimah returned again, and Khalid routed him, driving him back

into the walled gardens of Mecca. Ikrimah returned in third time, and Khalid routed him, so that he drove him back into the walled gardens of Mecca. God revealed concerning him, “It is He who restrained their hands from you, and your hands from them, in the hollow of Mecca, after He made you victors over them” – until the words, “painful punishment.” [Q: 48:24-25].

Having made the Prophet victor over them, God restrained him from them on account of remnant of Muslims who remained in Mecca after He had made Muhammad victor over the Meccans; for God did not want the horsemen to trample them unwittingly.’

[কুরানের উদ্ধৃতিগুলো সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট অনুবাদকারীর পাশাপাশি অনুবাদ এখানে।]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **“তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক”- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫২৯-১৫৩০
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp

[2] মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ): কিতাব আল-তাবাকাত আল-কাবির গ্রন্থের লেখক: http://kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products_id=4170

[3] **সহি বুখারি: ভলিউম ৫, বই ৫৯, নং ৪৭৫**
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5561-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-495.html

Narrated By Jabir bin 'Abdullah: On the day of Al-Hudaibiya, Allah's Apostle said to us' "You are the best people on the earth!" We were 1400 then. If I could see now, I would have shown you the place of the Tree (beneath which the Pledge of allegiance was given by us)," Salim said, "Our number was 1400." 'Abdullah bin Abi Aufa said, "The people (who gave the Pledge of allegiance) under the Tree numbered 1300 and the number of Bani Aslam was 1/8 of the Emigrants."

[4] **"কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৫৭৪: http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi

ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ২৮২

http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[5] **Ibid আল-তাবারী** পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৩১-১৫৩২

[6] ইয়াকুদ বিন আবদুল্লাহ আল-কুম্মি ৭৯০ খৃস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

[7] **ধু আল-হুলায়েফা:** মদিনা থেকে ৬-৭ মাইল দূরবর্তী মক্কা যাওয়ার পথে অবস্থিত একটি স্থান।

[8] **মিনা:** মক্কা শহরের পূর্বদিকে ৫ মাইল দূরবর্তী, তীর্থযাত্রীদের ঐতিহ্যগত মক্কা ও আরাফাত গমন পথের মধ্যবর্তী এক সঙ্কীর্ণ উপত্যকায় এই স্থানটি অবস্থিত।

[9] Ibid **"কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি-** ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৫৭২;
ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ২৮১

[10] Ibid **"কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি-** ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৫৮৭;
ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ২৮৮

[11] অনুরূপ বর্ণনা (Parallal): **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫০১.

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[12] অনুরূপ বর্ণনা (Parallal): **Ibid আল-তাবারী** পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৩৩-১৫৩৪

[13] অনুরূপ বর্ণনা- **সহি বুখারী: ভলিউম ৩, বই ৫০, নম্বর ৮৯১**

অনেক বড় হাদিস, প্রাসঙ্গিক অংশ:

‘Narated By Al-Miswar bin Makhrama and Marwan: -----The Prophet changed his way till he dismounted at the farthest end of Al-Hudaibiya at a pit (i.e. well) containing a little water which the people used in small amounts, and in a short while the people used up all its water and complained to Allah's Apostle; of thirst. The Prophet took an arrow out of his arrow-case and ordered them to put the arrow in that pit. By Allah, the water started and continued sprouting out till all the people quenched their thirst and returned with satisfaction------‘. http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/83-Sahih%20Bukhari%20Book%2050.%20Conditions/3385--sahih-bukhari-voluume-003-book-050-hadith-number-891.html

[14] Ibid **“কিতাব আল-মাগাজি”- লেখক: আল-ওয়াকিদি-** ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৫৮০; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ২৮৫

[15] অনুরূপ বর্ণনা: **সহি বুখারী: ভলিউম ৫, বই ৫৯, হাদিস নম্বর ৪৯৫**

প্রাসঙ্গিক অংশ:

‘ --- There his spy came and said, "The Quraish (infidels) have collected a great number of people against you, and they have collected against you the Ethiopians, and they will fight with you, and will stop you from entering the Ka'ba and prevent you." The Prophet said, "O people! Give me your opinion. Do you recommend that I should destroy the families and offspring of those who want to stop us from the Ka'ba? If they should come to us (for peace) then Allah will destroy a spy from the pagans, or otherwise we will leave them in a miserable state." On that Abu Bakr said, "O Allah Apostle! You have come with the intention of visiting this House (i.e. Ka'ba) and you do not want to kill or fight anybody. So proceed to it, and whoever should stop us from it, we will fight him." On that the Prophet said, "Proceed on, in the Name of Allah!"’

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5561-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-495.html

১১৩: হুদাইবিয়া সন্ধি- ৩: The Devil is in the Detail!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– সাতাশি
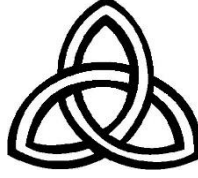
"যে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

হুদাইবিয়া সন্ধির প্রাক্কালে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কত জন অনুসারীকে সঙ্গে নিয়ে মক্কার অদূরে হদাইবিয়া নামক স্থানে পৌঁছেছিলেন ও তাঁরা তাঁদের সঙ্গে কীরূপ অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে এনেছিলেন - তার আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে। মুহাম্মদের স্বরচিত জবানবন্দি কুরান ও আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই রচিত সিরাত ও হাদিসের বর্ণনায় যে-বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো, মুহাম্মদ প্রকাশ্যে ওমরা পালনের উদ্দেশ্য ঘোষণা দিয়ে যাত্রা শুরু করলেও ন্যূনতম পক্ষে তাঁরা তাঁদের তলোয়ার, তীরধনুক ও যুদ্ধ-ঘোড়া **(৪৮:২৫-"তাদের পিষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা--")** সঙ্গে এনেছিলেন।

মুহাম্মদ তাঁর দশ বছরের মদিনা-জীবনে অবিশ্বাসী ব্যক্তি ও জনপদের ওপর যে ৬৫-১০০ টি (সূত্র ভেদে বিভিন্নতা আছে) নৃশংস হামলার সাথে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, তার সবগুলোতেই মুহাম্মদ **তাঁর আগ্রাসনের দায়ভার** বিভিন্ন উপায়ে আক্রান্ত জনপদবাসীর উপর ন্যস্ত করেছিলেন। "তাহারা চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছিল", "তাহারা আক্রমণের ষড়যন্ত্র করিয়াছিল", "তাহারা ইসলাম প্রচারে বাধা প্রদান করিয়াছিল", "তাহারা কটূক্তি-সমালোচনা-তাচ্ছিল্য করিয়াছিল" - ইত্যাদি, ইত্যাদি! মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর অনুসারীরা গত ১৪০০ বছর ধরে সেই ধারাবাহিকতা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে চর্চা

করে আসছেন। এ ব্যাপারে তাঁরা **এতটাই সফল** যে, শুধু ইসলাম-বিশ্বাসীরাই নয়, বহু অমুসলিম জনসাধারণও অনুরূপ ধারণা পোষণ করে থাকেন। [1]

হুদাইবিয়া সন্ধির সময় থেকে মুহাম্মদের মৃত্যু পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা প্রবাহের খতিয়ান:

'হুদাইবিয়া সন্ধি' - মার্চ, ৬২৮ সাল (জিলকদ, হিজরি ৬ সাল) [2]

খায়বার হামলা (যুদ্ধ) - মে, ৬২৮ সাল (মহরম, হিজরি ৭ সাল) [3] [4]

হুদাইবিয়া সন্ধির পর প্রথম হজ - মার্চ-এপ্রিল, ৬২৯ সাল (জিলকদ, হিজরি ৭ সাল)

>> মুহাম্মদ এই হজে অংশগ্রহণ করেন। [5]

মুতার হামলা (যুদ্ধ) - আগস্ট, ৬২৯ সাল (জুমাদিউল আউয়াল, হিজরি ৮ সাল) [6]

'মক্কা বিজয়' - মার্চ, ৬৩০ সাল (জিলকদ, হিজরি ৮ সাল) [7]

হুনায়েন হামলা (যুদ্ধ) - মক্কা বিজয়ের ১২-১৪ দিন পর [8]

তায়েফ আক্রমণ- হুনায়েন হামলার পর সেখান থেকে গিয়ে সরাসরি তায়েফ আক্রমণ [9]

'তাবুকের যুদ্ধ' - অক্টোবর, ৬৩০ সাল (হিজরি ৯ সাল) [10]

মক্কা বিজয়ের পর প্রথম হজ -মার্চ-এপ্রিল, ৬৩১ সাল (জিলকদ-জিলহজ, হিজরি ৯ সাল)

Ø মুহাম্মদ এই হজে অংশগ্রহণ করেন নাই। এই হজের প্রাক্কালে **(কোনো যুদ্ধকালে নয়)** মুহাম্মদের নির্দেশে আলী ইবনে আবু তালিব অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে “**সুরা তওবার**” বহু নৃশংস নির্দেশ ঘোষণা করেন (নিম্নে বর্ণিত)! এটিই ছিল অবিশ্বাসী মুশরিকদের সাথে ইসলাম বিশ্বাসীদের সম্মিলিত শেষ হজব্রত পালন; ইসলামী পরিভাষায় যাকে বলা যেতে পারে, **"মুশরিকদের (Polytheist) বিদায় হজ!"** [11]

মক্কা বিজয়ের পর দ্বিতীয় হজ - মার্চ-এপ্রিল, ৬৩২ (জিলকদ-জিলহজ, ৬৩২ সাল)

Ø মুশরিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবার পর মুহাম্মদের প্রথম ও শেষ হজ (**'বিদায় হজ'**) ও সেখানে তাঁর ভাষণ, ইসলামের ইতিহাসে যা বিদায় হজের ভাষণ নামে বিখ্যাত। আগের বছর হজের সময় মুহাম্মদের নির্দেশে সুরা তওবার নৃশংস নির্দেশ ও তার বাস্তবায়নের কারণে এই হজে **শুধু** মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরাই অংশগ্রহণ করেন। অমুসলিমদের জন্য তা ছিল নিষিদ্ধ! [12]

মুহাম্মদের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ - জুন, ৬৩২ সাল।

>>> ইসলামের ইতিহাসে "হুদাইবিয়া সন্ধি" এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ইতিপূর্বে কুরাইশদের বিরুদ্ধে যাবতীয় আগ্রাসী কর্মকাণ্ডের বৈধতা প্রদানের প্রয়োজনে যেমন মুহাম্মদ দাবি করেছেন যে, তাঁর মক্কায় অবস্থানকালীন সময়ে "তাহারা অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিল"; বনি কেইনুকা গোত্র ও বনি নাদির গোত্রের সমস্ত লোককে তাঁদের শত শত বছরের ভিটেমাটি থেকে প্রায় এক বস্ত্রে (উটের পিঠে বহনযোগ্য পরিমাণ জিনিসপত্র নেয়ার অনুমতি প্রদান) উচ্ছেদ করে তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি লুট করার বৈধতা প্রদানের প্রয়োজনে যেমন মুহাম্মদ "তাহারা চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছিল" অজুহাতটি হাজির করেছিলেন (**পর্ব: ৫২-৫৩**); বনি কুরাইজা গোত্রের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে খুন, তাঁদের সমস্ত নারী ও শিশুদের বন্দী করে দাস ও যৌনদাসীতে রূপান্তর এবং তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি লুট করার বৈধতা প্রদানের প্রয়োজনে যেমন মুহাম্মদ **"**তাহারা চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছিল**"** অজুহাতটি হাজির করেছিলেন- **ঠিক তেমনিভাবে মুহাম্মদ হুদাইবিয়ার দশ বছরের সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করার পর মাত্র দুই বছরের মাথায় তা ভঙ্গ** করে কুরাইশদের বিরুদ্ধে অতর্কিত আগ্রাসী হামলার মাধ্যমে মক্কা বিজয় এর বৈধতা প্রদানের প্রয়োজনে **"তাহারা চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছিল"** অজুহাতটি হাজির করেছিলেন (বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তীতে করা হবে)। মুহাম্মদের হামলার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, কোনোরূপ আগাম ঘোষণা ছাড়াই অবিশ্বাসী জনপদের উপর অতর্কিত হামলা করা! মক্কা বিজয়ও এই বৈশিষ্ট্যের ব্যতিক্রম ছিল না।

কুরাইশ মুশরিকদের (polytheist) বিরুদ্ধে **বিজয়ী হবার পর** মুহাম্মদ তাঁদের সাথে একত্রে হজব্রত পালন করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেন। তাই তিনি এই হজে নিজে অংশগ্রহণ না করে আবু বকরের নেতৃত্বে তাঁর প্রায় ৩০০ জন অনুসারীকে মক্কাবিজয়-পরবর্তী এই প্রথম হজব্রত পালনের জন্য মক্কায় পাঠান। আবু বকর তাঁর দলবল নিয়ে রওনা হবার পর মুহাম্মদ তাঁর চাচাতো ভাই ও জামাতা আলী ইবনে আবু তালিব-কে **সুরা তওবার** প্রথম ৩০-৪০টি আয়াত (নির্দেশ) সহ হজব্রত পালনের জন্য এই নির্দেশ সহকারে প্রেরণ করেন যে, আলী যেন উপস্থিত ইসলাম বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের (মুশরিক) উদ্দেশে তাঁর এই নির্দেশগুলো ঘোষণা করেন। মুহাম্মদের নির্দেশে আলী ইবনে আবু তালিব হিজরি ৯ সালের জিল-হজ মাসের ১০ তারিখে (মার্চ ১৯, ৬৩১ সাল) আরাফার ময়দানে উপস্থিত মুশরিক ও ৩০০ জন মুসলমানদের সামনে সেই নৃশংস নির্দেশগুলো ঘোষণা করেন! [13] [14]

আলী ইবনে আবু তালিব মারফত ঘোষিত মুহাম্মদের সেই নির্দেশগুলোর কিছু নমুনা:

৯:১- "সম্পর্কচ্ছেদ করা হল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে সেই মুশরিকদের সাথে, **যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে।"**

৯:২ – "অতঃপর তোমরা পরিভ্রমণ কর এ দেশে **চার মাসকাল**। আর জেনে রেখো, তোমরা আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবে না, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদিগকে লাঞ্ছিত করে থাকেন।"

৯:৩ – "আর **মহান হজ্বের দিনে** আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে লোকদের প্রতি ঘোষণা করে দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ মুশরেকদের থেকে দায়িত্ব মুক্ত এবং তাঁর রসূলও। অবশ্য যদি তোমরা তওবা কর, তবে তা, তোমাদের জন্যেও কল্যাণকর, আর যদি মুখ ফেরাও, তবে জেনে রেখো, আল্লাহকে তোমরা পরাভূত করতে পারবে না। **আর কাফেরদেরকে মর্মান্তিক শাস্তির সুসংবাদ দাও"।**

৯:৪- "তবে যে মুশরিকদের সাথে তোমরা **চুক্তি বদ্ধ**, অতপরঃ যারা তোমাদের ব্যাপারে কোন ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি,

তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ কর। অবশ্যই আল্লাহ সাবধানীদের পছন্দ করেন”।

৯:৫- **“অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক।** কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু”।

৯:৬- “আর মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দেবে, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌছে দেবে। এটি এজন্যে যে এরা জ্ঞান রাখে না”।

৯:৭- “**মুশরিকদের চুক্তি** আল্লাহর নিকট ও তাঁর রসূলের নিকট **কিরূপে বলবৎ থাকবে।** তবে যাদের সাথে তোমরা চুক্তি সম্পাদন করেছ মসজিদুল-হারামের নিকট। অতএব, যে পর্যন্ত তারা তোমাদের জন্যে সরল থাকে, তোমরাও তাদের জন্য সরল থাক। নিঃসন্দেহের আল্লাহ সাবধানীদের পছন্দ করেন”।

৯:৮- “**কিরূপে?** তারা তোমাদের উপর জয়ী হলে তোমাদের আত্নীয়তার ও **অঙ্গীকারের** কোন মর্যাদা দেবে না। তারা মুখে তোমাদের সন্তুষ্ট করে, কিন্তু তাদের অন্তরসমূহ তা অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী”।

৯:১২ – “আর যদি **ভঙ্গ করে তারা তাদের শপথ** প্রতিশ্রুতির পর এবং বিদ্রুপ করে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে, তবে কুফর প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর। কারণ, এদের কেন শপথ নেই যাতে তারা ফিরে আসে”।

৯:১৩-১৪- “তোমরা কি সেই দলের সাথে যুদ্ধ করবে না; **যারা ভঙ্গ করেছে নিজেদের শপথ** এবং সঙ্কল্প নিয়েছে রসূলকে বহিস্কারের? আর এরাই প্রথম তোমাদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় কর? অথচ তোমাদের ভয়ের অধিকতর যোগ্য হলেন আল্লাহ, যদি তোমরা মুমিন হও। (১৪) যুদ্ধ কর ওদের সাথে,

আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন"।

৯:১৭-১৮- "মুশরিকরা যোগ্যতা রাখে না আল্লাহর মসজিদ আবাদ করার, যখন তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরীর স্বীকৃতি দিচ্ছে। এদের আমল বরবাদ হবে এবং এরা আগুনে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে। (১৮) নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি এবং কায়েম করেছে নামায ও আদায় করে যাকাত; আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করে না। অতএব, আশা করা যায়, তারা হেদায়েত প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে"।

৯:২৮-২৯ – "হে ঈমানদারগণ! **মুশরিকরা তো অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল-হারামের নিকট না আসে।** আর যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা কর, তবে আল্লাহ চাইলে নিজ করুনায় ভবিষ্যতে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (২৯) তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, **যতক্ষণ না করজোড়ে** তারা জিযিয়া প্রদান করে"।

>>> সুরা তওবার এই নির্দেশগুলোর বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তীতে করা হবে। ইসলামের ইতিহাসে হুদাইবিয়া সন্ধি চুক্তি **এতটাই গুরুত্বপূর্ণ** যে মক্কা বিজয়ের ১২ মাস পরে মুহাম্মদ তাঁর এই নির্দেশে **কুরাইশদের বিরুদ্ধে হুদাইবিয়া চুক্তি ভঙ্গের অজুহাত** আবারও উত্থাপন করে তাঁদের বিরুদ্ধে নৃশংস আদেশ জারি করেন। তিনি তাঁর মতবাদে দীক্ষিত হওয়ার জন্য চার মাসের আল্টিমেটাম জারি করেন! সুরা তওবার এই নির্দেশগুলোই হলো তাঁর অনুসারীদের প্রতি মুহাম্মদের সর্বশেষ নির্দেশ-যুক্ত সুরা। নাজিলের সময়ের ক্রমিক মান অনুসার এটি ১১৩ নম্বর সুরা; কুরানের সর্বশেষ সুরা হলো সুরা নছর (বর্তমান কুরানের ১১০ নম্বর) যাতে কোনো নির্দেশ নেই (**পর্ব: ১০৫**)।

ইসলাম নামক মতবাদের **আল-নাসিখ ওয়া আল-মনসুখ** (Al-Nasikh wa al-Mansukh) নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তীতে মদিনায় নাযিল-কৃত এসব কঠিন থেকে কঠিনতম আদেশ ও নিষেধ মুহাম্মদের মক্কা ও প্রাথমিক মদিনা জীবনে নাযিলকৃত আপাত সহনশীল আদেশ ও নিষেধকে বাতিল করে দিয়েছে (**পর্ব: ২৭**)।
ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে, **"The devil is in the detail",** যার বাংলা অর্থ এভাবে করা যেতে পারে যে,

"সত্যতার যাচাই হয় ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনায়!" মুহাম্মদ তাঁর আল্লাহর রেফারেন্সে দাবি করছেন যে, কুরাইশরাই প্রথম হুদাইবিয়া চুক্তি ভঙ্গ করেছিলেন, তাই তিনি তাঁদের আক্রমণ ও পরাস্ত করে মক্কা বিজয় করেছিলেন। হুদাইবিয়া সন্ধি চুক্তি কে প্রথম ভঙ্গ করেছিল, তা জানার জন্য প্রয়োজন এই সন্ধি-পরবর্তী সময়ের ঘটনাপ্রবাহের গভীর ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা। তাই আমি আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই রচিত সিরাত ও হাদিস-গ্রন্থ এবং মুহাম্মদেরই স্বরচিত গ্রন্থ কুরানের আলোকে বনি কুরাইজা গণহত্যা ঘটনা-প্রবাহের মতই (**পর্ব: ৮৭-৯৫**) হুদাইবিয়া সন্ধি পরবর্তী সময়ের প্রতিটি ঘটনাপ্রবাহ পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করবো, যাতে উৎসাহী মুক্তচিন্তার পাঠকরা আদি উৎসে বর্ণিত সেই তথ্য-উপাত্তের নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের মাধ্যমে মুহাম্মদের দাবির সত্য-মিথ্যা যাচাই করতে পারেন। একই সাথে, মুহাম্মদ অনুসারী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা কীভাবে আদি উৎসে বর্ণিত এই সব ঘটনাপ্রবাহের তথ্যবিকৃতির মাধ্যমে সাধারণ সরলপ্রাণ মুসলমান ও অমুসলমানদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন, তারও কিছুটা সম্যক ধারণা তাঁরা পেতে পারেন।

[কুরানের উদ্ধৃতিগুলো সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট অনুবাদকারীর পাশাপাশি অনুবাদ এখানে।]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **মদিনা জীবনে অবিশ্বাসী ব্যক্তি ও জনপদের ওপর মুহাম্মদের হামলার খতিয়ান:** https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_expeditions_of_Muhammad

[2] **'হুদাইবিয়া সন্ধি: "সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৯৯-৫১০ http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮, ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫২৯-১৫৫৪ https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp

"কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৫৭১-৬৩৩ http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ২৮১-৩১১ http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[3] **খায়বার হামলা (যুদ্ধ):** Ibid সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক - পৃষ্ঠা ৫১০-৫৩৩; Ibid: আল-তাবারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৭৬-১৫৯১; Ibid "কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি- ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৬৩৩-৭২২, ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৩১১-৩৫৫

[4] **খায়বার:** মদিনা থেকে ৯৫ মাইল দূরবর্তী একটি স্থান। ঐ সময়ে সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসীরাই ছিলেন ইহুদি, যারা ছিলেন প্রধানতঃ কৃষিজীবী ও ব্যবসায়ী।

[5] **হুদাইবিয়া সন্ধির পর প্রথম হজ:** Ibid সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক - পৃষ্ঠা ৫৩০-৫৩১; Ibid: আল-তাবারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৯৩-১৫৯৭

[6] **মুতার হামলা (যুদ্ধ):** Ibid সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক - পৃষ্ঠা ৫৩১-৫৪০; Ibid: আল-তাবারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৬১১-১৬১৯; Ibid "কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি- ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৭৫৫-৭৬৯, ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৩৭২-৩৭৮

[7] **'মক্কা বিজয়':** Ibid সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক - পৃষ্ঠা ৫৪০-৫৬১; Ibid: আল-তাবারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৬১৯-১৬৪৮; Ibid "কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি- ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৭৮০-৮৭৫, ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৩৮৪-৪২৮

[8] **হুনায়েন হামলা (যুদ্ধ):** Ibid সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক - পৃষ্ঠা ৫৬৬-৫৯৭; Ibid "কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি- ভলুম ৩, পৃষ্ঠা ৮৮৫-৯২৩, ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৪৩৫-৪৫২

"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী, ভলুউম ৯, (The Last Years of the Prophet) – translated and Annotated by Ismail K. Poonawala [State university of New York press (SUNY), Albany 1990, ISBN 0-88706-692—5 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৬৫৪-১৬৭০ ও ১৬৭৫-১৬৮৬

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21294&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp

[9] **তায়েফ আক্রমণ:** Ibid সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক - পৃষ্ঠা ৫৮৭-৫৯২; Ibid: আল-তাবারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৬৭০-১৬৭৫; Ibid "কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি- ভলুম ৩, পৃষ্ঠা ৯২৩-৯২৯, ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৪৫২-৪৬০

[10] **'তাবুকের যুদ্ধ':** Ibid সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক - পৃষ্ঠা ৬০২-৬১৪; Ibid: আল-তাবারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৬৯৩-১৭০৬; Ibid "কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি- ভলুম ৩, পৃষ্ঠা ৯৮৯-১০২৫, ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৪৮৫-৫০২

[11] **মক্কা বিজয়ের পর প্রথম হজ:** Ibid সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক - পৃষ্ঠা ৬১৭-৬২৪; Ibid: আল-তাবারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৭২১-১৭২৪

[12] **মক্কা বিজয়ের পর দ্বিতীয় হজ** ('বিদায় হজ'): Ibid সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক - পৃষ্ঠা ৬৪৯-৬৫২; Ibid: আল-তাবারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৭৫১-১৭৫৬; Ibid "কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি- ভলুম ৩, পৃষ্ঠা ১০৮৮-১১১৫, ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৫৩২-৫৪৫

[13]**সুরা তওবা:**

http://www.quraanshareef.org/index.php?arabic=&sid=9&ano=129&st=0

[14] **আরাফা অথবা আরাফাত:** মক্কা শহর থেকে ২১ কিলোমিটার দূরবর্তী এক সমতলভূমি, বাৎসরিক হজ-যাত্রীদের প্রধান অনুষ্ঠান স্থলের একটি।

১১৪: হুদাইবিয়া সন্ধি- ৪: মক্কা প্রবেশের চেষ্টা!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– আটাশি

"যে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

ইসলামের ইতিহাসে 'হুদাইবিয়া সন্ধি' (মার্চ, ৬২৮ সাল) ও সন্ধি পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা কী কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; দশ বছরের শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর দুই বছরের মধ্যে তা ভঙ্গ করে মক্কা বিজয় (মার্চ, ৬৩০ সাল) সম্পন্ন করার পর স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) **কী কারণে** মক্কাবিজয়-পরবর্তী প্রথম হজব্রত পালনে (মার্চ-এপ্রিল, ৬৩১ সাল) অংশগ্রহণ করেননি; নিজে অংশগ্রহণ না করে তাঁর চাচাতো ভাই ও জামাতা আলী ইবনে আবু তালিব-কে তিনি **কী নির্দেশ** সহকারে ঐ হজে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন; মুহাম্মদের নির্দেশে আলী ইবনে আবু তালিব অমুসলিমদের বিরুদ্ধে ঐ হজের প্রাক্কালে কুরানের কোন **নৃশংস চরমপত্র** (Brutal Ultimatum) ঘোষণা করেছিলেন, তার আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে। আল্লাহর রেফারেন্সে মুহাম্মদের এই সর্বশেষ অমানবিক বীভৎস আদেশের বৈধতা প্রদানের প্রয়োজনে জগতের প্রায় সকল **তথাকথিত মডারেট** পণ্ডিত ও অপপণ্ডিতরা (অধিকাংশই না জেনে) যে **প্রতারণা ও মিথ্যাচারের** আশ্রয় নেন তা হলো, **'এই নির্দেশগুলো ছিল যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে', যা একেবারেই মিথ্যা!** মক্কায় তখন কোনো যুদ্ধ ছিল না, ছিল হজ **(কুরান: ৯:৩);** ইসলামে কোনো কোমল, মডারেট বা উগ্রবাদী শ্রেণী-বিভাগ নেই; ইসলাম একটিই আর তা হলো 'মুহাম্মদের ইসলাম'।' আলী ইবনে

আবু তালিব মারফত সুরা তওবার ঐ ঘোষণাটি দেয়া হয়েছিল তাবুক যুদ্ধের (অক্টোবর, ৬৩০ সাল) পাঁচ মাস পর!

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা পুনরারম্ভ: [1] [2] [3]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব- ১১১) পর:

আল-যুহরির অব্যাহত বর্ণনা: 'যখন আল্লাহর নবী উসফান (Usfan) নামক স্থানে ছিলেন, বিশর বিন সুফিয়ান আল-কাবি তাঁর সঙ্গে দেখা করে ও বলে, "কুরাইশরা আপনার আসার খবর জানতে পেরেছে ও তারা তাদের দুধেল উটগুলো [4] সঙ্গে নিয়ে চিতাবাঘের চামড়া পরিধান করে বাহির হয়ে এসে **ধু তুওয়া** (Dhu Tuwa) নামক স্থানে শিবির স্থাপন করছে ও প্রতিজ্ঞা করেছে যে, তারা আপনাকে কোনোভাবেই মক্কায় ঢুকতে দেবে না [5]। খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ তাদের অশ্বারোহী সদস্যদের সাথে আছে, যাদেরকে তারা সম্মুখে **'কুরাল-ঘামিম'** নামক স্থানে পাঠিয়েছে [পর্ব: ৯৬]। (অন্য এক উৎসের রেফারেন্সে আল তাবারী বর্ণনা করেছেন যে, খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ মুসলমান হিসাবে ঐ দিন আল্লাহর নবীর সঙ্গে ছিলেন [**পর্ব- ১১২**])।

আল্লাহর নবী বলেন, "কুরাইশদের দুর্ভাগ্য, যুদ্ধ তাদেরকে সাবাড় করে ফেলেছে! তাদের কী এমন ক্ষতি হতো যদি তারা আমাকে ও বাকি আরবদেরকে আমাদের মত ছেড়ে দিতো যেন আমরা আমাদের নিজস্ব উপায়ে এর সুরাহা করতে পারি? যদি তারা আমাকে হত্যা করে তবে সেটাই তো তাদের ইচ্ছা; আর যদি তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ আমাকে বিজয়ী করে, তবে তারা দলে দলে এসে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যদি তারা তা না করে, তবে যতক্ষণ তাদের শক্তি আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা যুদ্ধ করবে, সুতরাং কুরাইশদের চিন্তার কী আছে? আল্লাহর কসম, আল্লাহ আমার ওপর যে-দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে, তাতে আমার বিজয় অর্জন অথবা ধ্বংস হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমি এই যুদ্ধ বন্ধ করবো না।" অতঃপর তিনি বলেন, "কে আছো এমন, যে আমাদেরকে ভিন্ন পথে বাইরে নিয়ে যাবে, যাতে আমাদেরকে তাদের সম্মুখীন হতে হবে না?"

'আবদুল্লাহ বিন আবু বকর আমাকে বলেছেন যে **আসলাম গোত্রের** এক লোক এ কাজে স্বেচ্ছায় রাজি হয় ও তাদেরকে এবড়োখেবড়ো পাথুরে গিরিপথের মধ্য দিয়ে নিয়ে যায়, যা মুসলমানদের জন্য ছিল খুবই কষ্টসাধ্য। যখন তারা তার মধ্য দিয়ে পাথুরে নদী খাতের শেষ প্রান্তে ভাল রাস্তায় বের হয়ে আসে, আল্লাহর নবী তাঁর লোকজনদের বলেন, "বলো, আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করি ও তার কাছেই অনুশোচনা প্রকাশ করি।" তারা তাই করে, অতঃপর তিনি বলেন, "এটিই হলো আমাদের "পাপ নির্বাণ" (অর্থাৎ, 'যা আমাদের পাপ কাজ মোচন করে'-কুরান ২:৫৮ ও ৭:১৬১), যা ইসরাইলের সন্তানদের জন্য ছিল আদেশ; কিন্তু তারা এই কথাগুলো বলেনি।" [6]

আল্লাহর নবী তাঁর দলের লোকদের ডান দিকে ঘুরে লবণাক্ত পাতা যুক্ত ঝোপঝাড়ের (salt bush) ভেতর দিয়ে আল-মুরার (al-Murar) গিরিপথের পাশ দিয়ে মক্কার নিম্নভাগে হুদাইবিয়ার ঢালু পাড়ে যাওয়ার হুকুম করেন। তারা তাই করে। যখন কুরাইশ অশ্বারোহী সদস্যরা **ধুলা-ভর্তি রাস্তা** দেখে জানতে পারে যে, তারা তাদের পথ পরিবর্তন করে অন্য পথে চলে গিয়েছে, তারা তাদের অশ্ব দ্রুতবেগে চালনা করে কুরাইশদের কাছে ফিরে আসে।

আল্লাহর নবী আল-মুরার গিরিপথ পর্যন্ত গমন করেন ও যখন তার উটটি বসে পড়ে তখন লোকেরা বলে, "উটটি আর উঠে দাঁড়াবে না", তিনি বলেন: "এটি তা করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেনি ও এটি এর স্বভাব নয়, কিন্তু যে-সত্তা মক্কায় হাতিকে সংযত করেছিল, সেইই এটিকে ফিরিয়ে রেখেছে [7]। আজ কুরাইশরা যে-শর্তই নির্ধারণ করে আমার কাছে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দয়া প্রদর্শনের জন্য বলবে, আমি তাতে সম্মত হবো।"

অতঃপর তিনি লোকদের অবতরণ করতে বলেন। তারা তাতে আপত্তি করে এই বলে যে, সেখানে কোনো পানির ব্যবস্থা নেই যার পাশে তারা সাময়িক ভাবে থামতে পারে।

তাই তিনি **তাঁর তূণী থেকে একটি তীর** (**পর্ব-১১২**) বের করে তা তাঁর এক অনুসারীকে দেন, তাঁর সেই অনুসারী সেটি নিয়ে নিচে নেমে আসে ও সেখানকার এক পানির গর্তে তা দিয়ে খোঁচা মারে; অতঃপর সেখান থেকে পানি উঠতে থাকে যতক্ষণে না লোকদের উটগুলো পানি পানে পরিতৃপ্ত হয় ও সেখানে শুয়ে পড়ে।
বানু আসলাম গোত্রের এক লোক আমাকে বলেছে যে, যে-ব্যক্তিটি আল্লাহর নবীর তীরটি নিয়ে গর্তের কাছে গিয়েছিল, তার নাম নাজিয়া বিন জুনদুব বিন উমায়ের বিন ইয়ামার বিন দারিম বিন আমর বিন ওয়ায়েলা বিন সাহম বিন মাযিন বিন সালামান বিন আসলাম বিন আসলাম বিন আফসা বিন আবু হারিথা, যে আল্লাহর নবীর কুরবানির উটগুলো চড়িয়ে নিয়ে আসছিলো। এক বিদ্বান ব্যক্তি আমাকে বলেছে, আল-বারাহ বিন আযিব যা বলতো তা হলো, এই যে সেইই ছিল ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর নবীর তীরটি নিয়ে নিচে নেমে এসেছিল; আল্লাহ জানে কোনটি সত্যি। বানু আসলাম গোত্রের লোকেরা যে-কবিতার পঙক্তিগুলো উদ্ধৃত করেছিল, তা ছিল নাজিয়ার রচিত। আমরা মনে করি যে, ব্যক্তিটি ছিল সেইই [নাজিয়া], যে তীরটি নিয়ে নীচে নেমে এসেছিল। বানু আসলাম গোত্রের লোকেরা ঘোষণা করে যে, আনসারদের এক ক্রীতদাসী তার এক বালতি নিয়ে ওপরে উঠে এসেছিল, যখন নাজিয়া ঐ কুপটি থেকে পানি উঠিয়ে লোকদের সরবরাহ করছিল।' - অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ও তাঁর অনুসারীদের এই হজ যাত্রায় কুরাইশদের এই বাধা প্রদানকে **কুরাইশদের বর্বরতার** এক উদাহরণ হিসাবে চিহ্নিত করে আসছেন। **কী কারণে** কুরাইশরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের মক্কা শহরে প্রবেশে বাধা প্রদান করেছিলেন তার আলোচনা ইতিপূর্বেই করা হয়েছে (**পর্ব: ১১১-১১২**)।

প্রশ্ন হলো:

হুদাইবিয়া সন্ধি বর্ষে (মার্চ, ৬২৮ সাল) মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের হজব্রত পালনে **সাময়িক** বাধা প্রদান (শুধু ঐ বছরের জন্য) করাকে যদি কুরাইশদের বর্বরতার এক উদাহরণ হিসাবে ভূষিত করা হয়, তবে কুরাইশদের ওপর বিজয়ী হওয়ার পর এক বছরের মাথায় যে-ব্যক্তি জগতের সকল মুশরিকদের **"অপবিত্র (৯:২৮)"** ঘোষণা দেন; তাঁদেরকে এক নির্দিষ্ট সময়ের আল্টিমেটাম (চার মাস অথবা পূর্ব-চুক্তির মেয়াদ সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত) প্রদান করেন এবং সেই নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর "তাঁদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই হত্যা করা হবে" আদেশ জারী করে **(৯:৪-৫)** তাঁদের শত শত বছরের পবিত্র তীর্থভূমি জোরপূর্বক করায়ত্ত করে সেই তীর্থস্থানটি তাঁদের জন্য **চিরকালের জন্য নিষিদ্ধ** করেন, সেই ব্যক্তি ও তাঁর কর্মের বৈধতা প্রদানকারী মানুষদের কীরূপ বিশেষণে ভূষিত করা উচিত?

তথ্যসূত্র:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫০০-৫০১

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] অনুরূপ বর্ণনা (Parallal): **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৩১-১৫৩৪

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp

[3] অনুরূপ বর্ণনা- **সহি বুখারী: ভলিউম ৩, বই ৫০, নম্বর ৮৯১**

অনেক বড় হাদিস, এই পর্বের প্রাসঙ্গিক অংশ:

Narated By Al-Miswar bin Makhrama and Marwan : (Whose narrations attest each other) Allah's Apostle set out at the time of Al-Hudaibiya (treaty), and when they

proceeded for a distance, he said, "**Khalid bin Al-Walid** leading the cavalry of Quraish constituting the front of the army, is at a place called Al-Ghamim, so take the way on the right." By Allah, Khalid did not perceive the arrival of the Muslims till the dust arising from the march of the Muslim army reached him, and then he turned back hurriedly to inform Quraish. The Prophet went on advancing till he reached the Thaniyya (i.e. a mountainous way) through which one would go to them (i.e. people of Quraish). The she-camel of the Prophet sat down. The people tried their best to cause the she-camel to get up but in vain, so they said, "Al-Qaswa' (i.e. the she-camel's name) has become stubborn! Al-Qaswa' has become stubborn!" The Prophet said, "Al-Qaswa' has not become stubborn, for stubbornness is not her habit, but she was stopped by Him Who stopped the elephant." Then he said, "By the Name of Him in Whose Hands my soul is, if they (i.e. the Quraish infidels) ask me anything which will respect the ordinances of Allah, I will grant it to them."

The Prophet then rebuked the she-camel and she got up. The Prophet changed his way till he dismounted at the farthest end of Al-Hudaibiya at a pit (i.e. well) containing a little water which the people used in small amounts, and in a short while the people used up all its water and complained to Allah's Apostle; of thirst. The Prophet took an arrow out of his arrow-case and ordered them to put the arrow in that pit. By Allah, the water started and continued sprouting out till all the people quenched their thirst and returned with satisfaction.--
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/83-Sahih%20Bukhari%20Book%2050.%20Conditions/3385--sahih-bukhari-voluume-003-book-050-hadith-number-891.html

[4] "তাদের **'দুধেল-উট গুলো'** সঙ্গে নিয়ে" - এর অন্য অর্থ হলো, 'তাদের 'মহিলা ও সন্তান' সঙ্গে নিয়ে"।

[5] **ধু তুওয়া:** মক্কার অদূরে একটি স্থান।

[6] **আসলাম গোত্র:** খুযাআ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত এক উপজাতি (Tribe), যারা বসবাস করতেন মক্কা ও মদিনার পশ্চিম এলাকায়। কুরাইশর মুহাজিররা ছাড়া তাঁরা ছিলেন মদিনার বাহিরের আরব সম্প্রদায়; তাঁরা মুহাম্মদের দলে জোটবদ্ধ ছিলেন।

[7] 'কথিত আছে যে আনুমানিক ৫১০ খ্রিষ্টাব্দে (যে বছর মুহাম্মদ জন্মগ্রহণ করেছিলেন) আল্লাহ এক মক্কা-আক্রমণ প্রতিহত করে যেখানে অন্তর্ভুক্ত ছিল এক হাতি, হাতিটি মক্কার দিকে আগুয়ানের সময় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে'।

১১৫: হুদাইবিয়া সন্ধি- ৫: অশ্রাব্য-গালি ও অসহিষ্ণুতা বনাম সহিষ্ণুতা! ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– ঊননব্বই
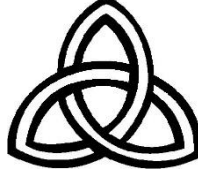
"যে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীদেরকে কুরাইশরা কী রূপে মক্কা শহর প্রবেশে বাধা প্রদান করেছিলেন, মুহাম্মদ তাঁদের সেই বাধাকে অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে কী পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, বিশর বিন সুফিয়ান আল-কাবি নামের এক লোক যখন মুহাম্মদের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন, তখন মুহাম্মদ তাঁকে কী জবাব দিয়েছিলেন - তার আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনার পুনরারম্ভ: [1] [2] [3] [4]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব:১১৪) পর:

আল-যুহরী তাঁর বর্ণনায় বলেছেন: 'যখন আল্লাহর নবী বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, **বুদায়েল বিন ওয়ারকা আল-খুযায়ি** (Budayl b. Warqa' al-Khuza'i) নামের এক লোক খুযাআ গোত্রের কিছু লোকদের নিয়ে তাঁর কাছে আসে ও তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চায়, কী জন্য তিনি এসেছেন। তিনি তাদের বলেন যে, তিনি যুদ্ধের জন্য আসেননি, তিনি এসেছেন তীর্থ করতে ও পবিত্র স্থানটিতে শ্রদ্ধা জানাতে। তারপর তিনি বিশর বিন সুফিয়ান (Bishr b. Sufyan)-কে যা বলেছিলেন (**পর্ব: ১১৪**), তাদেরকেও তা-ই বলেন।

অতঃপর তারা কুরাইশদের কাছে গমন করে ও তারা যা শুনেছে, তা কুরাইশদের অবহিত করায়; কিন্তু তারা তদেরকে **সন্দেহ** করে ও তাদের সাথে রুক্ষ ভাষায় যে-কথাগুলো বলে, তা হলো, "সে হয়তো যুদ্ধের অভিপ্রায় নিয়ে আসেনি, কিন্তু আল্লাহর কসম আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে এখানে কিছুতেই ঢুকতে পারবে না, যেন আরবরা কখনো বলতে পারে যে, আমরা তাকে তা করার অনুমতি দিয়েছিলাম।" খুযাআ গোত্রের মুসলমান ও মুশরিক উভয় দলের লোকেরই **মুহাম্মদের সাথে জোটবদ্ধ ছিলেন।** মক্কার যা কিছু ঘটনা, তার সমস্ত খবরই মুহাম্মদের কাছে তারা সরবরাহ করে আসছিলেন। অতঃপর কুরাইশরা বানু আমির বিন লুয়ভি গোত্রের **মিকরায বিন হাফস** বিন আল-আখিয়াফ (Mikraz b. Hafs b. al-Akhyaf) নামের এক ভাইকে তাঁর কাছে পাঠায়। যখন আল্লাহর নবী তাকে আসতে দেখেন, তখন তিনি বলেন, "এ হলো এক বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি!" যখন তিনি সেখানে আসেন ও তাঁর সাথে কথা বলেন, আল্লাহর নবী তাকে একই জবাব দেন, যা তিনি বুদায়েল ও তার সঙ্গীদের দিয়েছিলেন; অতঃপর তিনি কুরাইশদের কাছে ফিরে আসেন ও আল্লাহর নবী তাকে যা বলেছিলেন, তা তিনি তাদেরকে অবহিত করান।

তারপর তারা **আল-হুলায়েস বিন আলকামা বা ইবনে যাববান** (al-Hulays b. 'Alqama or Ibn Zabban)-কে তাঁর কাছে পাঠায়, তিনি ছিলেন বানু আল-হারিথ বিন আবদু মানাত বিন কিনানা গোত্রের এক লোক ও সেই সময়ের কালো সেনাদলের (black troops) প্রধান। যখন আল্লাহর নবী তাকে দেখেন, তখন বলেন, "এ হলো ধর্মপ্রাণ লোকদের একজন, সুতরাং কুরবানির পশুগুলোকে তার কাছে পাঠাও, যেন সে সেগুলো দেখতে পায়!" যখন তিনি দেখতে পান যে, সেই পশুগুলো উপত্যকার আশেপাশে ও তার পাশ দিয়ে বিচরণ করছে, যাদের গলায় আছে উৎসবের গলাবন্ধ (festive collars) ও চুলগুলো ছিল খাওয়া খাওয়া - এ কারণে যে তাদেরকে কুরবানি স্থানে না নিয়ে ধরে রাখা হয়েছে বহুদিন; এই দৃশ্যগুলো দেখে তিনি এতই প্রভাবিত হন যে, **তিনি আল্লাহর নবীর কাছে না গিয়ে কুরাইশদের কাছে ফিরে আসেন।** তিনি

যখন তাদের এইসব ঘটনা বলেন, তারা বলে, **"বসে পড়! তুমি শুধুই এক বেদুইন, একদম অজ্ঞ।"**

আবদুল্লাহ বিন আবু বকর আমাকে বলেছেন যে, এই বিষয়টি আল-হুলায়েসকে করে ক্রুদ্ধ; তিনি বলেন, "হে কুরাইশরা, আমরা এ জন্য তোমাদের সাথে জোট ও চুক্তিবদ্ধ হইনি, আল্লাহর ঘরে যে মানুষ শ্রদ্ধা জানাতে আসে, তাকে কী বাধা দেয়া যায়? যার হাতে আমার জীবন তার কসম, মুহাম্মদ যা করতে এসেছে, তা হয় তাকে তোমরা করতে দেবে, নতুবা আমি আমার সমস্ত কালো সৈন্যদের নিয়ে প্রস্থান করবো।" তারা বলে, "শান্ত হও হুলায়েস, যে পর্যন্ত না আমরা আমাদের নিজেদের জন্য গ্রহণযোগ্য শর্ত অর্জন করতে পারি!"

আল-যুহরি তাঁর বর্ণনায় যা বলেছেন: 'অতঃপর তারা **উরওয়া বিন মাসুদ আল-থাকাফি** (Urwa b. Mas'ud al-Thaqafi)-কে আল্লাহর নবীর কাছে প্রেরণ করে, তিনি বলেন, "হে কুরাইশরা, যাদেরকে তোমরা মুহাম্মদের কাছে পাঠিয়েছিলে, তাদের ফিরে আসার পর তাদের সাথে কঠোরতা ও কটুবাক্য আমি প্রত্যক্ষ করেছি। তোমরা জানো যে, তোমারাই হলে আমার পিতৃ সমতুল্য ও আমি তোমাদের সন্তান সমতুল্য"- এটি এই জন্য যে, উরওয়া ছিলেন সুবায়া বিনতে আবদু সামস (Subay'a d. 'Abdu Shams)-এর পুত্র- "তোমাদের ওপর যা ঘটেছে, তা আমি শুনেছি ও আমার যে-লোকেরা আমাকে মান্য করে, তাদেরকে আমি সংগ্রহ করেছি; অতঃপর আমি তোমাদেরকে সাহায্যের জন্য এসেছি।" তারা তার সাথে একমত হয় ও বলে যে তারা তাকে সন্দেহ করেনি। অতঃপর তিনি আল্লাহর নবীর নিকট আসেন, তাঁর সামনে বসে পড়েন ও বলেন: "মুহাম্মদ, তুমি কি বিভিন্ন ধরনের মানুষদের সংগ্রহ ও একত্রিত করেছো এবং তারপর তদেরকে নিয়ে এসেছ তোমার **নিজের লোকদের ধ্বংস করার জন্য?** কুরাইশরা তাদের মহিলা ও সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে চিতাবাঘের চামড়া পরিধান করে বাহির হয়ে এসেছে ও প্রতিজ্ঞা করেছে যে, তোমার জোরপূর্বক মক্কায় প্রবেশ তারা কখনোই হতে দেবে

না। আল্লাহর কসম, আমি মনে করি যে, আগামীকাল **এই লোকগুলো (এখানে) তোমাকে পরিত্যক্ত করবে।"** [পর্ব- ৬৯]

তখন **আবু বকর** আল্লাহর নবীর পিছনে বসে ছিলেন, তিনি বলেন, **"'আল-লাত এর দুধ চোষ!** আমাদের কি তাঁকে পরিত্যক্ত করা উচিত?" তিনি জিজ্ঞাসা করে জানতে চান, কে এই কথাগুলো তাকে বলেছে। যখন তিনি জানতে পারেন, সে ছিল ইবনে আবু কুহাফা, তিনি বলেন, "আল্লাহর কসম, আমি **তোমার আনুকূল্যের** জন্য যদি ঋণী না থাকতাম, তবে আমি এর সমুচিত জবাব দিতাম, কিন্তু এখন তা শোধবোধ হয়ে গেলো।" [5]

অতঃপর যখন তিনি আল্লাহর নবীর সাথে কথা বলছিলেন, তখন তিনি তাঁর দাড়ি ধরা শুরু করেন। **আল-মুঘিরা বিন শুবা** বর্ম-আবরণ পরিহিত অবস্থায় আল্লাহর নবীর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। যখন তিনি [উরওয়া] আল্লাহর নবীর দাড়ি ধরে ছিলেন, **তখন তিনি তার হাতে আঘাত করা শুরু করেন ও বলেন,"হাতটা খোয়ানোর আগেই আল্লাহর নবীর দাড়ি থেকে তোমার হাতটা সরাও।"**

উরওয়া বলেন, "তুমি আমাকে হতবুদ্ধি করলে, কী রুক্ষ ও অভদ্র তুমি!" আল্লাহর নবী মুচকি হাসেন; যখন উরওয়া জানতে চান, লোকটি কে ছিল, তখন তিনি বলেন, সে ছিল **তার নিজেরই ভাইয়ের ছেলে** আল-মুঘিরা বিন শুবা; তা শুনে তিনি বলেন, **"এই নরাধম, এই তো সেদিনও না আমি তোর নাপাক শরীর ছাপ করে দিয়েছি!"** [6]

আল্লাহর নবী তাকে সেই কথাগুলোই বলেন যা তিনি অন্যদের বলেছিলেন; যেমন, তিনি যুদ্ধ করার জন্য আসেননি। আল্লাহর নবীর অনুসারীরা তাঁর সাথে কীরূপ আচরণ করছে, তা প্রত্যক্ষ করে তিনি তাঁর কাছ থেকে উঠে আসেন। যখনই তিনি অজু করা সম্পন্ন করছিলেন, তারা দৌড়ে তাঁর সেই ব্যবহৃত পানি নেয়ার জন্য যাচ্ছিল; যখন তিনি থুতু

ফেলছিলেন, তারা সেটার দিকে দৌড়ে যাচ্ছিলো; যদি তাঁর একটা মাথার চুলও পড়ে, তারা তা কুড়িয়ে নেয়ার জন্য দৌড়চ্ছিল।

অতঃপর তিনি কুরাইশদের কাছে ফিরে আসেন ও বলেন,
"আমি **খসরুর** সাম্রাজ্যে তাঁর সাথে দেখা করেছি, **সিজারের** সাম্রাজ্যে তাঁর সাথে দেখা করেছি ও **নিগাস**-এর সাম্রাজ্যে তাঁর সাথে দেখা করেছি; কিন্তু আমি এমন কোন রাজা দেখিনি, যে তাঁর জনগণের কাছে ছিলেন এমন, যেমন তাঁর অনুসারীদের কাছে ছিলেন মুহাম্মদ। আমি ঐ লোকদের দেখেছি যারা কখনোই কোনো কারণে মুহাম্মদকে পরিত্যাগ করবে না, সুতরাং তোমাদের বিবেচনা তোমরা নিজেরাই করো।" [7]

আল-তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) অতিরিক্ত বর্ণনা:

মুহাম্মদ বিন আবদ আল-আলা আল-সানানি <মুহম্মদ বিন থাওয়ার < মামুর <আল-যুহরি < উরওয়া (বিন আল-যুবায়ের) < আল-মিসওয়ার বিন মাখরামা হইতে বর্ণিত; এবং ইয়াকুব বিন ইবরাহিম <ইয়াহিয়া বিন সাইদ আল-কাততান <আবদুল্লাহ বিন আল-মুবারক <মামুর <আল-যুহরি < উরওয়া < আল-মিসওয়ার বিন মাখরামা ও মারওয়ান বিন আল-হাকাম হইতে বর্ণিত:
'যখন তাঁরা সেখানে ছিলেন, **বুদায়েল বিন ওয়ারকা আল-খুযায়ি** খুযাআ গোত্রের কিছু লোককে নিয়ে তাদের কাছে আসেন। (তিহামা জনগণের মধ্যে তারা ছিলেন আল্লাহর নবীর বিশ্বস্ত বন্ধু।) বুদায়েল বলেন, "আমি কাব বিন লুয়ভি ও আমির বিন লুয়ভি-কে তাদের মহিলা ও সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে আল-হুদাইবিয়ার সারামৌসুমী কূপগুলোর (all season wells) পাশে শিবির স্থাপন করতে দেখেছি। তারা যুদ্ধ করার অভিপ্রায় নিয়ে এসেছে, যেন আপনি কাবা ঘরে ঢুকতে না পরেন।"

আল্লাহর নবী বলেন, "আমরা কারও সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি; আমরা এসেছি তীর্থযাত্রা [হজ] পালনের উদ্দেশ্যে। যুদ্ধ কুরাইশদের ক্লান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। যদি তারা ইচ্ছা

করে, আমরা তাদেরকে কালক্ষেপণের সময় প্রদান করবো ও তারা আমাদেরকে আমাদের মত ছেড়ে দেবে, যেন আমরা লোকদের (অর্থাৎ, 'আরবদের') ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে পারি। যদি আমি বিজয়ী হই, তবে লোকেরা যে ভাবে ('ইসলামে') যোগ দেয়, ইচ্ছা করলে তারাও সেভাবে যোগ দিতে পারবে; যদি তারা তা না করে, তবে তারা বিশ্রাম ও শক্তি সঞ্চয় করতে পারবে। **যদি তারা তা প্রত্যাখ্যান করে,** তবে যার হাতে আমার জীবন তার কসম, আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করবো যতক্ষণে না আমার গর্দান বিচ্যুত হয় অথবা আল্লাহ তার আদেশ কার্যকর করে।" বুদায়েল বলেন, "আপনি যা বলেছেন, তা আমরা তাদের অবহিত করাবো।"

অতঃপর **বুদায়েল** যাত্রা করেন ও কুরাইশদের কাছে আসেন, বলেন, "আমরা এই লোকটির কাছ থেকে তোমাদের কাছে এসেছি। আমরা তার বিবৃতি শুনেছি - যদি তোমরা আমাদের তা উপস্থিত করতে বলো, আমরা তা করবো।" তাদের মধ্যে **যারা নির্বোধ** [৪] তারা বলেন, "তার কাছ থেকে আনা কোনো খবর তোমাদের কাছ থেকে শোনার প্রয়োজন আমাদের নেই।" কিন্তু তাদের মধ্যের কোন এক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলেন, "তাকে যা বলতে শুনেছ, আমাদের কাছে তা খুলে বলো।" অতঃপর তিনি বলেন, "আমি তাকে এই বলতে শুনেছি" - আল্লাহর নবী তাকে যা বলেছিলেন, তা তিনি তাদেরকে বলেন।

উরওয়া বিন মাসুদ আল-থাকাফি উঠে দাঁড়ান ও বলেন, "আমার লোকেরা, তোমরা কি আমার পিতৃ সমতুল্য নও?" তারা বলে, "হ্যাঁ।" "আমি কি তোমাদের সন্তান সমতুল্য নই [৫]?" তিনি জিজ্ঞাসা করেন। তারা বলে, "হ্যাঁ।" "তোমরা কি আমাকে সন্দেহ করো?" তিনি জানতে চান। তারা বলে, "না।" তিনি বলেন, "তোমরা কি জানো যে, (একবার) সহযোগিতা পাওয়ার জন্য আমি **'উকাজ'** এর লোকদের আহ্বান করেছিলাম ও যখন তারা আমাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেনি, তখন আমি আমার পরিবার ও

সন্তান এবং যারা আমাকে মান্য করে তাদেরকে নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি?" তারা বলে, "হ্যাঁ।" [10]

উরওয়া বলেন, "এই লোকটি যে-প্রস্তাব তোমাদের দিয়েছে, তা যুক্তিসম্মত। এটা গ্রহণ করো ও আমাকে তার কাছে যেতে দাও।" তারা বলে, "তার কাছে যাও।" তাই উরওয়া আল্লাহর নবীর কাছে গমন করেন ও তাঁর সাথে কথোপকথন শুরু করেন। আল্লাহর নবী তাকে তাই বলেন, যা তিনি বুদায়েল-কে বলেছিলেন।
অতঃপর উরওয়া বলেন, "মুহাম্মদ, তুমি আমাকে বলো: "যদি তুমি তোমার সগোত্রীয় লোকদের নির্মূল করো, তুমি কি এমন **কখনো শুনেছো** যে আরবের এমন কোনো লোক তোমার আগে তার নিজ-জাতিকে ধ্বংস করেছে? আর যদি তার বিপরীতটি ঘটে [11]; আল্লাহর কসম যা আমি দেখতে পাচ্ছি, তা হলো, বিশিষ্ট ও উচ্ছৃঙ্খল উভয় লোকগুলোই সম্ভবত তোমাকে পরিত্যাগ করে পলায়ন করবে।" **[পর্ব: ৬৯]**

আবু বকর বলেন, "যাও, গিয়ে আল-লাতের ভগাঙ্কুর (Clitoris) চোষ!" - আল-লাত ছিল আল-থাকিফ গোত্রের দেবীর প্রতিমা, যাকে তারা পূজা করতেন - "আমরা কি তাঁকে পরিত্যাগ করে পলায়ন করবো?" [12]

"কে বললো এ কথা?" উরওয়া জিজ্ঞাসা করেন। তারা বলে, "আবু-বকর।" উরওয়া বলেন, "যার হাতে আমার জীবন তার কসম, যদি তুমি আমার উপকার না করতে, যা আমি তোমাকে পরিশোধ করিনি, তবে আমি এর জবাব দিতাম।" [5]

উরওয়া আল্লাহর নবীর সাথে (আবার) আলোচনা শুরু করেন। যখন তিনি তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন, তিনি তাঁর দাড়িটি ধরে রাখছিলেন। **আল-মুঘিরা বিন শুবা** আল্লাহর নবীর পাশে তাঁর তরবারি **[পর্ব-১১২]** সহ দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর পরিধানে ছিল গলা পর্যন্ত বিস্তৃত এক বর্ম-আবরণ; যখন উরওয়া তার হাতটি প্রসারিত করে আল্লাহর নবীর দাড়ির

দিকে আনছিলেন, **আল মুঘিরা তার তরবারির খাপের নীচের অংশটি দিয়ে তার হাতে আঘাত করেন ও বলেন, "তাঁর দাড়ি থেকে তোমার হাত সরাও!"**

উরওয়া তার মাথাটি উঁচু করে জিজ্ঞাসা করে, "এ কে?" তারা বলে, "আল-মুঘিরা বিন শুবা।" উরওয়া বলেন, **"বিশ্বাসঘাতক,** আমি কি তোর বিশ্বাসঘাতকতা শোধরানোর চেষ্টা করছি না?" [6]

উরওয়া আল্লাহর নবীর অনুসারীদের পর্যবেক্ষণ করা শুরু করেন। তিনি বলেন, "আল্লাহর কসম, যদি নবী থুথু দেয়--------।" **তারপর** উরওয়া কুরাইশদের কাছে ফিরে আসেন ও বলেন, "হে আমার লোকেরা, আমি খসরু, সিজার ও নিগাসের দরবারে গিয়েছি -----। সে তোমাদের যে প্রস্তাব দিয়েছে তা যুক্তিসম্মত, তোমরা তা গ্রহণ করো।"

আল-ওয়াকিদিরি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ) অতিরিক্ত বর্ণনা:

আল-মুঘিরা বিন শুবা ছিলেন উরওয়া বিন মাসুদের ভ্রাতুষ্পুত্র (Nephew) অথবা নাতি (Grand nephew)। জাহিলিয়া যুগে বানু মালিক গোত্রের কিছু লোকদের সঙ্গে যাত্রাকালে পথিমধ্যে আল-মুঘিরা বিন শুবা ঐ লোকদের অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়ে মাতাল করার পর, তাদের **১৩ জন লোকের সবাইকে খুন করেন** ও তাদের সমস্ত টাকাপয়সা হস্তগত করেন। ঐ লোকদের খুনের রক্ত-মূল্য পরিশোধ করার জন্য উরওয়া বিন মাসুদ তাঁর এই ভ্রাতুষ্পুত্র (অথবা নাতি) কে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন ও ঐ লোকগুলোর খুনের রক্ত-মূল্য পরিশোধ করেন। সেই সময় আবু-বকর সাহায্য করেছিলেন উরওয়া-কে। তারপর আল-মুঘিরা ইসলাম গ্রহণ করেন। আল্লাহর নবী বলেন, "তোমার ইসলাম গ্রহণ আমরা কবুল করলাম; কিন্তু এই টাকাপয়সা হলো বিশ্বাসঘাতকতার অর্থ, যার প্রয়োজন আমাদের নেই।" [5] [6]

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।]

ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনা:

ইমাম বুখারীর বর্ণনা ইবনে ইশাক, আল-তাবারী ও আল-ওয়াকিদির বর্ণনারই অনুরূপ। কিন্তু তিনি ইবনে ইশাক **("আল-লাত এর দুধ চোষ!"),** আল-তাবারী ও আল-ওয়াকিদি **("আল-লাতের ভগাঙ্কুর চোষ!")** প্রমুখ সিরাত লেখকদের মত উরওয়া বিন মাসুদ-কে দেয়া আবু বকরের অশ্রাব্য-গালি **সুনির্দিষ্টভাবে** উল্লেখ না করে যা লিখেছেন তা হলো, **"--তা শুনে আবু বকর তাঁকে গালাগালি করেন--।" (বিস্তারিত তথ্যসূত্রে [4])**

>>> আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে-বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো - কুরাইশরা মুহাম্মদের কাছে তাঁদের বেশ কিছু প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য, **তাঁরা নিশ্চিতরূপে জানতে চেয়েছিলেন, অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় বিশাল সংখ্যক অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে মুহাম্মদের মক্কা আগমনের প্রকৃত অভিপ্রায় কী ছিল?** বুদায়েল বিন ওয়ারকা আল-খুযায়ি ও তাঁর সঙ্গের লোকেরা ছিলেন মুহাম্মদের বিশিষ্ট মিত্র; তাই স্বাভাবিক কারণেই তাঁরা তাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেননি। তাঁরা আল-হুলায়েস বিন আলকামা-কে বিশ্বাস করতে পারেনি এই কারণে যে, তিনি 'কুরবানির উটগুলো দেখে এতই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, তিনি মুহাম্মদের কাছে না গিয়ে মাঝপথ থেকেই কুরাইশদের কাছে ফিরে এসেছিলেন! এমত পরিস্থিতিতে কুরাইশরা তাঁকে কী ভরসায় বিশ্বাস করবেন?

অন্যদিকে, মুহাম্মদের সাথে আলোচনার এক পর্যায়ে যখন উরওয়া বিন মাসুদ আল-থাকাফি **"শুধু তাঁর অভিমত"** ব্যক্ত করেছিলেন, তার প্রতিক্রিয়ায় আবু-বকর তাঁকে কী রূপ **অশ্রাব্য গালিগালাজ** করেছিলেন তা ইবনে ইশাক, আল-ওয়াকিদি ও আল-তাবারীর বর্ণনায় অত্যন্ত **সুনির্দিষ্ট** এবং ইমাম বুখারীর বর্ণনায় তা **উহ্য**! এ ছাড়াও তাঁকে শারীরিক আক্রমণ করেছিলেন আর এক মুহাম্মদ অনুসারী, নিতান্ত তুচ্ছ কারণে। মুহাম্মদ-কে আক্রমণ বা অসম্মান করার জন্য উরওয়া বিন মাসুদ আল-থাকাফি যে মুহাম্মদের দাড়িতে হাত দিয়েছিলেন, এমন আভাস আদি উৎসের বর্ণনায় কোথাও উল্লেখিত হয়নি।

অশ্রাব্য গালিগালাজ ও শারীরিক আক্রমণ ছাড়াও যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হলো আদি উৎসের সকল ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় যা বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে তা হলো, মুহাম্মদ কুরাইশদের হুমকি দিয়েছিলেন এই বলে যে, **যদি তাঁরা তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে** তবে মুহাম্মদ তাঁদের সাথে যুদ্ধ করবেন! মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা কুরাইশদের এলাকায় এসে তাঁদেরকেই হুমকি ও শাসানী প্রদর্শন করছেন! কুরাইশরা মুহাম্মদের এই হুমকি ও শাসানীকে উপেক্ষা করে বিনা বাধায় তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদের যদি মক্কা শহরে ঢুকতে দেন তবে লোকে তাঁদেরকে কী বলবে? এ চিন্তা কুরাইশদের ছিল। তাই তো তাঁরা বলেছিলেন **"সে হয়তো** যুদ্ধের অভিপ্রায় নিয়ে আসেনি, কিন্তু --আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে এখানে কিছুতেই ঢুকতে পারবে না, যেন আরবরা কখনো বলতে পারে যে, আমরা তাকে তা করার অনুমতি দিয়েছিলাম।"
বদর যুদ্ধ অধ্যায়ের মতই (**পর্ব: ৩১**) হুদাইবিয়া সন্ধি অধ্যায়ের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণের প্রশ্নে কুরাইশ ও তাঁদের সহযোগীরা ছিলেন দ্বিধাবিভক্ত।

ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-তাবারীর মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। আল-তাবারীর ও ইবনে ইশাক মূল ইংরেজি অনুবাদ ইন্টারনেটে বিনামূল্যে ডাউনলোড লিঙ্ক: তথ্যসূত্র [1] ও [2]।

The narrative of Al-Tabari:

According to Muhammad b Abd al-Ala al-Sanani <Muhammad bin Thawr <Mamar <al-Zuhri <Urwah [b al-Zubayr] <al-Miswar b Makhramah; and according to Yaqub b Ibrahim <Yahya b Said al-Qattan <Abdallah b al-Mubarak < Mamar <al-Zuhri < Urwah <al-Miswar b Makhramah and Marwan b al-Hakam, who said:

While they were there, **Budayl bin Warqa al-Khuzai** came to them with a band of his tribesmen from Khuzaah. (They were the faithful friends of the Messenger of God among the people of Tihamah.) Budayl said: "I left Ka'b bin Lu'ayy and Amir b Lu'ayy encamped at the all season wells of al-Hudaybiyah with their 'foals and dams (women and children)'. They intended to fight you and turn you away from house." The prophet said: "We have not come to fight anyone; we have come to make lesser pilgrimage. War has exhausted and harmed Quraysh. If they wish, we will grant them a delay and they can leave me to deal with the people (that is, 'the Arabs'). If I am victorious, if they wish to enter that which the people enter (i.e, 'Islam'), they can do so; if not, they will have rested and recovered their strength. If they refuse (the delay), by Him who holds my soul in his Hands, I shall fight them for the sake of this affair of mine until the side of my neck is separated (i.e, 'until death') or God effects his command." Budayl said, "We will inform them of what you say." Budayl then set out and went to Quraysh and said: "We came to you from this man. We have heard him make a statement – if you want us to present it to you, we will." The foolish [8] among them said, "We have no need for you to say anything to us from him." But someone intelligent among them said, "Present what you have heard him say." So he said, "I heard him say the following" – and he told him what the prophet had said.

Urwah b Masud al-Thaqafi stood up and said, "My people, are you not the father?" "Yes," they said. "And am I not the son [9]?" he asked. "Yes," they said. "And do you doubt me?" he asked. "No," they said. "Do you not know," he said, "that (once) I called on the people of **Ukaz** [10] for

assistance; and, when they give me no help, I came to you with my family and children and those who obeyed me?" "Yes," they said. 'Urwah said, "This man has offered you a sensible proposal. Accept it, and let me go to him." They said, "Go to him." So Urwah went to the prophet and began speaking to him. The prophet spoke as he had spoken to Budayl.

Then Urwah said: "Muhammad, tell me: if you extirpate your tribesmen, have you ever heard of any of the Arabs who destroyed his own race before you? And if the contrary comes to pass (**'If Quraysh prove too powerful for you'), by God I see both prominent people and rabble who are likely to flee and leave you." **Abu Bakr said, "Go suck the clitoris of al-Lat!"–al-Lat was the idol of Thaqif, which they used to worship –** "Would we flee and leave him?" "Who is this?" asked Urwah. They said, "Abu Bakr." Urwah said, "By the One who holds my soul in His hand, were you not for a favor you did me for which I have not repaid you, I would answer you." [12]

'Urwah (again) began speaking to the Prophet. As often as he spoke to him, he took hold of his beard. **Al-Mughirah b Shubah** [Urwah's own nephew or pehaps grandnephew] was standing next to the Prophet with his sword, wearing a mail neck protector, and whenever Urwah extended his hand toward the Prophet's beard, **al-Mughirah struck his hand with the lower end of the scabbard** and said, "take your hand away from his beard!" Urwah raised his head and asked, "Who is this?" They said, "Al-Mughirah b Shubah." Urwah said, "Treacherous man, am I not trying to rectify your act of treachery?-----" [5] [6]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **“তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক”- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৩৪ – ১৫৩৯
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp

[2] অনুরূপ বর্ণনা (Parallel): **“সিরাত রসুল আল্লাহ”- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫০১-৫০৩
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[3] অনুরূপ বর্ণনা (Parallel): **“কিতাব আল-মাগাজি”- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৫৯৩-৫৯৯
http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi
ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ২৯১-২৯৪
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[4] অনুরূপ বর্ণনা- **সহি বুখারী: ভলিউম ৩, বই ৫০, নম্বর ৮৯১**
অনেক বড় হাদিস, এই পর্বের প্রাসঙ্গিক অংশ:

While they were still in that state**, Budail bin Warqa-al-Khuza'i** came with some persons from his tribe Khuza'a and they were the advisers of Allah's Apostle who would keep no secret from him and were from the people of Tihama. -----**Urwa bin Mas'ud** --went to the Prophet and started talking to him. The Prophet told him almost the same as he had told Budail. Then Urwa said, "O Muhammad! Won't you feel any scruple in extirpating your relations? Have you ever heard of anyone amongst the Arabs extirpating his relatives before you? On the other hand, if the reverse should happen, (nobody will aid you, for) by Allah, I do not see (with you) dignified people, but people from various tribes who would run away leaving you alone." **Hearing that, Abu Bakr abused him** and said, "Do you say we would run

and leave the Prophet alone?" Urwa said, "Who is that man?" They said, "He is Abu Bakr." Urwa said to Abu Bakr, "By Him in Whose Hands my life is, were it not for the favor which you did to me and which I did not compensate, I would retort on you." Urwa kept on talking to the Prophet and seizing the Prophet's beard as he was talking while **Al-Mughira bin Shu'ba** was standing near the head of the Prophet, holding a sword and wearing a helmet. Whenever Urwa stretched his hand towards the beard of the Prophet, **Al-Mughira would hit his hand with the handle of the sword** and say (to Urwa), "Remove your hand from the beard of Allah's Apostle." Urwa raised his head and asked, "Who is that?" The people said, "He is Al-Mughira bin Shu'ba." Urwa said**, "O treacherous!** Am I not doing my best to prevent evil consequences of your treachery?" Before embracing Islam Al-Mughira was in the company of some people. He killed them and took their property and came (to Medina) to embrace Islam. The Prophet said (to him, "As regards your Islam, I accept it, but as for the property I do not take anything of it. (As it was taken through treason). Urwa then started looking at the Companions of the Prophet. By Allah, whenever Allah's Apostle spat, the spittle would fall in the hand of one of them (i.e. the Prophet's companions) who would rub it on his face and skin; if he ordered them they would carry his orders immediately; if he performed ablution, they would struggle to take the remaining water; and when they spoke to him, they would lower their voices and would not look at his face constantly out of respect. **Urwa returned** to his people and said, "O people! By Allah, I have been to the kings and to Caesar, Khosrau and An-Najashi, yet I have never seen any of them respected by his courtiers as much as Muhammad is respected by his companions. By Allah, if he spat, the spittle would fall in the hand of one of them (i.e. the Prophet's companions) who would rub it on his face and skin; if he ordered them, they would carry out his order immediately; if he performed ablution, they would struggle to take the remaining water; and when they spoke, they would lower their voices and would not look at his face

constantly out of respect." Urwa added, "No doubt, he has presented to you a good reasonable offer, so please accept it."-----
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/83-Sahih%20Bukhari%20Book%2050.%20Conditions/3385--sahih-bukhari-voluume-003-book-050-hadith-number-891.html

[5][6] এই ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন আল-ওয়াকিদি, তাঁর (Ibid) **"কিতাব আল-মাগাজি"** গ্রন্থে: ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৫৯৫-৫৯৮; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ২৯১-২৯৪

[6] Ibid **"সিরাত রসুল আল্লাহ"**- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশামের নোট নং-৭৫০, পৃষ্ঠা ৭৬৯

[7] 'খসরু, সিজার ও নিগাস ছিলেন যথাক্রমে পারস্য, বাইজানটাইন ও রোম সাম্রাজ্যের অধিপতি'।

[8] **'নির্বোধ**- তাঁরা ছিলেন ইকরিমা বিন আবু জেহেল ও আল-হাকাম বিন আবিল আ'স'।
Ibid: আল-ওয়াকিদি-**"কিতাব আল-মাগাজি"** গ্রন্থে: ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৫৯৪; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ২৯১-২৯২

[9] 'উরওয়া বিন মাসুদের মা সুবায়া বিনতে আবদু সামস ছিলেন কুরাইশ বংশের, আর তাঁর পিতা 'মাসুদ' ছিলেন আল-তায়েফের আল-থাকিফ গোত্রের'।
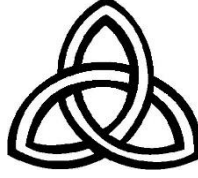
[10] **উকাজ:** 'উকাজ ছিল এক বাৎসরিক মেলার স্থান, আল-তায়েফ শহর থেকে এক দিনের ও মক্কা শহর থেকে তিন দিনের পথ'।

[11] অর্থাৎ, 'যদি কুরাইশরা তোমার চেয়ে বেশী শক্তিশালী প্রমাণিত হয়'।

[12] **'আল-লাত** (যাকে বলা হতো আল-তাঘিয়া, কর্তৃত্ব কারী) ছিল নারীদের উদ্ভাবন-শীলতা (Female fertility) ও যোদ্ধা দেবী, বিশেষভাবে আল-তায়েফের জনগণরা যার পূজা করতেন।

১১৬: হুদাইবিয়া সন্ধি-৬: উসমান ইবনে আফফান হত্যার গুজব!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– নব্বুই

"যে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

মক্কা শহর থেকে ৯ মাইল দূরবর্তী ছোট্ট শহর হুদাইবিয়া নামক স্থানে অবস্থানকালে যখন বুদায়েল বিন ওয়ারকা আল-খুযায়ি নামের এক লোক ও তার সঙ্গীরা স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে দেখা করে তাঁর মক্কা আগমনের কারণ জানতে চেয়েছিলেন, তখন মুহাম্মদ তাদের কী জবাব দিয়েছিলেন; বুদায়েল বিন ওয়ারকার কাছ থেকে মুহাম্মদের সেই জবাবটি শোনার পর কুরাইশরা তা কী কারণে বিশ্বাস করেননি; বুদাইলের সংবাদের ওপর আস্থাহীন কুরাইশরা কী কারণে মুহাম্মদের কাছে তাঁদের বেশ কিছু প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিলেন; কালো সেনাদলের (**'আহাবিশ:** বিভিন্ন ছোট ছোট গোত্র ও উপগোত্রের লোক সম্মিলিত বাহিনী, যারা কুরাইশদের সাথে মৈত্রী স্থাপন করেছিলেন') প্রধান আল-হুলায়েস বিন আলকামা নামের এক কুরাইশ প্রতিনিধি কী কারণে মুহাম্মদের কাছে না গিয়েই মাঝপথ থেকে তাঁদের কাছে ফিরে এসেছিলেন ও কী কারণে তিনি কুরাইশদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন; উরওয়া বিন মাসুদ আল-থাকাফি নামের কুরাইশদের আর এক প্রতিনিধি যখন মুহাম্মদের সাথে কথা বলছিলেন, তখন আবু বকর ইবনে কুহাফা তাঁকে কী কারণে **অশ্রাব্য গালি বর্ষণ ও অপমান** করেছিলেন;, সেই একই আলোচনাকালে আল-মুঘিরা বিন শুবা নামের

মুহাম্মদের আর এক অনুসারী কুরাইশদের এই প্রতিনিধিকে কী কারণে **শারীরিক আঘাত** করেছিলেন - ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনার পুনরারম্ভ: [1] [2] [3]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ১১৫) পর:

এক বিদ্বান ব্যক্তি আমাকে বলেছেন (আল-তাবারী: 'হুমায়েদ < সালামাহ < ইবনে ইশাক <এক বিদ্বান ব্যক্তি হইতে বর্ণিত): 'আল্লাহর নবী খিরাশ বিন উমাইয়া আল-খুযায়ি (Khirash b. Umayya al-Khuza'i)-কে তলব করেন ও তাকে আল-থালাব (al-Tha'lab) নামের তাঁর উটগুলোর একটির পিঠে আরোহী করান ও কী কারণে তিনি এখানে এসেছেন, তা তাঁর পক্ষ হতে কুরাইশ নেতাদের অবহিত করানোর জন্য মক্কায় কুরাইশদের কাছে প্রেরণ করেন। তারা আল্লাহর নবীর উটটির পেছনের পায়ের মাংসপেশি কেটে দেয় (hamstrung) ও এই লোকটিকে **হত্যা করতে** চায়, কিন্তু কালো সৈন্যরা (তাবারী: **'আহাবিশ'**) তাকে রক্ষা করে ও তাকে তার রাস্তায় যেতে দেয়, তাই তিনি আল্লাহর নবীর কাছে ফিরে আসেন।' [4]

ইবনে আব্বাসের নিকট আশ্রিত (Mawla) **ইকরিমার** কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এক সন্দেহাতীত ব্যক্তি আমাকে বলেছেন যে, কুরাইশরা ৪০-৫০ জন লোকের একটি দলকে আল্লাহর নবীর শিবির ঘেরাও ও তাঁর অনুসারীদের একজনকে তাদের কাছে **ধরে নিয়ে আসার জন্য পাঠান;** কিন্তু তারা ধরা পড়ে ও তাদেরকে আল্লাহর নবীর কাছে নিয়ে আসা হয়, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করেন ও তাদের পথে ছেড়ে দেন। তারা পাথর ও তীর নিক্ষেপ করে শিবিরে হামলা চালিয়েছিল। [5]

অতঃপর তিনি **উমর**-কে একই বার্তাসহ মক্কায় প্রেরণ করার জন্য তলব করেন। কিন্তু উমর তাঁকে বলেন যে তিনি কুরাইশদের হাতে মৃত্যু ভয়ে ভীত এই কারণে যে, মক্কায় তাঁকে রক্ষা করার জন্য **বানু আদি বিন কা'ব** গোত্রের [6] কোনো লোক নেই ও

কুরাইশদের বিরুদ্ধে তার শত্রুতা ও রুক্ষ আচরণের বিষয়ে তারা অবগত। তিনি সুপারিশ করেন যে, সেখানে তার চেয়ে বেশি পছন্দের কোনো লোককে যেন পাঠানো হয়, **যেমন উসমান।**

আল্লাহর নবী উসমানকে তলব করেন ও তাকে আবু সুফিয়ান ও অন্যান্য কুরাইশ নেতাদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রেরণ করেন যে, তিনি যুদ্ধ করার জন্য আসেননি, তিনি এসেছেন নিছক কাবা ঘর পরিদর্শন করতে ও এই পবিত্র স্থানে শ্রদ্ধা জানাতে। যখন উসমান মক্কায় প্রবেশ করেছেন অথবা প্রবেশ করতে যাচ্ছেন, এমন সময় **আবান বিন সাইদ বিন আল-আস** (Aban b. Sa'id b. al-'As) তার সাথে দেখা করেন ও তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার সম্মুখে হাজির হন। অতঃপর **তিনি তার নিরাপত্তা দেন,** যেন তিনি আল্লাহর নবীর বার্তা তাদেরকে জানাতে পারেন [7]।

উসমান যা বলতে চায়, তা শোনার পর তারা বলেন, "**যদি তুমি কাবা-শরীফ প্রদক্ষিণ করতে চাও, যাও প্রদক্ষিণ করো।"** তিনি বলেন যে, মুহাম্মদের করার আগে তিনি তা করতে পারেন না; কুরাইশরা তাকে তাদের সঙ্গে ধরে রাখে। আল্লাহর নবী ও মুসলমানদের কাছে এই মর্মে খবর পৌঁছে যে, **"উসমান-কে হত্যা করা হয়েছে।"'**

'আবদুল্লাহ বিন আবু বকর আমাকে বলেছেন যে, যখন আল্লাহর নবী শুনতে পান, উসমানকে হত্যা করা হয়েছে, তিনি বলেন, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে তারা প্রস্থান করবেন না; তিনি তাঁর লোকদের অঙ্গীকারে (শপথ) আবদ্ধ করার জন্য তলব করেন। একটি গাছের নিচে এই **'রিযওয়ানের শপথ (The pledge of al-Ridwan)'**-টি সম্পন্ন হয়। লোকেরা যা বলতো, তা হলো - আল্লাহর নবী তাদেরকে **আমরণের** (unto death) অঙ্গীকার পাশে আবদ্ধ করেছিলেন। জাবির বিন আবদুল্লাহ (Jabir b. 'Abdullah) যা বলতেন, তা হলো - আল্লাহর নবী তাদেরকে আমরণের জন্য এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ করেননি, বরং তারা অঙ্গীকার করেছিলেন এই মর্মে যে, **তারা পলায়ন করবে না।** একমাত্র **আল-জাদ বিন কায়েস** নামের বানু সালিমা গোত্রের এক ভাই ছাড়া

সেখানে উপস্থিত সকল মুসলমানই এই অঙ্গীকারে হাতে হাত মিলিয়েছিলেন। জাবির যা বলতেন, তা হলো: "আল্লাহর কসম, আমার এখনও প্রায়ই মনে পড়ে, কীভাবে সে লোকজনদের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টায় ভয়ে কুঁকড়ে তার উটটির পাশে লেগেছিল (cringing)।"
অতঃপর আল্লাহর নবী জানতে পারেন, উসমান সম্পর্কিত **ঐ খবরটি মিথ্যা।'**

আল-ওয়াকিদিরি (৭৪৮-৮২২ খ্রিষ্টাব্দ) অতিরিক্ত বর্ণনা:

'---আল-হুদাইবিয়ায় আল্লাহর নবী তাঁর অনুসারীদের এই আদেশ দেন, তারা যেন রাত্রিবেলা পাহারা বসায়। তাঁর অনুসারীদের একজন সকাল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সারা রাত জেগে ঘুরে ঘুরে পাহারা দেয়। যে-তিনজন অনুসারী পালাক্রমে এই পাহারায় অংশ নেন, তারা হলেন আউস বিন খাওলি, আব্বাস বিন বিশর ও **মুহাম্মদ বিন মাসলামা** [পর্ব- ৪৮]।

যে-রাত্রিতে উসমান মক্কায় গমন করেন, মুহাম্মদ বিন মাসলামা আল্লাহর নবীর মালিকানাধীন এক ঘোড়ায় ওপর ছিলেন। সেই রাত্রিতে কুরাইশরা মিখরাজ বিন হাফস-এর নেতৃত্বে ৫০ জন লোককে পাঠিয়েছিল। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, তারা যেন আল্লাহর নবীর শিবিরের চারিদিকে যায় এই আশায় যে, যদি তারা তাদের একজনকে ধরতে পারে অথবা অতর্কিত আক্রমণে তাদেরকে বন্দী করতে পারে। কিন্তু তার পরিবর্তে মুহাম্মদ বিন মাসলামা ও তার সঙ্গীরা তাদেরকে ধরে ফেলে ও আল্লাহর নবীর সম্মুখে তাদেরকে নিয়ে আসে।

উসমান কুরাইশদের সাথে মধ্যস্থতা করার জন্য তিন রাত্রি মক্কায় ছিলেন, সে সময় আল্লাহর নবীর অনুমতিক্রমে **কিছু মুসলমান তাদের পরিবারের লোকদের সাথে দেখা করার জন্য মক্কার ভেতরে প্রবেশ করে।** অতঃপর আল্লাহর নবীর কাছে এই মর্মে খবর আসে যে উসমান ও তার সঙ্গীদের হত্যা করা হয়েছে, তাই তিনি আলোচনার আহ্বান

জানান। কুরাইশ সঙ্গীদের ধৃত হওয়ার খবর কুরাইশদের কাছে পৌঁছে। একদল কুরাইশ আল্লাহর নবীর কাছে আসে ও তাঁকে লক্ষ্য করে তারা তীর ও প্রস্তর নিক্ষেপ করে। সেই সময় আবারও মুসলমানরা মুশরিকদের এই লোকগুলোকে বন্দী করে।' **[3]-পৃষ্ঠা ২৯৬]**

(' --- Uthman stayed in Mecca for three nights to negotiate with the Quraysh, while some of the Muslims entered Mecca, with the permission of the Prophet, **to visit their families**. Then it reached the Messenger of God that Uthman and his companions had been killed, so he called for negotiations. The capture of their companions reached the Quraysh. A group of Quraysh came to the Prophet and aimed at him with arrows and stones. At that time the Muslims again took prisoners from the polytheists.' [3] - অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> হ্যাঁ খবরটি ছিল মিথ্যা, গুজব!

ইসলামের ইতিহাসের আদি ও বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে-বিষয়টি আবারও অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো - কুরাইশরা কোনো মুহাম্মদ অনুসারীকেই শুধু যে ধরে নিয়ে যাননি, তাইই নয়, **নাগালের মধ্যে পেয়েও** তাঁরা উসমান ও অন্যান্য মুহাম্মদ অনুসারী যারা তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন, তাঁদের প্রতি কোনোরূপ শারীরিক **আক্রমণ করেননি।** তাঁদের বর্ণনায় আবারও যে-বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো - **"শুধুমাত্র মুসলমান হওয়ার কারণে কুরাইশরা মুহাম্মদ অনুসারীদের অত্যাচার করতেন",** এমন দাবির কোনো ভিত্তি আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় না; সত্য তার সম্পূর্ণ বিপরীত (**পর্ব-৩৯**)।

নব্য মুসলমানদের প্রতি কুরাইশদের অকথ্য অত্যাচারের যে-বিবরণ গত ১৪০০ বছর যাবত মুহাম্মদ অনুসারী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা (অধিকাংশই না জেনে) বিশ্ববাসীদের উদ্দেশে প্রচার করে আসছেন, তা আসলে কী ও কেন, তার আংশিক আলোচনা **'"শয়তানের বাণী"- প্রাপক ও প্রচারক মুহাম্মদ!'** পর্বে (**পর্ব: ৪২**) করা হয়েছে। এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আইয়্যামে জাহিলিয়াত' অধ্যায়ে করা হবে (এই পর্বের আলোচনা শুধু প্রাসঙ্গিক ঘটনা প্রবাহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখছি)।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-তাবারী ও আল-ওয়াকিদির এই বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, উসমান ইবনে আফফান **নিরাপদে** মক্কায় প্রবেশ করেন, মক্কা প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই আবান বিন সাইদ বিন আল-আস নামের তাঁর এক কাজিন **তাঁর নিরাপত্তার** ব্যবস্থা করেন, কুরাইশ নেতৃবৃন্দরা তাঁর কথা শোনেন ও যখন তাঁরা জানতে পারেন যে, তিনি কাবা-শরীফ তওয়াফ করতে এসেছেন তখন তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁকে তা করার আহবান জানান। এই ঘটনার বর্ণনা কোনোভাবেই প্রমাণ করে না যে মুসলমানদের কাবা শরীফ তওয়াফ ও তাতে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে বাধা প্রদান করাই ছিল কুরাইশদের **মুখ্য উদ্দেশ্য**! তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য যদি তাইই হতো, তবে তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উসমানকে কাবা শরীফ তওয়াফের অনুমতি দিতেন না।

আর আল-ওয়াকিদির অতিরিক্ত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, উসমান মক্কায় তাঁর পরিবারের লোকদের কাছে ছিলেন **তিন রাত্রি** পর্যন্ত। কোনো কুরাইশ সদস্য তাঁকে কখনো কোন **আক্রমণের চেষ্টা,** কিংবা নিদেনপক্ষে তাঁরা তাঁকে কোনো **কটুবাক্য** বর্ষণ করেছিলেন - এমন আভাসে কোথাও উল্লেখিত হয়নি।

এমন কি হতে পারে না যে, "যেহেতু উসমান ইবনে আফফান ছিলেন মক্কার প্রভাবশালী বানু উমাইয়া বিন আবদ শামস গোত্রের **(আবু সুফিয়ানের গোত্র)** সদস্য, তাই তিনি কুরাইশদের কাছ থেকে রেহাই পেয়েছিলেন?" এর সংক্ষিপ্ত জবাব হলো, "না!" **কারণ,** আল-ওয়াকিদির বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, শুধু উসমানই নয়, আরও কিছু মুসলমান

মক্কায় তাঁদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন এবং একইভাবে উসমানের মত তাঁরাও ছিলেন নিরাপদ। যা বর্ণিত হয়েছে, তা হলো- **মুহাম্মদ নিজেই তাঁদেরকে এই অনুমতি দিয়েছিলেন।** যদি মুহাম্মদ আশংকা করতেন যে, তাঁর এই অনুসারীরা কুরাইশদের কাছে নিরাপদ নয়, তবে এমন অনুমতি তিনি কেন দেবেন?

সুতরাং, প্রশ্ন হলো:

"যে কুরাইশ জনগণ নাগালের মধ্যে পেয়েও মুহাম্মদ অনুসারীদের ওপর কোনোরূপ কটুবাক্য বা শারীরিক আক্রমণ করেন না, তাঁরা কী কারণে ৪০-৫০ জন লোকের একটি দলকে মুহাম্মদের শিবির ঘেরাও ও তাঁর অনুসারীদের একজনকে তাদের কাছে **ধরে নিয়ে আসার জন্য** পাঠাবেন?" আর তা ছাড়া মুহাম্মদ অনুসারীদের সংখ্যা ছিল ১৪০০জন; এই বিশাল সংখ্যক লোককে মাত্র ৪০-৫০ জন লোকের একটি দল এসে তাদের শিবির ঘেরাও করে একজনকে ধরে নিয়ে আসার কাহিনী কতটা বিশ্বাসযোগ্য? আদি উৎসের বর্ণনায় যা পরিলক্ষিত, তা হলো, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের মক্কা প্রবেশে কুরাইশদের এই বাধা প্রদান মুলতঃ তাঁদের নিরাপত্তা রক্ষার কারণে (**পর্ব: ১১১-১১২**)। তাঁরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছিলেন। ৪০-৫০ জনের যে-দলটি তাঁরা পাঠিয়েছিলেন বলে উল্লেখিত হয়েছে, তা সম্ভবত সে-কারণেই। কাউকে ধরে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে নয়। কোন ধর্মীয় উদ্দেশ্য সাধন কিংবা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার নিমিত্তে নয়।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **“সিরাত রসুল আল্লাহ”- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫০৩
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **“তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক”- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৪২-১৫৪৩
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp

[3] অনুরূপ বর্ণনা (Parallel): **“কিতাব আল-মাগাজি”- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৬০০-৬০২
http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi
ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ২৯৫-২৯৬
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[4] **'আহাবিশ:** বিভিন্ন ছোট ছোট গোত্র ও উপগোত্রের লোক সম্মিলিত বাহিনী (কেবল মাত্র একটি নির্দিষ্ট গোত্রের লোক সম্বলিত বাহিনী নয়), যারা কুরাইশদের সাথে মৈত্রী স্থাপন করেছিলেন।'

[5] **‘ইকরিমা** ছিলেন ইবনে আব্বাসের পরিবারে আশ্রিত (Mawla) ও অত্যন্ত বিশিষ্ট হাদিস বর্ণনা কারীদের (transmitters) একজন। বলা হয়, তিনি আশি বছর বয়সে আনুমানিক ৭২২-৭২৫ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যু বরণ করেন।'

[6] ‘উমর ইবনে খাত্তাব ছিলেন বানু আদি বিন কা'ব গোত্রের। তাঁরা ছিলেন মক্কার কুরাইশ আল-যাওয়াহির ("বাইরের দিকে") নামের অপেক্ষাকৃত কম প্রভাবশালী বংশের, যাদের বসতি ছিল মক্কার কেন্দ্রস্থল থেকে অনেক দূরে’। - Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৩৫৩

[7] ‘উসমান ইবনে আফফান ছিলেন মক্কার প্রভাবশালী বানু উমাইয়া বিন আবদ শামস গোত্রের (আবু সুফিয়ান বিন হারব এর গোত্র)। আবান বিন সাইদ বিন আল-আস ছিলেন উসমান ইবনে আফফানের কাজিন’। - Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৩৫৪

১১৭: হুদাইবিয়া সন্ধি- ৭: আল-রিযওয়ানের শপথ!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– একানব্বই

"যে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

মক্কার হারাম শরীফের অদূরে হুদাইবিয়া নামক স্থানে অবস্থানকালে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর আগমনের কারণ কুরাইশদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য তাঁর প্রিয় অনুসারী উমর ইবনে খাত্তাবকে যখন তাঁদের কাছে যাওয়ার আহ্বান করেছিলেন, তখন উমর তা কী কারণে করতে রাজি ছিলেন না; উমরের পরামর্শে যখন মুহাম্মদ তাঁর জামাতা উসমান ইবনে আফফান-কে সেই একই প্রয়োজনে কুরাইশদের কাছে পাঠিয়েছিলেন, তখন কুরাইশরা তাঁর সঙ্গে কীরূপ ব্যবহার করেছিলেন; মুহাম্মদের অনুমতিক্রমে উসমান ছাড়াও আরও কিছু মুহাম্মদ অনুসারী কী কারণে মক্কা শহরে প্রবেশ করেছিলেন; উসমান ও অন্যান্য মুহাম্মদ অনুসারী যারা মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন, তাঁরা কতদিন যাবত সেখানে অবস্থান করেছিলেন; উসমান ও অন্যান্য অনুসারীদের মক্কা থেকে মুসলিম শিবিরে প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব ও উসমান হত্যার গুজব শোনার পর মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশ্যে কী আদেশ জারি করেছিলেন - ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

উসমান হত্যার **গুজব** শোনার পর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর অনুসারীদের কাছ থেকে যে অঙ্গীকার আদায় করেছিলেন, ইসলামের ইতিহাসে তা 'আল-রিযওয়ানের অঙ্গীকার বা শপথ (The pledge of al-Ridwan)' নামে বিখ্যাত। আবু মুহাম্মদ আবদ

আল-মালিক বিন হিশাম তাঁর সম্পাদিত "সিরাত রসুল আল্লাহ" বইটিতে (পর্ব: ৪৪) এই বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেননি। বিভিন্ন উৎসের রেফারেন্সে তা লিপিবদ্ধ করেছেন আল-তাবারী ও আল-ওয়াকিদি।

আল-তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) বর্ণনা: [1] [2] [3]

ইবনে উমারাহ আল-আসাদি <উবায়েদুল্লাহ বিন মুসা <মুসা বিন উবায়েদা <আইয়াস বিন সালামাহ <সালামাহ বিন আল-আকওয়া [পর্ব: ১১০] হইতে বর্ণিত:

'যখন আমরা হুদাইবিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলাম, আল্লাহর নবীর ঘোষক ঘোষণা করেন, "হে লোকসকল, আনুগত্যের শপথ! আনুগত্যের শপথ! **পবিত্র ওহী নাজিল হয়েছে [4]!"** তাই আমরা দ্রুতবেগে আল্লাহর নবীর কাছে আসি; তাঁর কাছে আমরা আনুগত্যের শপথ করেছিলাম যখন তিনি এক বাবলা গাছের (Acacia tree) নিচে বসেছিলেন। সেই বিষয়ে আল্লাহ যা নাজিল করেছে, তা তিনি আমাদের বলেন, "আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নিচে আপনার কাছে শপথ করল [কুরান: ৪৮:১৮]।"

আবি আল-হামিদ বিন বায়ান [5] <মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ [6] <ইসমাইল বিন আবি খালিদ [7] <আমির [8] হইতে বর্ণিত: যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম আল-রিযওয়ানের শপথ গ্রহণ করেন, তিনি হলেন আবু সিনান বিন ওহাব (Abu Sinan b Wahb) নামের বানু আসাদ গোত্রের এক লোক।

ইউনুস বিন আবদ আল-আলা <ইবনে ওহাব <আল-কাসিম বিন আবদুল্লাহ বিন উমর [9] <মুহাম্মদ বিন আল-মুনকাদির [10] <জাবির বিন আবদুল্লাহ হইতে বর্ণিত: আল-হুদাইবিয়ার দিন লোক সংখ্যা ছিল ১৪০০ জন। [জাবির] বলেন, 'আমরা আল্লাহর নবীর কাছে আনুগত্যের শপথ করি, সে সময় এক গাছের নিচে উমর আল্লাহর নবীর হাতটি ধরে ছিলেন; সেটি ছিল এক বাবলা গাছ। আমরা সকলেই তাঁর কাছে আনুগত্যের শপথ

করি; ব্যতিক্রম শুধু আল-জাদ বিন কায়েস আল আনসারি (al-Jadd b Qays al Ansari), তিনি তার উটের পেটের নিচে লুকিয়েছিলেন।' জাবির বলেন, 'আমরা আল্লাহর নবীর কাছে এই অঙ্গীকার করেছিলাম যে, **আমরা পালিয়ে যাব না**; আমরা তাঁর কাছে আমৃত্যুর শপথ করিনি।'

অন্য একটি উৎসের বর্ণনা নিম্নরূপ। আল-হাসান বিন ইয়াহিয়া < আবু আমির <ইকরিমা বিন আম্মার আল-ইয়ামামি <আইয়াস বিন সালামাহ < তাঁর পিতা (সালামাহ বিন আল-আকওয়া) হইতে বর্ণিত: 'আল্লাহর নবী গাছের তলে এসে আনুগত্যের শপথ নেয়ার জন্য লোকদের ডেকে পাঠান। আমি প্রথম দিকের লোকদের মধ্যে একজন, যে তাঁর আনুগত্যের শপথ করি; অতঃপর তিনি অধিক থেকে অধিকতর সংখ্যক লোকের অঙ্গীকারের শপথ গ্রহণ করেন। মাঝের লোকদের শপথ গ্রহণকালে তিনি বলেন, "সালামাহ, আনুগত্যের শপথ করো!" আমি বলি, "হে আল্লাহর নবী, আমি প্রথম দিকের লোকদের মধ্যে একজন, যে আপনার আনুগত্যের শপথ করেছি।" তিনি বলেন, "আবার করো!"

আমাকে নিরস্ত্র দেখে আল্লাহর নবী আমাকে এক হাজাফা বা দারাকাহ (hajafa or daraqah [এক ধরনের ঢাল]) প্রদান করেন [11]। আল্লাহর নবী লোকদের আনুগত্যের শপথ নিতে নিতে যখন শেষের দিকে, তখন তিনি বলেন, "সালামাহ, তুমি কি আনুগত্যের শপথ নেবে না?" আমি বলি, "হে আল্লাহর নবী, আমি প্রথম ও মাঝের দিকের লোকদের সাথে আপনার আনুগত্যের শপথ করেছি।" তিনি বলেন, "আবার করো!" তাই আমি তৃতীয় বার তাঁর আনুগত্যের শপথ করি।'---

আল-ওয়াকিদিরি (৭৪৮-৮২২ খ্রিষ্টাব্দ) অতিরিক্ত বর্ণনা:

'দশ জন মুহাজির তাঁদের আত্মীয় স্বজনদের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। তাঁরা হলেন: কুরয বিন জাবির আল-ফিহরি, আবদুল্লাহ বিন সুহায়েল বিন আমর, আয়াশ বিন

আবি রাবিয়া, হিশাম বিন আল-আস বিন ওয়ালি, হাতিব বিন আবি বালতা, আবু হাতিব বিন আমর বিন আবদ শামস, আবদুল্লাহ বিন হুধাফা, আবুল-রুম বিন উমায়ের, উমায়ের বিন ওহাব, বানু আসাদ বিন আবদ উজ্জা গোত্রের সুহায়েলের এক মিত্র।---
যখন উসমান প্রত্যাবর্তন করেন, তখন আল্লাহর নবী যে-গাছটির নিচে আনুগত্যের শপথ পড়ানো হয়েছিল, সেখানে তাকে নিয়ে আসেন। কিন্তু তার আসার আগে, যখন লোকেরা তাদের অঙ্গীকারের শপথ নিচ্ছিল, আল্লাহর নবী বলেছিলেন: উসমান অবশ্যই আল্লাহ ও তার রসুলের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী কাজ করে, সুতরাং **আমি তার হয়ে** অঙ্গীকারের শপথ করবো; অতঃপর তিনি তাঁর ডান হাত বাম হাতের ওপর চেপে ধরেন।---' [2]

('Ten Muhajirin visted their families. They were Kurz bin Jabir al-Fihri, Abdullah b Suhayl b Amr, Ayyash b Abi Rabia, Hisham b Al-As b Wail, Hatib b Abi-Balta, Abu Hatib b Amr b Abd Shams, Abdullah b Hudhafa, Abul-Rum b Umayr, Umayr b Wahb al-Jumahi and Abdullah b Abi Umayya b Wahb, an ally of Suhayl in the Banu Asad b Abd Al-Uzza. --- When Uthman returned, the Messenger of God brought him to the tree for allegiance. But, before that, when the people gave their pledge, the Prophet said: Indeed Uthman acts in accordance with the needs of God and His messenger, so I shall pledge for him, and he struck his right hand on his left.----') [2] - অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনা:

'আল-রিযওয়ানের শপথ' প্রসঙ্গে ইমাম বুখারীর বর্ণনা আল-তাবারীর ওপরে উদ্ধৃত শেষের উৎসের সালামাহ বিন আল-আকওয়া হতে বর্ণিত বর্ণনার অনুরূপ (৪:৫২:২০৭)। তিনি তাঁর বর্ণিত এই হাদিসে 'হাজাফা বা দারাকাহ' এর ব্যাপারে কিছু উল্লেখ করেননি,

আর নতুন যে তথ্যটি তিনি যোগ করেছেন, তা হলো, এই শপথটি ছিল 'মৃত্যু' অবধি। [12]

এই প্রসঙ্গে অন্য এক হাদিসের (৫:৫৭:৪৮) বর্ণনায় যা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন, তা হলো: উসমান ইবনে আফফান বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেননি, ওহুদ যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন ও আল-আল-রিযওয়ানের মূল শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানেও তিনি অংশ নিতে পারেননি [13]।

Ø বদর যুদ্ধ কালে (পর্ব: ৩০-৪৩) উসমান ইবনে আফফান স্ত্রী নবী কন্যা রুকাইয়া বিনতে মুহাম্মদ ছিলেন গুরুতর অসুস্থ; তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে তাঁর এই স্ত্রীর সেবা-শুশ্রূষার জন্য ছিলেন মদিনায়, বদর যুদ্ধকালে তাঁর এই স্ত্রীর মৃত্যু হয়। উসমান ও তাঁর এই স্ত্রী মুহাম্মদের পরামর্শে অন্যান্য মুসলমানদের সঙ্গে ৬১৫ সালে আবিসিনায় হিজরত করেন (পর্ব: ৪১) ও এই হিজরতের দুই বছর পর যখন মুহাম্মদের ওপর "শয়তানের বাণী" নাজিল হয় তখন তিনি আর এই স্ত্রী অন্যান্য মুসলমানদের সাথে মক্কায় ফেরত আসেন (পর্ব: ৪২)। এই ফিরে আসা মুসলমানদের ওপর কুরাইশরা কোনোরূপ অত্যাচার করেননি, শুধু মুসলমান হওয়ার কারণে কুরাইশরা সংঘবদ্ধভাবে নব্য মুসলমানদের ওপর যথেচ্ছ অত্যাচার করতেন - এই দাবির কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই (পর্ব: ৪০)। উসমান ইবনে আফফান ওহুদ যুদ্ধে (পর্ব: ৫৪-৭১) অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধের মাঠে মুহাম্মদ-কে পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে রেখে মুহাম্মদের অন্যান্য অনুসারীদের সঙ্গে পালিয়ে বেঁচেছিলেন। যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়ে তিনি মদিনায় ও ফিরে আসেননি, সম্ভবত: ভীত হয়ে এই ভেবে যে, কুরাইশরা মদিনা আক্রমণ করতে পারে; নাওকবা বিন উসমান এবং সা'দ বিন উসমান নামের দুইজন আনসারের সাথে তিনি সুদূর আল-জালাব পাহাড় পর্যন্ত গমন করেন, মদিনায় ফিরে আসেন তিন দিন পর। এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা "নবী গৌরব ধূলিসাৎ!" পর্বে করা হয়েছে (পর্ব ৬৯)।

>>> মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ "আল-রিযওয়ানের শপথ" অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করেছিলেন উসমান হত্যার মিথ্যা খবরটি শোনার পর। **এই খবরটি যে মিথ্যা, তা তিনি জানতেন না, তাই স্বাভাবিক কারণেই 'জিবরাইল' ও তাঁর কাছে কোনো খবর নিয়ে আসেননি। এই মিথ্যা খবরটি সত্য ভেবে** তিনি তাঁর অনুসারীদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি জানতে পারেন যে, এই খবরটি সম্পূর্ণ মিথ্যা! উসমান ও ওপরে বর্ণিত আরও দশজন মুহাম্মদ অনুসারীর সকলেই নিশ্চিন্তে ও নিরাপদেই তাঁদের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছিলেন, কোনো কুরাইশ তাঁদেরকে কোনোরূপ আক্রমণ কিংবা কটুবাক্য বর্ষণের মাধ্যমে শারীরিক অথবা মানসিক যন্ত্রণা দিয়েছিলেন (পর্ব: ১১৫), এমন ইতিহাস আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় কোথাও উল্লেখিত হয়নি। **তাঁরা সকলেই বহাল তবিয়তে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের কাছে ফিরে আসেন।**

আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, কুরাইশদের সঙ্গে 'হুদাইবিয়া সন্ধি' পত্রে স্বাক্ষর করার পর যখন মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা মদিনায় **প্রত্যাবর্তন** করছিলেন, তখন মুহাম্মদের ঘোষক ঘোষণা দেন যে "আল-রিযওয়ানের শপথ" বিষয়ে ওহী নাজিল হয়েছে; মুহাম্মদের ভাষায় তা হলো:

৪৮:১৮ - "**আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন**, যখন তারা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে শপথ করল। আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে **আসন্ন বিজয়** পুরস্কার দিলেন।"

Ø "কী সেই আসন্ন বিজয়?" তা মুহাম্মদ ব্যক্ত করেছেন তাঁর এই বাণীর পরের বাণীগুলোতে:

৪৮:১৯-২০ – **"(১৯) এবং বিপুল পরিমাণে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, যা তারা লাভ করবে।** আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২০) আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের **ওয়াদা দিয়েছেন**, যা তোমরা লাভ করবে। তিনি তা তোমাদের জন্যে ত্বরান্বিত

করবেন। তিনি তোমাদের থেকে শত্রুদের স্তব্দ করে দিয়েছেন-যাতে এটা মুমিনদের জন্যে এক নিদর্শন হয় এবং তোমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন"। ---

আল্লাহর নামে স্বঘোষিত আখেরি নবী মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব তাঁর অনুসারীদের "লুটের মাল-এর ওয়াদা দিচ্ছেন!" কী সেই আসন্ন বিজয় ও বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, তার বিস্তারিত আলোচনা 'সূরা আল ফাতহ' পর্ব ও হুদাইবিয়া সন্ধি পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে করা হবে।

কী প্রক্রিয়ায় মুহাম্মদ তাঁর ওহী নাজিল করতেন, তার আলোচনা **"বিনষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধারে কলা-কৌশল!" পর্বে (পর্ব: ৭০)** করা হয়েছে । মুহাম্মদের এই ঐশী বাণী অবতারণার **মুখ্য উদ্দেশ্য** হলো, তাঁর অনুসারীদের মনোবল চাঙ্গা করা ও নিজের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা!

[কুরানের উদ্ধৃতিগুলো সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট অনুবাদকারীর পাশাপাশি অনুবাদ এখানে।]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] "তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮, ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৪৩-১৫৪৫
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp

[2] অনুরূপ বর্ণনা (Parallel): "কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৬০৩-৬০৫
http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi
ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ২৯৬-২৯৭

http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[3] অনুরূপ বর্ণনা (Parallel): ইবনে কাথিরের কুরান তফসির: http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2014&Itemid=104

[4] ফেরেশতা জিবরাইলের মধ্যস্থতায় আল্লাহ তার কুরানের বানী মুহাম্মদের কাছে প্রেরণ করে।

[5] 'আবি আল-হামিদ বিন বায়ান- মৃত্যু ৮৫৮ সাল'।

[6] 'মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ: তিনি ছিলেন এক আশ্রিত (Mawla) আদি সিরিয়া-বাসী, ৮০৩-৮০৪ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন'।

[7] 'ইসমাইল বিন আবি খালিদ - মৃত্যু ৭৬৩ সাল'।

[8] 'আবু আমর আমির বিন শারাহিল বিন আমর আল শাবি ছিলেন দক্ষিন আরবের হামদান গোত্রের সদস্য, তিনি ৬৪০ সালে কুফায় জন্মগ্রহণ ও ৭২১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। রাজনীতিতে সম্পৃক্ততা ছাড়াও তিনি ছিলেন এক হাদিস বর্ণনাকারী (transmitter of hadith), পরবর্তী ইতিহাসবিদদের রেফারেন্সের এক প্রধান উৎস'। - Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৩৬১।

[9] 'আল-কাসিম বিন আবদুল্লাহ বিন উমর- মৃত্যু ৭৬৭-৭৭৬ সাল।

[10] 'মুহাম্মদ বিন আল-মুনকাদির - মৃত্যু ৭৪৭-৭৪৮ সাল।

[11] 'হাজাফা বা দারাকাহ: এই দুইটি শব্দের অর্থই হলো এক ধরনের ঢাল, যা কাঠ ছাড়াই পশুর ভারী চামড়া দিয়ে তৈরি'। - Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৩৬৫।

[12] সহি বুখারী: ভলিউম ৪, বই ৫২, নম্বর ২০৭
http://hadithcollection.com/sahihbukhari/85-/3685-sahih-bukhari-volume-004-book-052-hadith-number-207.html

Narated By Yazid bin Ubaid : Salama said, "I gave the Pledge of allegiance (Al-Ridwan) to Allah's Apostle and then I moved to the shade of a tree. When the number of people around the Prophet diminished, he said, 'O Ibn Al-Akwa ! Will you not give to me the pledge of Allegiance?' I replied, 'O Allah's Apostle! I have already given to you the pledge of Allegiance.' He said, 'Do it again.' So I gave the pledge of allegiance for the second time." I asked 'O Abu Muslim! For what did you give the pledge of Allegiance on that day?" He replied, "We gave the pledge of Allegiance for death.

[13] সহি বুখারী: ভলিউম ৫, বই ৫৭, নম্বর ৪৮

http://hadithcollection.com/sahihbukhari/90--sp-236/4479-sahih-bukhari-volume-005-book-057-hadith-number-048.html

Narated By 'Uthman: (The son of Muhib) An Egyptian who came and performed the Hajj to the Kaba saw some people sitting. He enquire, "Who are these people?" Somebody said, "They are the tribe of Quraish." He said, "Who is the old man sitting amongst them?" The people replied, "He is 'Abdullah bin 'Umar." He said, "O Ibn Umar! I want to ask you about something; please tell me about it. Do you know that 'Uthman fled away on the day (of the battle) of Uhud?" Ibn 'Umar said, "Yes." The (Egyptian) man said, "Do you know that 'Uthman was absent on the day (of the battle) of Badr and did not join it?" Ibn 'Umar said, "Yes." The man said, "Do you know that he failed to attend the Ar Ridwan pledge and did not witness it (i.e. Hudaibiya pledge of allegiance)?"—

Ibn 'Umar said, "Yes." The man said, "Allahu Akbar!" Ibn 'Umar said, "Let me explain to you (all these three things). As for his flight on the day of Uhud, I testify that Allah has excused him and forgiven him; and as for his absence from the battle of Badr, it was due to the fact that the daughter of Allah's Apostle was his wife and she was sick then. Allah's Apostle said to him, "You will receive the same reward and share (of the booty) as anyone of those who participated in the battle of Badr (if you stay with her).' As for his absence from the Ar-Ridwan pledge of allegiance, had there been any person in Mecca more respectable than 'Uthman (to be sent as a representative). Allah's Apostle would have sent him instead of him. No doubt, Allah's Apostle had sent him, and the incident of the Ar-Ridwan pledge of Allegiance happened after 'Uthman had gone to Mecca. Allah's Apostle held out his right hand saying, 'This is 'Uthman's hand.' He stroke his (other) hand with it saying, 'This (pledge of allegiance) is on the behalf of 'Uthman.' Then Ibn 'Umar said to the man, 'Bear (these) excuses in mind with you.'

১১৮: হুদাইবিয়া সন্ধি-৮: চুক্তি প্রস্তুতি: কে এই সুহায়েল বিন আমর?

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– বিরানব্বই

"যে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

উসমান ইবনে আফফান ও আরও দশ জন আদি মক্কাবাসী মুহাম্মদ অনুসারী (মুহাজির) যারা তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সাক্ষাতের জন্য মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন, তাঁদেরকে কুরাইশরা 'হত্যা করেছে' বলে যে-গুজবটি ছড়িয়ে পড়েছিল, তা শোনার পর স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন; এই **গুজবের প্রতিক্রিয়ায়** তিনি তাঁর অনুসারীদের কী ধরনের শপথ ও আনুগত্যের অঙ্গীকার গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলেন; কোন গাছের নিচে এই শপথ অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়েছিল; এই ঘটনাটির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাঁর আল্লাহর রেফারেন্সে কুরানের কোন বাণী অবতারণা করেছিলেন - ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে। মুহাম্মদের স্বরচিত ব্যক্তিমানস জীবনীগ্রন্থ কুরান ও ইসলামের ইতিহাসের আদি উৎসের সকল ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় যে-বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো:

"মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ একটি নির্জলা **মিথ্যাকে সত্য ভেবে** এমনভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, তিনি এই মিথ্যা খবরের প্রতিক্রিয়ায় কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তাঁর অনুসারীদের প্রতিজ্ঞা পাশে আবদ্ধ করেছিলেন! মিথ্যা ও সত্যের মধ্যে তিনি কোনো পার্থক্যই করতে পারেননি!"

অতঃপর উসমান ও তাঁর অন্যান্য অনুসারীরা **নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে** তাঁদের আত্মীয়স্বজনদের সাথে সময় কাটিয়ে যখন মুসলিম শিবিরে ফিরে আসেন, মুহাম্মদ কুরাইশদের প্রস্তাবিত এক সন্ধি-চুক্তিতে রাজি হন। ইসলামের ইতিহাসে যা **"হুদাইবিয়া সন্ধি (Treaty of Hudaibiya)"** নামে বিখ্যাত।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনার পুনরারম্ভ: [1] [2] [3] [4]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ১১৬) পর:

'আল-যুহরি বলেন: অতঃপর কুরাইশরা বানু আমির বিন লুয়োভি (Amir b. Lu'ayy) গোত্রের **সুহায়েল বিন আমর** নামের এক ভাইকে শান্তি স্থাপন করার উদ্দেশ্যে মুহাম্মদের কাছে যে-শর্ত ও নির্দেশ সহকারে পাঠান, তা হলো এই যে, **তিনি এই বছর প্রত্যাবর্তন করবেন এই কারণে যে, আরবের কোনো লোক যেন কখনো বলতে পারে, তিনি জোরপূর্বক ভেতরে ঢুকতে পেরেছিলেন।**

যখন আল্লাহর নবী তাকে আসতে দেখেন, তিনি বলেন, "তাদের পাঠানো এই লোকটাকে দেখে প্রতীয়মান হয় যে, **এই লোকেরা শান্তি স্থাপন করতে চায়।"**

দীর্ঘ আলোচনার পর শান্তি স্থাপন বিষয়টি সম্পন্ন হয় ও চুক্তিপত্র লিপিবদ্ধ করা ছাড়া কোনোকিছুই যখন অবশিষ্ট থাকে না, তখন উমর লাফ দিয়ে উঠে আবু বকরের কাছে আসেন ও বলেন, "তিনি কি আল্লাহর নবী নন, আমরা কি মুসলমান নই, আর তারা কি মুশরিক (polytheists) নয়?" আবু বকর তাতে একমত পোষণ করেন, আর তিনি বলতে থাকেন, "তাহলে কেন আমরা এমন শর্তে রাজি হবো, যা আমাদের ধর্মের জন্য অবমাননাকর?" তিনি বলেন, "তাঁর কথামত চলো, কারণ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর নবী।" উমর বলেন, "আমিও তাই দিচ্ছি।" অতঃপর তিনি আল্লাহর নবীর কাছে আসেন ও তাঁকে তিনি একই প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করেন; আল্লাহর নবী জবাবে

বলেন, "আমি আল্লাহর দাস ও তার প্রেরিত রসুল। আমি তার আদেশের বিপক্ষে যাব না ও সে আমাকে বিফলকাম করবে না।"

উমর প্রায়ই বলতেন, "সেদিন যা করেছিলাম ও বলেছিলাম, তার ভয়ে আমি ভীত, সে কারণেই আমি ভিক্ষা প্রদান করা, রোজা রাখা, নামাজ পড়া ও দাসদের মুক্ত করা ক্ষান্ত দিইনি; সেদিন ভীত হয়ে আমি মনে করেছিলাম যে, তা (আমার প্ল্যান) ছিল আরও উত্তম।"

তারপর আল্লাহর নবী আলীকে ডেকে পাঠান ও তাকে যা লিখতে বলেন তা হলো, "আল্লাহর নামে, **যিনি করুণাময় ও অতি দয়ালু**।" সুহায়েল বলেন, **"আমি তা স্বীকার করি না;** পরিবর্তে লেখো, "আল্লাহর নামে।" (আল-ওয়াকিদি: '"করুণাময় [আল-রাহমান]" কী তা আমি জানি না, সুতরাং লেখো, যা আমরা লিখি, "আল্লাহর নামে"।)' আল্লাহর নবী তাকে পরের বাক্যটিই লিখতে বলেন, তিনি তাই লিখেন।

অতঃপর তিনি বলেন, 'লেখো, "এটি এই যা **আল্লাহর নবী মুহাম্মদ** সম্মত হয়েছে সুহায়েল বিন আমরের সাথে।"' সুহায়েল বলেন, **"যদি** আমি তোমাকে আল্লাহর নবী বলে সাক্ষ্য দিতাম, **তবে** আমি তোমার সাথে যুদ্ধ করতাম না। তোমার নিজের নাম ও তোমার পিতার নাম লেখো।" আল্লাহর নবী বলেন, 'লেখো, এটি এই, যা মুহাম্মদ বিন আবদুলল্লাহ সম্মত হয়েছে সুহায়েল বিন আমরের সাথে।" --- [5]

আল-তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) অতিরিক্ত বর্ণনা: [6]

ইবনে আবদ আল-আলা ও ইয়াকুব এর বর্ণনার পুনরারম্ভ:

['মুহাম্মদ বিন আবদ আল-আলা আল-সানানি [7] <মুহম্মদ বিন থাওয়ার [8] < মামুর [9] <আল-যুহরি <উরওয়া (বিন আল-যুবায়ের) <আল-মিসওয়ার বিন মাখরামা এবং ইয়াকুব বিন ইবরাহিম [10] <ইয়াহিয়া বিন সাইদ আল-কাততান [11] <আবদুল্লাহ বিন আল-মুবারক [12] <মামুর <আল-যুহরি <উরওয়া <আল-মিসওয়ার বিন মাখরামা ও

মারওয়ান বিন আল-হাকাম [13]') হইতে বর্ণিত' উরওয়া বিন মাসুদ আল-থাকাফি (পর্ব:১১৫) উপাখ্যানের বর্ণনার পরের বর্ণনা]

মিকরাজ বিন হাফস [পর্ব-৩৭] উঠে দাঁড়ান ও তাদের কে বলেন, "আমাকে তার কাছে যেতে দাও।" তারা বলে, "যাও!" যখন তিনি দৃষ্টি সীমানায় আসেন, আল্লাহর নবী বলেন, "এই হলো মিখরাজ বিন হাফস। সে হলো এক চরিত্রহীন লোক।" মিকরাজ সেখানে আসেন ও আল্লাহর নবীর সাথে কথা বলা শুরু করেন; যখন তিনি তাঁর সাথে কথা বলছিলেন তখন সুহায়েল বিন আমর সেখানে আসেন।

আইয়ুব [বিন আবি তামিমা কেইসান আল-সাখতিয়ান (৬৮৫-৭৪৮ সাল)] <**ইকরিমা** [পর্ব: ১১৬] হইতে বর্ণিত:
যখন সুহায়েল সেখানে আসেন, আল্লাহর নবী বলেন, **"তোমাদের জন্য কাজটা এখন সহজ হয়ে গেলো।"**

মুহাম্মদ বিন উমারাহ আল-আসাদি ও মুহাম্মদ বিন মনসুর [মৃত্যু ৮৬৮ সাল] <উবাইদুল্লাহ বিন মুসা [৭৪৫-৮২৮ সাল] <মুসা বিন উবায়েদা [মৃত্যু ৭৬৯ সাল] <<আইয়াস বিন সালামাহ <তার পিতা (**সালামাহ বিন আল-আকওয়া)** [পর্ব: ১১০] হইতে বর্ণিত:
কুরাইশরা সুহায়েল বিন আমর, হুয়ায়েতিব বিন আবদ আল-উজ্জা ও হাফস বিন ফুলান-কে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে আল্লাহর নবীর কাছে প্রেরণ করেন। যখন আল্লাহর নবী সুহায়েল বিন আমর-কে তাদের মধ্যে দেখতে পান, তিনি বলেন, "আল্লাহ তোমাদের কাজটা সহজ করে দিয়েছে। ঐ লোকেরা **আত্মীয়তার সূত্রে** তোমাদের সাথে যোগাযোগ করা মনস্থ করেছে ও তোমাদের সাথে শান্তি স্থাপন করা সাব্যস্ত করেছে। কুরবানির পশুদের সামনে পাঠাও ও উচ্চকণ্ঠে বলো লাব্বায়েকা (তীর্থযাত্রীর আওয়াজ), সম্ভবত, তা তাদের অন্তরকে নরম করবে।" তাই তারা শিবিরের সমস্ত দিক থেকে উচ্চকণ্ঠে

বলতে থাকে লাব্বায়েকা, যতক্ষণে না তাদের সেই আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। অতঃপর তারা (কুরাইশদের এই তিন প্রতিনিধি) সেখানে আসে ও তাঁকে শান্তি স্থাপনের আহ্বান করে।' - অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনা:

এই প্রসঙ্গে ইমাম বুখারীর বর্ণনা **(৩:৫০:৮৯১)** আল-তাবারীর ওপরে বর্ণিত বর্ণনারই অনুরূপ। [4]

>>> আদি উৎসের (Primary source) ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো

- কুরাইশরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের সাথে কোনোরূপ সংঘর্ষে জড়াতে চাননি। সে কারণেই উসমান ইবনে আফফান মারফত মুহাম্মদের মক্কা আগমনের উদ্দেশ্য জানার পর তাঁরা মুহাম্মদের কাছে **শান্তি স্থাপনের প্রস্তাব** পাঠিয়েছিলেন।

সেই প্রস্তাবে তাঁদের প্রথম যে-শর্তটি ছিল, তা হলো, **"মুহাম্মদ এই বছর প্রত্যাবর্তন করবেন!"** এই বিশেষ শর্তটি তাঁরা কী কারণে আরোপ করেছিলেন, সেই বিষয়টিও আদি উৎসের বর্ণনায় অত্যন্ত স্পষ্ট! সেই কারণটি হলো - তাঁদের আত্মগৌরব ও সম্মানবোধ; **"যেন আরবের কোনো লোক কখনো বলতে পারে যে, মুহাম্মদ জোরপূর্বক মক্কায় ঢুকতে পেরেছিলেন!"** কুরাইশরা তাঁদের **আত্মমর্যাদার প্রশ্নে** কোনো আপস করতে রাজি ছিলেন না, যার বিস্তারিত আলোচনা **"অশ্রাব্য-গালি ও অসহিষ্ণুতা বনাম সহিষ্ণুতা" পর্বে (পর্ব-১১৫**) করা হয়েছে।

আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, কুরাইশরা শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে মুহাম্মদের কাছে যে লোকগুলোকে পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের প্রধান ছিলেন সুহায়েল বিন আমর নামের এক ব্যক্তি। আর সেই ব্যক্তিটিকে আসতে দেখে মুহাম্মদ

তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশ্যে মন্তব্য করেছিলেন, "ঐ লোকেরা **আত্মীয়তার সূত্রে** তোমাদের সাথে যোগাযোগ করা মনস্থ করেছে--, **তোমাদের জন্য কাজটা এখন সহজ হয়ে গেলো।"** কেন মুহাম্মদ সুহায়েল বিন আমর-কে দেখে এমন উক্তি করেছিলেন? কে এই সুহায়েল বিন আমর?

কে এই সুহায়েল বিন আমর?

এই সেই সুহায়েল বিন আমর, যাকে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা **বদর যুদ্ধে বন্দী** করে মদিনায় ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন; এই সেই সুহায়েল বিন আমর, যাকে ঘরের এক কোণায় দুই হাত ঘাড়ের সাথে বাঁধা অবস্থায় দেখে অনেক কষ্টেও নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে মুহাম্মদের দ্বিতীয় স্ত্রী **সওদা বিনতে জামা (যামাহ)** তাঁকে বলেছিলেন 'হে আবু ইয়াজিদ, তুমি সহজেই ধরা দিয়েছ, **এর চেয়ে মহৎ মৃত্যুই তোমার উচিত ছিল'** - যার বিস্তারিত আলোচনা "বন্দীহত্যা ও নিষ্ঠুরতা" পর্বে (পর্ব-৩৫) করা হয়েছে। এই সেই সুহায়েল বিন আমর, বদর যুদ্ধে যার নিচের ঠোঁট ফেটে ভাগ হয়ে গিয়েছিল ও বন্দী অবস্থায় যাকে দেখে উমর ইবনে খাত্তাব মুহাম্মদের কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন এই বলে, "আমাকে সুহায়েলের সামনের **দুইটি দাঁত উপড়ে ফেলার অনুমতি দিন**; তাহলে তার জিহ্বা বেরিয়ে পড়বে"; এই সেই সুহায়েল বিন আমর, যাকে বন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত করতে **মিকরাজ বিন হাফস বিন আখিয়াফ** (ওপরে বর্ণিত) মদিনায় মুসলমানদের কাছে সুহায়েলের মুক্তির সুপারিশ নিয়ে এসেছিলেন ও মুক্তিপণের অর্থ পরিশোধ করতে না পেরে বলেছিলেন, "তার পরিবর্তে আমার পায়ে শৃঙ্খল পরাও এবং তাকে ছেড়ে দাও, যেন সে তোমাদের কাছে তার মুক্তিপণের টাকা পাঠাতে পারে।" [বিস্তারিত আলোচনা "লুঠ ও মুক্তিপণের আয়ে জীবিকাবৃত্তি" পর্বে (পর্ব-৩৭)।]

খাদিজার মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পর মুহাম্মদ যাকে বিয়ে করেছিলেন (দ্বিতীয় স্ত্রী), তিনি হলেন সওদা বিনতে যামাহ (পর্ব: ১০৮); যিনি ছিলেন সুহায়েল বিন আমরের মৃত ভাইয়ের প্রাক্তন স্ত্রী। কুরাইশ বংশের বানু আমির গোত্রের গোত্র-প্রধান ছিলেন এই

সুহায়েল বিন আমর। যদিও তিনি ছিলেন পৌত্তলিক, কিন্তু তাঁর ভাই **আল-সাকরান বিন আমর** (Al-Sakran b Amr) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন ও মুহাম্মদের নির্দেশে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন **(পর্ব: ৪১-৪২)**। আল-সাকরানের মৃত্যুর পর, মুহাম্মদ তাঁর বিধবা স্ত্রী সওদা-কে বিবাহ করেন। **সেই সূত্রে মুহাম্মদ পরিবারের সাথে ছিল সুহায়েল বিন আমরের আত্মীয় সম্পর্ক।** আর সেই কারণেই, সম্ভবত, মুহাম্মদের এই উক্তি, "ঐ লোকেরা আত্মীয়তার সূত্রে তোমাদের সাথে যোগাযোগ করা মনস্থ করেছে,-- তোমাদের জন্য কাজটা এখন সহজ হয়ে গেলো।"[14]

কুরাইশরা ছিলেন "আল্লাহ" বিশ্বাসী! তাঁরা বংশ পরম্পরায় 'আল্লাহ'-কে দেবতা জ্ঞানে বিশ্বাস করতেন, যার **সুনির্দিষ্ট প্রমাণ** হলো মুহাম্মদেরই রচিত ব্যক্তিমানস জীবনীগ্রন্থ কুরান! **[বিস্তারিত: "মুহাম্মদের মোজেজা তত্ত্ব" পর্বে (পর্ব: ২৪)]** তাঁদের সেই দেবতা 'আল্লাহর' সঙ্গে তাঁরা কখনো **"যিনি করুণাময় ও অতি দয়ালু (আল-রাহমান)"** সম্বোধনটি যুক্ত করতেন না। কিন্তু মুহাম্মদ তাঁদের সেই দেবতার নামের সাথে যোগ করেছিলেন 'আল-রাহমান' শব্দটি, সম্ভবত, তাঁদের আল্লাহর সঙ্গে তাঁর আল্লাহর পার্থক্য করার জন্য। সে কারণেই সুহায়েল ঐ অতিরিক্ত শব্দটি যোগ করতে রাজি ছিলেন না। তাই তাঁর উক্তি, "করুণাময় [আল-রাহমান] কী তা আমি জানি না, সুতরাং লেখো, যা আমরা লিখি, 'আল্লাহর নামে'।" একইভাবে, মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহর নামের সাথে **'আল্লাহর নবী'** যুক্ত করে চুক্তিনামা লিখিত হোক, তা মেনে নিতে সুহায়েল রাজি ছিলেন না। আর তা না মানার পিছনে তাঁর যুক্তিটি ছিল অকাট্য; "যদি আমি তোমাকে আল্লাহর নবী বলে সাক্ষ্য দিতাম, তবে আমি তোমার সাথে যুদ্ধ করতাম না।"
তিনি কোনো অন্যায্য দাবি করেননি।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫০৪

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৪৫-১৫৪৭

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp

[3] অনুরূপ বর্ণনা (Parallel): **"কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৬০৫-৬১০ http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi

ইংরেজি অনুবাদ**:** Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ২৯৮-৩০১

http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[4] অনুরূপ বর্ণনা- **সহি বুখারী: ভলিউম ৩, বই ৫০, নম্বর ৮৯১**

অনেক বড় হাদিস, এই পর্বের প্রাসঙ্গিক অংশ:---- Another person called **Mikraz bin Hafs** got up and sought their permission to go to Muhammad, and they allowed him, too. When he approached the Muslims, the Prophet said, "Here is Mikraz and he is a vicious man." Mikraz started talking to the Prophet and as he was talking, **Suhail bin Amr came.**

When Suhail bin Amr came, the Prophet said, "**Now the matter has become easy."** Suhail said to the Prophet "Please conclude a peace treaty with us." So, the Prophet called the clerk and said to him, "Write: By the Name of Allah, the most Beneficent, the most Merciful." Suhail said, "As for 'Beneficent,' by Allah, I do not know what it means. So write: By Your Name O Allah, as you used to write

previously." The Muslims said, "By Allah, we will not write except: By the Name of Allah, the most Beneficent, the most Merciful." The Prophet said, "Write: By Your Name O Allah." Then he dictated, "This is the peace treaty which Muhammad, Allah's Apostle has concluded." Suhail said, "By Allah, if we knew that you are Allah's Apostle we would not prevent you from visiting the Kaba, and would not fight with you. So, write: "Muhammad bin Abdullah." The Prophet said, "By Allah! I am Apostle of Allah even if you people do not believe me. Write: Muhammad bin Abdullah." (Az-Zuhri said, "The Prophet accepted all those things, as he had already said that he would accept everything they would demand if it respects the ordinance of Allah, (i.e. by letting him and his companions perform 'Umra.)" The Prophet said to Suhail, "On the condition that you allow us to visit the House (i.e. Ka'ba) so that we may perform Tawaf around it." Suhail said, "By Allah, we will not (allow you this year) so as not to give chance to the 'Arabs to say that we have yielded to you, but we will allow you next year." So, the Prophet got that written."-----
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/83-Sahih%20Bukhari%20Book%2050.%20Conditions/3385--sahih-bukhari-voluume-003-book-050-hadith-number-891.html

[5] 'সুহায়েলের আপত্তি ছিল এইখানে যে, তা ছিল মুসলমানদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, **"যিনি করুণাময় ও অতি দয়ালু।"** অনুরূপ বর্ণনা দিয়েছেন আল-ওয়াকিদি, '"করুণাময় [আল-রাহমান]" কী তা আমি জানি না, সুতরাং লিখো যা আমরা লিখি, **"আল্লাহর নামে"**[পৃষ্ঠা-৬১০]।' সুহায়েলে তাঁর নিজের ফরমুলায় ও "আল্লাহর" নাম ব্যবহার করেছেন।' Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৩৭০

[6] Ibid **তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী-** পৃষ্ঠা ১৫৩৯-১৫৪০

[7] 'মুহাম্মদ বিন আবদ আল-আলা আল-সানানি ৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে বসরায় মৃত্যুবরণ করেন, আল-তাবারী সেখানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন।' - Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ২৭৯

[8] 'মুহম্মদ বিন থাওয়ার আল-সানানি ৮০৪ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।'

[9] 'আবু উরওয়া মামুর বিন রসিদ (৭১৪-৭৭০ খ্রিষ্টাব্দ) ছিলেন আল-যুহরীর ছাত্র, ঐতিহাসিক ও হাদিস বর্ণনাকারী (traditionist)।' Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ২৮১

[10] 'ইয়াকুব বিন ইবরাহিম আল-দাওরাকি (৭৮২-৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দ)।'

[11] 'ইয়াহিয়া বিন সাইদ ফাররুক আল-কাততান (৭৩৭-৮১৩ খ্রিষ্টাব্দ)।'

[12] 'আবু আবদ আল-রাহমান আবদুল্লাহ বিন আল-মুবারক (৭৩৬-৭৯৭ খ্রিষ্টাব্দ)।'

[13] **'মারওয়ান বিন আল-হাকাম** বিন আবি আল-আস বিন উমাইয়া ছিলেন মুয়াবিয়া শাসনের অধীনে মদিনার এক গভর্নর, পরবর্তীতে ৬৮৪ সালে তিনি খলিফা নিযুক্ত হোন ও নয় মাস যাবত রাজত্ব করেন। তিনি ৬৮৫ সালে (রমজান, ৬৫ হিজরি) মৃত্যুবরণ করেন। Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ২৭৮

[14] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৩৪০

১১৯: হুদাইবিয়া সন্ধি- ৯: চুক্তি আলোচনা!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– তিরানব্বই

"যে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

উসমান ইবনে আফফানের কাছ থেকে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মক্কা আগমনের উদ্দেশ্য জানার পর কুরাইশরা শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে মুহাম্মদের কাছে **কোন তিনজন প্রতিনিধি** প্রেরণ করেছিলেন ও তাদেরকে তাঁরা **কী নির্দেশ** দিয়েছিলেন; এই প্রতিনিধি দলের প্রধান সুহায়েল বিন আমর-কে দেখার পর মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশ্যে **কী মন্তব্য** করেছিলেন; সুহায়েল এর সঙ্গে মুহাম্মদ পরিবারের সম্পর্ক কী ছিল; চুক্তিপত্র লেখার সময় **কী কারণে** সুহায়েল আল্লাহ নামর সঙ্গে 'যিনি করুণাময় ও অতি দয়ালু' ও মুহাম্মদ নামের সঙ্গে 'আল্লাহর নবী' শব্দটি যুক্ত করতে রাজি ছিলেন না - ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

মুহাম্মদ ও সুহায়েল তাঁদের শান্তি চুক্তি আলোচনা অব্যাহত রাখেন ও মুহাম্মদের নির্দেশে আলী ইবনে আবু তালিব তা লিপিবদ্ধ করতে থাকেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনার পুনরারম্ভ: [1] [2] [3]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ১১৮) পর:

'আল্লাহর নবী বলেন, "লিখো, 'এটি এই যা মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ একমত হয়েছে সুহায়েল বিন আমর এর সাথে: তারা এই মর্মে রাজি হয়েছে যে, তারা আগামী **দশ**

বছর যুদ্ধ বন্ধ রাখবে যাতে জনগণ সহিংসতা পরিহার করে নিরাপদে থাকতে পারে এই শর্তে যে, **যদি কোনো ব্যক্তি** তার অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতিরেকে মুহাম্মদের কাছে আসে, তবে তিনি তাকে তাঁদের কাছে ফেরত দেবেন; কিন্তু মুহাম্মদের পক্ষের কোনো ব্যক্তি যদি কুরাইশদের কাছে আসে, তবে কুরাইশরা তাকে তাঁর কাছে ফেরত দেবেন না। আমরা একে অপরের প্রতি শত্রুতা (enmity) প্রদর্শন করবো না ও কোনোরূপ গোপন অভিসন্ধি বা **প্রতারণার আশ্রয় নেবো না।** যে কোনো ব্যক্তি যদি মুহাম্মদের সঙ্গে সংযুক্ত ও চুক্তিবদ্ধ হতে ইচ্ছা করে, তবে সে তা করতে পারবে এবং যে কোনো ব্যক্তি যদি কুরাইশদের সঙ্গে সংযুক্ত ও চুক্তিবদ্ধ হতে ইচ্ছা করে, তবে সে তা করতে পারবে।'

বানু খোজা গোত্র তৎক্ষণাৎ সেখানে ঘোষণা করে যে, "আমরা মুহাম্মদের সঙ্গে সংযুক্ত হলাম" এবং **বানু বকর গোত্র** তৎক্ষণাৎ একই ভাবে কুরাইশদের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার ঘোষণা দেয়, আর যুক্ত করে: "তোমরা এই বছর অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করবে ও আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মক্কা প্রবেশ করবে না, আর **পরের বছর** আমরা তোমার আসার পথ পরিষ্কার রাখবো, তুমি তোমার অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে সেখানে প্রবেশ করতে পারবে ও সেখানে **তিন রাত্রি** পর্যন্ত অবস্থান করতে পারবে। তোমরা আরোহীদের মত **অস্ত্র** সঙ্গে আনতে পারবে, যেমন খাপের ভেতরে তলোয়ার। তোমরা এর চেয়ে বেশি কিছুই সঙ্গে আনতে পারবে না।"

আল্লাহর নবী ও সুহায়েল **যখন এই চুক্তিপত্রটি লিখছিলেন**, হঠাৎ সেখানে বেড়ি পায়ে হাঁটতে হাঁটতে **আবু জানদাল বিন সুহায়েল** এসে হাজির হয়, সে আল্লাহর নবীর কাছে পালিয়ে এসেছিল।' (অনুবাদ ও টাইটেল - লেখক।)

ইমাম বুখারী (৮১০-৮৭০ সাল) ও ইমাম মুসলিম (৮২১-৮৭৫ সাল) এর বর্ণনা:

এই প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী (**৫:৫৯:৫৫৩, ৩:৫০:৮৯১**) ও ইমাম মুসলিমের (**১৯:৪৪০৪**) বর্ণনা মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-তাবারী ও আল-ওয়াকিদির (৭৪৮-৮২২) ওপরে বর্ণিত বর্ণনারই অনুরূপ। [4] [5]

>>> আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ ও সুহায়েল বিন আমর যখন চুক্তির শর্তাবলী নিয়ে **আলাপ-আলোচনা** করছিলেন ও আলী ইবনে আবু-তালিব সেই শর্তাবলী লিপিবদ্ধ করছিলেন, সেই অবস্থায় **আবু জানদাল বিন সুহায়েল** নামের এক মক্কাবাসী মুসলমান পায়ে শিকল পরিহিত অবস্থায় হাঁটতে হাঁটতে তাঁদের কাছে এসে হাজির হয়। অতঃপর আবু জানদাল মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের কাছে এই মর্মে সাহায্যের অনুরোধ করেন যে, তাকে যেন পৌত্তলিক মুশরিক (polytheist) কুরাইশদের কাছে ফিরিয়ে না দিয়ে তাদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়। মুহাম্মদ তা করতে রাজি হন, কিন্তু সুহায়েল বিন আমরের হস্তক্ষেপে মুহাম্মদ তা বাস্তবায়ন করতে পারেন না (বিস্তারিত পরের পর্বে)।

ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা গত ১৪০০ বছর যাবত আবু জানদাল-এর এই উপাখ্যানটিকে হুদাইবিয়া সন্ধির প্রতি মুহাম্মদ যে কী পরিমাণ বিশ্বস্ত ছিলেন, তার এক **অনন্য উদাহরণ** হিসাবে বিশ্ববাসীর উদ্দেশে 'বয়ান' করে আসছেন! এই উদাহরণের মাধ্যমে তাঁরা যে-বিষয়টি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, তা হলো এই রকম:

"আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) 'হুদাইবিয়া সন্ধির' প্রতিটি শর্তের প্রতি এতই বিশ্বস্ত ছিলেন যে, **চুক্তি স্বাক্ষরের আগেই** কুরাইশদের কাছে প্রতিশ্রুত **"যদি কোনো ব্যক্তি তার অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতিরেকে মুহাম্মদের কাছে আসে, তবে তিনি তাকে তাঁদের কাছে ফেরত দেবেন--" শর্তের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে** আবু-জানদালকে কুরাইশদের কাছে ফেরত পাঠিয়েছিলেন! তিনি তাঁর ওয়াদা পালনে এতই বিশ্বস্ত ছিলেন যে, মক্কার কাফেররা পর্যন্ত হুজুরে পাক মুহাম্মদ (সাঃ) কে 'আল-আমিন' উপাধিতে

ভূষিত করেছিলেন (বিস্তারিত: 'এ সেই কিতাব যাতে কোনোই সন্দেহ নেই!' [পর্ব: ১৮])। সুবহান আল্লাহ! সুবহান আল্লাহ!"

ইসলামের যাবতীয় ইতিহাস একপেশে (বিস্তারিত: 'সিরাত রাসুল আল্লাহ' [পর্ব-৪৪])। তার ওপর আছে শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত শত সহস্র ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতদের সুবিধাজনক উদ্ধৃতি, বয়ান-বিবৃতি, তথ্য-বিকৃতি ও মিথ্যাচার **(বিস্তারিত: "সিরাত এর 'অ্যানাটমি' [পর্ব-৪৫])**। এই সব ইতিহাস থেকে সত্যকে খুঁজে বের করা অত্যন্ত দুরূহ ও গবেষণাধর্মী কার্যক্রম। আর তা খুঁজে বের করার পর তা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত আরও বেশি বিপদজনক! পদে পদে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় **নিপীড়ন** (persecution) ও যে কোনো মুহূর্তে "সহি ইসলাম" বিশ্বাসী সৈনিকদের হাতে **মৃত্যুঝুঁকির বাস্তবতা!** ইন্টারনেট প্রযুক্তির আবিষ্কার ও প্রসার না হলে ইসলামের ইতিহাসের এ সকল গভীর অন্ধকার ইতিহাসের বিস্তারিত **স্পষ্ট** আলোচনা ও প্রকাশ সম্ভব ছিল না।

ইসলামের ইতিহাসে **'হুদাইবিয়া সন্ধি'** এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়; আর এই অধ্যায়ের স্বচ্ছ ধারণা পেতে হলে হুদাইবিয়া সন্ধি-পূর্ববর্তী মুহাম্মদের নবী জীবনের কর্মকাণ্ড, **(বিস্তারিত: 'হুদাইবিয়া সন্ধি: প্রেক্ষাপট' [পর্ব-১১১]),** এই সন্ধির সময় ও সন্ধি পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের গভীর ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা অত্যাবশ্যক। 'আবু জানদাল বিন আমর' উপাখ্যানের ফাঁকটি কোথায় ও ইসলাম-বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা (অধিকাংশই না জেনে) কীভাবে তা সুবিধাজনক (Selective) উদ্ধৃতি, বয়ান-বিবৃতি, তথ্য-বিকৃতি ও মিথ্যাচারের মাধ্যমে সাধারণ মুসলমান ও অমুসলমানদের **বিভ্রান্ত করেন**, তার বিস্তারিত আলোচনা আগামী পর্বে করা হবে। The Devil is in the Detail (পর্ব -১১৩)!

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে**

হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, **১৯৫৫**, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫০৪-৫০৫
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৪৬-১৫৪৮
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp

[3] অনুরূপ বর্ণনা (Parallel): **"কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৬১১-৬১২
http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi
ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩০১
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[4] অনুরূপ বর্ণনা- **সহি বুখারী: ভলিউম ৫, বই ৫৯, নম্বর ৫৫৩**
বড় হাদিস, এই পর্বের প্রাসঙ্গিক অংশ:
'Narrated By Al-Bara : When the Prophet went out for the 'Umra in the month of Dhal-Qa'da, the people of Mecca did not allow him to enter Mecca till he agreed to conclude a peace treaty with them by virtue of which he would stay in Mecca for three days only (in the following year). When the agreement was being written, the Muslims wrote: "This is the peace treaty, which Muhammad, Apostle of Allah has concluded."
The infidels said (to the Prophet), "We do not agree with you on this, for if we knew that you are Apostle of Allah we would not have prevented you for anything (i.e. entering Mecca, etc.), but you are Muhammad, the son of 'Abdullah." Then he said to 'Ali, "Erase (the name of) 'Apostle of Allah'." 'Ali said, "No, by Allah, I will never erase you (i.e. your name)." Then Allah's Apostle took the writing

sheet... and he did not know a better writing... and he wrote or got it the following written! "This is the peace treaty which Muhammad, the son of 'Abdullah, has concluded: "**Muhammad should not bring arms into Mecca except sheathed swords,** and should not take with him **any person** of the people of Mecca even if such a person wanted to follow him, and if any of his companions wants to stay in Mecca, he should not forbid him. -------"

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5503--sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-553.html

সহি বুখারী: ভলিউম ৩, বই ৫০, নম্বর ৮৯১

অনেক বড় হাদিস, এই পর্বের প্রাসঙ্গিক অংশ:

'---- Then Suhail said, "We also stipulate that you should return to us **whoever** comes to you from us, even if he embraced your religion." The Muslims said, "Glorified be Allah! How will such a person be returned to the pagans after he has become a Muslim? While they were in this state Abu- Jandal bin Suhail bin 'Amr came from the valley of Mecca staggering with his fetters and fell down amongst the Muslims. Suhail said, "O Muhammad! This is the very first term with which we make peace with you, i.e. you shall return Abu Jandal to me." The Prophet said, **"The peace treaty has not been written yet."** Suhail said, "I will never allow you to keep him." The Prophet said, "Yes, do." He said, "I won't do.: Mikraz said, "We allow you (to keep him)." Abu Jandal said, "O Muslims! Will I be returned to the pagans though I have come as a Muslim? Don't you see how much I have suffered?"Abu Jandal had been tortured severely for the Cause of Allah.'--

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/83-Sahih%20Bukhari%20Book%2050.%20Conditions/3385--sahih-bukhari-voluume-003-book-050-hadith-number-891.html

[5] সহি মুসলিম: বই নম্বর ১৯, হাদিস নম্বর ৪৪০৪:

এই পর্বের প্রাসঙ্গিক অংশ: '--So the Holy Prophet (may peace be upon him) said: Write" From Muhammad b. 'Abdullah." They laid the condition on the Prophet (may peace be upon him) that anyone who joined them from the

Muslims, the Meccans would not return him, and **anyone** who joined you (the Muslims) from them, you would send him back to them. The Companions said: Messenger of Allah, should we write this? He said: Yes. One who goes away from us to join them-may Allah keep him away! and one who comes to join us from them (and is sent back) Allah will provide him relief and a way of escape.'

http://www.hadithcollection.com/sahihmuslim/147-Sahih%20Muslim%20Book%2019.%20Jihad%20and%20Expedition/12697-sahih-muslim-book-019-hadith-number-4404.html

১২০: হুদাইবিয়া সন্ধি- ১০: আবু জানদাল বিন সুহায়েল উপাখ্যান!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– চুরানব্বই
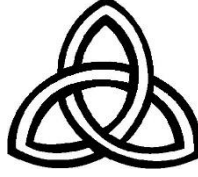
"যে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

কুরাইশ প্রতিনিধি সুহায়েল বিন আমর ও তাঁর সঙ্গীরা স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে হুদাইবিয়া চুক্তির শর্তাবলী নিয়ে **কীভাবে** আলাপ আলোচনা শুরু করেছিলেন, সেই আলোচনায় তাঁরা **কোন কোন শর্তে** সমঝোতায় পৌঁছেছিলেন, **"কোনো ব্যক্তি** যদি তার অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতিরেকে মুহাম্মদের কাছে আসে, তবে মুহাম্মদ তাকে তাঁদের কাছে ফেরত দেবেন" শর্তে মুহাম্মদের রাজি হওয়ার পর সেখানে **কীভাবে** আবু জানদাল বিন সুহায়েল নামের এক মক্কাবাসী কুরাইশ মুসলমানের আগমন ঘটেছিল, তার আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনার পুনরারম্ভ: [1] [2] [3]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ১১৯) পর:

'আল্লাহর নবীর অনুসারীরা কোনোরূপ সন্দেহ ব্যতিরেকেই মক্কা দখলের (Occupying) অভিপ্রায়ে যাত্রা করেছিলেন, **কারণ** আল্লাহর নবী তাঁর **মনশ্চক্ষে** (vision) তা দেখেছিলেন। কিন্তু যখন তারা শান্তি-চুক্তি ও প্রত্যাবর্তনের আলাপ-আলোচনা ও সেখানে আল্লাহর নবীর অবস্থান প্রত্যক্ষ করেন, তখন তারা **এতটাই বিষণ্ণ** হয়ে পড়েন যে, মনে হয়ে তারা যেন মৃতপ্রায় অবস্থায় পৌঁছেছেন।

সুহায়েল যখন আবু জানদাল-কে দেখতে পান, তিনি উঠে দাঁড়ান ও তার মুখে আঘাত করেন ও তার কলার চেপে ধরে বলেন, "মুহাম্মদ, এই লোকটি তোমার কাছে আসার আগেই আমরা চুক্তির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি।" তিনি জবাবে বলেন, "তোমার কথা ঠিক।" তিনি তাকে তার কলার ধরে রূক্ষভাবে টেনে নিয়ে এসে কুরাইশদের কাছে ফেরত পাঠান।

তখন আবু জানদাল তার গলার প্রায় সমস্ত শক্তি দিয়ে তীক্ষ্ণ চিৎকার করা শুরু করে ও বলে, "হে মুসলিমরা, আমাকে কী মুশরিকদের (polytheists) কাছে ফেরত পাঠানো হবে, যাতে তারা আমাকে আমার ধর্ম থেকে বিচ্যুত করার **প্ররোচনা** দিতে পারে?" এই ঘটনা তাঁর অনুসারীদের বিষণ্ণতা আরও বাড়িয়ে দেয়।

আল্লাহর নবী বলেন, "হে আবু জানদাল, ধৈর্য ধারণ করো ও নিজেকে সংযত রাখো, কারণ আল্লাহ তোমাকে ও তোমার মত অসহায় লোকদের কষ্ট লাঘব করবে ও **পলায়নের** একটা উপায় প্রদান করবে। আমরা তাদের সাথে এক শান্তি-চুক্তিতে সম্মত হয়েছি ও আমরা ও তারা সেই চুক্তি সংরক্ষার জন্য আল্লাহকে আহ্বান করেছি; তাদের সঙ্গে আমরা অসাধু কারবার করতে পারি না।" ---

আল-ওয়াকিদির (৭৪৮-৮২২ খ্রিষ্টাব্দ) অতিরিক্ত বর্ণনা:

'আল্লাহর নবী **তাঁর স্বপ্নে** যা দেখেছিলেন, তা হলো এই যে, তিনি "কাবা ঘর"-এর ভেতরে প্রবেশ করেছেন, তাঁর মস্তকের চুল কামানো হয়েছে, **"কাবা ঘরের" চাবিকাঠি গ্রহণ করেছেন** ও আরাফাতের বিরতি স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন। তাই, তিনি তাঁর অনুসারীদের উমরা পালনে অংশ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তারা তাদের প্রস্তুতি ত্বরান্বিত ও যাত্রা শুরু করেছিলেন। -' [4]

'আল্লাহর নবীর অনুসারীরা এই চুক্তিটি দারুণ অপছন্দ করেন। তারা যে-কারণে **কাবা শরীফ উদ্বোধন (Opening) নিশ্চিতরূপে সম্পন্ন করবেন** বিশ্বাসটি নিয়ে যাত্রা শুরু

করেছিলেন, তা হলো, আল্লাহ নবীর **স্বপ্ন দর্শন;** যেখানে তিনি দেখেছিলেন যে, তিনি কাবা ঘরের ভেতরে প্রবেশ করেছেন, তাঁর মস্তকের চুল কামানো হয়েছে, তিনি কাবা ঘরের চাবিকাঠি গ্রহণ করেছেন ও আরাফাতে দাঁড়িয়ে আছেন। তাই, তারা যখন এই চুক্তিপত্রটি প্রত্যক্ষ করেন, তখন তারা প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মত হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

যখন লোকেরা চুক্তিপত্র সমাপ্ত হয়েছে বিবেচনা করে, **কিন্তু চুক্তিপত্র লিপিবদ্ধ করা তখনও সম্পন্ন হয়নি,** আবু জানদাল বিন সুহায়েল সেখানে আসে। **সে তার শেকল খুলে মুক্ত হয়ে** একটি তরবারি নিয়ে মক্কার নিম্নভাগ দিয়ে পায়ে হেঁটে পালিয়ে এসেছে। সেই নিম্নাঞ্চল থেকে যাত্রা করে যখন সে আল্লাহর নবীর কাছে আসে, তখন তিনি সুহায়েল-এর সাথে কথা বলছিলেন। সুহায়েল তার মাথা উঁচু করে ও দেখে, কে সেখানে এসেছে, সেখানে যে এসেছে, সে হলো - **তারই পুত্র আবু জানদাল।** সুহায়েল তার কাছে উঠে আসেন ও গাছের এক কণ্টক-যুক্ত শাখা দিয়ে তার মুখে আঘাত করেন ও তার ঘাড় ধরে নিয়ে আসেন। (---Suhayl raised his head, and lo and behold, **there was his son Abu Jandal.** Suhayl went up to him and struck his face with a thorny branch and took him by his throat. ---')

আবু জানদাল উচ্চ স্বরে চিৎকার করে বলে, "হে মুসলমানেরা, তোমরা কি আমাকে মুশরিকদের কাছে ফেরত পাঠাবে, যারা আমাকে আমার ধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে প্রলুব্ধ করবে?" ইতিমধ্যেই সেখানে অবস্থিত মুসলমানদের আশঙ্কার চাপকে সে আরও বৃদ্ধি করে, তারা আবু জানদালের ঐ কথায় চিৎকার শুরু করে। [3]

আল-তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) অতিরিক্ত বর্ণনা:

'আল্লাহর নবী যখন চুক্তিনামাটি লিখছিলেন - তিনি ও সুহায়েল বিন আমর- হঠাৎ সেখানে **সুহায়েল বিন আমরের পুত্র আবু জানদাল** বেড়ি পায়ে ছোট ছোট ধাপে হেঁটে

হাজির হয়। তিনি আল্লাহর নবীর কাছে পালিয়ে এসেছিলেন। ('When the Messenger of God was writing the document- he and Suhayl bin Amr- suddenly Abu Jandal, **the son of Suhayl b Amr** came walking with short steps in shackles. He had escaped to the Messenger of God. ---') [2] (অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।)

ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনা:

এই প্রসঙ্গে ইমাম বুখারীর বর্ণনা (৩:৫০:৮৯১) মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-তাবারী ও আল-ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত বর্ণনারই অনুরূপ; পার্থক্য হলো এই যে, তিনি আবু জানদাল বিন সুহায়েল যে সুহায়েল বিন আমরেরই পুত্র সন্তান, এই **অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের কোনো উল্লেখই করেননি!** [5]

মুহাম্মদ তাঁর স্বরচিত ব্যক্তিমানস জীবনীগ্রন্থে যা উল্লেখ করেছেন:

৪৮:২৭- 'আল্লাহ তাঁর রসূলকে **সত্য স্বপ্ন** দেখিয়েছেন। আল্লাহ চাহেন তো তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে মস্তকমুন্ডিত অবস্থায় এবং কেশ কর্তিত অবস্থায়। তোমরা কাউকে ভয় করবে না। অতঃপর তিনি জানেন যা তোমরা জান না। এছাড়াও তিনি দিয়েছেন তোমাদেরকে একটি আসন্ন বিজয়'।

>>> আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনা ও মুহাম্মদের স্বরচিত ব্যক্তিমানস জীবনীগ্রন্থের উদ্ধৃতি মতে যে-বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ যখন সুহায়েল বিন আমরের সাথে **চুক্তি আলোচনায়** রত ছিলেন ও মুহাম্মদের নির্দেশে তা লিপিবদ্ধ করা চলছিল, সেই সময়টিতে সেখানে অবস্থিত মুহাম্মদের প্রায় সমস্ত অনুসারীই মুহাম্মদের ওপর **যে-কারণে** ভরসা হারিয়েছিলেন, তা হলো, মুহাম্মদের ঘোষিত এক **"স্বপ্ন দর্শন।"** মক্কার উদ্দেশে তাঁর এই যাত্রা শুরুর আগে মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের

উদ্দেশ্যে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, তিনি যে-স্বপ্নটি দেখেছেন, তা হলো এই যে, তিনি কাবা ঘরে সফলভাবে প্রবেশ করেছেন ও **কাবা ঘরের চাবি তার হাতের মুঠোয়**।

বনি কুরাইজার নৃশংস গণহত্যার (পর্ব: ৮৭-৯৫) পর গত একটি বছরে মুহাম্মদের একের পর এক উপর্যুপরি সফলতায় উজ্জীবিত তাঁর অনুসারীরা **নিশ্চিত ছিলেন** যে, মুহাম্মদের এই **"স্বপ্ন-দর্শন"** অবশ্যই সত্য! কাবার চাবি মুহাম্মদের হাতে, যার সরল অর্থ হলো এই যে, তাঁরা এই যাত্রায় অবশ্যই **মক্কা বিজয়** করবেন, কিংবা ন্যূনতম পক্ষে বিনা বাধায় ওমরা পালন করতে পারবেন। কিন্তু মক্কা প্রবেশের আগেই যখন তাঁরা তাঁদের এই সুনিশ্চিত বিশ্বাসের **সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র** প্রত্যক্ষ করেন, তখন তাঁদের প্রায় সকলেই অত্যন্ত হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছিলেন; যাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন মুহাম্মদের অত্যন্ত বিশ্বস্ত অনুসারী উমর ইবনে খাত্তাব ও। আদি উৎসের সকল ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আর যে-বিষয়টি সুস্পষ্ট, তা হলো, আবু জানদাল সেখানে আসার আগেই মুহাম্মদের প্রায় সমস্ত অনুসারীই আর যে একটি বিশেষ কারণে অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, তা হলো এই শর্তটি:

"যদি কোনো ব্যক্তি *তার অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতিরেকে মুহাম্মদের কাছে আসে তবে তিনি তাকে তাঁদের কাছে* ***ফেরত দেবেন;*** *কিন্তু মুহাম্মদের পক্ষের কোনো ব্যক্তি যদি কুরাইশদের কাছে আসে, তবে কুরাইশরা তাকে তাঁর কাছে ফেরত দেবেন না।"*

সুহায়েল বিন আমরের প্রস্তাবিত এই শর্তটি মুহাম্মদের প্রায় সকল অনুসারীই তাঁদের জন্য এক অত্যন্ত অবমাননাকর শর্ত বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। আর মুহাম্মদ যখন সুহায়েলের এই শর্তটিও মেনে নিয়েছিলেন, তখন তারা **"প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মত হতাশাগ্রস্ত"** হয়ে পড়েছিলেন। আর এই ঘটনাটিও ঘটেছিল সুহায়েল পুত্র আবু জানদাল সেখানে আসার আগেই।

এমনই এক পরিস্থিতিতে চুক্তি-আলোচনার ঐ স্থানটিতে আবু জানদাল বিন সুহায়েল এর আগমন ঘটে। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, ইমাম বুখারী ও আল-তাবারীর বর্ণনায় যা স্পষ্ট, তা হলো, আবু জানদাল মক্কা থেকে পালিয়ে **"পায়ে বেড়ি পরিহিত অবস্থায়"** হাঁটতে হাঁটতে মুহাম্মদের কাছে এসে হাজির হন। আর আল-ওয়াকিদির বর্ণনায় যা স্পষ্ট, তা হলো, আবু জানদাল তার **"পায়ের বেড়ি খুলে মুক্ত হয়ে"** একটি তরবারি নিয়ে মক্কার নিম্নভাগ দিয়ে পায়ে হেঁটে পালিয়ে এসেছেন।

হুদাইবিয়া স্থানটি মক্কার হারাম শরিফ থেকে প্রায় ৯-১০ মাইল দূরে অবস্থিত। সম্পূর্ণ এলাকাটিই তখন ছিল কুরাইশ ও অন্যান্য মুশরিকদের (Polytheist) অধীন ও জনপদ সমৃদ্ধ। আর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের এই আগমনে পরিস্থিতি ছিল টান টান উত্তেজনা ও সতর্ক সাবধানী। এমনই এক সময় ও পরিস্থিতিতে একজন মানুষ তার **"পায়ের বেড়ি খুলে মুক্ত হয়ে"** পায়ে হেঁটে অবিশ্বাসী জনপদের মানুষদের দৃষ্টি ও মনোযোগ এড়িয়ে ৯-১০ মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে হুদাইবিয়া সন্ধি স্থানে এসে হাজির হয়েছিলেন - এই বর্ণনাটির বিশ্বাসযোগ্যতা, লোকটি তার **"পায়ে বেড়ি পরিহিত অবস্থায়"** ঐ সমস্ত লোকদের মনোযোগ ও দৃষ্টি এড়িয়ে পায়ে হেঁটে সন্ধি স্থানে এসে হাজির হয়েছিলেন বর্ণনাটির চেয়ে অনেক অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য। কারণটি হলো, পায়ে বেড়ি পরিহিত অবস্থায় যদি কোন লোক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় তখন তা **প্রতিটি পথিকেরই** মনোযোগ ও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু যদি কোনো লোক সাধারণ ভাবে অন্যান্য পথিকের মত পায়ে হেঁটে যায়, তবে তার প্রতি কোন পথিকেরই কোন বিশেষ মনোযোগ ও দৃষ্টি থাকে না। সময় পরিস্থিতি ও যুক্তি বিচারে, ওপরে বর্ণিত মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, ইমাম বুখারী ও আল-তাবারীর বর্ণনার চেয়ে **আল-ওয়াকিদির বর্ণনাটি অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য।** অর্থাৎ আবু জানদাল মুক্ত হয়েই সেখানে এসেছিলেন।

আবু জানদাল বিন সুহায়েল তাঁর পায়ে বেড়ি পরিহিত অবস্থায় হাঁটতে হাঁটতে আসুন কিংবা পায়ের বেড়ি খুলে মুক্ত অবস্থায় হাঁটতে হাঁটতে এসে **তাঁর পিতা** সুহায়েল বিন

আমর ও মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহর চুক্তি আলোচনা স্থানটিতে এসে হাজির হন, আদি উৎসের বর্ণনায় যে-বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তা হলো - আবু জানদাল যখন সেখানে এসে হাজির হন, তখন কোনো **"চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি।"** সেখানে চুক্তির শর্ত নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলছিল ও মুহাম্মদের আদেশে আলী ইবনে আবু তালিব তা লিপিবদ্ধ করছিলেন। আদি উৎসের সকল ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় যা অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো - পিতা সুহায়েল বিন আমর ছিলেন মুশরিক, আর তাঁর পুত্র এই আবু জানদাল ছিলেন ধর্মান্তরিত নব্য মুসলমান। এই ধর্মান্তরিত **ছেলেকে পূর্ব ধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য** তিনি ও তাঁর পরিবারের লোকেরা তাঁদের এই ছেলেটিকে বিভিন্নভাবে প্রলুব্ধ করে আসছিলেন। তাই, আবু জানদালের উক্তি, *"হে মুসলমানেরা, তোমরা কি আমাকে মুশরিকদের কাছে ফেরত পাঠাবে,* ***যারা আমাকে আমার ধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে প্রলুব্ধ করবে?"*** আর পুত্র আবু জানদাল যেন পালিয়ে মদিনায় 'হিজরত' করে মুহাম্মদের দলে যোগ দিতে না পারে, সেই কারণে পিতা সুহায়েল বিন আমর তাঁর এই সন্তানটিকে বাড়িতে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। সেই সন্তানটিই যখন পালিয়ে ঘটনাস্থলে এসে মুহাম্মদের দলে যোগ দেয়ার আর্জি করে, তখন সেখানে উপস্থিত পিতা তাঁর এই সন্তানটিকে নিয়ে কী করবেন? আদর করে মুহাম্মদের হাতে তুলে দেবেন? নাকি অবাধ্য সন্তানটির গালে কষে একটি চড় মেরে ঘাড় ধরে বাড়িতে পাঠিয়ে দেবেন? এমত পরিস্থিতিতে একজন পিতার যা কর্তব্য সুহায়েল বিন আমর তাইই করেছিলেন, **"তিনি তাঁর এই সন্তানটিকে মারধর করে ঘাড় ধরে বাড়িতে ফেরত পাঠিয়েছিলেন!"**

>> এই ঘটনাটিকে ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা (অধিকাংশই না জেনে) **মুসলমানদের প্রতি কুরাইশদের অকথ্য অত্যাচারের এক উদাহরণ** হিসাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত বয়ান করে চলেছেন! এই ঘটনার বর্ণনায় তাঁরা যে-প্রতারণার আশ্রয় নেন, তা হলো আবু জানদাল ও সুহায়েলের **"পিতা-পুত্র সম্পর্ক"!** এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি জানা না থাকলে বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শতভাগ। বিষয়টি আরও

সহজভাবে বোঝার জন্য আজকের পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতির সাথে এই সুহায়েল পরিবারের **'পারিবারিক দ্বন্দ্ব'**-এর তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে।

ধরা যাক, মক্কা ও তার আশে পাশের সমস্ত জনপদ এখন মুশরিক (Polytheist) কুরাইশদের দখল ও পদচারণায় সমৃদ্ধ! আর ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ নামের এক লোকের নেতৃত্বে বর্তমান **"ইসলামিক স্টেট (IS)"** সংগঠনটি মদিনায় হেড-কোয়ার্টার স্থাপন করে কুরাইশ কাফেলায় হামলা সহ চতুর্দিকের বিভিন্ন স্থানে তাদের নৃশংস কার্যকলাপ পরিচালনা করছে [হুদাইবিয়া সন্ধি:প্রেক্ষাপট (পর্ব ১১১)]। সেই অবস্থায় মক্কার মুশরিক পরিবারের এক সন্তান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে ও সে 'ইসলামিক স্টেট" দলটির সাথে যোগ দেয়ার জন্য **'হিজরত'** করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে তার পিতা, পরিবার সদস্য ও অন্যান্য কুরাইশরা সেই সন্তানটিকে বিভিন্ন উপায়ে পূর্বধর্মে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন এবং সে যেন গোপনে পালিয়ে গিয়ে 'ইসলামিক স্টেট' সংগঠনটির সাথে যোগ দিতে না পারে, তার জন্য তাঁরা তাকে বাড়িতে আবদ্ধ করে রেখেছেন। অতঃপর পরবর্তী ঘটনাটি ওপরে বর্ণিত হুদাইবিয়া ঘটনাটির অনুরূপ। এমত পরিস্থিতিতে এই সন্তানের পিতার আচরণ যেমনটি হতে পারে, সুহায়েল বিন আমরের আচরণও ঠিক তেমনটিই ছিল!

ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা গত ১৪০০ বছর যাবত আবু জানদাল বিন আমর-এর এই উপাখ্যানটিকে হুদাইবিয়া সন্ধির প্রতি মুহাম্মদ বিশ্বস্ততার এক **অনন্য উদাহরণ** হিসাবে বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে 'বয়ান' করে চলেছেন। তাঁদের দাবি এই যে: *"হুদাইবিয়া সন্ধির' প্রতিটি শর্তের প্রতি মুহাম্মদ এতই বিশ্বস্ত ছিলেন যে, চুক্তি স্বাক্ষরের আগেই কুরাইশদের কাছে প্রতিশ্রুত শর্তের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আবু-জানদালকে তিনি কুরাইশদের কাছে ফেরত পাঠিয়েছিলেন!"* তাঁদের এই দাবীটি **একেবারেই "নো সেন্স ও ননসেন্স!" (পর্ব ২২)! কী ভাবে?**

The Devil is in the Detail! (পর্ব: ১১৩)

যে কোনো চুক্তি বলবত হয়, তা দুই পক্ষের প্রতিনিধি মারফত **স্বাক্ষরিত হওয়ার পর** থেকে, যদি না কখন থেকে তা বলবত হবে তার সুনির্দিষ্ট তারিখ সেই চুক্তিপত্রে উল্লেখিত না থাকে।

১) হুদাইবিয়ায় যে-চুক্তিশর্তে মুহাম্মদ রাজী হয়েছিলেন, তা হলো, *"কুরাইশদের কোন ব্যক্তি যদি মুহাম্মদের কাছে আসে তবে মুহাম্মদ তাকে তাঁদের কাছে **ফেরত দেবেন"*** - যা তখনও স্বাক্ষরিত হয়নি। এই ঘটনাটির আগে কুরাইশ ও মুহাম্মদের সাথে **এ ধরনের কোনো চুক্তিপত্র কখনোই সংঘটিত হয়নি**, যেখানে উল্লেখিত আছে যে, "কুরাইশদের কোন ব্যক্তি যদি মুহাম্মদের কাছে আসে তবে মুহাম্মদ তাকে তাঁদের কাছে **ফেরত দেবেন না!"**

যেখানে এ ধরনের কোনো চুক্তি এই ঘটনার আগে কখনোই সংঘটিত হয়নি, সেখানে মুহাম্মদ **কীসের ভিত্তিতে** দাবি করতে পারেন যে, তিনি আবু-জানদাল-কে তাঁর পিতার কাছে ফেরত দেবেন না? **কোন অধিকারে?** ছেলেটি আবদার ধরেছে তাই? পিতা-মাতা ও ছেলেটির পরিবার কি তা হতে দিতে পারেন? আবু জানদাল-কে তার পরিবারের কাছে **ফেরত না দেয়ার প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর!**
আরও সহজভাবে এই বিষয়টি বুঝতে হলে ওপরে বর্ণিত 'ইসলামিক স্টেট' উদাহরণটি আবারও ব্যবহার করা যেতে পারে। "--ছেলেটি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে তার পিতার সামনেই 'ইসলামিক স্টেট' প্রধানের কাছে বায়না ধরেছে যে, সে তার দলে যোগ দিতে চায়।" ছেলেটি বায়না ধরেছে বলেই 'ইসলামিক স্টেট' প্রধান তাকে তার পরিবার ও অন্যান্য স্বজনদের কাছ থেকে নিয়ে আসার কোনো ন্যায়সঙ্গত অধিকার রাখেন না।

২) শুধু তাইই নয়, **যদি শর্তটি তার বিপরীতটিও হতো**; অর্থাৎ "*কুরাইশদের কোন ব্যক্তি যদি মুহাম্মদের কাছে আসে তবে মুহাম্মদ তাকে তাঁদের কাছে **ফেরত দেবেন***

না" - যা তখনও স্বাক্ষরিত হয়নি, তথাপি তা **স্বাক্ষরিত না হওয়ার কারণে** মুহাম্মদের কোনো বৈধ (Legal) অধিকারই নেই, যার মাধ্যমে তিনি আবু জানদাল-কে মদিনায় নিয়ে যাওয়ার দাবি উত্থাপন করতে পারেন। কারণ যে কোন চুক্তি বলবত হয় তা দুই পক্ষের প্রতিনিধি মারফত স্বাক্ষরিত হওয়ার পর, তার আগে নয়। সেক্ষেত্রেও, আবু জানদাল-কে তাঁর পরিবারের কাছে **ফেরত না দেয়ার প্রশ্ন অবান্তর!**

এক কথায়, হুদাইবিয়া সন্ধি পরিস্থিতিতে মুহাম্মদ কোনোভাবেই আবু জানদাল-কে মদিনায় নিয়ে যেতে পারেন না।

>> আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট, তা হলো: আবু জানদাল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন ও তার পরিবার সদস্যরা তাদের এই সন্তানটিকে শারীরিক মারধরসহ বিভিন্নভাবে পূর্ব ধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা ও সে যেন পালিয়ে (হিজরত) মুহাম্মদ অনুসারীদের সাথে যোগ দিতে না পারে তার চেষ্টা করে আসছিলেন। কুরাইশরা সংঘবদ্ধভাবে নব্য মুসলমানদের ওপর যথেচ্ছ অকথ্য অত্যাচার চালাতেন ও **তাদেরকে জোরপূর্বক মক্কা থেকে বিতাড়িত করেছিলেন,** এই দাবির যে কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই 'আবু-জানদাল' এর এই ঘটনাটি তারই এক **উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত**। এই চিত্র মুহাম্মদ (কুরান) ও তাঁর অনুসারীদের দাবির সম্পূর্ণ বিপরীত! কুরাইশরা তাঁদের ধর্মান্তরিত সন্তানদের **জোরপূর্বক ধরে রাখার চেষ্টা** করছেন, বিতাড়িত করতে নয়। আর মুহাম্মদ তাঁদের ধর্মান্তরিত সন্তানদের উপদেশ দিচ্ছেন, "আল্লাহ তোমাকে **পলায়নের** একটা উপায় প্রদান করবে।"

মুহাম্মদের রচিত কুরান ও আদি উৎসে মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের তথ্য-উপাত্তের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে আমরা প্রায় নিশ্চিতরূপেই জানতে পারি যে, কুরাইশরা নব্য মুসলমানদের মক্কা থেকে বিতাড়িত করেননি, **এমনকি মুহাম্মদকেও নয়!** উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রলোভন ও হুমকির মাধ্যমে

মুহাম্মদ নিজেই তাঁর অনুসারীদের তাড়িয়ে নিয়ে এসেছিলেন। এ বিষয়ের আংশিক আলোচনা "তারা বলেঃ এ ভূখণ্ডে আমরা ছিলাম অসহায়! ও 'শয়তানের বানী'- প্রাপক ও প্রচারক মুহাম্মদ!" পর্বে (পর্ব: ৪১-৪২) করা হয়েছে, বিস্তারিত আলোচনা 'আইয়্যামে জাহিলিয়াত ও হিজরত' অধ্যায়ে করা হবে।

[কুরানের উদ্ধৃতিগুলো সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট অনুবাদকারীর পাশাপাশি অনুবাদ এখানে।]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫০৫
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৪৭-১৫৪৮
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp

[3] অনুরূপ বর্ণনা (Parallel): **"কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৬০৭-৬০৯
http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi
ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ২৯৯-৩০০
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[4] Ibid **আল-ওয়াকিদি,** ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৫৭২; ইংরেজি অনুবাদ - পৃষ্ঠা ২৮১

[5] **সহি বুখারী: ভলিউম ৩, বই ৫০, নম্বর ৮৯১**

অনেক বড় হাদিস, এই পর্বের প্রাসঙ্গিক অংশ:

‘---- Then Suhail said, "We also stipulate that you should return to us **whoever** comes to you from us, even if he embraced your religion." The Muslims said, "Glorified be Allah! How will such a person be returned to the pagans after he has become a Muslim? While they were in this state **Abu- Jandal bin Suhail bin 'Amr** came from the valley of Mecca staggering with his fetters and fell down amongst the Muslims. Suhail said, "O Muhammad! This is the very first term with which we make peace with you, i.e. you shall return Abu Jandal to me." The Prophet said, **"The peace treaty has not been written yet."** Suhail said, "I will never allow you to keep him." The Prophet said, "Yes, do." He said, "I won't do.: Mikraz said, "We allow you (to keep him)." Abu Jandal said, "O Muslims! Will I be returned to the pagans though I have come as a Muslim? Don't you see how much I have suffered?"Abu Jandal had been tortured severely for the Cause of Allah.’--
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/83-Sahih%20Bukhari%20Book%2050.%20Conditions/3385--sahih-bukhari-voluume-003-book-050-hadith-number-891.html

১২১: হুদাইবিয়া সন্ধি- ১১: উমর ইবনে খাত্তাবের অভিপ্রায়! ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– পঁচানব্বই
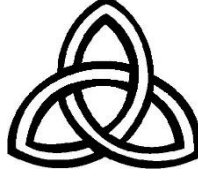
"যে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

কুরাইশ প্রতিনিধি সুহায়েল বিন আমরের বেশ কিছু শর্তে রাজি হয়ে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যখন উমরা পালন না করেই মদিনা প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তখন তাঁর প্রায় সমস্ত অনুসারী **কী কারণে** অত্যন্ত হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন; তাঁদের সেই অত্যন্ত হতাশাজনক পরিস্থিতিতে আবু জানদাল বিন আমর নামের যে-ব্যক্তিটি ঘটনাস্থলে এসে হাজির হয়েছিলেন, সেই ব্যক্তিটির সঙ্গে এই সুহায়েল বিন আমরের **সম্পর্ক কী ছিল;** আবু জানদাল ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের যে-অনুরোধ করেছিলেন, **কী কারণে** তা বাস্তবায়নের আইনগত কোনো অধিকারই মুহাম্মদের ছিল না; চুক্তি স্বাক্ষরের আগেই কুরাইশদের কাছে প্রতিশ্রুত শর্তের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মুহাম্মদ কুরাইশদের কাছে আবু-জানদাল-কে ফেরত পাঠিয়েছিলেন দাবিটি **কী কারণে** একেবারেই **"নো সেন্স ও ননসেন্স";** আবু জানদাল সেখানে আসার পর সুহায়েল তাকে মারধর করে মক্কায় ফেরত পাঠিয়েছিলেন, এই উপাখ্যানটিকে ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপপণ্ডিতরা "মুসলমানদের প্রতি কুরাইশদের যথেচ্ছ অকথ্য অত্যাচারের উদাহরণ" হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার অপচেষ্টায় **কী ধরনের** কলা-কৌশল অবলম্বন করেন, ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

ইসলামের ইতিহাসের আদি ও বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, তৎকালীন কাবা শরীফের মধ্যে ছিল ৩৬০ টি বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্রের দেব ও দেবী মূর্তি। সেই একই ঘরের ভেতরে বসে তৎকালীন আরবে সকল ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের মানুষরা উপাসনা করতেন সহ-অবস্থানের মাধ্যমে। মুহাম্মদের প্রচারণার পূর্বে **"শুধুমাত্র ভিন্ন ধর্মমত অবলম্বন-পালন ও প্রচার"**-এর কারণে মক্কাবাসী কুরাইশ ও অন্যান্য অবিশ্বাসীরা কাউকে কখনো কোনো **অবমাননা** করতেন, কিংবা কোনো ব্যক্তি তাঁর নিজের ধর্ম ও দেব-দেবীকে ত্যাগ করে অন্য কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন ও দেব-দেবীর পূজা করলে তাঁরা তাঁদের প্রতি **অত্যাচার** করতেন, এমন ইতিহাস জানা যায় না। মুহাম্মদের প্রথম স্ত্রী খাদিজা বিনতে খুয়ালিদ-এর চাচাত ভাই ওয়ারাকা বিন নওফল ছিলেন ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টান, সে কারণে মক্কাবাসী কোনো কুরাইশ ও অন্যান্য অবিশ্বাসীরা ওয়ারাকা বিন নওফল-কে **অসম্মান** করতেন, এমন উদাহরণ কোথাও নেই; তৎকালীন আরবের কিছু কুরাইশ ছিলেন ধর্মান্তরিত একেশ্বরবাদী "হানিফ সম্প্রদায়"-এর সদস্য, যার মধ্যে ছিলেন মুহাম্মদের কিছু পরিবার সদস্য ও, কিন্তু সে কারণে তাঁদের কোনো পরিবার সদস্য কিংবা কোনো মক্কাবাসী কুরাইশ তাঁদেরকে কোনোরূপ অবমাননা বা অসম্মান করতেন, এমন ইতিহাসও কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না **["নৃশংস যাত্রার সূচনা (পর্ব: ৩২)]!** এহেন ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পরম দৃষ্টান্তের অধিকারী সেই একই কুরাইশ ও অন্যান্য অবিশ্বাসী জনগোষ্ঠী মুহাম্মদ এবং তাঁর সহচরদের বিরুদ্ধে **কী কারণে** সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলছিলেন, **কেন** তাঁরা মুহাম্মদ ও তাঁর ভাবাদর্শে আকৃষ্ট ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের প্রতি ছিলেন বিরক্ত - ইত্যাদি বিষয়ের আংশিক আলোচনা **"আবু-লাহাব তত্ত্ব (পর্ব:১২)", ও "তারা বলে: এ ভূখণ্ডে আমরা ছিলাম অসহায় (পর্ব: ৪১)"** পর্বে করা হয়েছে।

সুহায়েল বিন আমর যখন তাঁর পুত্র আবু জানদাল-কে কুরাইশদের কাছে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করছিলেন, তখন উমর ইবনে খাত্তাব লাফ দিয়ে উঠে আবু জানদাল এর পাশে হেঁটে যান।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনার পুনরারম্ভ: [1] [2] [3]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ১২০) পর:

'-- **উমর** লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ান ও আবু জানদালের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে বলেন, "ধৈর্য ধারণ করো, কারণ তারা শুধুই মুশরিক, তাদের রক্তে (তাবারী: 'তাদের যে কোনো একজনের রক্তে') **কুকুরের রক্ত** ছাড়া আর কিছুই নেই," এবং তিনি তাঁর তরবারির হাতলটি তার নিকটে নিয়ে আসেন। উমর প্রায়ই বলতেন, **"আমি আশা করেছিলাম যে, সে ঐ তরবারিটি নেবে ও সেটি দিয়ে তার পিতাকে হত্যা করবে;** কিন্তু মানুষটি তার পিতাকে খুন করা হতে বিরত থাকে ও এইভাবে ঘটনাটির পরিসমাপ্তি ঘটে।"'

আল-ওয়াকিদিরি (৭৪৮-৮২২ খ্রিষ্টাব্দ) অতিরিক্ত বর্ণনা:

'--উমর বলেন, "আমি লাফ দিয়ে আবু জানদালের নিকট আসি ও তার পাশ দিয়ে হেঁটে যাই।" সুহায়েল বিন আমর তাকে ধাক্কা দেয়, উমর বলেন, "হে আবু জানদাল, ধৈর্য ধারণ করো, তারা অবশ্যই অবিশ্বাসী ও তাদের যে কোনো জনের রক্তে কুকুরের রক্ত। যা সুনিশ্চিত, তা হলো এই যে, সে যেমন একজন মানুষ, তুমিও একজন মানুষ, কিন্তু তোমার কাছে আছে তরবারি।"

উমর প্রত্যাশা করেছিলেন যে, আবু জানদাল যেন সেই তরবারিটি নেয় ও তা দিয়ে তার পিতাকে আঘাত করে। কিন্তু ঐ লোকটি তার পিতাকে তা করা থেকে সংযত হয়। উমর বলেন, "হে আবু জানদাল, **অবশ্যই একজন লোক আল্লাহর খাতিরে তার পিতাকে খুন করতে পারে।** আল্লাহর কসম, যদি আমাদের পিতারা আমাদের আক্রমণ করে, আমরা আল্লাহর নামে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো, একজনের খাতিরে আর একজন।" আবু জানদাল উমরের নিকটবর্তী হয় ও বলে, **"তুমি কেন তাকে খুন করলে**

না?" উমর জবাবে বলে, "আল্লাহর নবী আমাকে তা করতে নিষেধ করেছিলেন।" আবু জানদাল বলে, "আল্লাহর নবীর প্রতি তোমার আনুগত্য কি আমার চেয়েও বেশি?"

উমর ও তার সাথে অবস্থিত আল্লাহর নবীর অনুসারীরা বলে, "হে আল্লাহর নবী, আপনি কি আমাদের বলেননি যে, আপনি পবিত্র কাবা ঘরে প্রবেশ করবেন, কাবা ঘরের চাবিটি গ্রহণ করবেন ও আরাফাতে যারা দাঁড়িয়ে আছে, সেই লোকদের কাছে গিয়ে দাঁড়াবেন? কিন্তু এখন পর্যন্ত না আমাদের কুরবানির পশুগুলো, না আমরা কাবা ঘরে গিয়ে পৌঁছতে পারলাম।" আল্লাহর নবী বলেন,

"আমি কি বলেছিলাম যে, তোমাদের **এই যাত্রাটিতেই** আমি তা করবো?" উমর বলে, "না।" আল্লাহর নবী বলেন, "তোমরা অবশ্যই তাতে প্রবেশ করবে! আমি কাবা ঘরের চাবিটি গ্রহণ করবো ও মক্কার ভেতরে আমার ও তোমাদের মাথার চুল মুণ্ডন করবো। অতঃপর আমি আরাফাতে উপস্থিত লোকদের সাথে গিয়ে দাঁড়াবো।"

অতঃপর আল্লাহর নবী উমরের কাছে আসেন ও বলেন, "তুমি কি **ওহুদ-**এর ঐ দিনটির কথা ভুলে গিয়েছ, যখন তুমি কারও জন্য অপেক্ষা না করে ওপরে উঠে যাচ্ছিলে, আর আমি চিৎকার করে তোমার মনোযোগ আকর্ষণ করে তোমার আখেরাতের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিলাম? তুমি কি **আল-আহযাব** এর ঐ দিনটির কথা ভুলে গিয়েছ, যখন তারা ওপর ও নিচ থেকে তোমাদের কাছে এসেছিল ও তোমাদের মনে হয়েছিল যে, তোমাদের হৃৎপিণ্ডটি কণ্ঠের কাছে এসে হাজির হয়েছে? তুমি কি সেই দিনের কথা ভুলে গিয়েছ?" আল্লাহর নবী তাদেরকে ঐ ঘটনাগুলো স্মরণ করিয়ে দেয়া শুরু করেন: তোমরা কি ভুলে গিয়েছ ঐ দিনের কথা? মুসলমানরা বলে, "আল্লাহ ও তার নবীর সহায়, আমরা তা ভুলে গিয়েছিলাম ও আপনি আমাদের তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। অবশ্যই আল্লাহ ও তার কার্যকলাপের বিষয়ে আপনি আমাদের চেয়ে বেশি জ্ঞানসম্পন্ন।"'- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনা:

এই প্রসঙ্গে ইমাম বুখারীর বর্ণনা (৩:৫০:৮৯১) মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-তাবারী ও আল-ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত বর্ণনারই অনুরূপ; পার্থক্য হলো এই যে, মুশরিকদের বিরুদ্ধে উমর ইবনে খাত্তাবের **অমানুষিক ঘৃণা** ('তাদের রক্তে **কুকুরের রক্ত** ছাড়া আর কিছুই নেই') ও আবু জানদাল বিন সুহায়েল যেন তাঁর জন্মদাতা **পিতাকে খুন** করে এই অভিপ্রায়ে উমর যে তাঁর তরবারি সমেত আবু জানদালের পাশে গিয়েছিলেন, এ বিষয়ের কোনো উল্লেখই ইমাম বুখারী করেননি। [4]

>>> মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল তাবারী ও আল ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, যখন সুহায়েল বিন আমর তাঁর পুত্র আবু জানদালকে নিয়ে কুরাইশদের কাছে ফেরত পাঠাচ্ছিলেন, তখন মুহাম্মদের প্রিয় অনুসারী উমর ইবনে খাত্তাব লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ান ও কুরাইশদের **অকথ্য ভাষায় গালাগালি** করতে করতে তাঁর তরবারি নিয়ে আবু জানদালের কাছে যান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আবু জানদাল যেন তাঁর সেই তরবারিটি নেন ও তা দিয়ে **তাঁর পিতাকে খুন করেন।** মুহাম্মদের আদর্শে দীক্ষিত হওয়ার পর কুরাইশদের এই ধর্মান্তরিত একান্ত পরিবার সদস্য, বন্ধু-বান্ধব ও নিকট-আত্মীয়রা মক্কায় ফেলে আসা তাঁদের পরিবার সদস্য, বন্ধু-বান্ধব ও নিকট-আত্মীয়দের প্রতি কীরূপ **অমানুষিক ঘৃণা** পোষণ করতেন, তার বিস্তারিত আলোচনা বদর যুদ্ধ অধ্যায়ে (**পর্ব: ৩০-৪৩**) করা হয়েছে। এই সেই উমর ইবনে খাত্তাব, যিনি বদর যুদ্ধে ধৃত কুরাইশদের কী করা হবে, সে বিষয়ে মুহাম্মদকে পরামর্শ দিয়েছিলেন:

*"আপনি তাদের অমুক অমুক-কে আমার হাতে সোপর্দ করবেন যাতে আমি তাদের কল্লা কাটতে পারি; আপনার উচিত হামজার ভাই [আল-আব্বাস]-কে তার কাছে সোপর্দ করা, যাতে সে **তার ভাইয়ের কল্লা কাটতে পারে** এবং আকিল-কে আলীর কাছে সোপর্দ করা, যাতে সে তার ভাইয়ের কল্লা কাটতে পারে। তাতে আল্লাহ জানবে যে, আমাদের*

অন্তরে অবিশ্বাসীদের জন্য কোনোরূপ প্রশ্রয় নেই।" [বিস্তারিত: বন্দীদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত -কি ছিল"আল্লাহর" পছন্দ?" (পর্ব: ৩৬)]

এই সেই উমর ইবনে খাত্তাব যিনি বদর যুদ্ধে আবু হুদেইফা বিন ওতবা নামের এক মুহাম্মদ অনুসারীকে তাঁর ন্যায়সঙ্গত প্রশ্ন, *আমাদেরকে খুন করতে হবে আমাদের পিতাকে, পুত্রকে, ভাইকে এবং পরিবার-পরিজনদেরকে কিন্তু আব্বাসকে [মুহাম্মদের চাচা] দিতে হবে ছেড়ে?"* উত্থাপনের কারণে তাঁকে **খুন করার হুমকি** প্রদর্শন করেছিলেন [বিস্তারিত: "লুণ্ঠন, সন্ত্রাস ও খুন বনাম সহিষ্ণুতা" (পর্ব: ৩১)]
আদি উৎসের সকল ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় যে-বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো, হুদাইবিয়া সন্ধির এই পর্যায়ে উমর ইবনে খাত্তাব সহ মুহাম্মদের প্রায় সমস্ত অনুসারী মুহাম্মদের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। আর তার কারণটিও অত্যন্ত স্পষ্ট, "মুহাম্মদের প্রতিশ্রুতির সম্পূর্ণ বিপরীত পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া।" যখন তাঁরা মুহাম্মদকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন, তখন মুহাম্মদ দাবি করেন যে, তাঁর সেই প্রতিশ্রুতি যে তাঁদের এই যাত্রায়ই সত্য হবে, তা তিনি বলেননি। অর্থাৎ রাতের অন্ধকারে নিরীহ বাণিজ্য ফেরত **কুরাইশ কাফেলার** ওপর অতর্কিত আক্রমণ করে তাঁদের খুন-বন্দী ও সম্পদ লুট করার জন্য যেমন তিনি দায়ী নন, দায়ী হলো আক্রান্ত সেই কুরাইশরা (পর্ব: ২৮-২৯); বনি কেইনুকা গোত্রকে উচ্ছেদ করার জন্য যেমন তিনি দায়ী নন, দায়ী যাদেরকে তিনি উচ্ছেদ করেছেন, তাঁরা (পর্ব: ৫১); ওহুদ যুদ্ধের চরম ব্যর্থতার জন্য যেমন তিনি দায়ী নন, দায়ী হলো তাঁর অনুসারীদের দুর্বল 'ইমান' (পর্ব: ৫৪-৭১); ওহুদ যুদ্ধের পর বনি নাদির গোত্রকে উচ্ছেদ করার জন্য যেমন তিনি দায়ী নন, দায়ী হলো যাদেরকে তিনি উচ্ছেদ করেছেন, সেই বনি নাদির গোত্র (পর্ব: ৫২ ও ৭৫); খন্দক যুদ্ধের চরম ব্যর্থতার জন্য যেমন তিনি দায়ী নন, দায়ী হলো তাঁর অনুসারীদের 'ইমানের' দুর্বলতা (পর্ব: ৭৭-৮৬); খন্দক যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই বনি কুরাইজা গোত্রের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে এক এক করে গলা কেটে খুন করে তাঁদের বউ-বাচ্চা ও সম্পদ ভাগাভাগি করে নেয়ার জন্য যেমন তিনি দায়ী নন, দায়ী হলো আক্রান্ত বনি কুরাইজা গোত্রের বউ-বাচ্চা ও

যাদেরকে তিনি খুন করেছেন, তাঁরা (পর্ব: ৮৭-৯৫); সেই একই ধারাবাহিকতায় "কাবা ঘরের চাবি কাঠি তাঁর হাতে" স্বপ্ন-দর্শনের ঘোষণা দিয়ে ১৪০০ অনুসারী জড়ো করে মক্কায় আসার পর তা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হওয়ার জন্যও তেমনি তিনি কোনোভাবেই দায়ী নন, দায়ী হলো তাঁর অনুসারীরা, "তাঁরা তাঁকে ভুল বুঝেছেন!" স্বঘোষিত আখেরি নবী মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ সর্বদাই তাঁর সমস্ত ব্যর্থতার দায়ভার অন্যের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। তিনি তাঁর নিজস্ব কর্মের **দায়বদ্ধতা** (Accountability) কখনো স্বীকার করেননি!

অতঃপর মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, **ওহুদ যুদ্ধে** তাঁদের কী হাল হয়েছিল, *"আর তোমরা ওপরে উঠে যাচ্ছিলে এবং পেছন দিকে ফিরে তাকাচ্ছিলে না কারো প্রতি, অথচ রসূল ডাকছিলেন তোমাদিগকে তোমাদের পেছন দিক থেকে* (কুরান: ৩:১৫৩)" [বিস্তারিত: 'নবী গৌরব ধূলিসাৎ!' **(পর্ব: ৬৯)** পর্বে]। তিনি তাঁর অনুসারীদের আরও স্মরণ করিয়ে দেন যে, খন্দক (আল-আহযাব) যুদ্ধে তাঁদের কী হাল হয়েছিল, *"যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল উচ্চ ভূমি ও নিম্নভূমি থেকে এবং যখন তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হচ্ছিল, প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছিল* (কুরান: ৩৩:১০)" [বিস্তারিত: "মুহাম্মদের উৎকোচ!" (পর্ব: ৮১)]

উল্লেখ্য, আদি উৎসের সকল 'সিরাত (মুহাম্মদের জীবনী)' লেখকদের বর্ণিত যায়েদ বিন হারিথার নেতৃত্বে অমানুষিক নৃশংসতায় **উম্মে কিরফা হত্যাকাণ্ডের (পর্ব:১১০)** বর্ণনা, উরওয়া বিন মাসুদ-কে দেয়া আবু বকরের **সুনির্দিষ্ট** ("আল-লাত এর ভগাঙ্কুর/দুধ চোষ!") **অশ্রাব্য-গালি বর্ষণের বর্ণনা (পর্ব:১১৫),** আবু জানদাল বিন সুহায়েল যে সুহায়েল বিন আমরেরই **পুত্র সন্তান** ছিলেন, এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের বর্ণনা (পর্ব: ১২০) কুরাইশদের প্রতি উমর ইবনে খাত্তাবের ওপরে বর্ণিত **অমানুষিক ঘৃণা** ('তাদের রক্তে **কুকুরের রক্ত** ছাড়া আর কিছুই নেই') ও পুত্র আবু জানদাল বিন সুহায়েল যেন তাঁর জন্মদাতা পিতাকে হত্যা করে, এই উদ্দেশ্যে তরবারি সমেত উমর যে আবু জানদাল বিন সুহায়েলের পাশে

গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন - ইত্যাদি অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও বিস্তারিত (vivid and detailed) উপাখ্যানগুলো 'হাদিস' গ্রন্থের বিশিষ্ট লেখকরা উল্লেখই করেননি। সিরাত ও হাদিস গ্রন্থ পাঠের সময় এই বিশেষ প্যাটার্ন-টি প্রায় সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্ন হলো: কী কারণে 'সিরাত ও হাদিস' লেখকদের বর্ণনার এই পার্থক্য?

এই প্রসঙ্গের আলোচনায় ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা মূলত: যে **দু'টি দাবি** প্রায় সব ক্ষেত্রেই করে থাকেন, তা হলো,

১) "সিরাত লেখকরা যথাযথ 'ইসনাদ' অনুসরণ করেন নাই":

অর্থাৎ, 'সিরাত' এর লেখকগণ 'হাদিস' গ্রন্থের লেখকগণের মত সাবধানতা অবলম্বন করে সমসাময়িক পূর্ববর্তী প্রজন্মের কোনো নির্ভরযোগ্য প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিদের কাছ থেকে মুহাম্মদের নবী জীবনের কোনো বিশেষ ঘটনার মৌখিক বর্ণনা সংগ্রহ করে তা তাঁদের অব্যবহিত (Immediate) পরের প্রজন্মের লোকদের কাছে মৌখিকভাবে বর্ণনার মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে সেই ঘটনাটির বর্ণনা এক প্রজন্মের লোকদের কাছ থেকে অব্যবহিত পরের প্রজন্মের লোকদের কাছে পৌঁছানোর পদ্ধতি ('ইসনাদ') যথাযথভাবে অনুসরণ করেননি। তাই সিরাত লেখকদের এই সব বর্ণনা 'অ-সহি (not authentic) ও অগ্রহণযোগ্য'।

২) "ইহুদিদের কাছ থেকে সংগৃহীত":

অর্থাৎ, 'সিরাত' লেখকরা তাঁদের এই সব বর্ণনার অনেকটাই তৎকালীন ইহুদিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন, বিশেষ করে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক। তাই তা গ্রহণযোগ্য নয়।

>> **প্রথমতঃ** যে বিষয়টি আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, তা হলো:

আদি উৎসের পূর্ণাঙ্গ (Complete) 'সিরাত' গ্রন্থগুলো রচিত হয়েছে মুহাম্মদের মৃত্যুর প্রায় ১১০- ১৪০ বছরের মধ্যে, আর 'হাদিস' গ্রন্থগুলো রচিত হয়েছে তারও প্রায় **একশত বছরের ও অধিক** পরে, মুহাম্মদের মৃত্যুর ২০০ বছরেরও অধিক পরে। অর্থাৎ

প্রত্যক্ষদর্শী কিংবা সমসাময়িক লোকদের কাছ থেকে তাঁদের অব্যবহিত পরের প্রজন্মের লোকেরা ('প্রথম প্রজন্ম' - যাদের অনেকেই ছিলেন তাঁদেরই সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন, কিংবা পরিচিত-জন) মুহাম্মদের জীবনের কোনো বিশেষ ঘটনার মৌখিক বর্ণনা সংগ্রহ করে তা তাঁরা তাঁদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের লোকদের শুনিয়েছেন, সেই সব দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের লোকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে **তৃতীয় প্রজন্মের লেখকগণ রচনা করেছেন সিরাত গ্রন্থ**। মুখে মুখে প্রচারিত সেই একই ঘটনার বর্ণনা পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রজন্মের লোকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে **পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রজন্মের লেখকগণ রচনা করেছেন হাদিস গ্রন্থ।** ষষ্ঠ প্রজন্মের লেখকের রচিত মুখে মুখে প্রচারিত কোনো বিশেষ ঘটনার বর্ণনা, তৃতীয় প্রজন্মের লেখকদের রচিত সেই একই ঘটনার বর্ণনার চেয়ে কম গ্রহণযোগ্য এমন দাবি অযৌক্তিক। আর "ইহুদিদের কাছ থেকে সংগৃহীত" দাবিটি যদি শতভাগ সত্যও হয়, তথাপি বিজিত ও অত্যাচারিত জনগোষ্ঠীর (ইহুদি ও অন্যান্য অবিশ্বাসী) লোকদের কাছ থেকে সংগ্রহীত কোনো বিশেষ ঘটনার বর্ণনা, অত্যাচারী ও বিজয়ী জনগোষ্ঠীর (ইসলাম-বিশ্বাসী) কাছ থেকে সংগ্রহীত সেই একই ঘটনার বর্ণনার চেয়ে কম গ্রহণযোগ্য, বিজয়ী দল অনুসারীদের এমন দাবি নিঃসন্দেহে **অভিসন্ধিমূলক।**

>> আর **দ্বিতীয়** যে বিষয়টি আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, তা হলো:

ইসলামের একান্ত প্রাথমিক ও অত্যাবশ্যকীয় শর্ত অনুযায়ী **কোনো ইসলাম-বিশ্বাসীর পক্ষেই মুহাম্মদের কোনোরূপ "নেতিবাচক চরিত্র" কল্পনা করাও অসম্ভব!** আদি উৎসের 'সিরাত' লেখকদের এ সকল বর্ণনা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের শৌর্যবীর্য ও ক্ষমতার উপাখ্যান হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের পক্ষে ধারণা করাও সম্ভব ছিল না যে, তাঁদের লিখিত এই ঘটনাগুলো শত শত বছর পরে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের নৃশংস সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের উল্লেখযোগ্য দলিল হিসাবে বিশ্ববাসীর কাছে প্রতিপাদ্য হবে। কিন্তু সিরাত পরবর্তী যুগের অধিকাংশ লেখকরা যুগে যুগে **'সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে'** মুহাম্মদের জীবন ইতিহাসের যে কোনো নেতিবাচক চরিত্রের বর্ণনাকে বিভিন্ন অজুহাতে **"অ-সহি"**

আখ্যা দিয়েছেন, অথবা বিভিন্ন অজুহাতে তার বৈধতা প্রদানের চেষ্টা করেছেন; আজকের অধিকাংশ ইসলাম-বিশ্বাসীরাও এই ধারাবাহিকতার ব্যতিক্রম নয়। মুহাম্মদকে **"জগতের শ্রেষ্ঠ মানব"** হিসাবে প্রতিষ্ঠা ও নিজের বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টায় তথাকথিত মডারেট মুসলমানদের এটি এক অত্যন্ত সহজাত ও অত্যাবশ্যকীয় প্রবৃত্তি **[বিস্তারিত: "সিরাত রাসুল আল্লাহ (পর্ব:৪৪)" ও "জ্ঞান তত্ত্ব (পর্ব:১০)"** পর্বে]। সিরাত রচনার একশত বছরেরও অধিক পরের প্রজন্মের বিশিষ্ট হাদিস বর্ণনাকারী ও গ্রন্থকাররা এই একই সহজাত ও অত্যাবশ্যকীয় প্রবৃত্তির অধিকারী ছিলেন না, এমন দাবি অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য।

সত্য হলো, কী কারণে হাদিস গ্রন্থের বিশিষ্ট লেখকগণ সিরাত গ্রন্থের বিশিষ্ট লেখকদের এই সব প্রাণবন্ত বর্ণনাযুক্ত উপাখ্যানের অধিকাংশেরই কোনো উল্লেখই করেননি, তা নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব নয়। তথাপি যৌক্তিকভাবেই যা অত্যন্ত স্বাভাবিক, তা হলো, **যে-কারণে** বর্তমান ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা মুহাম্মদের যাবতীয় নেতিবাচক চরিত্রকে যথাসম্ভব **গোপন রাখার চেষ্টা** করেন, যে কারণে তাঁরা শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত সহি হাদিস-রূপে স্বীকৃত হাদিসগুলোকে **'অ-সহি'** আখ্যা দেন, যে-কারণে তাঁরা সম্পূর্ণ হাদিস গ্রন্থকেই অস্বীকার করে '**শুধু কুরান** (Quran only)' বিশ্বাসী মুসলমান সাজেন, **সেই একই কারণে** 'সিরাত' রচনার এক শত বছরের বেশি পরে লিখিত হাদিস বর্ণনাকারী ও গ্রন্থকাররাও ইসলামের ইতিহাসের ঐসব অমানবিক অধ্যায়গুলো উল্লেখ করেননি। আজকের ইসলাম বিশ্বাসীদের মত তাঁরাও ছিলেন অসহায়।

ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-ওয়াকিদির মূল ইংরেজি অনুবাদের প্রাসঙ্গিক অংশটিও সংযুক্ত করছি।

The Narrative of Muhammad Ibne Ishaq:

'Umar jumped up and walked alongside Abu Jandal saying, 'Be patient for they are only polytheists; the blood of one of them (Tabari: 'any of them') is but the blood of a dog,' and he brought the hilt of his sword close up to him. 'Umar used to say, 'I hoped that he would take the sword and kill his father with it, but the man spared his father and so the matter ended.' [1]

The Narrative of Al-Waqidi:

'--Umar said, "I jumped at Abu Jandal and walked at his side." Suhayl bin Amr pushed him, and Umar says, "Be patient, O Abu Jandal, surely they are disbeleivers and the blood of one of them is the blood of a dog. Surely he is a man and you are a man, but you have a sword." Umar hoped that Abu Jandal would take the sword and strike his father. But the man withheld from his father. Umar said, "O Abu Jandal, surely a man may kill his father for God. By God, if our fathers attacked us we would surely fight them in God's name, man for man." He said: Abu Jandal approached Umar and said, "Why do you not kill him?" Umar replied, "The messenger of God forbade me." Abu Jandal said, "Are you more righteous in your obedience to the Messeneger of God than I?" -- [3]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫০৫
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৪৮
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp

[3] অনুরূপ বর্ণনা (Parallel): **“কিতাব আল-মাগাজি”- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৬০৮-৬০৯
http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi
ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ২৯৯-৩০০
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852
[4] **সহি বুখারী: ভলিউম ৩, বই ৫০, নম্বর ৮৯১**
অনেক বড় হাদিস, এই পর্বের প্রাসঙ্গিক অংশ:
‘---- Umar bin Al-Khattab said, "I went to the Prophet and said, 'Aren't you truly the Apostle of Allah?' The Prophet said, 'Yes, indeed.' I said, 'Isn't our Cause just and the cause of the enemy unjust?' He said, 'Yes.' I said, 'Then why should we be humble in our religion?' He said, 'I am Allah's Apostle and I do not disobey Him, and He will make me victorious.' I said, 'Didn't you tell us that we would go to the Ka'ba and perform Tawaf around it?' He said, 'Yes, but did I tell you that we would visit the Ka'ba this year?' I said, 'No.' He said, 'So you will visit it and perform Tawaf around it?' "Umar further said, "I went to Abu Bakr and said, 'O Abu Bakr! Isn't he truly Allah's Prophet?' He replied, 'Yes.' I said, 'Then why should we be humble in our religion?' He said, 'Indeed, he is Allah's Apostle and he does not disobey his Lord, and He will make him victorious. Adhere to him as, by Allah, he is on the right.' I said, **'Was he not telling us that we would go to the Kaba and perform Tawaf around it?'** He said, 'Yes, but did he tell you that you would go to the Ka'ba this year?' I said, 'No.' He said, "You will go to Ka'ba and perform Tawaf around it." (Az-Zuhri said, " 'Umar said, 'I performed many good deeds as expiation for the improper questions I asked them.'")’----
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/83-Sahih%20Bukhari%20Book%2050.%20Conditions/3385--sahih-bukhari-voluume-003-book-050-hadith-number-891.html

১২২: হুদাইবিয়া সন্ধি- ১২: চুক্তি স্বাক্ষর - কী ছিল তার শর্তাবলী?

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– ছিয়ানব্বুই
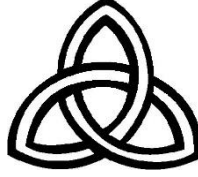
"যে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

কুরাইশ প্রতিনিধি সুহায়েল বিন আমর যখন তাঁর পুত্র আবু জানদাল-কে মক্কায় ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করছিলেন, তখন স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিশিষ্ট অনুসারী উমর ইবনে খাত্তাব **কী উদ্দেশ্যে** আবু জানদাল বিন সুহায়েলের পাশে হেঁটে গিয়েছিলেন, তাঁর সেই উদ্দেশ্য **কী কারণে** ব্যর্থ হয়েছিল; আদি উৎসের সকল 'সিরাত' গ্রন্থকারদের রচিত এই উপাখ্যান ও অনুরূপ উপাখ্যানের বর্ণনার সঙ্গে 'হাদিস' গ্রন্থকারদের রচিত বর্ণনায় **কী ধরণের** পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়; এই পার্থক্যগুলোর আলোচনাকালে ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা 'সিরাত' গ্রন্থকারদের বিরুদ্ধে সাধারণত **কোন দু'টি** অভিযোগ উত্থাপন করেন; **কী কারণে** তাঁদের সেই অভিযোগগুলো অযৌক্তিক ও অভিসন্ধিমূলক; ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), আল ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ইমাম বুখারী (৮১০-৮৭০ সাল), ইমাম মুসলিম (৮২১-৮৭৫ সাল) প্রমুখ আদি ও বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনার আলোকে স্বঘোষিত আখেরি নবী মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ তাঁর হুদাইবিয়া অবস্থানকালে কুরাইশ প্রতিনিধি সুহায়েল বিন আমর-এর সাথে যে-লিখিত সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তার

আলোচনা "চুক্তি আলোচনা (পর্ব: ১১৯)!" পর্বে করা হয়েছে। অতঃপর মুহাম্মদ সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন করেন।

হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের আলোচনা শুরুর আগে এই চুক্তির শর্তাবলীর দিকে আর একবার মনোনিবেশ করা যাক: [1] [2] [3] [4] [5]

'তারা **আগামী দশ বছর** যুদ্ধ বন্ধ রাখবে, যাতে জনগণ সহিংসতা পরিহার করে নিরাপদে থাকতে পারে এই শর্তে যে,

[১] **যদি কোনো ব্যক্তি** তার অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতিরেকে মুহাম্মদের কাছে আসে, তবে তিনি তাকে তাঁদের কাছে **ফেরত দেবেন;** কিন্তু মুহাম্মদের পক্ষের কোনো ব্যক্তি যদি কুরাইশদের কাছে আসে, তবে কুরাইশরা তাকে তাঁর কাছে ফেরত দেবে না।

[২] আমরা একে অপরের প্রতি শত্রুতা (enmity) প্রদর্শন করবো না ও **কোনোরূপ গোপন অভিসন্ধি বা প্রতারণার আশ্রয় নেবো না।**

[৩] যে কোনো ব্যক্তি যদি মুহাম্মদের সঙ্গে সংযুক্ত ও চুক্তিবদ্ধ হতে ইচ্ছা করে, তবে সে তা করতে পারবে এবং যে কোনো ব্যক্তি যদি কুরাইশদের সঙ্গে সংযুক্ত ও চুক্তিবদ্ধ হতে ইচ্ছা করে, তবে সে তা করতে পারবে।" **বানু খোজা গোত্র** তৎক্ষণাৎ সেখানে ঘোষণা করে যে, 'আমরা মুহাম্মদের সাথে সংযুক্ত হলাম' এবং **বানু বকর গোত্র** একইভাবে কুরাইশদের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার ঘোষণা দেয়, আর যুক্ত করে:

[৪] 'তোমরা **এই বছর অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করবে** ও আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মক্কা প্রবেশ করবে না,

[৫] আর **পরের বছর** আমরা তোমার আসার পথ পরিষ্কার রাখবো, তুমি তোমার অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে সেখানে প্রবেশ করতে পারবে ও সেখানে **তিন রাত্রি** পর্যন্ত অবস্থান করতে পারবে। তোমরা আরোহীদের মত **অস্ত্র** সঙ্গে আনতে পারবে, যেমন খাপের ভিতরে তলোয়ার। তোমরা এর চেয়ে বেশি কিছুই সঙ্গে আনতে পারবে না।'

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনার পুনরারম্ভ: [6] [7]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ১২১) পর:

‘চুক্তিনামাটি সম্পন্ন করার পর চুক্তিটির সাক্ষী হওয়ার জন্য আল্লাহর নবী মুসলমান ও মুশরিক প্রতিনিধিদের ডেকে পাঠান, যাদের মধ্যে ছিলেন: আবু বকর ইবনে আবি কুহাফা, উমর ইবনে আল-খাত্তাব, আবদুর রহমান বিন আউফ, আবদুল্লাহ বিন সুহায়েল বিন আমর, সাদ বিন আবু ওয়াককাস, (আল ওয়াকিদি: 'উসমান বিন আফফান, আবু উবায়েদা বিন জাররাহ, হুয়ায়েতিব বিন আবদ আল-উযযাহ), মাহমুদ বিন মাসলামা (তাবারী: 'বানু আবদ আল-আশাল গোত্রের এক সদস্য'), সে সময়ের মুশরিক মিকরাজ বিন হাফস বিন আখিয়াফ ও এই চুক্তিপত্রের লেখক আলী ইবনে আবু তালিব। [3]

আল্লাহর নবী অপবিত্র ভূখণ্ডে (Profane country) শিবির স্থাপন করেছিলেন, প্রায়শই তিনি পবিত্র এলাকায় (Sacred area) প্রার্থনা করতে অভ্যস্ত ছিলেন। চুক্তিনামাটি সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি পশুগুলো কুরবানি করেন ও সেখানে বসে পড়েন এবং তাঁর মাথার চুল কামিয়ে ফেলেন। আমি শুনেছি যে, সেই সময় যে-ব্যক্তিটি তাঁর মাথার চুল কামিয়ে দিয়েছিলেন, তার নাম ছিল খিরাশ বিন উমাইয়া বিন আল-ফাদল আল-খুযায়ি (Khirash b. Umayya b. al-Fadl al-Khuza'i); যখন লোকেরা আল্লাহর নবীর এ সকল কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করে, তারা লাফ দিয়ে উঠে পড়ে ও তারাও তাইই করে।'

'ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত তথ্যের ভিত্তিতে < মুজাহিদ হইতে প্রাপ্ত হয়ে < **আবদুল্লাহ বিন আবু নাজিহ** আমাকে বলেছেন: [8]

"আল-হুদাইবিয়ার দিনে কিছু লোক তাদের মাথার চুল কামিয়ে ফেলে, পক্ষান্তরে অন্যরা তাদের চুল ছেঁটে ফেলে।" আল্লাহর নবী বলেন, "যারা চুল কামিয়ে ফেলেছে, তাদের প্রতি আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হউক।" তারা বলে, "হে আল্লাহর নবী, যারা চুল ছেঁটেছে, তাদের প্রতিও কি?" এই প্রশ্নটি তাদেরকে তিন বার করতে হয়েছিল, যতক্ষণে না পরিশেষে তিনি যোগ করেন, "এবং যারা চুল ছেঁটেছে।" যখন তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চায়, কেন তিনি বারবার আল্লাহর শান্তি বর্ষণের নামোচ্চারণ-টি চুল

কামানো ব্যক্তিদের প্রতি সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন, তিনি বলেন, "কারণ তারা কোনো সন্দেহ করেনি।"

সেই একই উৎস আমাকে জানিয়েছে যে, আল্লাহর নবী হুদাইবিয়া সন্ধি বর্ষে যে-পশুগুলো কোরবানি করেছিলেন, তার মধ্যে ছিল **আবু জেহেলের একটি উট**, যার নাকে ছিল সিলভারের নাক-আংটা; যে-কারণে মুশরিকরা হয়েছিলেন রোষান্বিত (আল-তাবারী: 'তিনি এটি করেছিলেন, যাতে মুশরিকরা হয় রোষান্বিত')।' [9]

আল তাবারীর (৮৩৮-৯২৩ খ্রিষ্টাব্দ) অতিরিক্ত বর্ণনা: [7] [10]

'মুহাম্মদ বিন আবদ আল-আলা < মুহম্মদ বিন থাওয়ার < মামুর < আল-যুহরি < উরওয়া বিন আল-যুবায়ের < আল-মিসওয়ার বিন মাখরামা; এবং ইয়াকুব বিন ইবরাহিম < ইয়াহিয়া বিন সাইদ < আবদুল্লাহ বিন মুবারক < মামুর < আল-যুহরি < উরওয়া < আল-মিসওয়ার বিন মাখরামা ও মারওয়ান বিন আল-হাকাম [পর্ব: ১১৮] হইতে বর্ণিত হুদাইবিয়া উপাখ্যানের বর্ণনা:

সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন করার পর আল্লাহর নবী তাঁর অনুসারীদের বলেন, "উঠে দাঁড়াও, কুরবানি করো ও মাথার চুল কামিয়ে ফেলো।"

আল্লাহর কসম, **একজন লোকও উঠে দাঁড়ায় না,** তিনি তিনবার এই কথাটি তাদেরকে বলেন। যখন কেউই উঠে দাঁড়ায় না, তিনি উঠে দাঁড়ান ও উম্মে সালামার [পর্ব-১০৮] তাঁবুর ভিতরে গমন করেন ও লোকদের মারফত কী ধরনের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন, তা তাঁকে খুলে বলেন। উম্মে সালামা তাঁকে বলেন: "হে আল্লাহর নবী, আপনি কি তা সমর্থন করেন? বাইরে যান ও আপনার মোটাসোটা উটটি কুরবানি করার আগে ওদের কারও সাথে কোনো কথা বলবেন না, অতঃপর যে আপনার চুল কামিয়ে দেয়, সেই লোকটিকে ডেকে পাঠান, যেন সে আপনার মাথার চুল কামিয়ে দেয়।"

তিনি উঠে দাঁড়ান, বাহিরে যান ও তা করার আগে তিনি কারও সাথে কোনো কথা বলেন না। তিনি তাঁর মোটাসোটা উটটি কুরবানি করেন ও যে-লোকটি তাঁর চুল কামিয়ে দেয়, তাকে তিনি ডেকে পাঠান, সে তাঁর চুল কামিয়ে দেয়। যখন তারা তা প্রত্যক্ষ করে, তারা উঠে দাঁড়ায় ও কুরবানি করে; অতঃপর তারা একে অপরের মাথার চুল কামিয়ে দেয়া শুরু করে, যতোক্ষণ না তারা তাদের প্রবল মর্মবেদনার কারণে একে অপরকে প্রায় মেরেই ফেলে (When they saw this, they rose up and slaughtered, and they began to shave each other, until they almost killed each other for grief)।' অনুবাদ, টাইটেল, ও [নম্বর] যোগ – লেখক।

ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনা:

এই প্রসঙ্গে ইমাম বুখারীর বর্ণনা (৩:৫০:৮৯১) আল-তাবারীর ওপরে বর্ণিত **অতিরিক্ত বর্ণনারই** অনুরূপ। [11]

>>> মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, মুহাম্মদ যে-পশুগুলো কুরবানি করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিল **আবু জেহেলের** (আবু আল-হাকাম) একটি উট। আবু জেহেলের আসল নাম ছিল **আমর বিন হিশাম বিন আল-মুঘিরা**। তিনি ছিলেন কুরাইশ বংশোদ্ভূত, বানু মাখযুম গোত্রের নেতা। মুহাম্মদের আগ্রাসী প্রচারণার বিরুদ্ধে আবু লাহাবের (পর্ব: ১২) মতো তিনিও ছিলেন মুহাম্মদের এক শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। এই সেই আবু জেহেল, যাকে অমানুষিক নৃশংসতায় বদর যুদ্ধে হত্যা করা হয়েছিল, যার বিস্তারিত আলোচনা "নৃশংস যাত্রার সূচনা (পর্ব-৩২)" পর্বে করা হয়েছে:

*'--তারপর **আমি তার কল্লা কেটে ফেলি** এবং আল্লাহর নবীর কাছে তা নিয়ে এসে বলি, "এই সেই আল্লাহর শত্রু আবু জেহেলের মুণ্ডু।" তখন আল্লাহর নবী আমাকে বলেন, "আল্লাহর কসম, তিনি ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নাই, তাই না?" আমি বলি, "হ্যাঁ, **এবং তার কল্লা আল্লাহর নবীর সামনে ছুঁড়ে মারি,** তিনি আল্লাহকে ধন্যবাদ জানান।"'*

ওপরে বর্ণিত আবু জেহেলের ঐ উটটি মুহাম্মদ, সম্ভবত, সেই সময়ই হস্তগত (গণিমত) করেছিলেন। আবু জেহেলের এই উটটিকে মুহাম্মদ জবাই করেছেন খবরটি শোনার পর কুরাইশরা হয়েছিলেন রোষান্বিত; আল-তাবারীর বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, কুরাইশদেরকে রাগান্বিত করার উদ্দেশ্যেই মুহাম্মদ আবু জেহেলের এই উটটি জবাই করেছিলেন।

আদি উৎসের ওপরে উল্লেখিত বর্ণনায় যে-বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো - যখন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ কুরাইশ প্রতিনিধি সুহায়েল বিন আমরের সাথে সন্ধিচুক্তি সমাপ্ত করেছিলেন, তখন মুহাম্মদের প্রায় সকল অনুসারীই ছিলেন **অত্যন্ত শোকাহত**। আল-ওয়াকিদি, আল-তাবারী ও ইমাম বুখারীর বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট, তা হলো: সেই অবস্থায় মুহাম্মদের সমস্ত অনুসারীরা তাঁদের নবীর কার্যকলাপে **এতই মনঃক্ষুণ্ণ** ছিলেন যে, সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন করার পর যখন মুহাম্মদ তাঁদের কাছে এসে তাঁদেরকে পশু কুরবানি করা ও তাদের চুল কামিয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখন একজন অনুসারীও তাঁর সেই নির্দেশ মান্য করেননি, তিন তিন বার আদেশ করার পরেও নয়! অতঃপর তাঁরা নবীর আদেশ মান্য করেছিলেন অবশ্য।

প্রশ্ন হলো,

"অনুসারীদের এহেন হতাশাগ্রস্ত পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ, তাঁদের মনোবল চাঙ্গা করা ও সর্বোপরি তাঁর নিজের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার ও নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে অতঃপর মুহাম্মদ **কী কৌশল** অবলম্বন করেছিলেন?"

>> এই ঘটনার পূর্বে মুহাম্মদের নবী জীবনের বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই প্রশ্নের সঠিক জবাব আমরা অতি সহজেই নির্ধারণ করতে পারি। আর তা হলো:

১) ওহী নাজিল করা (পর্ব: ৭০), এবং

২) গণিমতের জোগান নিশ্চিত করা (পর্ব: ৭৫ ও ৯৪)!

উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে মুহাম্মদ তাঁর ঘটনাবহুল নবী-জীবনের বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন ও সংকটময় পরিস্থিতিতে যে-দু'টি কৌশল অবলম্বন করতেন, এখানেও ঠিক তাইই করেছিলেন! বিফল ও অক্ষম মুহাম্মদের মক্কার ওহি নাজিল (পর্ব: ৮ ও ২৬)-এর সাথে সফল ও শক্তিমান মুহাম্মদের মদিনার ওহি নাজিল (পর্ব: ২৭)-এর পার্থক্য কোথায়, তার আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫০৪ ৫০৫
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৪৬- ১৫৪৭
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp

[3] অনুরূপ বর্ণনা (Parallel): **"কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৬১১-৬১২
http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi
ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩০১
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[4] অনুরূপ বর্ণনা- **সহি বুখারী: ভলিউম ৫, বই ৫৯, নম্বর ৫৫৩**

বড় হাদিস, এই পর্বের প্রাসঙ্গিক অংশ:

‘Narrated By Al-Bara : When the Prophet went out for the 'Umra in the month of Dhal-Qa'da, the people of Mecca did not allow him to enter Mecca till he agreed to conclude a peace treaty with them by virtue of which he would stay in Mecca for **three days** only (in the following year). -------"This is the peace treaty which Muhammad, the son of 'Abdullah, has concluded: "**Muhammad should not bring arms into Mecca except sheathed swords,** and should not take with him **any person** of the people of Mecca even if such a person wanted to follow him, and if any of his companions wants to stay in Mecca, he should not forbid him. -------"

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5503--sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-553.html

[5] **সহি মুসলিম: বই নম্বর ১৯, হাদিস নম্বর ৪৪০৪:** এই পর্বের প্রাসঙ্গিক অংশ: ‘----They laid the condition on the Prophet (may peace be upon him) that anyone who joined them from the Muslims, the Meccans would not return him, and **anyone** who joined you (the Muslims) from them, you would send him back to them. ---‘

http://www.hadithcollection.com/sahihmuslim/147-Sahih%20Muslim%20Book%2019.%20Jihad%20and%20Expedition/12697-sahih-muslim-book-019-hadith-number-4404.html

[6] **Ibid "সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক,** পৃষ্ঠা ৫০৫

[7] **Ibid "তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী,** পৃষ্ঠা ১৫৪৯-১৫৫০

[8] আবদুল্লাহ বিন আবু নাজিহ - মৃত্যু ৭৪৮-৭৫০ সাল

[9] ‘আবু জেহেল (আবু আল-হাকাম) আমর বিন হিশাম বিন আল-মুঘিরা ছিলেন কুরাইশ বংশের বানু মাখযুম গোত্রের নেতা, তিনি ছিলেন মুহাম্মদের এক বিশিষ্ট প্রতিপক্ষ। আবু জেহেলের এই উটটি মুহাম্মদ সম্ভবত: বদর যুদ্ধে হস্তগত করেন, এই যুদ্ধে আবু জেহেল নিহত হয়’।– Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ৩৮২

[10] ibid অনুরূপ বর্ণনা (Parallel): **"কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি,** পৃষ্ঠা ৬১৩, ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৩০২

[11] **সহি বুখারী: ভলিউম ৩, বই ৫০, নম্বর ৮৯১**

অনেক বড় হাদিস, এই পর্বের প্রাসঙ্গিক অংশ:

'---- Then Suhail said, "We also stipulate that you should return to us **whoever** comes to you from us, even if he embraced your religion." --- When the writing of the peace treaty was concluded, Allah's Apostle said to his companions, "Get up and' slaughter your sacrifices and get your head shaved." By Allah none of them got up, and the Prophet repeated his order thrice. When none of them got up, he left them and went to **Um Salama** and told her of the people's attitudes towards him. --------

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/83-Sahih%20Bukhari%20Book%2050.%20Conditions/3385--sahih-bukhari-voluume-003-book-050-hadith-number-891.html

১২৩: হুদাইবিয়া সন্ধি- ১৩: সূরা আল ফাতহ!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– সাতানব্বই

"যে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে জানে সে ইসলাম জানে,

যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ৬২৮ সালের মার্চ মাসে (জিলকদ, হিজরি ৬ সাল) মক্কার হারাম শরীফ থেকে ৯-১০ মাইল দূরবর্তী হুদাইবিয়া নামক স্থানে কুরাইশ প্রতিনিধি সুহায়েল বিন আমরের সাথে **কী কী শর্তে** এক লিখিত চুক্তিনামায় সম্মত হয়েছিলেন; এই চুক্তিনামার তিনি **কোন কোন ব্যক্তির স্বাক্ষর** সাক্ষী হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন; চুক্তিনামাটি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর সেখানে উপস্থিত মুহাম্মদ অনুসারীরা প্রবল মর্মবেদনায় তাঁর সাথে **কীরূপ আচরণ** করেছিলেন; তাঁদের সেই আচরণে মনঃক্ষুন্ন মুহাম্মদ **কার পরামর্শে** সেখানে তাঁর পরবর্তী কার্যক্রম সমাধা করেছিলেন; অনুসারীদের এইরূপ অত্যন্ত হতাশাগ্রস্ত পরিস্থিতিতে তাঁদের মনোবল চাঙ্গা করা ও সর্বোপরি তাঁর নবী-গৌরব পুনরুদ্ধার ও নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে প্রায় সর্বাবস্থায় মুহাম্মদ **কোন দু'টি কৌশল** অবলম্বন করেন; ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে। অতঃপর মুহাম্মদ মদিনায় প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তাঁর অনুসারীদের অত্যন্ত হতাশাগ্রস্ত পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ, এই চুক্তি স্বাক্ষরের প্রয়োজনীয়তা ও সর্বোপরি তাঁর নবী-গৌরব ও নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে মদিনায় প্রত্যাবর্তনের আগেই পথিমধ্যে মুহাম্মদ তাঁর **প্রথম কৌশল**-টি প্রয়োগ করেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনার পুনরারম্ভ: [1] [2]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ১২২) পর:

'আল-যুহরীর অব্যাহত বর্ণনা: "অতঃপর আল্লাহর নবী প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন ও যখন তিনি তার অর্ধেক রাস্তায় পৌঁছেন, **সুরা আল-ফাতহ** (সুরা নম্বর ৪৮) অবতীর্ণ হয়।'"

ওহুদ যুদ্ধের চরম ব্যর্থতার পর মুহাম্মদ "তাঁর আল্লাহর" নামে যে-উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে কমপক্ষে ৬০-টি বাণীর অবতারণা করেছিলেন (পর্ব: ৭০), সেই একই উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন করার পর মুহাম্মদ তাঁর আল্লাহর নামে ২৯টি বাণীর অবতারণা করেন।

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর ভাষায় সেই বাণীগুলো হলো:

ভূমিকা প্রদান:

৪৮:১-৪ – "নিশ্চয় আমি আপনার জন্যে এমন একটা ফয়সালা করে দিয়েছি, যা সুস্পষ্ট।' (২) যাতে আল্লাহ আপনার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রূটিসমূহ মার্জনা করে দেন এবং আপনার প্রতি তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করেন ও আপনাকে সরল পথে পরিচালিত করেন। (৩) এবং আপনাকে দান করেন বলিষ্ঠ সাহায্য। (৪) তিনি মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন, যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বেড়ে যায়। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়"।

>> ইমাম বুখারীর বর্ণনায় (৫:৫৯:৪৯০) আমরা জানতে পারি যে, যখন "নিশ্চয় আমি আপনার জন্যে এমন একটা ফয়সালা করে দিয়েছি, যা সুস্পষ্ট (**৪৮:১**)" নাজিল হয়, তখন মুহাম্মদের অনুসারীরা তাঁকে অভিনন্দন জানান ও জিজ্ঞাসা করেন, **"কিন্তু আমরা কী পুরস্কার পাবো?" তাঁদের এই প্রশ্নের জবাবে মুহাম্মদ তাঁদেরকে দেন প্রলোভন (৪৮:৫):**

৪৮:৫ – “ঈমান এজন্যে বেড়ে যায়, যাতে তিনি ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে **জান্নাতে প্রবেশ করান**, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে এবং যাতে তিনি তাদের **পাপ মোচন** করেন। এটাই আল্লাহর কাছে মহাসাফল্য”। [3]

অত:পর, হুমকি ও শাসানী!:

৪৮:৬ – “এবং যাতে তিনি কপট বিশ্বাসী পুরুষ ও কপট বিশ্বাসিনী নারী এবং অংশীবাদী পুরুষ ও অংশীবাদিনী নারীদেরকে **শাস্তি দেন**, যারা আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষন করে। তাদের জন্য মন্দ পরিনাম। আল্লাহ তাদের প্রতি **ক্রুদ্ধ হয়েছেন,** তাদেরকে **অভিশপ্ত করেছেন।** এবং তাহাদের জন্যে জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন। তাদের প্রত্যাবর্তন স্থল অত্যন্ত মন্দ”।

অত:পর নিজেই নিজের certificate প্রদান:

৪৮:৭-৮ - 'নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহরই। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৮) **'আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি** অবস্থা ব্যক্তকারীরূপে, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে।'

ভূমিকা-প্রলোভন-হুমকি-আত্ম প্রশংসা ও certificate প্রদানের পর অভিপ্রায় ঘোষণা!:

৪৮:৯- 'যাতে তোমরা আল্লাহ ও **রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তাঁকে সাহায্য ও সম্মান কর** এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা কর।'

অত:পর তাঁর দাবী, “মুহাম্মদের আনুগত্য = আল্লাহর আনুগত্য!"

৪৮:১০: 'যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করে, তারা তো আল্লাহর কাছে আনুগত্যের শপথ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে। 'অতএব, যে শপথ ভঙ্গ করে; অতি অবশ্যই সে তা নিজের ক্ষতির জন্যেই করে এবং যে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে; আল্লাহ সত্ত্বরই তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন।'

অত:পর, যারা এই যাত্রায় তাঁর সঙ্গে যোগ দেন নাই, তাঁদের বিরুদ্ধে বিষোদগার!:

৪৮:১১-১২- 'মরুবাসীদের মধ্যে **যারা গৃহে বসে রয়েছে**, তারা আপনাকে বলবেঃ আমরা আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। 'অতএব, আমাদের পাপ মার্জনা করান। তারা মুখে এমন কথা বলবে, যা তাদের অন্তরে নেই। বলুনঃ আল্লাহ তোমাদের ক্ষতি অথবা উপকার সাধনের ইচ্ছা করলে কে তাকে বিরত রাখতে পারে? বরং তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয় পরিপূর্ণ জ্ঞাত। (১২) বরং তোমরা ধারণ করেছিলে যে, রসূল ও মুমিনগণ তাদের বাড়ী-ঘরে কিছুতেই ফিরে আসতে পারবে না এবং এই ধারণা তোমাদের জন্যে খুবই সুখকর ছিল। তোমরা মন্দ ধারণার বশবর্তী হয়েছিলে। তোমরা ছিলে ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায়।'

অত:পর, তাঁকে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে হুমকি!:

৪৮:১৩- 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস করে না, আমি সেসব কাফেরের জন্যে **জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত** রেখেছি।'

অত:পর, তাঁর 'স্বেচ্ছাচারী (পর্ব: ২০)' বক্তব্য!:

৪৮:১৪- 'নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের রাজত্ব আল্লাহরই। **তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন।** তিনি ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান।'

আবারও যারা তাঁর সঙ্গে এই যাত্রায় অংশ নেন নাই তাঁদের বিরুদ্ধে বিষোদগার!:

৪৮:১৫- 'তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে, তখন **যারা পশ্চাতে থেকে গিয়েছিল**, তারা বলবেঃ আমাদেরকেও তোমাদের সঙ্গে যেতে দাও। তারা আল্লাহর কালাম পরিবর্তন করতে চায়। বলুনঃ তোমরা কখনও আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না। আল্লাহ পূর্ব থেকেই এরূপ বলে দিয়েছেন। তারা বলবেঃ বরং তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছ। পরন্তু তারা সামান্যই বোঝে।'

অতঃপর, তাঁর সকল অনুসারীদের (ব্যতিক্রম শুধু অন্ধ-খঞ্জ-রুগ্ন) যুদ্ধ অব্যাহত রাখার নির্দেশ "যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয়ে যায়!":

৪৮:১৬-১৭- 'গৃহে অবস্থানকারী মরুবাসীদেরকে বলে দিনঃ আগামীতে তোমরা এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে আহুত হবে। **তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয়ে যায়।** তখন যদি তোমরা নির্দেশ পালন কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দিবেন। 'আর যদি পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর যেমন ইতিপূর্বে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছ, তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি দিবেন। (১৭) "**অন্ধের জন্যে, খঞ্জের জন্যে ও রুগ্নের জন্যে কোন অপরাধ নাই** এবং যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুগত্য করবে তাকে তিনি জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হয়। পক্ষান্তরে যে, ব্যক্তি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে, তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন"।

>> মুহাম্মদ তাঁর এই বাণী **"আগামীতে তোমরা এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে আহুত হবে (৪৮:১৬)"** এর মাধ্যমে কাদেরকে বোঝাতে চেয়েছেন, সে ব্যাপারে আদি মুসলিম ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনা: 'আবদুল্লাহ বিন আবু নাজিহ < আতা বিন আবু রাবাহ < ইবনে আব্বাস-এর উদ্ধৃতি মোতাবেক (তা হলো) **পারস্য-বাসী**। অন্য একজন যাকে আমি সন্দেহ করি না, আল যুহরীর উদ্ধৃতি দিয়ে আমাকে জানিয়েছেন যে, "এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতি" মানে হলো **বানু হানিফা** ও তার সাথের ঘোর মিথ্যাবাদীরা।' [1]

বিভিন্ন উৎসের উদ্ধৃতি দিয়ে **ইবনে কাথির যা বর্ণনা করেছেন তা হলো:** '--অনেকগুলো মতামত আছে: প্রথমত:, শুবাহ < আবু বিশার < সাইদ বিন জুবায়ের অথবা ইকরিমা অথবা উভয়ের উদ্ধৃতি মতে তারা হলেন **হাওয়াজিন-গোষ্ঠী**। কাতাদা, তার এক বর্ণনা মতে, এই একই মত পোষণ করেন। দ্বিতীয় মত হলো এই যে, আদ-দাহহাক মতে

তারা হলেন **থাকিফ-গোষ্ঠী** (tribe of Thaqif)। তৃতীয় মত হলো, তারা হলেন **বানু হানিফা**, যা জুবায়ের ও আয-যুহরির উদ্ধৃতি দিয়ে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক বর্ণনা করেছেন [ওপরে বর্ণিত]। সায়েদ বিন জুবায়ের ও ইকরিমা অনুরূপ মতামত বর্ণনা করেছেন। চতুর্থ মত হলো, তারা হলেন **পারস্য-বাসী**, যা আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়ে আলী বিন আবি তালহা রিপোর্ট করেছেন। এই একই মত পোষণ করেছেন আতা, মুজাহিদ ও ইকরিমা। কাব বিন আল-আহবার বলেছেন যে, তারা হলেন **রোমানরা**। অন্যদিকে ইবনে আবি লায়লা, আতা, আল-হাসান ও কাতাদা- তার অন্য এক বর্ণনা মতে, যা বলেছেন, তা হলো এই যে, তারা হলেন পারস্য-বাসী ও রোমানরা। মুজাহিদ এও বলেছেন যে, তারা হলেন **মুশরিকরা** (idolators); অন্য এক বর্ণনায় মুজাহিদ বলেছেন যে, তারা হলেন, **"পরাক্রমশালী যোদ্ধারা"**, যা কোনো বিশেষ গোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়নি।" ইবনে জুরায়েজ ও ইবনে জারির শেষের এই ব্যাখ্যাটি পছন্দ করেন"।' [4] [5]

অতঃপর, আল-রিযওয়ানের শপথ গ্রহণকারীদের 'লুটের মালের ওয়াদা প্রদান' (পর্ব-১১৭):

৪৮:১৮-২১ - "আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে শপথ করল। আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে **আসন্ন বিজয়** পুরস্কার দিলেন। (১৯) এবং বিপুল পরিমাণে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, যা তারা লাভ করবে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২০) **আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা দিয়েছেন**, যা তোমরা লাভ করবে। তিনি তা তোমাদের জন্যে ত্বরান্বিত করবেন। তিনি তোমাদের থেকে শত্রুদের স্তব্দ করে দিয়েছেন-যাতে এটা মুমিনদের জন্যে এক নিদর্শন হয় এবং তোমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন। (২১) **আর ও একটি বিজয় রয়েছে** যা এখনও তোমাদের অধিকারে আসেনি, আল্লাহ তা বেষ্টন করে আছেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান'।

অত:পর কুরাইশদের বিরুদ্ধে তাঁর বিষোদগার!:

৪৮:২২-২৫- 'যদি **কাফেররা** তোমাদের মোকাবেলা করত, তবে অবশ্যই তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করত। তখন তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পেত না। (২৩)এটাই আল্লাহর রীতি, যা পূর্ব থেকে চালু আছে। তুমি আল্লাহর রীতিতে কোন পরিবর্তন পাবে না। (২৪) তিনি মক্কা শহরে তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারিত করেছেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তা দেখেন। (২৫)তারাই তো কুফরী করেছে এবং বাধা দিয়েছে তোমাদেরকে মসজিদে হারাম থেকে এবং অবস্থানরত কোরবানীর জন্তুদেরকে যথাস্থানে পৌছতে। যদি মক্কায় কিছুসংখ্যক ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী না থাকত, যাদেরকে তোমরা জানতে না। অর্থাৎ **তাদের পিষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত**, অতঃপর তাদের কারণে তোমরা অজ্ঞাতসারে ক্ষতিগ্রস্ত হতে, তবে সব কিছু চুকিয়ে দেয়া হত; কিন্তু এ কারণে চুকানো হয়নি, যাতে আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতে দাখিল করে নেন। যদি তারা সরে যেত, তবে আমি অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা কাফের তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শস্তি দিতাম।' [বিস্তারিত: "তারা ছিলেন সশস্ত্র (পর্ব: ১১২)!"]

অত:পর সুহায়েল বিন আমরের জেদ (পর্ব: ১১৮) এর বিরুদ্ধে তাঁর বিষোদগার!:

৪৮:২৬: "কেননা, কাফেররা তাদের অন্তরে মূর্খতাযুগের জেদ পোষণ করত। অতঃপর আল্লাহ তাঁর রসূল ও মুমিনদের উপর স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদের জন্যে সংযমের দায়িত্ব অপরিহার্য করে দিলেন। বস্তুতঃ তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।'

অত:পর, অনুসারীদের সমালোচোনার জবাবে (পর্ব-১২০-১২১) মুহাম্মদের কৈফিয়ত!:

৪৮:২৭- 'আল্লাহ তাঁর রসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আল্লাহ চাহেন তো তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে মস্তকমুন্ডিত অবস্থায় এবং কেশ

কর্তিত অবস্থায়। তোমরা কাউকে ভয় করবে না। অতঃপর তিনি জানেন যা তোমরা জান না। এছাড়াও তিনি দিয়েছেন তোমাদেরকে একটি **আসন্ন বিজয়।'**

অত:পর, নিজেই নিজেকে আবারও 'certificate' প্রদান!:

৪৮:২৮- **'তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন**, যাতে একে অন্য সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন। সত্য প্রতিষ্ঠাতারূপে আল্লাহ যথেষ্ট।'

পরিশেষে, 'অবিশ্বাসীদের' প্রতি তাঁর অনুসারীদের কঠোর হওয়ার নির্দেশ!:

৪৮:২৯ -**"মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।** আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখবেন। তাদের মুখমন্ডলে রয়েছে সেজদার চিহ্ন । তওরাতে তাদের অবস্থা এরূপ এবং ইঞ্জিলে তাদের অবস্থা যেমন একটি চারা গাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কান্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে-চাষীকে আনন্দে অভিভুত করে-যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন।"

আল-ওয়াকিদির (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ) অতিরিক্ত বর্ণনা:

'আল্লাহর নবী দশ দিন যাবত হুদাইবিয়ায় অবস্থান করেন; কিছু লোক বলেন যে, তা ছিল বিশ রাত্রি অবধি। হুদাইবিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করার সময় তিনি মার আল-যাহরান (Marr al-Zahran) নামক স্থানে যাত্রাবিরতি দেন, অতঃপর আল-উসফান নামক স্থানে।---

মুয়াধ বিন মুহাম্মদ আমাকে যা বলেছেন, তা হলো, আব্বাসের কাছে আশ্রিত (mawla of Abbas) শুবা বলছেন, "আমি ইবনে আব্বাসকে বলতে শুনেছি যে, **'উমর ইবনে খাত্তাব বলেছেন:** 'হুদাইবিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় আমি আল্লাহর নবীর সঙ্গে হাঁটছিলাম। আমি আল্লাহর নবীকে প্রশ্ন করি, কিন্তু তিনি তার কোনো জবাব দেন না।

অতঃপর আমি তাঁকে আবার প্রশ্ন করি, কিন্তু তিনি তার কোনো জবাব দেন না। তারপর আমি তাঁকে তৃতীয়বার প্রশ্ন করি ,কিন্তু তিনি তার কোনো জবাব দেন না। উমর বলেন, আমি নিজেকে বলি, "হে উমর, তোর মা তোকে হারিয়ে ফেলেছে! আল্লাহর নবী তোকে তিনবার সতর্ক করে দিয়েছে।" প্রত্যেক বারই আমাকে তিনি কোনো উত্তর দেননি, আমি লাঠির খোঁচা মেরে আমার উটটি-কে ধাবিত করি, যতক্ষণে না আমি সবার সমানে এগিয়ে যাই। আমি ভীত ছিলাম এই ভেবে যে, আমার সম্বন্ধে কোনো কুরানের আয়াত নাজিল হতে পারে। আমি ভয়াভিভুত ছিলাম এই কারণে যে, আমি হুদাইবিয়ায় আল্লাহর নবীর সাথে বাদানুবাদ করেছিলাম, কারণ আমার কাছে সন্ধিচুক্তিটি ছিল ঘৃণিত। অস্থিরতায়, আমি সবার সমানে এগিয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎই সেখানে ঘোষকের চিৎকার, "হে উমর ইবনে আল-খাত্তাব!" তখন আমার যে কী অনুভূতি হয়েছিল, তা আল্লাহই ভাল জানে।

আমি তটস্থ অবস্থায় রওনা হই, যতক্ষণে না আমি আল্লাহর নবীর কাছে আসি ও তাঁকে সালাম করি, তিনি হাসিমুখে আমার সালামের জবাব দেন। আল্লাহর নবী বলেন, "আমার কাছে এক আয়াত নাজিল হয়েছে, যা আমার কাছে সূর্য ওঠার চেয়েও বেশি প্রিয়।" অতঃপর তিনি পাঠ করেন (কুরান: ৪৮:১), **"নিশ্চয় আমরা আপনাকে এক সুস্পষ্ট বিজয় প্রদান করেছি** (*'Indeed we have granted you a clear conquest'*)।" [2] -অনুবাদ, টাইটেল, আয়াত নম্বর ও [ ]যোগ – লেখক

ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনা:

এই প্রসঙ্গে ইমাম বুখারীর বর্ণনা (৬:৬০:৩৫৭) আল-ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত **অতিরিক্ত বর্ণনারই** অনুরূপ। [6]

>>> মুহাম্মদের স্বরচিত "সূরা আল ফাতহর (সুস্পষ্ট বিজয়)" ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে-বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো - ওহুদ যুদ্ধে চরম পরাজয়ের পর **"নিজ উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে"** যেমন মুহাম্মদ আল্লাহর নামে তাঁর অনুসারীদের বিভিন্ন প্রলোভন ও সান্ত্বনার বাণী শোনান; হুমকি-শাসানী ও ভীতি প্রদর্শন করেন; অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে করেন বিষোদগার, তাঁর শক্তিমত্তার আস্ফালন ও আল্লাহর নামে নিজেই নিজের যথেচ্ছ প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে নিজেই নিজের কর্তৃত্বের অনুমোদন দেন; হুদাইবিয়া সন্ধি চুক্তির পর আবারও তিনি ঠিক সেই কাজটিই করেন। পার্থক্য হলো এই যে সেখানে মুহাম্মদ তাঁর পরাজয়ের সম্পূর্ণ দায়ভার তাঁর অনুসারীদের ওপর আরোপ করেছিলেন, আর এখানে তিনি দাবি করেন যে, তিনি কুরাইশদের সাথে হুদাইবিয়াই এই সন্ধি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে **"সুস্পষ্ট বিজয়"** অর্জন করেছেন!

আল-রিযওয়ানের শপথ গ্রহণকারী অনুসারীদের উদ্দেশে মুহাম্মদ তাঁর এই **৪৮:১৯-২১ ও ৪৮:২৭** এর মাধ্যমে যে **"আসন্ন বিজয় ও লুটের মালের ওয়াদা"** করেছেন, তা তাঁরা কাদের সাথে যুদ্ধ করে প্রাপ্ত হবেন বলে বুঝিয়েছেন, সে ব্যাপারেও তাঁর ৪৮:১৬ বাণীটির মত আদি বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। বিভিন্ন উৎসের উদ্ধৃতি দিয়ে **ইবনে কাথির যা বর্ণনা করেছেন তা হলো:** "--এর অর্থ হলো, **'খাইবার** হামলা, অথবা আগামী **যে কোনো যুদ্ধ** জয় ও গনিমত লাভ অথবা মক্কা বিজয়, অথবা পারস্য বিজয় ও রোমানদের বিরুদ্ধে বিজয়, অথবা **কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেকটি যুদ্ধ জয়** ও গনিমত লাভ।'" [7]

>> এই চমকপ্রদ (Magnificent) বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনো সৃষ্টিকর্তা আছে, এমন কোনো প্রমাণ নেই। তথাপি আজকের পৃথিবীর সিংহভাগ মানুষই কোনো না কোনো সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী। আগেই বলেছি (পর্ব: ১০), স্রষ্টায় বিশ্বাস উচিত নাকি অনুচিত, প্রয়োজনীয় নাকি অপ্রয়োজনীয়, ক্ষতিকারক নাকি লাভজনক, সে বিষয়ের অবতারণা এ লেখার উদ্দেশ্য নয়। এ লেখার উদ্দেশ্য হলো স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বক্তব্য ও কার্যকলাপ বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার দাবির যথার্থতা/অসাড়তা নিরূপণ!

মুহাম্মদ দাবি করেছেন যে, **"তাঁর আনুগত্য করার অর্থই হলো আল্লাহর আনুগত্য করা"** **(৪৮:১০)**; তাঁর এই বাণীতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তায় (যদি থাকে) বিশ্বাসীদের বিভ্রান্ত হওয়ার কোনোই কারণ নেই! কে এই মুহাম্মদের কল্পিত আল্লাহ ও কী তার ক্ষমতা, সে বিষয়ের আলোচনা **'কুরান কার বাণী? (পর্ব: ১৪)"** পর্বে করা হয়েছে।

[কুরানের উদ্ধৃতিগুলো সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট অনুবাদকারীর পাশাপাশি অনুবাদ এখানে।]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫০৫-৫০৭

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] অনুরূপ বর্ণনা (Parallel): **"কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৬১৬-৬২৪

http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi

ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩০৩-৩০৭

http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[3] **সহি বুখারী: ভলুম ৫, বই ৫৯, হাদিস নম্বর ৪৯০**

Narrated By Anas bin Malik: Regarding Allah's Statement: "Verily! We have granted you (O, Muhammad) Manifest victory." (48.1) It refers to the Al-Hudaibiya Pledge. **And the companions of the Prophet said** (to the Prophet), "Congratulations and happiness for you; but what reward shall we get?" So Allah revealed: "That He may admit the believing men and women to gardens beneath which rivers flow." (48.5)

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5566-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-490.html

[4] **ইবনে কাথিরের কুরান তফসির:**

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2012&Itemid=104

[5] **তাফসীর যালালীন ও অন্যান্য:**

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=48&tAyahNo=16&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2

[6] **সহি বুখারী: ভলুম ৬, বই ৬০, হাদিস নম্বর ৩৫৭**

Narrated Aslam: While Allah's Apostle was proceeding at night during one of his journeys and **'Umar bin Al-Khattab** was traveling beside him, 'Umar asked him about something but Allah's Apostle did not reply. He asked again, but he did not reply, and then he asked (for the third time) but he did not reply. On that, 'Umar bin Al-Khattab said to himself, "Thakilat Ummu 'Umar (May 'Umar's mother lose her son)! I asked Allah's Apostle three times but he did not reply." 'Umar then said, "I made my camel run faster and went ahead of the people, and I was afraid that some Qur'anic Verses might be revealed about me. But before getting involved in any other matter. I heard somebody calling me. I said to myself, 'I fear that some Qur'anic Verses have been revealed about me,' and so I went to Allah's Apostle and greeted him.

He (Allah's Apostle) said, 'Tonight a Sura has been revealed to me, and it is dearer to me than that on which the sun rises (i.e. the world)' Then he recited: **"Verily, We have given you a manifest victory."** (48.1)

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/93-sahih-bukhari-book-60-prophetic-commentary-on-the-quran-tafseer-of-the-prophet-pbuh/4986-sahih-bukhari-volume-006-book-060-hadith-number-357.html

[7] **ইবনে কাথিরের কুরান তফসির:**

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2010&Itemid=104

১২৪: হুদাইবিয়া সন্ধি- ১৪: 'আল ফাতহ' বনাম আঠারটি হামলা!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– আটানব্বই
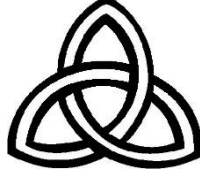
"যে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তি সম্পন্ন করার পর মদিনায় প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যেই স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর অনুসারীদের অত্যন্ত হতাশাগ্রস্ত পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ ও তাঁর নবী-গৌরব ও নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে কুরানের কোন সুরা নাজিল করেছিলেন; তাঁর নাজিলকৃত সেই সব বাণীর মাধ্যমে তিনি কীভাবে নিজেই নিজের যথেচ্ছ প্রশংসা-গুণকীর্তন করেছিলেন, কীভাবে নিজেই নিজেকে প্রশংসাপত্র প্রদান করেছিলেন, কীভাবে নিজেই নিজের কর্তৃত্বের অনুমোদন দিয়েছিলেন ও দাবি করেছিলেন যে, **তাঁর আনুগত্য করার অর্থই হলো 'আল্লাহর' আনুগত্য করা**; কীভাবে তিনি তাঁর বশ্যতা অস্বীকারকারীদের উদ্দেশে বিষোদগার-হুমকি-শাসানী ও ভীতি প্রদর্শন করেছিলেন ও **যতক্ষণে না অবিশ্বাসীরা মুসলমান হয়ে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ** চালিয়ে যাবার নির্দেশ জারি করেছিলেন; কীভাবে তিনি তাঁর বশ্যতা স্বীকার ও হুকুম পালনকারী অনুসারীদের **লুটের মালের ওয়াদা** করেছিলেন, বেহেশতের প্রলোভন দিয়েছিলেন; ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

মুহাম্মদ তাঁর এই সূরা **'আল ফাতহ** (The Victory)'-এর মাধ্যমে দাবি করেছেন যে, যদিও তাঁর সকল অনুসারী তাঁর 'স্বপ্ন-দর্শন' প্রতিশ্রুত (পর্ব: ১২০-১২১) ঘোষণার সম্পূর্ণ বিপরীত পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ায় আশাভঙ্গ হয়েছেন ও তাঁর এই চুক্তি স্বাক্ষর প্রত্যক্ষ

করে অত্যন্ত মর্মবেদনাগ্রস্ত হয়েছেন, কিন্তু এই চুক্তি স্বাক্ষর আসলে তাঁদের জন্য এক **"সুস্পষ্ট বিজয়!"** তিনি তাঁর রচিত এই সুরার প্রথম বাক্যেই এই দাবিটি উত্থাপন করেছেন: *"নিশ্চয় আমি আপনার জন্যে এমন একটা ফয়সালা করে দিয়েছি, **যা সুস্পষ্ট** (৪৮:১)।"*

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনার পুনরারম্ভ: [1] [2] [3]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ১২৩) পর:

'[আল-যুহরীর অব্যাহত বর্ণনা:] "ইসলামের ইতিহাসে **ইতিপূর্বে এর চেয়ে বড় কোনো বিজয় অর্জিত হয়নি।** যখন লোকেরা একত্রে মিলিত হতো, তখন লড়াই ছাড়া আর কিছুই সংঘটিত হতো না; কিন্তু যখন এই সাময়িক যুদ্ধবিরতি চুক্তিটি সম্পন্ন হয় ও **যুদ্ধ হয় রহিত এবং জনগণ নিরাপদে একে অপরের সাথে মিলিত হয়ে** একত্রে পরামর্শ করে, কেউই ইসলামে দীক্ষিত না হয়ে এ বিষয়ে বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা করে না। (**আল-ওয়াকিদি:** 'এমন কি মুশরিকদের মধ্যে সাহসীরাও, যারা বহু-ঈশ্বরবাদ ও যুদ্ধ সমর্থন করতেন, এই শান্তি স্থাপনে যোগ দেয় - আমর বিন আল-আস, খালিদ বিন ওয়ালিদ ও তাদের মত অনেকে। **সত্যিই সেখানে বাইশ মাস যাবত শান্তি বজায় ছিল** যতক্ষণে না তারা চুক্তি ভঙ্গ করে') ঐ দুই বছর সময়ে আগের তুলনায় দ্বিগুণ অথবা **দ্বিগুণেরও বেশি** লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়। (**আল-ওয়াকিদি:** 'বেদুইন অঞ্চলের প্রত্যেকটি দিকেই ইসলামের বিস্তার লাভ ঘটে')।"

ইবনে হিশামের (মৃত্যু ৮৩১ সাল) নোট: [4]

'আল যুহরীর এই বিবৃতির **প্রমাণ** এই যে, আল্লাহর নবী **১৪০০ অনুসারী** সঙ্গে নিয়ে হুদাইবিয়া যাত্রা করেছিলেন, যা ছিল জাবির বিন আবদুল্লাহ হইতে বর্ণিত: 'আর তার দুই বছর পর মক্কা বিজয় বছরটিতে তিনি **১০,০০০ অনুসারী** সঙ্গে নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন।'

- অনুবাদ, টাইটেল ও [ ] যোগ – লেখক

>>> মুহাম্মদ ইবনে শিহাব আল-যুহরী (পর্ব: ৪৪) ছিলেন মুহাম্মদের মৃত্যু (৬৩২ সাল)-পরবর্তী দ্বিতীয় প্রজন্মের বিশিষ্ট মুহাদ্দিস (মৃত্যু ৭৪২ সাল); একটু মনোযোগের সঙ্গে খেয়াল করলেই বোঝা যায় যে, মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-তাবারী ও আল-ওয়াকিদি তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে হুদাইবিয়া সন্ধি উপাখ্যানের এই পর্যায়ের আল-যুহরীর উদ্ধৃতি সাপেক্ষে যা উল্লেখ করেছেন, তা হলো, **"মুহাম্মদের দাবিকৃত 'আল ফাতহ (সুস্পষ্ট বিজয়)' এরই প্রতিধ্বনি!"** কিন্তু এই তিনজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিকদের কেউই এ প্রসঙ্গে তাঁদের নিজস্ব মতামত এখানে লিপিবদ্ধ করেননি। আদি উৎসে আল-যুহরী যা বর্ণনা করেছেন, তাঁর সেই বক্তব্যই তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

অন্যদিকে, ইবনে হিশাম যা লিপিবদ্ধ করেছেন, তা হলো তাঁর নিজস্ব মতামত। তিনি আল-যুহরী (ও মুহাম্মদের) দাবি সমর্থন করেন ও কী কারণে তিনি তা সমর্থন করেন, তার ব্যাখ্যাও তিনি দিয়েছেন, *"আল্লাহর নবী **১৪০০** অনুসারী সঙ্গে নিয়ে হুদাইবিয়া যাত্রা করেছিলেন, আর তার দুই বছর পর মক্কা বিজয় অভিযানে তাঁর অনুসারীর সংখ্যা ছিল প্রায় **দশ হাজার**।"*

বাস্তবিকই হুদাইবিয়া সন্ধি প্রসঙ্গের যে কোনো আলোচনায় ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা মুহাম্মদের এই "সুস্পষ্ট বিজয়" প্রমাণ করতে যে-উদ্ধৃতিগুলো সর্বদাই প্রয়োগ করেন, তার অন্যতম হলো মুহাম্মদের নাজিল-কৃত এই **৪৮:১** বাণীটি ও আল-যুহরী ও ইবনে হিশামের **উদ্ধৃতির ঐ অংশগুলি**। শুধু ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরাই নয়, কিছু অমুসলিম পণ্ডিতও তাঁদের মতই অনুরূপ ধারণা পোষণ করেন ও তার সপক্ষে তাঁরা ইসলাম বিশ্বাসীদের মত একই যুক্তি ও উদ্ধৃতি উত্থাপন করেন!

প্রশ্ন হলো:

সত্যিই কি হুদাইবিয়া সন্ধি মুসলমানদের জন্য এক 'সুস্পষ্ট বিজয়' ছিল, **যার পরিপ্রেক্ষিতে** অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদ তাঁর আগ্রাসী হামলা দুই বছর যাবত স্থগিত রেখেছিলেন? হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর **অবিশ্বাসী জনগণ কি সত্যিই নিরাপদে ছিলেন?** ঐ দুই বছর সময়ে আগের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি লোক যে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন, **তার কারণটি কি** মুহাম্মদের এই চুক্তি স্বাক্ষর? নাকি অবিশ্বাসী জনপদের ওপর **মুহাম্মদের অব্যাহত আগ্রাসী আক্রমণ?** এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর জবাব আমরা জানতে পারি ইসলামে নিবেদিত প্রাণ আদি বিশিষ্ট ঐ একই মুসলিম ঐতিহাসিকদের প্রাণবন্ত বর্ণনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

"TheDevil is in the Detail (পর্ব ১১৩)!"

হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন করার পর থেকে (মার্চ, ৬২৮ সাল) মুহাম্মদের মক্কা বিজয় সময় (মার্চ, ৬৩০ সাল) পর্যন্ত, এই দুই বছর সময়ে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা **বিস্তীর্ণ জনপদের অবিশ্বাসী জনপদের ওপর কমপক্ষে আঠারটি আগ্রাসী হামলা** সম্পন্ন করেন। এই হামলাগুলোর অন্যতম কয়েকটির বিস্তারিত আলোচনা 'হুদাইবিয়া অধ্যায়' পরবর্তী পর্বগুলোতে করা হবে। মুহাম্মদের ঘটনাবহুল নবী-জীবনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার প্রয়োজনে আমি এই পর্বের আলোচনা শুধু সেই হামলাগুলোর পরিচিতি ও তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখছি। **এই হামলাগুলো হলো:**

হিজরি ৭ সাল (মে, ৬২৮ সাল – এপ্রিল, ৬২৯ সাল):

১) খায়বার হামলা - মে, ৬২৮ সাল (মহরম, হিজরি ৭ সাল):

হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন করার মাত্র দেড়-দুই মাস পর মুহাম্মদের নেতৃত্বে এই অমানুষিক নৃশংস আক্রমণটি সংঘটিত হয়, এই আক্রমণের মাধ্যমে মুহাম্মদ তাঁর সঙ্গে হুদাইবিয়া যাত্রায় অংশগ্রহণকারী ও আল-রিযওয়ানের শপথ গ্রহণকারী অনুসারীদের দেয়া 'লুটের মালের ওয়াদা পূরণ করেন (পর্ব-১১৭ ও ১২৩)'। এই হামলায় **শুধু তাঁরাই**

অংশগ্রহণ করার সুযোগ পান, যারা তাঁর সঙ্গে হুদাইবিয়া যাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন। ব্যতিক্রম ছিলেন মুহাম্মদের চাচাতো ভাই জাফর বিন আবু তালিব (আলীর ভাই) ও আবু হুরাইরা; জাফর আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া) থেকে ফিরে এসে খায়বারে মুহাম্মদের সাথে মিলিত হন। মুহাম্মদের আদেশে তাঁর অনুসারীরা এই নিরপরাধ ইহুদি জনপদের ওপর অতর্কিত আক্রমণে বহু লোককে করেন খুন, তাঁদেরকে বন্দী করে করেন দাস ও যৌনদাসীতে রূপান্তরিত ও যথারীতি তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন। এই যৌনদাসীদের একজন ছিলেন **সাফিয়া বিনতে হুয়েই বিন আখতাব**, যার পিতা হুয়েই বিন আখতাব-কে বনি কুরাইজা গণহত্যার দিনটিতে হত্যা করা হয়েছিল (পর্ব: ৯১-৯২)।

সাফিয়া ছিলেন ১৭ বছর বয়সী অসামান্য সুন্দরী এক কিশোরী। তিনি ছিলেন **কিনানা বিন আল-রাবি বিন আল-হুকায়েক নামক এক ব্যক্তির পত্নী।** মুহাম্মদের আদেশে যুবায়ের বিন আল-আওয়াম (al-Zubayr b. al-'Awwam) নামের এক অনুসারী সাফিয়ার স্বামী কেনানা-কে অমানুষিক শারীরিক নির্যাতনে জর্জরিত করে! কারণ তিনি তাঁর কাছে গচ্ছিত তাঁর গোত্রের লোকজনদের সম্পদ রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। **এক উত্তপ্ত লোহার রড তাঁর বুকে চেপে ধরে** তাঁকে প্রায় মৃতবৎ অবস্থায় পৌঁছে দেয়ার পর তাঁকে হস্তান্তর করা হয় মুহাম্মদ বিন মাসলামা নামের আর এক মুহাম্মদ অনুসারীর কাছে। মুহাম্মদের আদেশে মুহাম্মদ বিন মাসলামা তাঁর **কল্লা কেটে ফেলে!** এই সেই মুহাম্মদ বিন মাসলামা, যাকে মুহাম্মদ **প্রতারণার** আশ্রয়ে কাব বিন আল-আশরাফ কে খুন করার অনুমতি দিয়েছিলেন (পর্ব-৪৮)।

মাত্র চৌদ্দ মাস আগে (মার্চ, ৬২৭ সাল) পিতাকে খুন ও এই ঘটনায় স্বামী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের খুন, বন্দী ও তাঁদের সম্পত্তি লুটের পর মুহাম্মদ কিশোরী সাফিয়া-কে বিবাহ করে "বাসর রাত" উদযাপন করেন। তালাক প্রাপ্তা কোনো স্ত্রী কিংবা মৃত স্বামীর কোনো বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করার আগে সেই স্ত্রী-কে **"আল্লাহর বিধান (২:২২৮, ২:২৩৪)"** অনুযায়ী তিন হায়েয (Menstrual cycle) অথবা চার মাস দশ দিন পরিমাণ

সময় দিয়ে তাঁর **ইদ্দত পূর্ণ করার অত্যাবশ্যকীয় বিধানটি পালন না করেই** মুহাম্মদ সাফিয়াকে বিবাহ করে বাসর রাতের সঙ্গী করেছিলেন।

২) 'ফাদাক' হামলার হুমকি!

ফাদাক ছিল মদিনার উত্তরে, খায়বারের (মদিনা থেকে ৯৫ মাইল) সন্নিকটে একটি গ্রাম। মুহাম্মদের আদেশে তাঁর অনুসারীরা এই ইহুদি জনপদবাসীদের ওপর "খায়বারের মত তাঁদেরকেও আক্রমণ করা হবে" বলে হুমকি প্রদান করেন। ফাদাকের ভীত-সন্ত্রস্ত জনপদবাসী বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করেন। যেহেতু তা বিনা যুদ্ধেই হস্তগত হয়েছে ("Fai"), তাই 'ফাদাক-এর সমস্ত সম্পদ' মুহাম্মদ একাই হস্তগত করেন (পর্ব: ২৮ ও ৫২)। হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তির আগে আলী ইবনে আবু তালিব ও ফাদাক আক্রমণ করেছিলেন, যার আলোচনা 'হুদাইবিয়া সন্ধি পূর্ববর্তী সাত মাস (পর্ব: ১০৯)' পর্বে করা হয়েছে। [6]

৩) উমর ইবনে খাত্তাবের নেতৃত্বে তুরাবা (Turaba) হামলা:

- উমরের সঙ্গে ছিল ৩০ জন মুহাম্মদ অনুসারী। তুরাবার লোকেরা হামলার খবর জানতে পেরে পালিয়ে যায়। [7]

৪) আবু বকর বিন কুহাফার নেতৃত্বে নাজাদ আক্রমণ:

- সেটি ছিল শাবান মাস (ডিসেম্বর, ৬২৮ সাল)। এই হামলায় তাঁরা বহু লোককে হত্যা করেন ও তাঁদের এই হামলার সংকেত (code) শব্দটি ছিল, "হত্যা কর! হত্যা কর!" [8]

৫) বশির বিন সা'দের (Bashir b Sad) নেতৃত্বে ফাদাকে বানু মুরাহ (Murah) আক্রমণ:

- ঐ একই শাবান মাসে, সঙ্গে ছিল ৩০ জন মুহাম্মদ অনুসারী। এই হামলায় মুহাম্মদ অনুসারীরা হন খুন (অথবা আহত), বাশির বিন সা'দ আহত অবস্থায় মদিনায় ফিরে আসেন। [9]

৬) গালিব বিন আবদুল্লাহর (Ghalib b Abdullah) নেতৃত্বে বানু আল-মুরাহ আক্রমণ: [10]

৭) গালিব বিন আবদুল্লাহর নেতৃত্বে আল-মেফায় (al-Mayfa) আবদ বিন থালাবা আক্রমণ: - সময়টি ছিল রমজান মাস (যার শুরু হয়েছিল জানুয়ারি ২, ৬২৯ সাল)। [11]

৮) বশির বিন সা'দ এর অধীনে য়ুমুন (Yumn) ও আল-জিনাব আক্রমণ:

- সময়টি ছিল শওয়াল মাস, হিজরি ৭ সাল। [12]

৯) ইবনে আবি আল-আওজা আল-সুলামির (Ibn Abi al-Awja al Sulami) অধীনে বানু সুলায়েম (Sulaym) হামলা:

- ইবনে আবি আল-আওজা আল-সুলামির সঙ্গে ছিল ৫০জন মুহাম্মদ অনুসারী; সময়টি ছিল জিলহয মাস, হিজরি ৭ সাল। হুদাইবিয়া সন্ধির পর প্রথম হজে অংশগ্রহণ শেষে মদিনায় ফিরে এসে মুহাম্মদ এই হামলাকারী দলটি পাঠান। [13]

হিজরি ৮ সাল (মে, ৬২৯ সাল – এপ্রিল, ৬৩০ সাল):

১০) বানু মুলায়িহ (Banu al-Mulawwih) গোত্রের ওপর আল-কাদিদ (al-Kadid) হামলা:

- এই হামলাটির নেতৃত্বে ছিলেন গালিব বিন আবদুল্লাহ আল কালবি (Ghalib b Abdullah al-Kalbi) ও তাঁর সঙ্গে ছিল ১৩-১৯ জন মুহাম্মদ অনুসারী। সময়টি ছিল

সফর মাস, হিজরি ৮ সাল (যার শুরু হয়েছিল মে ৩১,৬২৯ সাল)। এই হামলাটির সিংহনাদ (battle cry) ছিল, **"হত্যা কর! হত্যা কর!"** [14]

১১) আল-আলা বিন আল-হাদরামির (Al-Ala b al-Hadrami) এর অধীনে আল মুনধির বিন সাওয়া আল-আবদি (al-Mundhir b Sawa al Abdi) ও তাঁর গোত্রের লোকদের ওপর হামলা:

- আল মুনধির বিন সাওয়া আল-আবদি মুহাম্মদ-কে 'জিযিয়া কর' প্রদানের প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে পরিত্রাণ পান। [15]

১২) শুজা বিন ওয়াহাব (Shuja b Wahb) এর অধীনে বানু আমির গোত্রের ওপর হামলা:

- শুজা বিন ওয়াহাবের সঙ্গে ছিল ২৪ জন মুহাম্মদ অনুসারী, সময়টি ছিল রবিউল আওয়াল মাস (যার শুরু হয়েছিল জুন ২৯, ৬২৯ সাল)। লুটের মালের অংশ হিসাবে মুহাম্মদের প্রত্যেক অনুসারী পেয়েছিলেন ১৫টি উট। [16]

১৩) কাব বিন উমায়ের আল-গিফারি (Ka’b b Umayr al Ghifari) এর অধীনে ধাত আতলাহ (Dhat Atlah) আক্রমণ:

- কাব বিন উমায়ের আল-গিফারির সঙ্গে ছিল ১৫জন মুহাম্মদ অনুসারী। এই হামলায় মুহাম্মদ অনুসারীরা সুবিধা করতে পারেনি, একজন ছাড়া তাঁর সকল অনুসারী নিহত হন। [17]

১৪) মুতার হামলা (The raid of Muta):

- প্রায় তিন হাজার মুহাম্মদ অনুসারী এই হামলায় অংশ গ্রহণ করেন; সময়টি ছিল জুমাদিউল আওয়াল মাস, হিজরি ৮ সাল। এই হামলায় মুহাম্মদের পালিত পুত্র যায়েদ বিন হারিথা, চাচাতো ভাই জাফর বিন আবু তালিব ও আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা ('Abdullah b.Rawaha) নামের এক বিশিষ্ট মুহাম্মদ অনুসারী নিহত হন। [18]

১৫) ধাত আল-সালাসিল (Dhat al-Salasil) হামলা:

- নেতৃত্বে ছিলেন মুহাম্মদের জামাতা আমর বিন আল-আস। আমর বিন আল-আস কী পরিস্থিতিতে মুসলমান হয়েছিলেন তার আলোচনা পর্ব: ৪০ ও ১০৯-এ করা হয়েছে। [19]

১৬) আল-খাবাত (al-Khabat) হামলা:

- নেতৃত্বে ছিলেন আবু উবায়েদা, তাঁর সঙ্গে ছিল ৩০০জন মুহাম্মদ অনুসারী। সময়টি ছিল রজব মাস, হিজরি ৮ সাল (যার শুরু হয়েছিল অক্টোবর ২৫, ৬২৯ সাল)। [20]

১৭) খাদিরা (Khadira) আক্রমণ:

- নেতৃত্বে ছিলেন আবু কাতাদা, সময়টি ছিল শাবান মাস, হিজরি ৮ সাল (যার শুরু হয়েছিল নভেম্বর ২৪, ৬২৯ সাল)। [21]

১৮) মক্কা আক্রমণ (Raid of al-Fath /conquest of Mecca):

- কুরাইশদের সাথে 'হুদাইবিয়ায়' দশ বছরের শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করার পর দুই বছরের মধ্যে বিনা নোটিশে মুহাম্মদের মক্কা আক্রমণ করেন। **অজুহাত?** বরাবরের মতই (পর্ব: ১২১)! এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা 'মক্কা বিজয়' অধ্যায়ে করা হবে। [22]

এই আঠারটি হামলা ছাড়াও মক্কা থেকে পালিয়ে আসা **আবু বসির** (Abu Basir) নামের মুহাম্মদের আর এক অনুসারীর নেতৃত্বে কুরাইশ বাণিজ্য বহরের ওপর হামলা, তাঁদেরকে খুন ও তাঁদের যাবতীয় মালামাল লুণ্ঠন ছিল পুরাদমে অব্যাহত।

>>> আদি উৎসের ওপরে উল্লেখিত ঘটনা প্রবাহের বর্ণনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে আমরা যে-সত্য জানতে পাই, তা হলো:

১) হুদাইবিয়া সন্ধি স্বাক্ষরের কারণেই মুহাম্মদ "সুস্পষ্ট বিজয়" অর্জন করেছিলেন, এই দাবির **কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।** যদি তাইই হতো, তবে 'সুস্পষ্ট বিজয়'-এর পর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের এই বিশাল সংখ্যক আগ্রাসী হামলায় জড়িত হতে হতো না।

২) হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর অবিশ্বাসী জনগণ মুহাম্মদের আগ্রাসী আক্রমণের করাল গ্রাস থেকে নিরাপদে ছিলেন, এমন দাবি **একেবারেই মিথ্যা।**

৩) যে-কারণে হুদাইবিয়া সন্ধি সময় থেকে মক্কা বিজয় সময় পর্যন্ত দুই বছর সময়ে আগের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন, **তা হলো অবিশ্বাসী জনপদের উপর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের অমানুষিক আগ্রাসী কর্মকাণ্ড!** তাঁদের নৃশংসতার হাত থেকে অবিশ্বাসী জনপদবাসী যে-মূল্যে নিরাপত্তা পেতেন, তা হলো, "মুহাম্মদের বশ্যতা স্বীকার করে তাঁকে নবী হিসাবে মেনে নেয়া, অথবা অবনত মস্তকে করজোড়ে 'জিজিয়া কর' প্রদান করা।"

৪) মুহাম্মদের সাফল্যের চাবিকাঠি হলো অবিশ্বাসী জনপদের ওপর তাঁর **অমানুষিক নৃশংসতা ও সন্ত্রাস,** যা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন বলে ইমাম বুখারী তাঁর হাদিস গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন (পর্ব: ৫২)।

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে।]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **“সিরাত রসুল আল্লাহ”- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫০৭ http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **“তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক”- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৫১
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp

[3] অনুরূপ বর্ণনা (Parallel): **“কিতাব আল-মাগাজি”- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৬২৪
http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi
ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩০৭
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[4] Ibid **“সিরাত রসুল আল্লাহ”**- ইবনে হিশামের নোট নম্বর ৭৫৪, পৃষ্ঠা ৭৬৯

[5] **খায়বার হামলা (যুদ্ধ):** Ibid সিরাত রসুল আল্লাহ”- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক - পৃষ্ঠা ৫১০-৫৩৩; Ibid: আল-তাবারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৭৬-১৫৯১; Ibid “কিতাব আল-মাগাজি”- লেখক: আল-ওয়াকিদি- ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৬৩৩-৭২২, ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৩১১-৩৫৫

[6] Ibid সিরাত রসুল আল্লাহ”- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক - পৃষ্ঠা ৫২৩; Ibid: আল-তাবারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৮৩; Ibid “কিতাব আল-মাগাজি”- লেখক: আল-ওয়াকিদি- ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৭০৬, ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৩৪৭

[7] Ibid Ibid: আল-তাবারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৯২; Ibid “কিতাব আল-মাগাজি”- লেখক: আল-ওয়াকিদি- ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৭২২, ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৩৫৫

[8] Ibid আল-তাবারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৯২; Ibid “কিতাব আল-মাগাজি”- লেখক: আল-ওয়াকিদি- ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৭২২, ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৩৫৫

[9] Ibid আল-তাবারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৯২-১৫৯৩; Ibid “কিতাব আল-মাগাজি”- লেখক: আল-ওয়াকিদি- ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৭২৩-৭২৬, ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৩৫৫-৩৫৭

[10] Ibid আল-তাবারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৯৩

[11] Ibid আল-তাবারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৯৩; Ibid “কিতাব আল-মাগাজি”- লেখক: আল-ওয়াকিদি- ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৭২৬-৭২৭, ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৩৫৭-৩৫৮

[12] Ibid আল-তাবারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৯৩; Ibid "কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি- ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৭২৭-৭৩১, ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৩৫৮-৩৬০

[13] Ibid আল-তাবারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৯৭; Ibid "কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি- ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৭৪১, ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৩৬৫

[14] Ibid আল-তাবারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৯৮-১৬০১; Ibid "কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি- ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৭৫০-৭৫২, ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৩৬৯-৩৭০

[15] Ibid আল-তাবারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৬০১;

[16] Ibid আল-তাবারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৬০১; Ibid "কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি- ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৭৫৩-৭৫৪, ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৩৭১

[17] Ibid: আল-তাবারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৬০১; Ibid "কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি- ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৭৫২-৭৫৩, ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৩৭০

[18] **মুতার হামলা (যুদ্ধ):** Ibid সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক - পৃষ্ঠা ৫৩১-৫৪০; Ibid: আল-তাবারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৬১১-১৬১৯; Ibid "কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি- ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৭৫৫-৭৬৯, ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৩৭২-৩৭৮

[19] Ibid: আল-তাবারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৬০৫; Ibid "কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি- ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৭৭৪, ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৩৭৮-৩৭৯

[20] Ibid সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক - পৃষ্ঠা ৬৭৩; Ibid: আল-তাবারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৬০৬; Ibid "কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি- ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৭৭৭ ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৩৮১-৩৮২

[21] Ibid সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক - পৃষ্ঠা ৬৭১-৬৭২; Ibid: আল-তাবারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৬০৮; Ibid "কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি- ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৭৭৭-৭৮০ ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৩৮২-৩৮৪

[22] **'মক্কা বিজয়':** Ibid সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক - পৃষ্ঠা ৫৪০-৫৬১; Ibid: আল-তাবারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৬১৯-১৬৪৮; Ibid "কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি- ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৭৮০-৮৭৫, ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৩৮৪-৪২৮

১২৫: হুদাইবিয়া সন্ধি- ১৫: চুক্তিভঙ্গ- এক!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– নিরানব্বই

"যে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

'হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তি' সম্পন্ন করার পর স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর সঙ্গে উপস্থিত অনুসারীদের হতাশা ও মর্মবেদনা লাঘব করতে ও সমালোচনার জবাবে 'আল ফাতহ' নামের এক পূর্ণ সুরা রচনা করে তিনি এই চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে **'সুস্পষ্ট বিজয়'** অর্জন করেছেন বলে যে-দাবিটি করেছেন (৪৮:১), **তা কী কারণে সত্য নয়;** এই সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরের আগে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীরা প্রায়শই যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতেন, কিন্তু এই চুক্তি-স্বাক্ষরের পর সেই পরিস্থিতির অবসান হয় ও অবিশ্বাসী জনগণ নিরাপদে বসবাস করেন বলে যে-দাবিটি মুহাম্মদের মৃত্যু-পরবর্তী সময়ের ইসলাম-বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা তাঁদের লেখনী-বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত প্রচার করে আসছেন, তা কী কারণে মিথ্যাচার; **এই চুক্তি-স্বাক্ষরের কারণেই** পরবর্তী দুই বছর আগের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন বলে যে দাবিটি ইসলাম-বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা গত ১৪০০ বছর ধরে নিরলস প্রচার করে আসছেন, তা কী কারণে সত্য নয় ও মুহাম্মদের এই সফলতার **প্রকৃত কারণটি কী** ছিল; এই চুক্তি স্বাক্ষরের মাত্র দেড়-দুই মাস পরে অমানুষিক নৃশংসতায় কাদের ওপর আগ্রাসী আক্রমণের মাধ্যমে মুহাম্মদ তাঁর হুদাইবিয়া যাত্রায় অংশগ্রহণকারী অনুসারীদের দেয়া **'লুটের মালের ওয়াদা"** পূরণ করেছিলেন; ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে। উল্লেখ্য, হুদাইবিয়া সন্ধি-পরবর্তী দুই

বছরে এই যে আঠারটি হামলা, অর্থাৎ গড়ে প্রতি ৪০ দিনে একটি, এর প্রত্যেকটিই ছিল বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অবিশ্বাসী জনপদের ওপর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের আগ্রাসী হামলা। কেউ তাঁদেরকে আক্রমণ করেননি! বরাবরের মতই আক্রমণকারী দলটি সর্বদাই মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা, আর আক্রান্ত জনপদ-বাসী করেছেন তাঁদের জান ও মাল রক্ষার চেষ্টা!

হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তি ছিল মুসলমানদের জন্য এক "সুস্পষ্ট বিজয়", মুহাম্মদের এই দাবিটি প্রমাণ করার জন্য ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা (অধিকাংশই না জেনে) **আর যে-যুক্তিটির** অবতারণা করেন, তা হলো মোটামুটি এ রকম:

'হুদাইবিয়ায় মুহাম্মদ যে-চুক্তিটি স্বাক্ষর করেছিলেন, তা ছিল কুরাইশদের সঙ্গে, অন্যান্য অবিশ্বাসী জনপদবাসীদের সঙ্গে নয়। আল-যুহরীর উদ্ধৃতি সাপেক্ষে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-তাবারী, আল-ওয়াকিদি, ইবনে হিশাম প্রমুখ আদি মুসলিম ঐতিহাসিকরা এই সন্ধির পর "যুদ্ধ হয় রহিত, ---জনগণ নিরাপদে একে অপরের সাথে মিলিত হয়, --সত্যিই সেখানে বাইশ মাস যাবত শান্তি বজায় ছিল যতক্ষণে না তারা চুক্তি ভঙ্গ করে (পর্ব:১২৪)" ইত্যাদি যা উল্লেখ করেছেন, তা ছিল মুসলমান ও কুরাইশদের উদ্দেশে; অন্যান্য অবিশ্বাসীদের উদ্দেশে নয়। এই চুক্তির মাধ্যমে কুরাইশরা যেন অন্যান্য অবিশ্বাসীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে মুসলমানদের আক্রমণ করতে না পারে, খন্দক যুদ্ধকালে যেমনটি তাঁরা করেছিলেন (পর্ব: ৭৭-৮৬), হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সেই ব্যবস্থাই করেছিলেন। এই সন্ধির কারণে হুযুরে পাক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর অন্যান্য শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পেরেছিলেন, তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করার সুযোগ পেয়েছিলেন, যা পরবর্তীতে কুরাইশদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবার এক অন্যতম যুদ্ধকৌশল! হুদাইবিয়া সন্ধির গুরুত্ব এখানেই! ***তাই আল্লাহ পাক বলেছেন, "নিশ্চয় আমি আপনার জন্যে এমন একটা ফয়সালা করে দিয়েছি, যা সুস্পষ্ট*** *(৪৮:১)।" হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হুদাইবিয়া*

সন্ধি-চুক্তির প্রত্যেকেটি শর্তের প্রতি পূর্ণ বিশ্বস্ত ছিলেন, তাই কুরাইশরা মুসলমানদের ওপর আক্রমণের চেষ্টা থেকে ছিলেন বিরত।'

আপাতদৃষ্টিতে এমন একটি যুক্তিকে যৌক্তিক বলেই মনে হয়! মুহাম্মদ চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন কুরাইশদের সাথে, অতঃপর তিনি সেই চুক্তির শর্তগুলোর প্রতি ছিলেন পূর্ণ বিশ্বস্ত; এমত অবস্থায় মুহাম্মদ কুরাইশ ছাড়া অন্যান্য অবিশ্বাসী ইসলামের শত্রুদের শায়েস্তা করার জন্য যত কঠোরই হোন না কেন, তাঁদের ওপর যত আগ্রাসী হামলাই চালান না কেন, হুদাইবিয়া চুক্তির শর্ত অনুযায়ী কুরাইশদের কোনো নৈতিক অধিকারই ছিল না যে, তাঁরা একক বা সম্মিলিতভাবে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে কোনোরূপ আক্রমণাত্মক ব্যবস্থা নেন! ব্যস! প্রমাণ হয়ে গেলো 'বিজয়' অর্জনে হুদাইবিয়া সন্ধির গুরুত্ব 'সুস্পষ্ট!'

ইসলামের ইতিহাস সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে এমন একটি চিত্তাকর্ষক (Impressive) যুক্তির মারপ্যাঁচে যে কোনো ব্যক্তিই বিভ্রান্ত হতে বাধ্য! **এই যুক্তির ফাঁকটি কোথায়** ও কী কারণে তা একটি **'সহি ইসলামী মিথ্যাচার',** তা আমরা নিশ্চিতরূপেই জানতে পারি মুহাম্মদের স্বরচিত কুরান ও আদি-উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই রচিত সিরাত (মুহাম্মদের জীবনী-গ্রন্থ) ও হাদিসের আলোকে হুদাইবিয়া সন্ধি পরবর্তী মুহাম্মদের কর্মকাণ্ড পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মাধ্যমে। "The Devil is in the Detail (পর্ব ১১৩)!"

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনার পুনরারম্ভ (আল-তাবারী, আল-ওয়াকিদি ও ইবনে কাথিরের বর্ণনা, ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ): [1] [2] [3] [4]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ১২৪) পর:

'এই সময় **উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা বিন আবু মুয়াত** দেশান্তরিত হয়ে আল্লাহর নবীর কাছে আসেন। উমারা ও আল-ওয়ালিদ নামের উকবার দুই পুত্র আল্লাহর নবীর

কাছে আসেন ও হুদাইবিয়াই তাঁর ও কুরাইশদের মধ্যে অনুষ্ঠিত সন্ধিচুক্তি মোতাবেক তাঁকে ফেরত দেওয়ার জন্য তাঁরা আল্লাহর নবীকে অনুরোধ করেন; **কিন্তু তিনি তা করেন না। আল্লাহ তা নিষেধ করেছেন।**

উরওয়া বিন আল-যুবায়েরের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে **আল-যুহরী যা বলেছেন** তা হলো: "তিনি যখন ইবনে আবু হুনয়েদ নামের আল-ওয়ালিদ বিন আবু মালিকের এক বন্ধুর চিঠির জবাব লিখছিলেন, তখন আমি তাঁর কাছে আসি; সে তাঁর কাছে যা জানতে চেয়েছিল, তা হলো আল্লাহর এই বাণী:

*[৬০:১০] –'মুমিনগণ, যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারীরা হিজরত করে আগমন করে, তখন তাদেরকে পরীক্ষা কর। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জান যে, তারা ঈমানদার, **তবে আর তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিও না।** এরা কাফেরদের জন্যে হালাল নয় এবং কাফেররা এদের জন্যে হালাল নয়। **কাফেররা যা ব্যয় করেছে, তা তাদের দিয়ে দাও।** তোমরা, এই নারীদেরকে প্রাপ্য মোহরানা দিয়ে বিবাহ করলে তোমাদের অপরাধ হবে না। তোমরা কাফের নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। **তোমরা যা ব্যয় করেছ, তা চেয়ে নাও এবং তারাও চেয়ে নিবে যা তারা ব্যয় করেছে।** এটা আল্লাহর বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।'*

উরওয়া বিন আল-যুবায়ের তার কাছে যা লিখেছিলেন তা হলো, "হুদাইবিয়ার দিনে আল্লাহর নবী কুরাইশদের সঙ্গে যে-চুক্তি করেছিলেন, তার এক **শর্ত ছিল** এই যে, যদি কোনো ব্যক্তি তার অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতিরেকে মুহাম্মদের কাছে আসে, তবে তিনি তাকে তাঁদের কাছে ফেরত দেবেন। কিন্তু যখন মহিলারা দেশান্তরিত হয়ে আল্লাহর নবীর কাছে এসেছিল ও ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, **আল্লাহ তাদেরকে মুশরিকদের কাছে ফেরত পাঠানোর অনুমতি অস্বীকার করে** যদি তারা ইসলামের পরীক্ষায় পরীক্ষিত হয় ও যদি তারা জানে যে, তারা এসেছে শুধুমাত্র ইসলামের অভিপ্রায়ে; তার আদেশ এই যে, **তাদের মহিলাদেরকে যদি তাদের কাছে ফেরত দেয়া না হয়, তবে যেন**

তাদেরকে তাদের মোহরানার (dowries) অর্থ ফেরত দেয়া হয়, যদি মুসলমানদের কোনো মহিলাকে তারা আটক রাখে, তবে তার মোহরানার অর্থ তারা মুসলমানদের কাছে ফেরত দেয়। ‘এটা আল্লাহর বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।"

তাই আল্লাহর নবী ঐ মহিলাটিকে ফেরত না দিয়ে ঐ লোকদের ফেরত পাঠান, আর তাদের কোনো মহিলাকে ফেরত না দিলে তার মোহরনার অর্থ তাদেরকে ফেরত দেয়ার ব্যাপারে **আল্লাহ তাঁকে যে-নির্দেশ দিয়েছে, তা তাদেরকে জানান** এবং বলেন যে, তারা তাদের প্রাপ্য অর্থ ফেরত দেবে, **যদি তাদের পক্ষের লোকেরাও তাই করে।** যদি এটি আল্লাহর হুকুম না হতো, তবে আল্লাহর নবী এই মহিলাটিকে ফেরত পাঠাতেন, যেমন তিনি পুরুষদের ফেরত পাঠিয়েছিলেন। আর এটি যদি হুদাইবিয়ার দিনে তাদের মধ্যে সন্ধিচুক্তি শর্তের অন্তর্ভুক্ত না হতো, তবে তিনি মহিলাটিকে ফেরত পাঠাতেন না, এবং তার মোহরানা অর্থও ফেরত দিতেন না; কারণ এই চুক্তির আগে কোনো মুসলমান মহিলা তাঁর কাছে এলে তিনি এমনটিই করতেন।’

আমি **আল-যুহরীকে** এই আয়াত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি:

*[৬০:১১] - 'তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাতছাড়া হয়ে কাফেরদের কাছে থেকে যায়, **অতঃপর তোমরা সুযোগ পাও**, তখন যাদের স্ত্রী হাতছাড়া হয়ে গেছে, তাদেরকে তাদের ব্যয়কৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাস রাখ।'*

তিনি বলেন, **'যদি তোমাদের পরিবারের কেউ অবিশ্বাসীদের কাছে যায় ও তাদের কোনো মহিলা তোমাদের কাছে না আসে,** তোমরা তার জন্য তাদের কাছ থেকে সেই পরিমাণ অর্থ নিতে পারবে, যা তারা তোমাদের কাছ থেকে নিতে পারতো, অতঃপর তাদের কাছ থেকে যে কোনো **লুণ্ঠিত সম্পদ (booty)** আহরণের মাধ্যমে তার ক্ষতিপূরণ করো। (আল-ওয়াকিদি: 'যদি তোমাদের পরিবারের কেউ পলায়ন করে অবিশ্বাসীদের

কাছে যায়; **ও তাদের কোনো মহিলা তোমাদের কাছে আসে,** তবে তোমাদের পাওনা মোহরানার অর্থ এই মহিলার পাওনা মোহরানার অর্থে পরিশোধ হবে। বিশ্বাসীরা আল্লাহর নির্দেশ পালন করে। মুশরিকদের কাছ থেকে মুসলমানদের কাছে আসা কোনো মহিলার মোহরানার অর্থ মুসলমানদের পরিশোধ করতে হবে, **এমন দাবি মুসলমানদের কাছে জানাতে মুশরিকরা অস্বীকার করে।'**)

যখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, "মুমিনগণ, যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারীরা হিজরত করে আগমন করে", এখান থেকে এই বাক্য পর্যন্ত, "তোমরা কাফের নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না [৬০:১০]," উমর তাঁর স্ত্রী কুরাইবা বিনতে আবু উমাইয়া বিন আল-মুঘিরাকে তালাক দেন। তারপর মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান তাঁকে বিবাহ করেন, তাঁরা দু'জনেই মুশরিক হিসাবে ছিলেন মক্কায়। উমর তাঁর উম্মে কুলসুম বিনতে জারওয়াল আল-খুযায়ি নামের আর এক স্ত্রীকেও তালাক দেন, যিনি ছিলেন উবায়েদুল্লাহ বিন উমরের মাতা; উমরের গোত্রের আবু জাহাম বিন হুদায়েফা বিন ঘানিম নামের এক লোক তাঁকে বিবাহ করেন, তাঁরা উভয়েই ছিলেন মুশরিক।' - অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনা: [5] [6]

এই প্রসঙ্গে ইমাম বুখারীর বর্ণনা (৫:৫৯:৪৯৬ ও ৩:৫০:৮৯১) ইবনে ইশাক, আল-তাবারী, আল-ওয়াকিদি ও ইবনে কাথিরের বর্ণনারই অনুরূপ, কিন্তু সেখানে ঘটনাপ্রবাহের ধারাবাহিকতা ও তার পূর্ণ বিবরণ অনুপস্থিত। মুহাম্মদের রচিত কুরান ও তাঁর অনুসারীদের রচিত 'হাদিস' গ্রন্থে মুহাম্মদের জীবনের ঘটনাপ্রবাহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়নি ও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ একক কোনো নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ নেই। অন্যদিকে আদি উৎসের 'সিরাত' লেখকগণ মুহাম্মদের জীবনের ঘটনার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ একই অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করেছেন। সে-কারণেই 'সিরাত'-এর সাহায্য

ব্যতিরেকে, শুধুমাত্র কুরান ও হাদিস গ্রন্থ পড়ে মুহাম্মদের চরিত্র ও তাঁর মনস্তত্ত্বের স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ, প্রায় অসম্ভব!

>>> উরওয়া বিন আল-যুবায়ের বিন আল-আওয়াম (মৃত্যু ৭১৩ সাল) ছিলেন মুহাম্মদের মৃত্যু-পরবর্তী প্রথম প্রজন্মের একজন প্রথম সারির ইসলামী স্কলার। তাঁর পিতা আল-যুবায়ের বিন আল-আওয়াম (যিনি খায়বার হামলায় **কিনানা বিন আল-রাবি-কে** অমানুষিক নির্যাতন করেছিলেন) ছিলেন মুহাম্মদের ফুপাতো ভাই, মুহাম্মদের ফুপু সাফিয়া বিনতে আবদ আল-মুত্তালিবের পুত্র (পর্ব: ১২); তাঁর মাতা ছিলেন আবু বকর কন্যা আসমা বিনতে আবু বকর। তিনি তাঁর খালা আয়েশা বিনতে আবু বকরের সঙ্গে ছিলেন খুবই ঘনিষ্ঠ।

আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনার বিস্তারিত আলোচনা শুরুর আগে হুদাইবিয়া সন্ধি প্রাক্কালে সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো স্মরণ করা যাক:

ক) হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তি আলোচনার **শুরুতেই** কুরাইশ প্রতিনিধি সুহায়েল বিন আমর অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় মুহাম্মদকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁরা মুহাম্মদকে নবী হিসাবে স্বীকার করেন না ও "তাঁর আল্লাহ"-কে বিশ্বাস করেন না, যার বিস্তারিত আলোচনা 'চুক্তি প্রস্তুতি (পর্ব: ১১৮)' পর্বে করা হয়েছে।
খ) মুহাম্মদ কুরাইশদের সঙ্গে যে-লিখিত সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তার শর্তগুলোর বিস্তারিত আলোচনা 'চুক্তি স্বাক্ষর (পর্ব-১২২)' পর্বে করা হয়েছে। এই পর্বের আলোচনায় সেই চুক্তির প্রাসঙ্গিক **শর্তগুলো হলো:**
'তারা আগামী **দশ বছর যুদ্ধ বন্ধ রাখবে** যাতে জনগণ সহিংসতা পরিহার করে নিরাপদে থাকতে পারে এই শর্তে যে:

১) "**যদি কোনো ব্যক্তি** তার অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতিরেকে মুহাম্মদের কাছে আসে তবে তিনি তাকে তাঁদের কাছে **ফেরত দেবেন**।"

> একদম সোজা-সহজ বক্তব্য! এখানে কোনো **'যদি, তবে, কিন্তুর'** অবকাশ নেই! লিঙ্গভেদে পুরুষ ও নারীদের মধ্যে কোনোরূপ তারতম্য করা হবে, তার কোন সামান্য আভাসও নেই! এ বিষয়ে কোনোরূপ আলোচনাও হয়নি।

২) “মুহাম্মদের পক্ষের কোনো ব্যক্তি যদি কুরাইশদের কাছে আসে, তবে কুরাইশরা তাকে তাঁর কাছে **ফেরত দেবেন না”।**

> সোজা-সহজ বক্তব্য! এই শর্তেরও কোথাও **'যদি, তবে, কিন্তুর'** অবকাশ নেই, এ বিষয়ে কোনোরূপ আলোচনাও হয়নি।

৩) "তারা একে অপরের প্রতি **শত্রুতা প্রদর্শন** করবেন না।"

৪) "তারা একে অপরের প্রতি কোনোরূপ **গোপন অভিসন্ধি বা প্রতারণার** আশ্রয় নেবেন না।’”

>>> মুহাম্মদের স্বরচিত জবানবন্দি কুরান, তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী প্রথম প্রজন্মের প্রথম শ্রেণীর ইসলামী স্কলার উরওয়া বিন আল-যুবায়ের ও দ্বিতীয় প্রজন্মের বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আল-যুহরীর উদ্ধৃতি সাপেক্ষে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-তাবারী, আল-ওয়াকিদি, ইবনে কাথির ও ইমাম বুখারীর ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা যা জানতে পারি, তা হলো:

মুহাম্মদ কুরাইশদের সাথে হুদাইবিয়ায় সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করার পর উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা বিন আবু মুয়াত নামের এক মহিলা তাঁর অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতিরেকে মক্কা থেকে পালিয়ে মদিনায় মুহাম্মদের কাছে আসেন। খবরটি জানার পর উমারা বিন উকবা ও আল-ওয়ালিদ বিন উকবা নামের এই মহিলাটির দুই ভাই মদিনায় মুহাম্মদের কাছে এসে হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তির শর্ত অনুযায়ী তাঁদের এই বোনকে ফেরত দেয়ার অনুরোধ করেন।

কিন্তু চুক্তির শর্ত অনুযায়ী উম্মে কুলসুমকে মুহাম্মদ তাঁর **ভাইদের কাছে ফেরত দেননি।**

তাঁকে ফেরত না দিয়ে মুহাম্মদ কী করেছিলেন?

তিনি "তাঁর আল্লাহর নামে" শ্লোক রচনা করেছিলেন, সূরা আল মুমতাহিনার (চ্যাপ্টার ৬০) ১০ ও ১১ নম্বর শ্লোক!

উরওয়া বিন আল-যুবায়ের ও আল-যুহরীর ব্যাখ্যার আলোকে মুহাম্মদের এই শ্লোক দু'টির সরল অর্থ হলো: কোনো ইমানদার নারী যদি মক্কা থেকে পালিয়ে মুহাম্মদের কাছে আসে ও তাকে পরীক্ষা করে যদি জানা যায় যে, সেই মহিলাটি সত্যিই ইমানদার, তবে মুহাম্মদ সেই মহিলাটিকে আর কুরাইশদের কাছে ফেরত পাঠাবেন না! যা ওপরে উল্লেখিত এক নম্বর শর্তের নগ্ন বরখেলাপ! **কারণ** শর্তটি ছিল, কুরাইশদের পক্ষের কোনো ব্যক্তি যদি মুহাম্মদের কাছে আসে, তবে মুহাম্মদ তাকে কুরাইশদের কাছে **ফেরত দেবেন**! এই শর্তের মধ্যে কোনো **'যদি, তবে, কিন্তুর'** অবকাশ নেই!

তার পরিবর্তে মুহাম্মদ কী করবেন?

তার পরিবর্তে মুহাম্মদ মহিলাটির কুরাইশ স্বামী বা পরিবারের কাছে **অর্থ পাঠাবেন**!

কী পরিমাণ অর্থ?

ঐ পরিমাণ অর্থ, যা মহিলাটির কুরাইশ স্বামী বা পরিবার তাঁর জন্য ব্যয় করেছেন, **কিন্তু** ----। এখানে একটি **"কিন্তু শর্ত"** মুহাম্মদ জুড়ে দিয়েছেন!

কী সেই "কিন্তু?"

শর্ত হলো কুরাইশদেরও একই নিয়ম পালন করতে হবে! অর্থাৎ যদি মুসলমানদের কোনো মহিলা মক্কায় কুরাইশদের কাছে পালিয়ে যায়, তবে সেই মহিলাটির পেছনে তার মুসলমান স্বামী বা পরিবার যে অর্থ ব্যয় করেছেন, কুরাইশদেরকেও তা ফেরত দিতে হবে! যা ওপরে উল্লেখিত দুই নম্বর শর্তের নগ্ন বরখেলাপ! **কারণ** শর্তটি ছিল, মুহাম্মদের পক্ষের কোনো ব্যক্তি যদি কুরাইশদের কাছে আসে, তবে কুরাইশরা তাকে মুহাম্মদের কাছে **ফেরত দেবেন না!** এই শর্তের মধ্যে কোনো 'যদি, তবে, কিন্তুর' অবকাশ ছিল না!

শুধু তাইই নয়!

উরওয়া বিন আল-যুবায়ের মুহাম্মদের এই "৬০:১০" বক্তব্যের যে-ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা হলো, যদি কুরাইশরা মুসলমানদেরকে সেই অর্থ ফেরত দিতে অস্বীকার করে, তবে **যখনই সুযোগ হয়, তখনই কুরাইশদের মালামাল লুণ্ঠন করে তা উশুল করা যাবে!**

>>> আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যা স্পষ্ট তা হলো, এই ঘটনায় মুহাম্মদ হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তির কমপক্ষে **চারটি** শর্ত ভঙ্গ করেছিলেন! সেগুলো হলো:

১) **শর্ত ছিল, "যদি কোন ব্যক্তি তার অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতিরেকে মুহাম্মদের কাছে আসে তবে তিনি তাকে তাঁদের কাছে ফেরত দেবেন"**

>> উম্মে কুলসুমকে মক্কায় ফেরত না পাঠিয়ে মুহাম্মদ এই শর্ত ভঙ্গ করেছিলেন। কারণ ঐ শর্তের কোথাও নারী বা পুরুষের কোনো উল্লেখ ছিল না।

২) **শর্ত ছিল, "মুহাম্মদের পক্ষের কোন ব্যক্তি যদি কুরাইশদের কাছে আসে তবে কুরাইশরা তাকে তাঁর কাছে ফেরত দেবেন না"**

>> মুহাম্মদ এই সহজ-সরল শর্তের মধ্যে **"নতুন শর্ত যোগ"** করে শর্ত ভঙ্গ করেছিলেন।

৩) **শর্ত ছিল, "তারা একে অপরের প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন করবেন না"**

>> কুরাইশদের কাছে প্রতিশ্রুত চুক্তি ভঙ্গ করে মুহাম্মদ কুরাইশদের সাথে নতুন করে শত্রুতা শুরু **করেছিলেন,** কিংবা তা বৃদ্ধি করেছিলেন। মুহাম্মদের এই আচরণে কুরাইশদের খুশি হওয়ার কোনো কারণ নেই!

৪) **শর্ত ছিল, "তারা কোনোরূপ গোপন অভিসন্ধি বা প্রতারণার আশ্রয় নেবেন না।"**

>> "যে আল্লাহকে" কুরাইশরা বিশ্বাসই করেন না, উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে সেই আল্লাহর নামে শ্লোক রচনা করে চুক্তিভঙ্গ করা নিঃসন্দেহে অভিসন্ধিমূলক **ও প্রতারণা!** কুরাইশরা কেন তা মেনে নেবেন? যে মুহাম্মদকে কুরাইশরা নবী হিসাবে স্বীকারই করেন না, সেই মুহাম্মাদের ওহী নাজিল কিচ্ছা কুরাইশরা কেন বিশ্বাস করবেন?

কুরাইশরা মুহাম্মদকে জানতেন এক মিথ্যাবাদী, প্রতারক ও ভণ্ড রূপে (পর্ব: ১৮); এই ঘটনায় মুহাম্মদ তাঁর "আল্লাহর নামে" ওহী নাজিল করে তাঁদের সাথে প্রতিশ্রুত শর্ত ভঙ্গ করে, নতুন শর্ত জুড়ে দিয়ে কুরাইশদেরকে তা মেনে নিতে বাধ্য করার চেষ্টা করে তাঁদের জানা তাঁর সেই চরিত্রেরই প্রমাণ হাজির করেছিলেন। আর তাঁরা যদি তা মেনে না নেন, তবে যখনই সুযোগ পাওয়া যাবে, তখনই তাঁদের মালামাল লুণ্ঠন করে তাঁর সেই আরোপিত শর্ত উশুল করে নেওয়ার ঘোষণা দিয়ে মুহাম্মদ তাঁদের জানা তাঁর সেই চরিত্রেরই নগ্ন বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন।

'মুহাম্মদ হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তির শর্তগুলোর প্রতি পূর্ণ বিশ্বস্ত ছিলেন, **তাই** চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে কোনোরূপ আক্রমণাত্মক ব্যবস্থা নেয়ার কোনো নৈতিক অধিকারই কুরাইশদের ছিল না,' এমন দাবির কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। এমন দাবি অসত্য ও তা ইসলামের ইতিহাসের হাজারো মিথ্যাচারের একটি!

*ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর মূল ইংরেজি অনুবাদ ইন্টারনেটে **বিনামূল্যে ডাউনলোড লিঙ্ক:** তথ্যসূত্র [1] ও [2]।*

The narrative of Muhammad Ibne Ishaq: [1] [2] [3] [4]

'Umm Kulthum d. 'Uqba b. Abu Mu'ayt migrated to the apostle during this period. Her two brothers 'Umara and al-Walid sons of 'Uqba came and asked the apostle to return her to them in accordance with the agreement between him and Quraysh at Hudaybiya, but he would not. God forbade it.

Al-Zuhri from 'Urwa b. al-Zubayr told me: I came in to him as he was writing a letter to Ibn Abu Hunayda, the friend of al-Walid b. Abdu'l-Malik who had written to ask him about the word of God: 'O you who believe,

when believing women come to you as emigrants test them. God knows best about their faith. If you know that they are believers do not send them back to the unbelievers. They are not lawful to them nor vice versa. And give them (the unbelievers) what they have spent on them. It is no sin for you to marry them when you have given them their dues, and hold not to the ties of unbelieving women'. Ask for what you have spent and let them ask for what they have spent. That is the judgement of Allah who judges between you. God is a knower, wise.'

'Urwa b. al-Zubayr wrote to him: The apostle made peace with Quraysh on the day of al-Hudaybiya on condition that he should return to them those who came without the permission of their guardians. But when women migrated to the apostle and to Islam God refused to allow them to be returned to the polytheists if they had been tested by the test of Islam, and they knew that they came only out of desire for Islam, and He ordered that **their dowries should be returned to Quraysh if their women were withheld from them** if they returned to the Muslims the dowries of the women they had withheld from them. 'That is the judgement of God which He judges between you, and Allah is knowing, wise.' So the apostle withheld the women and returned the men, **and he asked what God ordered him to ask of the dowries of the women who were withheld from them, and that they should return what was due** if the other side did the same. Had it not been for this judgement of God's the apostle would have returned the women as he returned the men. And had it not been for the armistice and covenant between them on the day of al-Hudaybiya he would have kept the women and not returned the dowries, for that is what he used to do with the Muslim women who came to him before the covenant.

I asked al-Zuhri about this passage: 'And if any of your wives have gone to the unbelievers and you have your turn of triumph, then give those whose wives have gone the like of what they spent, and fear Allah in whom you believe.' He said, If one of you loses his family to the unbelievers **and a woman does not come to you** you may take for her the like of what they take from you, then compensate them from any booty that you secure. (**Al-Waqidi:** 'If one of his family escapes to the disbeleivers; **and if a woman comes to you from them,** you gain and reimburse from what you gain from the *mahr* of the woman who come to you. The beleivers obeyed the law of God. The polytheists refuse to confirm what was due to the polytheist from the Muslim, the *mahr* of those who emigrated from the polytheist's wives.')-

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে।]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫০৯-৫১০
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৫৩-১৫৫৪
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp

[3] অনুরূপ বর্ণনা (Parallel): **"কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৬২৯-৬৩৩

http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi

ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩১০-৩১১

http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[4] **অনুরূপ বর্ণনা -ইবনে কাথিরের কুরান তফসির:**

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1533&Itemid=116

[5] **সহি বুখারী: ভলিউম ৫, বই ৫৯, নম্বর ৪৯৬**

(বড় হাদিস, এই পর্বের প্রাসঙ্গিক অংশ)

The believing women Emigrants came (to Medina) and Um Kulthum, the daughter of 'Uqba bin Abi Mu'ait was one of those who came to Allah's Apostle and she was an adult at that time. Her relatives came, asking Allah's Apostle to return her to them, and in this connection, Allah revealed the Verses dealing with the believing (women). 'Aisha said, "Allah's Apostle used to test all the believing women who migrated to him, with the following Verse: "O Prophet! When the believing Women come to you, to give the pledge of allegiance to you." (60.12) ----

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5560-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-496.html

[6] অনুরূপ বর্ণনা- **সহি বুখারী: ভলিউম ৩, বই ৫০, নম্বর ৮৯১**

অনেক বড় হাদিস, এই পর্বের প্রাসঙ্গিক অংশ:

'---Then some believing women came (to the Prophet); and Allah revealed the following Divine Verses: "O you who believe, when the believing women come to you as emigrants examine them…" (60.10) Umar then divorced two wives of his who were infidels. Later on Muawiya bin Abu Sufyan married one of them, and Safwan bin Umaya married the other. -------

Narrated Az-Zuhri: Urwa said, "'Aisha told me that Allah's Apostle used to examine the women emigrants. We have been told also that when Allah revealed the order that the Muslims should return to the pagans what they had spent on their wives who emigrated (after embracing Islam) and that the Muslims should not keep unbelieving women as their wives, 'Umar divorced two of his wives, Qariba, the daughter of Abu Urhaiya and the daughter of Jarwal Al-Khuza'i. Later on Mu'awlya married Qariba and Abu Jahm married the other." **When the pagans refused to pay what the Muslims had spent on their wives, Allah revealed**: "And if any of your wives have gone from you to the unbelievers and you have an accession (By the coming over of a woman from the other side) **(Then pay to those whose wives have gone)** The equivalent of what they had spent (On their Mahr)." (60.11). ---- So, Allah ordered that the Muslim whose wife, has gone, should be given, as a compensation of the Mahr he had given to his wife, from the Mahr of the wives of the pagans who had emigrated deserting their husbands. We do not know any of the women emigrants who deserted Islam after embracing it.
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/83-Sahih%20Bukhari%20Book%2050.%20Conditions/3385--sahih-bukhari-voluume-003-book-050-hadith-number-891.html

১২৬: হুদাইবিয়া সন্ধি- ১৬: চুক্তি ভঙ্গ- দুই!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– একশত

"যে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

৬২৮ সালের মার্চ মাসে স্বঘোষিত আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হুদাইবিয়ায় কুরাইশদের সঙ্গে যে-লিখিত সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন, সেই চুক্তির প্রতিটি শর্তের প্রতি মুহাম্মদ পূর্ণ বিশ্বস্ত ছিলেন - এই দাবিটি কী কারণে ইসলামের হাজারও মিথ্যাচারের একটি; মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পর চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মক্কা থেকে পালিয়ে আসা উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা নামের এক মহিলাকে তাঁর ভাইদের কাছে ফেরত না পাঠিয়ে মুহাম্মদ কীভাবে এই চুক্তির **প্রায় প্রত্যেকটি শর্ত ভঙ্গ** করেছিলেন; কী অজুহাতে তিনি তা করেছিলেন; তাঁর সেই অজুহাত কী কারণে অভিসন্ধিমূলক ও প্রতারণা; ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে। নিজ উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে মুহাম্মদ তাঁর যে 'আল্লাহ' কে সৃষ্টি করেছিলেন (পর্ব: ১৪), তাঁর সেই আল্লাহকে মুহাম্মদ কী রূপে যথেচ্ছ **ব্যবহার** করতেন, তার উজ্জ্বল উদাহরণ হলো তাঁর রচিত এই ৬০:১০-১১ শ্লোক দু'টি।

হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তনের দেড়-দুই মাস পর, হিজরি ৭ সালের মহরম মাসে (যার শুরু হয়েছিল মে ১১, ৬২৮ সাল) মুহাম্মদ **"শুধু"** তাঁর হুদাইবিয়ায় অংশগ্রহণকারী অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে **কী উদ্দেশ্যে** খায়বারের নিরীহ জনগণের ওপর আগ্রাসী হামলা চালিয়েছিলেন, তার আংশিক আলোচনা ইতিমধ্যেই

করা হয়েছে (পর্ব: ১২৪), এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা **'খায়বার যুদ্ধ'** অধ্যায়ে করা হবে। খায়বার থেকে মদিনায় ফিরে আসার পর মুহাম্মদ রবিউল আওয়াল, রবিউস সানি, জমাদিউল আওয়াল, জমাদিউস সানি, রজব, শাবান, রমজান ও শাওয়াল মাস (জুলাই ৯, ৬২৮ সাল - মার্চ ১, ৬২৯ সাল) পর্যন্ত মদিনায় অবস্থান করেন। এই সময়টিতে মুহাম্মদ বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অবিশ্বাসী জনপদের ওপর খায়বার হামলা ছাড়াও কমপক্ষে আরও সাতটি হামলার আদেশ জারি করেন। অতঃপর হুদাইবিয়া সন্ধি-স্বাক্ষরের ঠিক এক বছর পর, হিজরি ৭ সালের জিলকদ মাসে (যার শুরু হয়েছিল মার্চ ২, ৬২৯ সাল) মুহাম্মদ তাঁর আগের বছরের হুদাইবিয়ায় অংশগ্রহণকারী অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করেন। [1] [2]

সন্ধিচুক্তির শর্ত অনুযায়ী, তিন দিনের এই ওমরা পালন শেষে মদিনায় ফিরে আসার প্রাক্কালে মুহাম্মদ হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তি **আবারও ভঙ্গ করেন**। আল-ওয়াকিদি ও ইমাম বুখারী সেই ঘটনার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন।

আল-ওয়াকিদির (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ) বর্ণনা: [3] [4]

'ইবনে আব্বাস হইতে > ইকরিমা হইতে > দাউদ বিন আল-হুসায়েন-এর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে 'ইবনে আবি হাবিবা আমাকে বলেছেন:

বস্তুত যখন আল্লাহর নবী আগমন করেন, তখন **উমারা বিনতে হামজা** বিন আবদ আল-মুত্তালিব ও তাঁর মাতা সালমা বিনতে উমায়া ছিলেন মক্কায়। আলী নবীর সাথে কথাবার্তা কালে বলে, **"কেন আমরা আমাদের চাচার এই এতিম মেয়েটিকে মুশরিকদের মাঝে রেখে যাব?"** নবী আলীকে বারণ করেন না, ও তিনি তার কাছে গমন করেন।

যায়েদ বিন হারিথা ছিলেন হামজার সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক (trustee) এবং নবী সকল মুহাজিরদের - বাস্তুত্যাগীদের - ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করার কারণে তারা ছিলেন ভ্রাতৃতুল্য। তিনি বলেন, "তার ওপর আমার অধিকার বেশি, সে আমার ভাইয়ের কন্যা।"

যখন জাফর তা শুনতে পান, বলেন "খালা হলো মাতৃতুল্য, তার ওপর আমার অধিকারই বেশি এই কারণে যে, **তার খালা আসমা বিনতে উমায়া আমার সাথেই থাকে।**"
আলী বলেন, "আমার কাজিন-কে নিয়ে বিতর্ক করো না, **কারণ মুশরিকদের মধ্য থেকে যে তাকে নিয়ে এসেছে, সে হলো আমি।** আমি তা না করলে তোমরা ওর সাথে অন্তরঙ্গতার সুযোগ পেতে না। তাই আমার সাথে তার ঘনিষ্ঠতা তোমাদের চেয়ে বেশি।"
আল্লাহর নবী বলেন, "তোমাদের মধ্য আমি ফয়সালা করে দেবো! হে যায়েদ, তোমার ব্যাপারটি হলো, তুমি হলে আল্লাহ ও তার নবীর কাছ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস; হে আলী, তুমি হলে আমার ভাই ও সহচর। হে জাফর, তোমার ব্যাপারটি হলো, তোমার বাইরের চেহারা সাথে আমার মিল আছে ও তোমার স্বভাবের (ভেতরের চেহারার) সাথেও আমার আছে মিল। হে জাফর, তার ওপর তোমার অধিকারই বেশী। তার খালা হলো তোমার স্ত্রী [পর্ব-৩৮]। একজন নারীর উচিত নয় যে, সে তার খালা বা ফুপুর স্বামীকে বিবাহ করে। অতঃপর **আল্লাহর নবী জাফরের পক্ষে তার রায় দেন।**

ইবনে ওয়াকিদ বলেছেন, যখন তিনি তার রায় জাফরের পক্ষে দেন, জাফর উঠে দাঁড়ান ও আল্লাহর নবীর চতুর্দিক ঘুরে লাফালাফি করেন। আল্লাহর নবী বলেন, "এটা কী জন্যে, জাফর?" তিনি জবাবে বলেন, "হে আল্লাহর নবী, যখন 'নিগাস' [আবিসিনিয়ার রাজার খেতাব] তাঁর রাজ্যের কোনো লোককে সন্তুষ্ট করে, সেই ব্যক্তিটি দাঁড়িয়ে যায় ও 'নিগাস' এর চতুর্দিক ঘুরে লাফালাফি করে।" আল্লাহর নবীকে বলা হয়, "তাকে বিবাহ করুন।" তিনি বলেন, "সে হলো আমার পালিত ভাইয়ের (Foster brother) কন্যা, একই ধাই যাকে আমার সাথে লালন-পালান করেছে।"

আল্লাহর নবী সালামা ইবনে আবি সালামার সাথে তার বিবাহ দেন। আল্লাহর নবী প্রায়ই বলতেন, "আমি কি সালামা-কে পুরস্কৃত করেছি?"
- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনা: [4]

এই প্রসঙ্গে ইমাম বুখারীর বর্ণনা (৫:৫৯:৫৫৩ ও ৩:৪৯:৮৬৩) আল-ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত বর্ণনারই অনুরূপ। আল-বারার (Al-Bara) উদ্ধৃতি সাপেক্ষে এই ঘটনার বর্ণনায় ইমাম বুখারী আবারও উল্লেখ করেছেন যে, **হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তির শর্ত ছিল,** "--- মুহাম্মদ অবশ্যই খাপের ভেতরে তরবারি ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্র মক্কায় নিয়ে আসবেন না; মক্কার কোনো লোককে অবশ্যই তাঁর সাথে নিয়ে যাবেন না, **এমনকি সেই লোকটি যদি তাঁর সাথে যেতেও চায়, তবুও;** এবং তাঁর কোনো অনুসারী যদি মক্কায় থেকে যেতে চায়, তিনি তাকে বাধা দেবেন না।"

("----Muhammad should not bring arms into Mecca except sheathed swords, and should not take with him any person of the people of Mecca even if such a person wanted to follow him, and if any of his companions wants to stay in Mecca, he should not forbid him. --")

>>> আগের বছর মুহাম্মদের যে-অনুসারীরা ওমরা পালনে ব্যর্থ হয়ে হুদাইবিয়া থেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন করার ঠিক এক বছর পর (মার্চ, ৬২৯ সাল) মুহাম্মদ তাঁর সেই অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে এই ওমরা পালনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আল ওয়াকিদি ও ইমাম বুখারীর ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে-বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো, ওমরা পালন শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তন কালে মুহাম্মদ তাঁর সমবয়সী চাচা হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের কন্যা উমারা বিনতে হামজাকে **মক্কা থেকে তুলে নিয়ে এসেছিলেন,** "যা ছিল হুদাইবিয়া সন্ধি চুক্তির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন! কারণ, সন্ধির শর্ত ছিল এই যে, মক্কার কোনো লোককে মুহাম্মদ অবশ্যই তাঁর সাথে নিয়ে যাবেন না, এমনকি সেই লোকটি যদি তার সাথে যেতেও চায়, তবুও না!"

চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, মক্কা থেকে মদিনায় পালিয়ে যাওয়া তাঁর অনুসারীকে শুধু যে তিনি কুরাইশদের কাছে ফেরত দেননি, তাইই নয় (পর্ব: ১২৫), চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে তিনি কুরাইশদের মধ্য থেকে তাঁদের চোখের সামনেই খোদ মক্কা থেকে তাঁদের একজনকে মদিনায় তুলে নিয়ে আসা সত্ত্বেও **কুরাইশরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়াতে চাননি।** অন্যদিকে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের মানসিকতা ছিল তাঁদের এই মানসিকতার সম্পূর্ণ বিপরীত, যা গত নিরানব্বইটি পর্বে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

সত্য হলো:

কুরাইশরা **স্বতঃস্ফূর্তভাবে** মুহাম্মদের সাথে শুধু একটাই যুদ্ধ করেছিলেন, সে যুদ্ধটি হলো "ওহুদ যুদ্ধ (পর্ব: ৫৪-৭১)!" তাঁরা তা **কেন** করেছিলেন ও সেই যুদ্ধে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের **কী হাল** হয়েছিল, তার বিশদ আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে। খন্দক যুদ্ধে তাঁরা অংশ নিয়েছিলেন সত্যি, কিন্তু সেই যুদ্ধের উদ্যোক্তা তাঁরা ছিলেন না। **কারা ছিলেন** খন্দক যুদ্ধের উদ্যোক্তা ও সেই যুদ্ধেও মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের কী হাল হয়েছিল, তার বিশদ আলোচনাও ইতিমধ্যেই করা হয়েছে (পর্ব: ৭৭-৮৬)।

কুরাইশরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের সাথে সর্বদাই সংঘর্ষ এড়াতে চেয়েছিলেন। কী কারণে তা তাঁরা করেছিলেন, তাও আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় অত্যন্ত স্পষ্ট! **আর তা হলো, তাঁদের উদার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতা।** শুধুমাত্র ভিন্ন-ধর্মাবম্বলী হওয়ার কারণে কোনো ধর্মগুরু ও তাঁর অনুসারীদের নির্মূল করার মানসিকতার অধিকারী কুরাইশরা কখনোই ছিলেন না। মুহাম্মদ ও তাঁর সহচরদের অনেকেই ছিলেন তাঁদেরই একান্ত পরিবার-পরিজন, নিকট-আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব বা প্রতিবেশী। এই লোকগুলোর প্রতি ছিল তাঁদের **মানবিক দুর্বলতা, স্বজনদের প্রতি তাঁদের সহিষ্ণুতা, অনুকম্পা ও মানবতাবোধ।** যে-কারণে বদর যুদ্ধে তাঁদের চরম পরাজয় ঘটেছিল (পর্ব: ৩৪)! যে-কারণে ওহুদ যুদ্ধে তাঁরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের একান্ত নাগালের মধ্যে পেয়েও তাঁদেরকে নির্মূল করার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেননি

(পর্ব: ৬৯); যে-কারণে বারংবার হুদাইবিয়া সন্ধি চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করার পরেও তাঁরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে কোনোরূপ আক্রমণাত্মক অভিযানে জড়াতে চাননি।

অতীত অভিজ্ঞতা থেকে কুরাইশরা কোনো শিক্ষাই গ্রহণ করেননি। মুহাম্মদের চরম সাফল্য ('মক্কা বিজয়') ও কুরাইশদের চরম পরাজয়ের কারণ ছিল এখানেই। হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তির সাথে এর কোনোই সম্পর্ক নেই।

ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-ওয়াকিদির মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর মূল ইংরেজি অনুবাদ ইন্টারনেটে বিনামূল্যে ডাউনলোড লিঙ্ক: তথ্যসূত্র [1] ও [2]।

The narrative of Al-Waqidi:

'Ibne Abi Habiba related to me from Dawud b al-Husayn from Ikrima from Ibn abbas, who said: Indeed **Umara bt Hamza b abd Al-Muttalib** and her mother Salma bt Umays were in Mecca when the Messenger of God arrived. Ali spoke to the Prophet and said, "Why do we leave the daughter of our uncle, an orphan, in the midst of polytheists?" The prophet did not forbid Ali for going out to her, and he went to her. Zayd bin Haritha spoke, and he was the trustee of Hamza and the Prophet had established a brotherly bond between them when he fraternized the Muhajirin- emigrants - and established a brotherly pact between them. And he said: I have a greater right with her, the daughter of my brother. When Jafar heard that, he said, "The

aunt is a mother, I have a greater right to her for her aunt, **Asma bt Umays,** is with me.” Ali said, “Do not dispute about my cousin, for it was I who set out with her from the midst of the polytheists. You do not have a relationship with her without me, and I am closer to her than you.”

The Messenger of God said, “I will judge between you! As for you O Zayd, you are the freedman of God and his Messenger; you, O Ali, are my brother and my companion. As for you, O Jafar, you bear a resemblance to my outer appearance (*khalq*) and my character (inner appearance). You, O jafar, have a greater right with her. Her aunt is your wife. A woman should not be married to the husband of her maternal or paternal aunt.” And the Messenger of God judged her for Jafar.

Ibn Waqid said, when he judged her for Jafar, Jafar stood up and skipped around the Prophet. The Prophet said, “What is this, O Jafar?” He replied, “O messenger of God, when the Negus satisfied one from his community, the man would stand up and skip around the Negus.” **It was said to the Prophet, “Marry her!” He said, “She is the daughter of my foster brother who nursed with me.”** The Messenger of God married her to Salama bin Abi Salama. The Prophet used to say, “Have I rewarded Salama?”’

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে।]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫৩০ http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৯৩-১৫৯৪
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp

[3] **"কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৭৩৮-৭৩৯
http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi
ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩৬৩-৩৬৪
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[4] অনুরূপ বর্ণনা: **সহি বুখারী: ভলিউম ৫, বই ৫৯, নম্বর ৫৫৩**
(বড় হাদিস, এই পর্বের প্রাসঙ্গিক অংশ)
'Narrated By Al-Bara : -----Then Allah's Apostle took the writing sheet... and he did not know a better writing... and he wrote or got it the following written!" This is the peace treaty which Muhammad, the son of 'Abdullah, has concluded: "Muhammad should not bring arms into Mecca except sheathed swords, and should not take with him any person of the people of Mecca even if such a person

wanted to follow him, and if any of his companions wants to stay in Mecca, he should not forbid him."

(In the next year) **when the Prophet entered Mecca and the allowed period of stay elapsed,** the infidels came to Ali and said "Tell your companion (Muhammad) to go out, as the allowed period of his stay has finished." So the Prophet departed (from Mecca) and the daughter of Hamza followed him shouting "O Uncle, O Uncle!" Ali took her by the hand and said to Fatima, **"**Take the daughter of your uncle." So she made her ride (on her horse). (When they reached Medina) 'Ali, Zaid and Ja'far quarreled about her. 'Ali said, "I took her for she is the daughter of my uncle." Ja'far said, "She is the daughter of my uncle and her aunt is my wife." Zaid said, "She is the daughter of my brother." On that, the Prophet gave her to her aunt and said, "The aunt is of the same status as the mother." He then said to 'Ali, "You are from me, and I am from you," and said to Ja'far, "You resemble me in appearance and character," and said to Zaid, "You are our brother and our freed slave." 'Ali said to the Prophet '**Won't you marry the daughter of Hamza?" The Prophet said, "She is the daughter of my foster brother."'**

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5503--sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-553.html

সহি বুখারী: ভলিউম ৩, বই ৪৯, নম্বর ৮৬৩

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/82-Sahih%20Bukhari%20Book%2049.%20Peacemaking/3363-sahih-bukhari-volume-003-book-049-hadith-number-863.html

১২৭: হুদাইবিয়া সন্ধি- ১৭: চুক্তি ভঙ্গ- তিন!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– একশত এক

"যে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন করার ঠিক এক বছর পর ৬২৯ সালের মার্চ মাসে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যে ওমরা পালন করেছিলেন, সেই ওমরা পালন শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তন কালে তিনি কার অভিপ্রায়ে ও কীভাবে আবারও হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তির **শর্ত ভঙ্গ করেছিলেন,** তার আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে। এর আগের বছর হুদাইবিয়া সন্ধি বর্ষে মুহাম্মদের যে-অনুসারীরা তাঁর সঙ্গে মক্কা যাত্রায় অংশগ্রহণ করে তাঁর **"স্বপ্ন-দর্শন"** ঘোষণার সম্পূর্ণ বিপরীত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন ও অত্যন্ত অবমাননাকর শর্তে কুরাইশদের সাথে মুহাম্মদের সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর প্রত্যক্ষ করে হতাশা ও মর্মবেদনাগ্রস্ত হয়েছিলেন, এই ওমরা পালনে মুহাম্মদ **"শুধু"** তাঁর সেই অনুসারীদেরই সঙ্গে এনেছিলেন। ওহুদ যুদ্ধের চরম পরাজয়ের পর যে-উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে মুহাম্মদ **'শুধু তাঁর ওহুদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী'** অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে ঐ যুদ্ধের পরদিন হামরা আল-আসাদ অভিযান পরিচালনা করেছিলেন (পর্ব: ৬৮), সেই একই উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তির এক বছর পর এই ওমরা পালনে তিনি "শুধু" তাঁর হুদাইবিয়া অনুসারীদেরই সঙ্গে এনেছিলেন।

অনুসারীদের হতাশাগ্রস্ত পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ, তাঁদের মনোবল চাঙ্গা করা ও নিজের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার ও নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে মুহাম্মদ সচরাচর যে-দুটি

কৌশল (পর্ব: ১২২) অবলম্বন করতেন, হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তি শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তন কালে পথিমধ্যেই তিনি তাঁর প্রথম কৌশলটি প্রয়োগ করেন (পর্ব: ১২৩); মদিনায় ফিরে আসার দেড়-দুই মাস পর 'খায়বার'-এর নিরীহ জনপদবাসীর ওপর আগ্রাসী ও নৃশংস হামলাটি ছিল তাঁর দ্বিতীয় কৌশল (পর্ব: ১২৪); সে কারণেই তিনি 'খায়বার হামলা' কালে **শুধু** তাঁর হুদাইবিয়ায় অংশগ্রহণকারী অনুসারীদেরই সঙ্গে নিয়েছিলেন।

'খায়বার' হামলাটি সংঘটিত হয়েছিল হিজরি ৭ সালের মহরম মাসের শেষার্ধে (মে-জুন, ৬২৮ সাল); মুহাম্মদের নেতৃত্বে তাঁর অনুসারীরা খায়বারের বিভিন্ন দুর্গ একে একে দখল করে নেন ও তাঁদের অধিবাসীদের অবরোধ করে রাখেন সুদীর্ঘ ১৩-১৯ রাত্রি পর্যন্ত। পরিশেষে তাঁদের সম্পূর্ণ বিজয় অর্জিত হয় হিজরি ৭ সালের সফর মাসে (যার শুরু হয়েছিল জুন ১০, ৬২৮ সাল); এই সময়টিতে মুহাম্মদ হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তির **যে-শর্তটি লঙ্ঘন করেছিলেন** তা ছিল নিম্নরূপ।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮) বর্ণনা: [1] [2] [3]

(আল-তাবারী ও আল-ওয়াকিদির বর্ণনা, ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ)

'যখন খায়বার বিজয় সম্পন্ন হয়, আল-বাহয গোত্রের **আল-হাজ্জাজ বিন ইলাত আল-সুলামি** আল্লাহর নবীকে বলে, "আমার পত্নী উম্মে শেয়েবা বিনতে আবু তালহার কাছে আমার টাকাপয়সা আছে" - যখন তারা একত্রে বসবাস করতো, তখন তার গর্ভে তার যে-সন্তানের জন্ম হয়, তার নাম ছিল মুরিদ - "টাকাপয়সাগুলো আছে মক্কার ব্যবসায়ীদের কাছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, সুতরাং আমাকে অনুমতি দিন, যেন আমি সেখানে গিয়ে টাকাপয়সাগুলো আনতে পারি।"

তাঁর অনুমতি পাওয়ার পর সে বলে, "হে আল্লাহর নবী, আমাকে অবশ্যই মিথ্যা কথা বলতে হবে।" তিনি বলেন, "তাদেরকে তাই বলো।"

আল-হাজ্জাজ বলেছে, "আমি যখন মক্কায় আসি, দেখি যে, আল-বেইদা গিরিপথের (মক্কার আল-তানিম গিরিপথ) স্থানটিতে কিছু কুরাইশ খবর সংগ্রহের চেষ্টা করছে ও আল্লাহর নবীর কী অবস্থা, তা জানতে চাচ্ছে; কারণ তারা শুনেছে যে, আল্লাহর নবী 'খায়বার' গিয়েছে। তারা জানতো যে উর্বরতা, সুরক্ষা ও জনসংখ্যার বিচারে ঐ স্থানটি **হিজায**-এর প্রথম স্থানীয় একটি শহর, তাই তারা সেখান দিয়ে অতিবাহিত হওয়া আরোহীদের জিজ্ঞাসা করে খবর সংগ্রহের চেষ্টা করছে। **আমি যে মুসলমান, তা তারা জানতো না,** তাই তারা যখন আমাকে দেখে বলে, "এ হলো আল-হাজ্জাজ বিন ইলাত। তার কাছে অবশ্যই খবর আছে। হে আবু মুহাম্মদ আমাদেরকে বলো, আমরা শুনেছি যে, ঐ বাটপাড়টা (highwayman) খায়বার গিয়েছে, যেটি ইহুদিদের একটি শহর ও হিজায এর একটি বাগান।" [4]

আমি বলি, 'আমি তা শুনেছি ও আমার কাছে যে-খবর আছে, তা তোমাদের খুশি করবে।" তারা আগ্রহ নিয়ে আমার উটটির উভয় পাশে এগিয়ে আসে ও বলে, "সেটা কী, হাজ্জাজ।"

আমি বলি, **"সে এমনভাবে পরাজিত হয়েছে যে, রকম তোমরা কখনোই শোনোনি; আর তার অনুসারীদের হত্যা করা হয়েছে, এমন অবস্থা, যা তোমরা কখনোই শোনোনি; আর মুহাম্মদ হয়েছে বন্দী। খায়বারের লোকেরা বলেছে, 'আমরা তাকে হত্যা করবো না, পরিবর্তে আমরা তাকে মক্কার জনগণের কাছে পাঠাবো, যেন তার তাদের লোকদের হত্যা করার প্রতিশোধ স্পৃহায় ওরা নিজেরাই তাকে হত্যা করে।"**

তারা উঠে যায় ও চিৎকার করে মক্কার লোকদের বলে, "তোমাদের জন্য এক খবর আছে! তোমাদের শুধু মুহাম্মদকে তোমাদের কাছে পাঠানোর অপেক্ষায় থাকতে হবে, যাতে তোমাদের মধ্যে কেউ তাকে হত্যা করে।"

আমি বলি, "মক্কায় আমার টাকাপয়সা সংগ্রহের ব্যাপারে ও আমার কাছে যারা ঋণী, তাদের কাছ থেকে টাকাপয়সা সংগ্রহের ব্যাপারে তোমরা আমাকে সাহায্য করো, কারণ আমি খায়বার যেতে চাই ও অন্য বণিকদের সেখানে পৌঁছার আগেই মুহাম্মদ ও তার পলাতক অনুসারীদের **লুটের মাল** আমি কব্জা করতে চাই ।" [5]
তারা উঠে যায় ও এত দ্রুততায় আমার টাকাপয়সা গুলো সংগ্রহ করে দেয়, যা আমি কল্পনাও করিনি যে, তা আমার দ্বারা কখনো সম্ভব হতে পারতো। আমি আমার স্ত্রীর কাছে যাই ও তার কাছে যে নগদ টাকাপয়সাগুলো মজুদ আছে সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি, তাকে বলি যে, সম্ভবত আমার খায়বার যাওয়া উচিত, যাতে অন্য বণিকদের সেখানে পৌঁছার আগেই আমি কেনাকাটার সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারি।

যখন আব্বাস এই খবরটি শুনতে পায় ও আমার সম্পর্কে জানতে পারে, সে আমার পাশে এসে দাঁড়ায় ও যে-খবরটি আমি নিয়ে এসেছি, সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে; সে সময় আমি এক বণিকের তাঁবুর ভিতরে ছিলাম। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চাই যে, যদি আমি বিশ্বাস করে তাকে এক গোপন সংবাদ জানাই, তবে সে তা গোপন রাখতে পারবে কি না। সে বলে যে, সে তা পারবে। তখন আমি বলি, "তাহলে অপেক্ষা করো যে পর্যন্ত না আমি তোমার সাথে গোপনে মিলিত হতে পারি, কারণ তুমি তো দেখতেই পাচ্ছ যে, আমি এখন আমার টাকাপয়সা সংগ্রহ করছি; সুতরাং কাজটি শেষ হওয়া পর্যন্ত তুমি আমার কাছ থেকে যাও (তাবারী: 'এবং সে আমাকে রেখে চলে যায়')।”

অতঃপর, যখন আমি মক্কায় আমার যা কিছু আছে, তার সবকিছুই সংগ্রহ করি ও ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিই, আমি আব্বাসের সাথে মিলিত হই ও তাকে বলি, "আমি যে-খবরটি তোমাকে বলবো, তা তিন রাত্রি পর্যন্ত গোপন রাখবে, তারপর তোমার যা ইচ্ছা হয়, তাই বলবে; কারণ আমার আশংকা এই যে, আমার পেছনে ধাওয়া করা হতে পারে।" যখন সে বলে যে, সে তা-ই করবে, আমি বলি, "আমি যখন আসি তখন

তোমার ভাতিজা তাদের রাজার কন্যাকে (অর্থাৎ সাফিয়া) বিবাহ করার অপেক্ষায় ছিল [পর্ব:১২৪]; খায়বার বিজয় হয়েছে ও তার ভিতরে যা কিছু ছিল, তা নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেগুলো এখন মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে।"

সে বলে, "এ কী বলছো, হাজ্জাজ?" আমি বলি, "হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, কিন্তু আমার এই গোপন সংবাদটি তুমি গোপন রেখো। আমি মুসলমান হয়েছি ও শুধু আমার টাকাপয়সা গুলো নিতে এসেছি, আশংকা করছিলাম যে, আমি হয়তো এ থেকে বঞ্চিত হবো। তিন রাত অতিবাহিত হবার পর তোমার যেভাবে ইচ্ছা, সেভাবেই এই খবরটি প্রকাশ করতে পারো।"

যখন তৃতীয় দিনটি আসে, আব্বাস তার লম্বা ঢিলেঢালা পোশাক পরে ও নিজেকে সুবাসিত করে তার লাঠিটি নিয়ে কাবা ঘরে যায় ও তা প্রদক্ষিণ করে। যখন লোকেরা তাকে দেখে, তারা বলে, "হে আবুল ফজল, ভীষণ দুর্ভাগ্যের সময় এটিই হলো প্রকৃত দৃঢ়তা!"

সে জবাবে বলে, "কক্ষনোই না, যার নামে তোমরা শপথ করো, সেই আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ খায়বার জয় করেছে ও তাদের রাজার কন্যাকে বিবাহ করার অপেক্ষায় আছে। তাদের যা কিছু ছিল, তার সবকিছুই সে জব্দ করেছে ও এখন তা তার ও তার অনুসারীদের সম্পত্তি।" তারা জিজ্ঞাসা করে, "তোমার এই এই সংবাদটি কে এনেছে?" সে বলে, "লোকটি হলো সেই, যে তোমাদের সংবাদটি এনেছে। সে মুসলমান হিসাবে তোমাদের কাছে এসেছিল ও তার টাকাপয়সা নিয়ে সে মুহাম্মদ ও তার অনুসারীদের সাথে যোগ দেয়ার জন্য চলে গিয়েছে, সে তার সাথেই থাকবে।"
তারা বলে, "হায় আল্লাহ, আল্লাহর শত্রু পালিয়ে গেছে। যদি আমরা তা জানতাম, তবে তার ব্যবস্থা আমরা করতাম।" প্রায় একই সাথে সঠিক সংবাদটি তাদের কাছে এসে পৌঁছে।' - অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-তাবারী ও আল-ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত প্রাণবন্ত (Vivid) বর্ণনায় যে-বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো - হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন করার মাত্র **দুই-আড়াই মাস পর** মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর আল-হাজ্জাজ ইবনে ইলাত আল-সুলামি নামের এক অনুসারীকে **কুরাইশদের সঙ্গে প্রতারণার অনুমতি দিয়েছিলেন,** "যেটি ছিল হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন! কারণ হুদাইবিয়া সন্ধির একটি শর্ত ছিল এই যে, 'তারা একে অপরের প্রতি কোনোরূপ গোপন অভিসন্ধি বা প্রতারণার আশ্রয় নেবেন না (পর্ব: ১২৫)!'"

জগতের প্রায় সকল তথাকথিত মডারেট (ইসলামে কোনো কোমল-মোডারেট বা উগ্র শ্রেণীবিভাগ নেই) সাধারণ মুসলমানদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, "মুহাম্মদ ছিলেন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ।" নিজ উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে মুহাম্মদ যে কখনো প্রতারণার আশ্রয় নিতে পারেন, কিংবা তিনি তাঁর অনুসারীদের কখনো প্রতারণার আশ্রয় নেয়ার অনুমোদন দিতে পারেন, তা তাঁরা কল্পনাও করতে পারেন না। **ইসলামের প্রচার** ও প্রসারের প্রয়োজনে, কিংবা কোনো অমুসলিম রাজ্যে মুসলমান পরিচয় প্রকাশে নিপীড়ন অথবা **মৃত্যুঝুঁকির আশংকা** থাকলে, কিংবা কোনো **যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে** একজন মুসলমান মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নিতে পারেন - ইসলামী পরিভাষায় যার নাম হলো 'তাকিয়া (Taqyya)'; এই তথ্যটি হয়তো তাঁদের অনেকেই কম-বেশি অবগত আছেন। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই কল্পনাও করতে পারেন না যে, অবিশ্বাসীদের সঙ্গে মিথ্যা ও প্রতারণা করার অনুমতি শুধুমাত্র ঐ সকল কারণগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম স্কলারদেরই ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, **পার্থিব উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে** একজন মুসলমান অবলীলায় অবিশ্বাসীদের সঙ্গে মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নিতে পারেন। আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যা অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো - মুহাম্মদ নিজেই তাঁর এক অনুসারীকে এমনটি করার অনুমতি দিয়েছিলেন, আর সেটা তিনি করেছিলেন ঐ লোকদের সঙ্গে, যাদের সঙ্গে তিনি তা করবেন না মর্মে মাত্র দুই-আড়াই মাস পূর্বে এক লিখিত সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন। [6]

উদ্দেশ্য সাধানের প্রয়োজনে মুহাম্মদ **"তাঁর অনুসারীদের"** কীভাবে প্রতারণার আশ্রয় নেয়ার অনুমতি ও আদেশ দিতেন, তার বিস্তারিত আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে। আমরা জেনেছি কীভাবে মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের প্রতারণার আশ্রয়ে ক্বাব বিন আল-আশরাফ কে খুন করার আদেশ জারী করেছিলেন (পর্ব ৪৮); আমরা জেনেছি প্রতারণার আশ্রয়ে মুহাম্মদ অনুসারীরা কীভাবে আবু রাফিকে খুন করেছিলেন (পর্ব ৫০); আমরা জেনেছি খন্দক যুদ্ধে মুহাম্মদ কীভাবে নুইয়াম বিন মাসুদ বিন আমির নামের এক অনুসারীকে প্রতারণার আশ্রয়ে কুরাইশ, ঘাতাফান ও বনি কুরাইজা গোত্রের লোকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে নিয়োগ করেছিলেন (পর্ব ৮৫)।
মুহাম্মদ শুধু যে তাঁর অনুসারীদেরই প্রতারণার আশ্রয় নেয়ার অনুমতি ও আদেশ দিতেন, তাইই নয়, নিজ উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে **"মুহাম্মদ নিজে"** কীভাবে প্রতারণার আশ্রয় নিতেন, তার বিস্তারিত আলোচনাও ইতিমধ্যেই করা হয়েছে। আমরা জেনেছি বনি নাদির গোত্রকে উচ্ছেদ ও তাদের সম্পত্তি লুট করার অভিপ্রায়ে মুহাম্মদ কীভাবে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছিলেন (পর্ব ৫২); আমরা জেনেছি খন্দক যুদ্ধে কীভাবে তিনি ঘাতাফান গোত্রের দলপতি ইউয়েনা বিন হিসন-কে উৎকোচ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন (পর্ব: ৮১); আমরা জেনেছি খন্দক যুদ্ধ শেষে তিনি কীভাবে প্রতারণার আশ্রয়ে বনি কুরাইজা গোত্রের ওপর গণহত্যা চালিয়েছিলেন (পর্ব ৮৭)।

মুহাম্মদের স্বরচিত কুরান ও আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই রচিত সিরাত ও হাদিসের আলোকে **'হুদাইবিয়ার সন্ধি'** উপাখ্যানের বিস্তারিত আলোচনায় মুহাম্মদের চরিত্রের এই বিশেষ দিকটি আবারও অত্যন্ত স্পষ্ট।

ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইসলামের ইতিহাসের এ সকল অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে গোপন ও বিকৃত করে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের মূল ইংরেজি অনুবাদের প্রাসঙ্গিক অংশটিও সংযুক্ত করছি। ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর মূল ইংরেজি অনুবাদ ইন্টারনেটে বিনামূল্যে ডাউনলোড লিঙ্ক: তথ্যসূত্র [1] ও [2]।

The narrative of Muhammad Ibne Ishaq: [1] [2] [3]

When Kaybar had been conquered al-Hajjaj b. 'Ilat al-Sulami of the clan al-Bahz said to the apostle, 'I have money with my wife Umm Shayba d. Abu Talha-when they had livedtogether he had a son called Mu'rid by her - and money scattered among the Meccan merchants, so give me permission to go and get it.' Having got his permission he said, 'I must tell lies, O apostle.' He said, 'Tell them.' Al-Hajjaj said, 'When I came to Mecca I found in the pass of al-Bayda' (The pass of al-Tan'im in Mecca.) some men of Quraysh trying to get news and asking how the apostle fared because they had heard that he had gone to Khaybar. They knew that it was the principal town of the Hijaz in fertility, fortifications, and population, and they were searching for news and interrogating passing riders. **They did not know that I was a Muslim** and when they saw me they said, "It is al-Hajjaj b. 'Ilat. He is sure to have news. Tell us, O Abu Muhammad, for we have heard that the highwayman has gone to Khaybar which is the town of the Jews and the garden of the Hijaz." I said, "I have heard that and I have some news that will please you." They came up eagerly on either side of my camel, saying, "Out with it, Hajjaj!" I said, **"He has suffered a defeat such as you have never heard of and his companions have been slaughtered; you have never heard the like, and Muhammad has been captured." The men of Khaybar said, "We will not kill him until we send him to the Meccans and let them kill him among themselves in revenge for**

their men whom he has killed." They got up and shoulted in Mecca, "Here's news for your! You have only to wait for this fellow Muhammad to be sent to you to be killed in your midst." I said, "Help me to collect my money in Mecca and to get in the money owed to me, for I want to go to Khaybar to get hold of the fugitives from Muhammad and his companions before the merchants get there." They got up and collected my money for me quicker than I could have supposed possible. I went to my wife and asked her for the money which she had by her, telling her that I should probably go to Khaybar and seize the opportunity to buy before the merchants got there first.

When 'Abbas heard the news and heard about me he came and stood at my side as I was in one of the merchants' tents, asking about the news which I had brought. I asked him if he could keep a secret if I entrusted it to him. He said he could, and I said, "Then wait until I can meet you privately, for I am collecting my money as you see, so leave me (T. and he left me) until I have finished"; and so, when I had collected everything I had in Mecca and decided to leave, I met 'Abbas and said, "Keep my story secret for three nights, then say what you will for I am afraid of being pursued." When he said that he would, I said, "I left your brother's son married to the daughter of their king, meaning Safiya, and Khaybar has been conquered and all that is in it removed and become the property of

Muhammad and his companions." He said, "What are you saying, Hajjaj?" ----

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫১৯-৫২১

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৮৬-১৫৯০

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp

[3] **"কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৭০২-৭০৫

http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi

ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩৪৫-৩৪৭

http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[4] **হিজায:** বর্তমান সৌদি আরবের পশ্চিম অঞ্চল। এটির সীমানা হলো: পশ্চিমে লোহিত সাগর, উত্তরে জর্ডান, পূর্বে নাজাদ ও দক্ষিণে আসির। এর প্রধান শহর হলো জেদ্দা, কিন্তু এই স্থানের বিশেষ পরিচিতি সম্ভবতঃ ইসলামের পবিত্র-ভূমি মক্কা ও মদিনা শহরের অবস্থান।

[5] Ibid **"সিরাত রসুল আল্লাহ"**- ইবনে হিশামের নোট নম্বর ৭৬৭, পৃষ্ঠা ৭৭০

[6] **ইসলামে মিথ্যা ও প্রতারণা:**

http://wikiislam.net/wiki/Qur'an,_Hadith_and_Scholars:Lying_and_Deception

১২৮: হুদাইবিয়া সন্ধি- ১৮: চুক্তি ভঙ্গ চার!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– একশত দুই
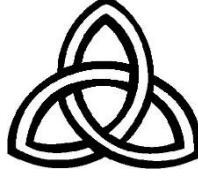
"যে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে জানে সে ইসলাম জানে,

যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মক্কার কুরাইশদের সঙ্গে হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর শেষে মদিনায় ফিরে আসার **মাত্র দুই-আড়াই মাস** পর ৬২৮ সালের জুন মাসে (সফর, হিজরি ৭ সাল), খায়বার বিজয় সম্পন্ন করার প্রাক্কালে আল-হাজ্জাজ বিন ইলাত আল-সুলামি নামের তাঁর এক অনুসারীকে কুরাইশদের সঙ্গে **প্রতারণার** অনুমতি প্রদানের মাধ্যমে কীভাবে হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করেছিলেন, তার বিস্তারিত আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

প্রশ্ন হলো, "হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষরের দুই-আড়াই মাস পরের এই চুক্তিভঙ্গটিই কি মুহাম্মদের **'সর্বপ্রথম'** চুক্তিভঙ্গ?"

জবাব হলো, **"না! চুক্তিভঙ্গের জন্য মুহাম্মদ আড়াই মাস সময় নেননি!"**
"কবে তিনি 'সর্বপ্রথম' হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করেছিলেন?"

জবাব হলো, **"সন্ধিচুক্তি শেষে তাঁর মদিনায় প্রত্যাবর্তনের ঠিক পরে পরেই!"**

মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খ্রিষ্টাব্দ), আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খ্রিষ্টাব্দ), আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খ্রিষ্টাব্দ), ইমাম বুখারী (৮১০-৮৭০ খ্রিষ্টাব্দ) প্রমুখ আদি ও বিশিষ্ট

মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই **প্রত্যেকেই** তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে এই ঘটনার প্রাণবন্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। সবচেয়ে বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন আল-ওয়াকিদি, তাঁর "কিতাব আল-মাগাজি" গ্রন্থে।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনা: [1] [2] [3] [4]

(আল-তাবারী, আল-ওয়াকিদি ও ইমাম বুখারীর বর্ণনা ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ)

(আল-তাবারাী: 'এই উপাখ্যানের সমস্তই আল-যুহরী < উরওয়া < আল-মিসওয়ার ও মারওয়ান হইতে উদ্ধৃত --ইবনে ইশাকের বর্ণনা:')

'আল্লাহর নবী যখন মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন, **আবু বসির** উতবা বিন আসিব বিন জারিয়া নামের মক্কায় অবরুদ্ধ ব্যক্তিদের একজন তাঁর কাছে আসে। আযহার বিন আবদু আউফ বিন আবদ বিন আল-হারিথ বিন যুহরা ও আল-আখনাস বিন শারিক বিন আমর বিন ওহাব আল-থাকাফি আল্লাহর নবীর কাছে তার সম্বন্ধে চিঠি লেখেন ও তারা বানু আমর বিন লুয়েভি গোত্রের এক লোককে পাঠান, যার সঙ্গে ছিল তাদেরই সাথে বসবাসকারী এক আশ্রিত ব্যক্তি (Mawla)।

যখন তারা সেই চিঠি সহকারে আল্লাহর নবীর কাছে আসে, তিনি বলেন, "আবু বসির, এই লোকদের সাথে আমরা কী অঙ্গীকার করেছি, তা তুমি জানো। আমাদের ধর্মে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ সঠিক নয়। আল্লাহ তোমাকে মুক্ত করবে ও তোমার মত অসহায়দের পলায়নের একটা উপায় বের করবে, সুতরাং তোমার লোকদের কাছে ফিরে যাও।" সে বলে, "আপনি কি আমাকে মুশরিকদের কাছে ফেরত পাঠাবেন, যারা আমাকে আমার ধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে প্রলুব্ধ করবে?" তিনি বলেন, "যাও, কারণ আল্লাহ তোমাকে **মুক্ত করবে** ও তোমার মত যারা অসহায়, তাদের **পলায়নের** একটা উপায় বের করবে।"

তাই সে তাদের সাথে **ধু আল-হুলায়েফা** (মদিনা থেকে ৬-৭ মাইল দূরবর্তী) পর্যন্ত গমন করে, যেখানে সে এবং ঐ দুইজন লোক এক দেয়ালের পাশে বসে পড়ে। আবু বসির বলে, "এই যে বানু আমর গোত্রের ভাই, তোমার তলোয়ার কি খুব ধারালো?" যখন সে বলে যে, তা তেমনই, তখন সে বলে, সে তা দেখতে চায়। জবাবে লোকটি বলে, "যদি দেখতে চাও, তবে দেখো।" **আবু বসির তা খাপ থেকে খোলে ও তা দিয়ে এক ঘায়ে তাকে হত্যা করে।" তার আশ্রিত ব্যক্তিটি দৌড়ে পালিয়ে আল্লাহর নবীর কাছে আসে,** তিনি তখন মসজিদে বসে ছিলেন; যখন আল্লাহর নবী তাকে আসতে দেখেন, তিনি বলেন, "এই লোকটি ভয়ংকর কিছু একটা দেখেছে।" যখন সে সেখানে আসে, আল্লাহর নবী বলেন, "কী ব্যাপার, তোমার কী দুঃখ?" সে বলে, "তোমার লোকটি আমার লোকটিকে খুন করেছে"; প্রায় একই সাথে তরবারি উঁচিয়ে আবু বসির সেখানে আসে এবং আল্লাহর নবীর পাশে দাঁড়িয়ে বলে, **"আপনার দায়িত্ব শেষ হয়েছে** ও আল্লাহ তা আপনার কাছ থেকে নিরসন করেছে। আপনি আমাকে যথাযথভাবে লোকগুলোর কাছে হস্তান্তর করেছিলেন, আর আমি **আমার ধর্ম রক্ষা করেছি,** যাতে আমি পাছে নীতিভ্রষ্ট বা উপহাসের পাত্র না হই।"

আল্লাহর নবী বলেন, "দুর্ভাগ্য তার মায়ের, যুদ্ধের আগুন সে জ্বালাতে পারতো, যদি অন্যরাও তার সাথে থাকতো।"

অতঃপর আবু বসির প্রস্থান করে ও **আল-ইস (al-'Is)** পর্যন্ত গমন করার পর যাত্রা বিরতি দেয়, সেটি ছিল ধু আল-মারওয়া অঞ্চলের সমুদ্র উপকূলবর্তী ঐ রাস্তার পাশে যে-রাস্তা দিয়ে কুরাইশরা সিরিয়া গমনে অভ্যস্ত ছিল। [5]

আল্লাহর নবী আবু বসিরকে কী বলেছেন, তা মক্কায় অবরুদ্ধ মুসলমানরা শুনতে পায়, তাই তারা 'আল-ইস' স্থানে গিয়ে তার সাথে যোগ দেয়। প্রায় সত্তর জন লোক নিজেদেরকে তার সাথে সংযুক্ত করে। তারা তাদের পাশ দিয়ে যাওয়া কুরাইশদের

যাদেরকেই তারা ধরতে পারে, তাদের সকলকে খুন ও তাদের প্রত্যেকটি বাণিজ্য-কাফেলা টুকরো টুকরো করে তছনছ করার মাধ্যমে কুরাইশদের এমনভাবে নিপীড়ন করে যে, কুরাইশরা আল্লাহর নবীর কাছে চিঠি লিখে এই মিনতি করে (begging) যে, তিনি যেন আত্মীয়তার স্বার্থে এই লোকগুলোকে নিয়ে নেন, কারণ এই লোকগুলোকে তাদের আর কোনো প্রয়োজন নেই; তাই আল্লাহর নবী তাদেরকে নিয়ে নেন ও তারা মদিনায় গিয়ে তাঁর সাথে যোগ দেয়।

যখন সুহায়েল [পর্ব: ১১৮] শুনতে পান যে, আমিরি গোত্রের ঐ পাহারাদার লোকটিকে আবু বসির খুন করেছে, তিনি তাঁর পিঠটি কাবা শরীফের গায়ে হেলান দিয়ে শপথ করেন যে, তিনি সেখান থেকে সরবেন না, যতক্ষণে না এই লোকটির রক্তমূল্য পরিশোধ করা হয়। আবু সুফিয়ান বিন হারব বলেন, "আল্লাহর কসম, এটি নিছক মূর্খতা। তা আদায় হবে না।" তিনি তিনবার এটি বলেন।' [6]

আল-ওয়াকিদির অতিরিক্ত বর্ণনা:

'আল্লাহর নবী যখন আল-হুদাইবিয়া থেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন, আবু বসির, যে হলো উতবা বিন উসায়েদ বিন জারিয়া (হারিথা), বানু যুহরা গোত্রের মিত্র, মুসলমান অবস্থায় তাঁর কাছে আসে। সে তার লোকদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছে, ও এসেছে হেঁটে। আল-আখনাস বিন শারিক ও আযহার বিন আবদু আউফ আল-যুহরি আল্লাহর নবীর কাছে চিঠি লেখেন। তারা বানু আমির বিন লুয়েভি গোত্রের এক লোককে পাঠান, যাকে একটি উটের মূল্যের বিনিময়ে ভাড়া করা হয়েছিল। বানু আমির গোত্রের এই **খুনায়েস বিন জাবির, কাউসার** নামের তারই কাছে আশ্রিত এক ব্যক্তিকে (*mawla*) সঙ্গে নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। শান্তিচুক্তির উল্লেখ ও আবু বসিরকে ফেরত পাঠানোর অনুরোধ সম্বলিত একটি চিঠি সহকারে এই দুই জন লোক খুনায়েস বিন জাবির-কে এক উটের পিঠে করে রওনা করান। আবু বসির সেখানে পৌঁছার **তিন দিন পর** তারা আল্লাহর নবীর সম্মুখে এসে উপস্থিত হন।

---আল্লাহর নবী তাকে আমিরি গোত্রের লোকটি ও তার সঙ্গীর কাছে হস্তান্তর করেন ও সে তাদের সাথে রওনা হয়। মুসলমানেরা আবু বসিরকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করে। “এই আবু বসির, ফূর্তি করো! নিশ্চয়ই তোমার জন্য এক পুরস্কার ও **সমাধানের একটি উপায় আছে।** সম্ভবত, একজন লোক এক হাজার লোকের চেয়ে উত্তম। সুতরাং **কিছু করো, কিছু করো!",** তারা তাকে তার সঙ্গের লোকদের সম্বন্ধে আদেশ করে। তারা যাত্রা করে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা **ধু আল-হুলায়েফা** নামক স্থানে এসে পৌঁছে, তখন ছিল যোহর নামাজের সময়। আবু বসির ধু আল-হুলায়েফার এক মসজিদে প্রবেশ করে ও মুসাফির হিসাবে দুই রাকাত নামাজ আদায় করে। খাবারের জন্য সে যা সঙ্গে এনেছিল, তা হলো খেজুর। সে সামনে ঝুঁকে মসজিদের দেয়ালের নিচে তার খাবারগুলো রাখে, অতঃপর খাওয়ার চেষ্টা করে। সে তার সাথের দুই সঙ্গীদের বলে, "নিকটস্থ হও ও খাও।" তারা বলে, "তোমার দেয়া খাবারের প্রয়োজন আমাদের নেই।" সে জবাবে বলে, "যদি তোমরা আমাকে তোমাদের খাবার প্রদান করতে, আমি সাড়া দিতাম ও তোমাদের সাথে খাবার খেতাম।" তারা লজ্জিত হয়, নিকটস্থ হয় ও তার সাথে তাদের হাতগুলোও খেজুরের ওপর রাখে। তারা তাদের নিজেদের খাবারগুলো উপস্থিত করে ও এক সাথে খায়, **সে তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে।** আমির গোত্রের লোকটি দেয়ালের এক পাথরে তার তরবারিটি ঝুলিয়ে রেখেছিলেন।

আবু বসির বলে, "এই যে বানু আমির ভাই, তোমার নাম কী?"
সে বলে, "খুনায়েস।"
সে বলে, "কার ছেলে?"
সে জবাবে বলে, "জাবির-এর ছেলে।"
অতঃপর আবু বসির বলে, "হে ইবনে জাবির, তোমার এই তরবারিটি কি ধারালো?"
সে জবাবে বলে, "হ্যাঁ।"
সে বলে, "এটি আমার হাতে দাও, পরীক্ষা করে দেখি, যদি তুমি ইচ্ছা করো?"

তাই আমিরি লোকটি সেটি নেয়, কারণ সে আবু বসিরের চেয়ে তরবারিটির নিকটবর্তী ছিলেন; তারপর আবু বসির দাঁড়িয়ে যায় ও তরবারিটি টেনে বের করে, আমিরি লোকটি তখন তরবারির খাপটি ধরে ছিলেন। **অতঃপর আবু বসির তা দিয়ে আমিরি লোকটিকে হত্যা করে। কাওসার দৌড়ে মদিনার দিকে পালিয়ে যায়, আবু বসির তার পিছু ধাওয়া করে, কিন্তু সে তাকে ধরতে পারে না**; কাওসার তার আগেই আল্লাহর নবীর কাছে এসে পৌঁছে। আবু বসির বলে, "যদি আমি তাকে ধরতে পারতাম, তবে আমি তাকে তার সঙ্গীর রাস্তায় পৌঁছিয়ে দিতাম!"

এদিকে আল্লাহর নবী তাঁর অনুসারীদের সাথে আছর নামাজের পর বসেছিলেন, সেই সময় আশ্রিত ব্যক্তিটি (mawla) দৌড়ে হাজির হয়। যখন আল্লাহর নবী তাকে দেখেন, বলেন, "এই সেই লোক, যে আতঙ্কগ্রস্ত।" কাউসার কাছে আসে ও আল্লাহর নবীর সম্মুখে এসে দাঁড়ায়, আল্লাহর নবী বলেন, "কী ব্যাপার?" সে জবাবে বলে, **"তোমার সঙ্গীটি আমার সঙ্গীকে খুন করেছে। আমি তার কাছ থেকে কোনোভাবে পালিয়ে এসেছি।"** যে কারণে আবু বসির পিছিয়ে পড়েছিল, তা হলো তার অর্জিত **লুণ্ঠিত সামগ্রী** (Booty) তাদের উটের পিঠে করে আনা। কাউসার তার স্থান পরিত্যাগ করে না যতক্ষণে না আবু বসির সেখানে এসে হাজির হয়। উটটি মসজিদের দরজার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ও সে আমিরি লোকটির তরবারি পরিহিত অবস্থায় ভিতরে প্রবেশ করে। সে আল্লাহর নবীর সামনে দাঁড়ায় ও তাঁকে বলে, **"আপনার দায়িত্ব শেষ হয়েছে** ও আল্লাহ তা আপনার কাছ থেকে নিরসন করেছে। আপনি আমাকে শত্রুদের কাছে হস্তান্তর করেছিলেন, আর আমি তাদের বাধা থেকে আমার ধর্ম রক্ষা করেছি। আপনি কি চান যে, আমি সত্য সম্বন্ধে মিথ্যা বলি? "

আল্লাহর নবী বলেন, "দুর্ভাগ্য তার মায়ের! যুদ্ধের আগুন সে জ্বালাতে পারতো, যদি অন্যরাও তার সাথে থাকতো।"

---আবু বসিরকে বলা আল্লাহর নবীর কথাগুলো, "দুর্ভাগ্য তার মায়ের! সে যুদ্ধের আগুন জ্বালাতে পারতো, যদি অন্যরাও তার সাথে থাকতো," মক্কায় অবরুদ্ধ ও আল্লাহর নবীর সঙ্গে মিলিত হতে ইচ্ছুক মুসলমানদের কাছে এসে পৌঁছে। তারা গোপনে আবু বসিরের কাছে আসার চেষ্টা করছিলো। তাই আল্লাহর নবী মুসলমানদের কী বলেছেন তা জানিয়ে উমর ইবনে খাত্তাব তাদের কাছে চিঠি লেখেন। যখন উমরের সেই চিঠিটি তাদের কাছে এসে পৌঁছে, যেখানে তাদের জানানো হয়েছে যে, আবু বসির সমুদ্র উপকূলবর্তী স্থানটিতে আছে, যে রাস্তা দিয়ে কুরাইশদের বাণিজ্য-কাফেলা গমন করে, মক্কার মুসলমানেরা একজন একজন করে পালিয়ে আবু বসিরের কাছে এসে সমবেত হয়। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় সত্তর জন। তারা কুরাইশদের যাদেরকেই পরাভূত করতে পারে, তাদেরকেই হত্যা করে তাদের উদ্বেগের কারণ ঘটায়। এমন কোনো বাণিজ্য-কাফেলা অতিক্রম করেনি, যা তারা লুট করেনি, যা কুরাইশদের যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সত্যিই সেই পথে ত্রিশটি উট সঙ্গে নিয়ে সিরিয়া গমনকারী আরোহীদের ধরে নিয়ে আসা হয়, সেটি ছিল মুসলমানদের সর্বশেষ লুণ্ঠন সামগ্রী। তাদের প্রত্যেকেই একজন করে লোক ধরে নিয়ে আসে। যাদেরকে তারা ধরে আনে, তাদের প্রত্যেক লোকের মূল্য ছিল ত্রিশ দিরহাম।

তাদের কেহ কেহ বলে, **"এক পঞ্চমাংশ** আল্লাহর নবীর কাছে পাঠিয়ে দাও।" আবু বসির বলে, "আল্লাহর নবী তা গ্রহণ করবেন না। আমি আমিরি লোকটির কাছ থেকে লুণ্ঠিত সামগ্রী তাঁর কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম, তিনি তা গ্রহণ করেননি। তিনি বলেছিলেন, 'যদি আমি তা করি, তবে তাদের সাথে করা চুক্তি পূর্ণ করা হবে না।'" তারা আবু বসিরকে তাদের কমান্ডার হিসাবে নিয়োগ করে। ---আবু বসির কুরাইশদের করে ক্রুদ্ধ, **তাই কুরাইশরা চিঠি সহকারে তাদের এক লোককে আল্লাহর নবীর কাছে পাঠান** ও জিজ্ঞাসা করেন আত্মীয়তার সম্পর্কে, **"তুমি কি আবু বসির ও তার সহচরদের গ্রহণ করবে না,** কারণ তাদের কে আমাদের আর কোন প্রয়োজন নেই?"

অতঃপর আল্লাহর নবী আবু বসিরের কাছে চিঠি লেখেন, তখন সে ছিল মৃত্যুশয্যায়; সেটি পড়তে পড়তে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তা তার হাতেই ছিল। তার সহচররা সেখানে তার কবর দেয়, তার জন্য প্রার্থনা করে ও তার কবরের কাছে এক মসজিদ নির্মাণ করে। তার সহচররা মদিনায় গমন করে। তাদের মোট সংখ্যা ছিল সত্তর জন।'
- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-তাবারী, আল-ওয়াকিদি, ও ইমাম বুখারীর ওপরে বর্ণিত বর্ণনার আলোকে আবু বসির উপাখ্যানের প্রতিটি ঘটনাপ্রবাহ আলাদা আলাদা ভাবে বিশ্লেষণ করা যাক। "The Devil is in the Detail (পর্ব ১১৩)!"
ঘটনার বর্ণনায় আমরা জানছি, মুহাম্মদ কুরাইশদের সাথে হুদাইবিয়ায় সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর শেষে **মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পর পরই আবু বসির** নামের এক নব্য মুহাম্মদ অনুসারী তাঁর অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতিরেকে মক্কা থেকে পালিয়ে মদিনায় মুহাম্মদের কাছে আসেন। আবু বসির ছিলেন **থাকিফ** গোত্রের অন্তর্ভুক্ত [7] ও তারা ছিলেন **বানু যুহরা** গোত্রের মিত্র। এই খবরটি জানার পর আল-আখনাস বিন শারিক বিন আমর বিন ওহাব **আল-থাকাফি** ও তাঁদের মিত্র বানু যুহরা গোত্রের আযহার বিন আবদ্ আউফ বিন আবদ বিন আল-হারিথ বিন **যুহরা** নামের দুই লোক এক চিঠি সহ বানু আমির গোত্রের (সুহায়েল বিন আমরের গোত্র) খুনায়েস ও কাউসার নামের দুই লোককে মদিনায় মুহাম্মদের কাছে পাঠান। ঐ চিঠিতে তাঁরা হুদাইবিয়া সন্ধির শর্তের উল্লেখ করে আবু বসিরকে মক্কায় ফেরত পাঠানোর অনুরোধ করেন। আল-ওয়াকিদির বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, এই লোকগুলো মদিনায় আসার **তিনদিন আগেই** আবু বসির মদিনায় এসেছিলেন।

প্রশ্ন হলো?
আবু বসির মদিনায় এসে এই তিনদিন কী করেছিলেন? তিনি কি এই তিন দিন মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের সাথে সাক্ষাত ও শলাপরামর্শ না করে নিশ্চিন্তে বসে বসে সময়

কাটাচ্ছিলেন? নাকি তাঁদের সাথে দেখা করে শলাপরামর্শ করছিলেন? হুদাইবিয়া সন্ধির শর্ত অনুযায়ী তাকে মক্কায় ফেরত পাঠানো হবে, **এই বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে** তিনি মুহাম্মদ ও অন্যান্য মুসলমানদের সাথে সাক্ষাত করে এমত পরিস্থিতি থেকে কীভাবে উদ্ধার পেতে পারেন, এ বিষয়ে কোনো শলাপরামর্শ না করে নিশ্চিন্তে চুপচাপ সময় অতিবাহিত করছিলেন, এমন দাবি **অবিশ্বাস্য!** অন্যদিকে মুহাম্মদ ছিলেন এক অত্যন্ত **তীক্ষ্ণবুদ্ধি** সম্পন্ন মানুষ। সুনিশ্চিত সেই বাস্তবতার সম্মুখীন তাঁকে হতেই হবে জানা সত্ত্বেও এই তিনদিন তিনি আবু বসির ও তাঁর অন্যান্য অনুসারীদের সঙ্গে এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের কৌশল সম্বন্ধে কোন শলাপরামর্শই করেননি, এমন দাবি যৌক্তিক নয়। **তথাপি,** যেহেতু এই তিনদিন সময়ে আবু বসিরকে ঘিরে মদিনায় কী ঘটেছিল, সে বিষয়ে আদি উৎসে পর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণ উপস্থিত নেই, তাই এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।

আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যা আমরা **নিশ্চিতরূপে জানি,** তা হলো, খুনায়েস ও কাউসার নামের কুরাইশদের এই দুই পত্রবাহক যখন মুহাম্মদের কাছে এসে আবু বসিরকে ফেরত দেয়ার অনুরোধ করেছিলেন, তখন মুহাম্মদ আবু বসিরকে যা বলেছিলেন, তা হলো, "আল্লাহ তোমাকে **মুক্ত** করবে ও তোমার মত অসহায়দের **পলায়নের** একটা উপায় বের করবে, --!" আর তাঁর অনুসারীরা আবু বসিরকে যা বলেছিলেন, তা হলো, "নিশ্চয়ই তোমার জন্য এক পুরস্কার ও সমাধানের একটি উপায় আছে, সম্ভবত, একজন লোক এক হাজার লোকের চেয়ে উত্তম, সুতরাং **কিছু করো, কিছু করো!"** অর্থাৎ, বিভিন্ন ভাবে তাঁরা তাকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের এই বক্তব্যগুলো কী আবু বসিরকে দেয়া "নিছক **সান্ত্বনা বাক্য**, নাকি আগের তিন দিন শলাপরামর্শের **ফাইনাল রিহার্সেল?**"

এই প্রশ্নের সুনিশ্চিত জবাব আমরা জানতে পারি এই উপাখ্যানের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, **অতঃপর** আবু বসির যখন প্রতারণার আশ্রয়ে একজন নিরপরাধ নিরীহ লোককে নৃশংসভাবে খুন করে মুহাম্মদের কাছে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন এই জঘন্য কাজটির জন্য মুহাম্মদ তার কাছে কোনো **কৈফিয়ত** দাবি করেছিলেন, কিংবা তাকে কোনো **তিরস্কার** করেছিলেন, কিংবা তার এই অত্যন্ত গর্হিত কর্মের **(প্রতারণা, খুন, চুক্তি-লঙ্ঘন)** কারণে তার ওপর তিনি কোনোরূপ **বীতশ্রদ্ধ** হয়েছিলেন, এমন আভাস কোথাও নেই! যা বর্ণিত আছে, তা হলো- **এই খুনি** মুহাম্মদের কাছে এসে তরবারি উঁচিয়ে ঘোষণা করেছিলেন **"আপনার দায়িত্ব শেষ হয়েছে",** আর অন্যদিকে মুহাম্মদ তাকে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন, **"যুদ্ধের আগুন সে জ্বালাতে পারতো যদি অন্যরাও তার সাথে থাকতো"**; যা প্রায় নিশ্চিতভাবেই **প্রমাণ করে** যে, তাদের ঐ উক্তিগুলো “নিছক সান্ত্বনা বাক্য" ছিল না!

মুহাম্মদ তাঁর এই "কোড বাক্য"-এর মাধ্যমে আবু বসির ও মক্কা থেকে হিজরত ('পলায়ন') করতে ইচ্ছুক সকল অনুসারীদের কী নির্দেশ দিয়েছেন, তা তারা খুব ভালভাবেই বুঝেছিলেন। তাই হিজরত ইচ্ছুক মক্কার মুসলমানরা আবু বসিরের কাছে একে একে জড়ো হয়েছিলেন, ওমর ইবনে খাত্তাব মক্কার মুসলমানদের চিঠি দিয়ে আবু বসিরের ঠিকানা জানিয়ে তাদেরকে তার কাছে জড়ো হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন, একে একে জড়ো হয়েছিল ৭০ জন মুহাম্মদ অনুসারী; যারা তাদের নবীর আদেশে কুরাইশদের বিরুদ্ধে "যুদ্ধের আগুন" জ্বালিয়েছিলেন। এই সমস্ত কর্মের কোনোটিই মুহাম্মদের অগোচরে সংঘটিত হয়নি। তাদের প্রতি মুহাম্মদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিলো! যার প্রমাণ হলো, যখন কুরাইশরা মুহাম্মদের কাছে "তাঁদেরকে এই দুর্দশা থেকে মুক্তি লাভের" মিনতি করেছিলেন, তখন মুহাম্মদের এক চিঠিতেই তারা তাঁর কাছে ফিরে গিয়েছিলেন।

>> মুহাম্মদ ও কুরাইশদের সঙ্গে সংঘটিত ঐতিহাসিক হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তির শর্তগুলোর বিস্তারিত আলোচনা 'চুক্তি স্বাক্ষর (পর্ব-১২২)' পর্বে করা হয়েছে। আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে আমরা নিশ্চিতরূপেই জানতে

পারি, হুদাইবিয়া সন্ধি শেষে **মুহাম্মদ তাঁর মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পরেই এই চুক্তির যে-শর্তগুলো লঙ্ঘন করেছিলেন, তা হলো এই:**

১) শর্ত ছিল, **"তারা আগামী দশ বছর যুদ্ধ বন্ধ রাখবে যাতে জনগণ সহিংসতা পরিহার করে নিরাপদে থাকতে পারে--।"** মুহাম্মদ এই শর্তটি নিশ্চিতরূপেই ভঙ্গ করেছিলেন! কারণ মুহাম্মদের পরোক্ষ (নাকি সরাসরি?) আদেশে, আবু বসিরের নেতৃত্বে তাঁর অনুসারীরা কুরাইশদের প্রতি তাদের সহিংসতা পুরাদমে অব্যাহত রেখেছিলেন।

২) শর্ত ছিল **"যদি কোনো ব্যক্তি তার অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতিরেকে মুহাম্মদের কাছে আসে, তবে তিনি তাকে তাঁদের কাছে ফেরত দেবেন।"**

>> **মুহাম্মদ কি এই শর্ত পালন করেছিলেন?** মুহাম্মদের মৃত্যু-পরবর্তী প্রথম প্রজন্মের প্রথম সারীর ইসলামী স্কলার উরওয়া বিন আল-যুবায়ের বিন আল-আওয়াম (মৃত্যু ৭১৩ সাল) এর মতে, "হ্যাঁ!" মুহাম্মদ কী কারণে মক্কা থেকে পালিয়ে আসা উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা বিন আবু মুয়াত-কে মক্কায় ফেরত পাঠাননি, তার ব্যাখ্যা প্রদান কালে তিনি যা উদ্ধৃত করেছিলেন, তা হলো, **"যদি এটি আল্লাহর হুকুম না হতো তবে আল্লাহর নবী এই মহিলাটিকে ফেরত পাঠাতেন, যেমন তিনি পুরুষদের ফেরত পাঠিয়েছিলেন।"** এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা "চুক্তি ভঙ্গ এক (পর্ব- ১২৫)!" পর্বে করা হয়েছে। 'যেমন তিনি পুরুষদের ফেরত পাঠিয়েছিলেন' অর্থ হলো মুহাম্মদ যেমন **আবু জানদাল** বিন সুহায়েল **ও আবু বসিরকে** ফেরত পাঠিয়েছিলেন। ইসলামের ইতিহাস পাঠের সময় যে-সত্যটি সর্বদাই মনে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন, তা হলো - ইসলামী মতবাদের এক অবশ্যপালনীয় অত্যাবশ্যকীয় শর্তের কারণে ইসলাম বিশ্বাসীরা অত্যন্ত অসহায় ও ইসলামের সকল ইতিহাস একপেশে ও মিথ্যাচারে সমৃদ্ধ (পর্ব: ৪৪); হুদাইবিয়া চুক্তির প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল বলেই মুহাম্মদ আবু জানদাল-কে তাঁর পিতা সুহায়েলের কাছে ফেরত দিয়েছিলেন, এই দাবি কী কারণে এক্কেবারেই **হাস্যকর,** তার বিস্তারিত আলোচনা "আবু জানদাল বিন সুহায়েল উপাখ্যান (পর্ব: ১২০)!" পর্বে করা হয়েছে। আর আবু বসির-কে মুহাম্মদ ফেরত পাঠিয়েছিলেন, এই দাবি সত্য নয়। কারণ আদি উৎসের

বর্ণনায় যা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, তা হলো: **"মুহাম্মদ আবু বসিরকে মক্কায় ফেরত পাঠাননি"!** কী কারণে তিনি তা করেননি? তাঁর ইচ্ছা ছিল, সমর্থ ছিল না? নাকি তাঁর সমর্থ ছিল, ইচ্ছা ছিল না?

৩) শর্ত ছিল, **"তারা একে অপরের প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন করবেন না।"** মুহাম্মদ এই শর্তটি নিশ্চিতরূপেই ভঙ্গ করেছিলেন! কারণ মুহাম্মদের আদেশ ও সমর্থনে তাঁর অনুসারীরা কুরাইশ বাণিজ্য বহরের ওপর হামলা, তাঁদের মালামাল লুণ্ঠন ও খুন কখনোই বন্ধ করেননি।

৪) শর্ত ছিল, **"তারা একে অপরের প্রতি কোনোরূপ গোপন অভিসন্ধি বা প্রতারণার আশ্রয় নেবেন না।"** মুহাম্মদ এই শর্তটি নিশ্চিতরূপেই ভঙ্গ করেছিলেন! কারণ, আবু বসির উপাখ্যানের এই বর্ণনার প্রত্যেকটি ঘটনা পরম্পরায় মুহাম্মদের গোপন অভিসন্ধি ও প্রতারণার লক্ষণ দিবালোকের মতই স্পষ্ট!

আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে যে-সত্যটি সুস্পষ্ট, তা হলো - মুহাম্মদের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ আদেশ ও সমর্থনে তাঁর অনুসারীরা কুরাইশ বাণিজ্য বহরের ওপর হামলা, তাঁদের মালামাল লুণ্ঠন ও খুন কখনোই বন্ধ করেননি। তাঁদের এই গর্হিত কর্মকাণ্ড পুরাদমে ছিল অব্যাহত, আগের মতই কিংবা তার চেয়েও বেশি! **অর্থাৎ, হুদাইবিয়া সন্ধি-স্বাক্ষর শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করার পরেই মুহাম্মদ হুদাইবিয়া সন্ধির প্রায় প্রত্যেকটি শর্ত লঙ্ঘন করেছিলেন!**

ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের ও আল-ওয়াকিদির মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর মূল ইংরেজি অনুবাদ ইন্টারনেটে বিনামূল্যে ডাউনলোড লিঙ্ক: তথ্যসূত্র [1] ও [2]।

The Narratives of Muhammad Ibne Ishaq: [1] [2] [3] [4]

‘When the apostle arrived in Medina **Abu Basir** 'Utba b. Asid b. Jariya, one of those imprisoned in Mecca, came to him. Azhar b. 'Abdu 'Auf b. 'Abd b. al-Harith b. Zuhra and al-Akhnas b. Shariq b. 'Amr b. Wahb al-Thaqafi wrote to the apostle about him, **and they sent a man of B. 'Amir b. Lu'ayy with a freed slave of theirs.** When they came to the apostle with the letter he said, 'You know the undertaking we gave these people and it ill becomes us that treachery should enter our religion. God will bring relief and a way of escape to those helpless like you, so go back to your people.' He said, 'Would you return me to the polytheists **who will seduce** me from my religion?' He said, 'Go, for God will bring relief and a way of escape for you and the helpless ones with you.**'** So he went with them as far as **Dhu'l-Hulayfa** (About six or seven miles from Medina) where he and the two men sat against a wall. Abu Basir said, 'Is your sword sharp, O brother of B. 'Amir?' When he said that it was he said that he would like to look at it. 'Look at it if you want to,' he replied. Abu Basir unsheathed it and dealt him a blow that killed him. The freedman ran off to the apostle who was sitting in the mosque, and when the apostle saw him coming he said, 'This man has seen something frightful.' When he came up the apostle said, 'What's the matter, woe to you?' He said: 'Your man has killed my man,' and almost at once Abu Basir came up girt with the sword, and standing by the apostle he said, 'Your obligation is over and God has removed it from you. You duly handed me over to the men

and I have protected myself in my religion lest I should be seduced therein or scoffed at.' The apostle said, 'Woe is his mother, he would have kindled a war had there been others with him.' Then Abu Basir went off until he halted at **al-'Is** in the region of Dhu'l-Marwa by the sea-shore on the road which Quraysh were accustomed to take to Syria. The Muslims who were confined in Mecca heard what the apostle had said of Abu Basir so they went out to join him in al-'Is. About **seventy men** attached themselves to him, and they so harried Quraysh, killing everyone they could get hold of and cutting to pieces every caravan that passed them, that Quraysh wrote to the apostle begging him by the ties of kinship to take these men in, for they had no use for them; so the apostle took them in and they came to him in Medina. When Suhayl heard that Abu Basir had killed his 'Amiri guard he leant his back against the Ka'ba and swore that he would not remove it until this man's bloodwit was paid. Abu Sufyan b. Harb said, 'By God, this is sheer folly. It will not be paid.' Three times he said it.'

The additional narratives of Al-Waqidi: [4]

'When the Messenger of God arrived in Medina from Al-Hudaybiyya, Abu Basir, that is Utba b Usayd b jariya (Haritha), an ally of the Banu Zuhra, came to him as a Muslim. He had escaped from his people, and came walking. **Al-Akhnas** b Shariq and **Azhar** b Abd Awf al-Zuhri wrote a letter to the Messenger of God. They sent a man from the Banu Amir b Luayy, having hired him for the price of a

camel. **Khunays b Jabir**, the Amiri, set out with a *mawla* of his named **Kawthar.** The two had sent Khunays b Jabir on a camel, with a letter mentioning the peace between them, and requesting the return of Abu Basir to them. When they arrived before the Messenger of God, they arrived three days after Abu Basir. ------the Messenger of God handed him to the Amiri and his companions, and he set out with them. The Muslims tried to cheer up Abu Basir. "O Abu Basir, rejoice! Indeed there is a reward for you and a way out. Perhaps one man will be better than a thousand men. So act, act!" and they commanded him about those who were with him. '-- The word of Messenger of God to Abu Basir, "Woe to his mother. He would have kindled a war if there were more men with him," reached the Muslims who were imprisoned at Mecca and desire to join the Messenger of God. They tried to steal away to Abu Basir. So Umar b al-Khattab wrote to them about what the Messenger of God had said to the Muslims. When the letter of Umar came to them informing them that Abu Basir was at the coast, on the road of the Quraysh caravan, the Meccan Muslims tried to creep away, man by man until they reached Abu Basir and gathered around him. They numbered almost seventy men. They created anxiety among the Quraysh, killing those they overpowered. A caravan did not pass, but they took possession of it, until they hurt the Quraysh.----'.

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **“সিরাত রসুল আল্লাহ”- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫০৭-৫০৮

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **“তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক”- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৫১-১৫৫৩

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp

[3] অনুরূপ বর্ণনা **“কিতাব আল-মাগাজি”- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৬২৪-৬২৯

http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi

ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩০৭-৩১০

http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[4] অনুরূপ বর্ণনা- **সহি বুখারী: ভলিউম ৩, বই ৫০, নম্বর ৮৯১**

অনেক বড় হাদিস, এই পর্বের প্রাসঙ্গিক অংশ:

‘-- When the Prophet returned to Medina, **Abu Basir,** a new Muslim convert from Quraish came to him. The Infidels sent in his pursuit two men who said (to the Prophet), "Abide by the promise you gave us." So, the Prophet handed him over to them. They took him out (of the City) till they reached Dhul-Hulaifa where they dismounted to eat some dates they had with them. Abu Basir said to one of them, "By Allah, O so-and-so, I see you have a fine sword." The other drew it out (of the scabbard) and said, "By Allah, it is very fine and I have tried it many times." Abu Bair said, "Let me have a look at it." When the other gave it to him, he hit him with it till he died, and his companion ran away till he came to Medina and entered the Mosque running. When Allah's Apostle saw him he said, "This

man appears to have been frightened." When he reached the Prophet he said, "My companion has been murdered and I would have been murdered too." Abu Basir came and said, "O Allah's Apostle, by Allah, Allah has made you fulfill your obligations by your returning me to them (i.e. the Infidels), but Allah has saved me from them." The Prophet said, "Woe to his mother! What excellent war kindler he would be, should he only have supporters." When Abu Basir heard that he understood that the Prophet would return him to them again, so he set off till he reached the seashore. Abu Jandal bin Suhail got himself released from them (i.e. infidels) and joined Abu Basir. So, whenever a man from Quraish embraced Islam he would follow Abu Basir till they formed a strong group. By Allah, whenever they heard about a caravan of Quraish heading towards Sham, they stopped it and attacked and killed them (i.e. infidels) and took their properties. The people of Quraish sent a message to the Prophet requesting him for the Sake of Allah and Kith and kin to send for (i.e. Abu Basir and his companions) promising that whoever (amongst them) came to the Prophet would be secure. So the Prophet sent for them (i.e. Abu Basir's companions) -----.'
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/83-Sahih%20Bukhari%20Book%2050.%20Conditions/3385--sahih-bukhari-voluume-003-book-050-hadith-number-891.html

[5] **'আল-ইস (al-'Is)** স্থানটি মদিনা থেকে চার রাত্রির ও **ধু আল-মারওয়া** থেকে দুই রাত্রির যাত্রা। ধু আল-মারওয়া হলো **ওয়াদি আল-কুরা** (এক দীর্ঘ উপত্যকা যা উত্তরে সিরিয়ার দিকে বিস্তৃত) উপত্যকায় অবস্থিত একটি গ্রাম'।

[6] 'বানু আমির গোত্রের গোত্র-প্রধান হিসাবে সুহায়েল বিন আমর এর দায়িত্ব ছিল এই যে তিনি ক্ষতিপূরণ বাবদ তাঁর গোত্রের খুন হওয়া কোন ব্যক্তির পক্ষে রক্ত মূল্য দাবী করেন'।

[7] Ibid **"সিরাত রসুল আল্লাহ"**- ইবনে হিশামের নোট নম্বর ৭৫৫, পৃষ্ঠা ৭৬৯

১২৯: হুদাইবিয়া সন্ধি - ১৯: চুক্তি ভঙ্গ - পাঁচ!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – একশত তিন
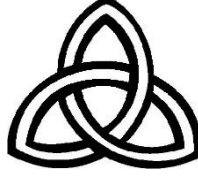
"যে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করার পর মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পরেই এই সন্ধিচুক্তির প্রায় প্রত্যেকটি শর্ত কীভাবে ভঙ্গ করেছিলেন, আদি উৎসে বর্ণিত 'আবু বসির উপাখ্যানের' অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে সে বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

ইসলামের ইতিহাসে **'মক্কা বিজয়'** এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কুরাইশদের সঙ্গে মুহাম্মদ দশ বছর মেয়াদী হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন করার পর **দুই বছরের মধ্যে** মুহাম্মদ অতর্কিতে মক্কা আক্রমণ করেন। অভিযোগ? বরাবরের মতই! **"তাহারা চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছিল!"** আদি উৎসের সকল মুসলিম ঐতিহাসিক মুহাম্মদের এই মক্কা আক্রমণের যে-কারণ ও প্রেক্ষাপট লিপিবদ্ধ করেছেন, তা হলো, **বহু আগে থেকেই বিবাদ ও খুন-জখমে লিপ্ত** দুই বিবদমান আরব গোত্রের সংঘটিত হিংসা ও প্রতিহিংসার কালানুক্রমিক ঘটনাসমষ্টির সর্বশেষ অধ্যায়! বিষয়টি খুব ভালভাবে বোঝার সুবিধার জন্য আমি এই পুরো ঘটনাটিকে কালানুক্রমিক পাঁচটি অনুচ্ছেদে ভাগ করেছি। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-তাবারী ও আল-ওয়াকিদির বর্ণনায় ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনা: [1] [2] [3]

(আল-তাবারী, আল-ওয়াকিদির বর্ণনা ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ)

'মুতা অভিযানে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করার পর আল্লাহর নবী জুমাদি-উস সানি ও রজব মাস মদিনায় অবস্থান করেন। **সেই সময়** বানু খোজা (খুযাআ) গোত্রের লোকেরা যখন মক্কার নিম্ন অঞ্চলে আল-ওয়াতির নামের তাদের এক কূপের কাছে ছিল, তখন বানু বকর বিন আবদ মানাত বিন কিনানা তাদের ওপর আক্রমণ করে। এই বিবাদের কারণ হলো এই:

[ঘটনার সূত্রপাত:]

বানু আল-হাদরামি গোত্রের **মালিক বিন আববাদ নামের এক লোক,** যারা ছিলেন আল-আসওয়াদ বিন রাজন এর মিত্র, যিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বাহিরে গিয়েছিলেন; বাণিজ্য থেকে ফেরার পথে যখন তিনি বানু খোজার এলাকার মাঝখানে এসে পৌঁছেন, তখন তারা তাঁকে আক্রমণ ও খুন করে ও তার যাবতীয় মালামাল লুণ্ঠন করে। [4]

[অতঃপর]

সে কারণেই, **বানু বকরের লোকেরা বানু খোজার এক লোককে আক্রমণ ও হত্যা করে।**

[অতঃপর:]

মুসলমানদের জড়িত হওয়ার ঠিক আগেই, বানু খোজা গোত্রের লোকেরা আল-আসওয়াদ বিন রাজন আল দিল এর সালমা, কুলথিম ও তৈয়ব নামের তিন পুত্রকে হত্যা করে, যারা ছিলেন বানু কিনানা গোত্রের বিশিষ্ট নেতা; তারা তাদেরকে আরাফার পবিত্র এলাকার পাথরের সীমানা পাশে হত্যা করে। বানু আল-দিলের এক লোক আমাকে বলেছেন যে, প্যাগান যুগে বানু আল-আসওয়াদ গোত্রের অবস্থার কারণে তাদেরকে **দ্বিগুণ** পরিমাণ রক্তমূল্য পরিশোধ করা হতো, **কিন্তু তাদেরকে পরিশোধ করা হয়েছিল মাত্র একগুণ**। [5]

[অতঃপর:]

বানু বকর ও বানু খোজা গোত্রের **এরূপ শত্রুভাবাপন্ন অবস্থায়** ইসলামের আবির্ভাব হয় ও তা মানুষের মনে স্থান করে নেয়। এমতাবস্থায় মুহাম্মদ ও কুরাইশদের মধ্যে যে **হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তিটি সম্পন্ন হয়,** তার এক শর্ত ছিল এই, 'যদি কোনো ব্যক্তি তাদের যে কোনো একজনের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে ইচ্ছা করে, তবে সে তা করতে পারবে - যা আল-মিসওয়ার বিন মুখরামা ও মারওয়ান বিন আল-হাকাম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হইতে উদ্ধৃত > উরওয়া বিন আল-যুবায়ের হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আল যুহরি আমাকে বলেছেন; বানু বকর যোগদান করে কুরাইশদের দলে ও বানু খোজা যোগদান করে মুহাম্মদের দলে [পর্ব: ১২২]।

[অতঃপর:]

এই সন্ধিচুক্তিটি সম্পন্ন হওয়ার পর বানু বকর গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বানু আল-দিল গোত্র আসওয়াদ বিন রাজন এর সন্তানদের হত্যাকারী বানু খোজার বিরুদ্ধে সুযোগ নেয়, তাদের অভিপ্রায় ছিল ঐ খুনের প্রতিশোধ গ্রহণ। সে কারণে, তাদের সে সময়ের দলনেতা **নওফল বিন মুয়াবিয়া আল দিলি তার গোত্রের লোকদের নিয়ে,** বানু খোজা গোত্রের লোকেরা যখন তাদের আল-ওয়াতির কূপের নিকট অবস্থান করছিলো, তখন রাতের অন্ধকারে তাদের ওপর আক্রমণ চালায় ও তাদের একজন লোককে হত্যা করে, **যদিও বানু বকর গোত্রের সকলেই তার পক্ষ অনুসরণ করেননি**। দু'দলই সংঘর্ষে লিপ্ত হয় ও লড়াই অব্যাহত রাখে। কুরাইশরা বনি বকর গোত্রকে অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে ও তাদের কিছু লোক রাতের অন্ধকারে গোপনে **যুদ্ধ করে** বনি খোজার লোকদের পবিত্র স্থানের দিকে তাড়িয়ে দেয়। যখন তারা সেখানে পৌঁছে, বানু বকর লোকেরা বলে, "এই নওফল, আমরা এখন পবিত্র স্থানে। তোমার আল্লাহকে স্মরণ করো, আল্লাহকে স্মরণ করো!" জবাবে ঐ দিন সে ধর্ম-অবমাননামূলক উক্তি করে বলে যে, তার কোনো আল্লাহ নেই, বলে "হে বানু বকরের সন্তানরা, তোমরা তোমাদের প্রতিশোধ

গ্রহণ করো। আমার জানের কসম, পবিত্র এলাকায় যেখানে তোমরা চুরি করতে পারতে, সেখানে কি তোমরা প্রতিশোধ নিতে পারো না?"
সেই রাতে আল-ওয়াতির স্থানটিতে তারা তাদের ওপর আক্রমণ চালায় ও **মুনাব্বিহ** নামের এক লোককে হত্যা করে, যে-লোকটি তামিম বিন আল-আসাদ নামের তার গোত্রের এক লোককে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। মুনাব্বিহর ছিলেন হার্টের দুর্বলতাজনিত সমস্যায়, তিনি তামিমকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য বলেন, কারণ তার হার্টের সংকটাপন্ন অবস্থায় তিনি ছিলেন মৃতবৎ তা তারা তাকে হত্যা করুক কিংবা ছেড়ে দিক। তাই তামিম পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়, আর মুনাব্বিহকে তারা ধরে ফেলে ও হত্যা করে। বিপদকালে বানু খোজার লোকেরা মক্কার ভেতরে প্রবেশ করার পর বুদায়েল বিন ওয়ারাকা [পর্ব: ১১৫] ও রাফি নামের তাদের এক মুক্তিপ্রাপ্ত দাসের (Mawla) গৃহে আশ্রয় নেয়।

যেহেতু কুরাইশ ও বানু বকর গোত্র একত্রে বানু খোজার বিরুদ্ধে ছিল ও তাদের কিছু লোককে হত্যা করেছিল, **সেহেতু** তারা আল্লাহর নবীর সাথে কৃত সন্ধিচুক্তির শর্ত ভঙ্গ করেছে এই বিবেচনায় যে বানু খোজা ছিল তাঁর সাথে জোটবদ্ধ; **বানু কা'ব গোত্রের** আমর বিন সালিম আল-খুজায়ি মদিনায় আল্লাহর নবীর কাছে আসে। (যা মক্কা বিজয়ের কারণ হয়)।' [6]

আল-ওয়াকিদির (৭৪৮-৮২২ খ্রিষ্টাব্দ) অতিরিক্ত বর্ণনা:

'মিহজান বিন ওয়াহাব-এর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আবদুল্লাহ বিন আমর বিন যুবায়ের আমাকে বলেছেন: "বানু খোজা ও বানু কিনানা গোত্রের মধ্যে শেষের যে-ঘটনাটি ছিল, তা হলো - আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে **আনাস বিন যুনায়েম আল-দিলির** এক অপমানজনক উক্তি। **বানু খোজা গোত্রের এক তরুণ তার কথা শুনতে পায় ও তার ওপর আক্রমণ চালায় ও তাকে আঘাত করে।** তিনি তার লোকদের কাছে গমন করেন ও তার মাথার জখমটি তাদেরকে দেখান, অতঃপর তাদের মধ্যে যে কলহ-বিবাদ ও

বানু খোজা গোত্রের কাছ থেকে রক্তমূল্য বাবদ বানু বকর গোত্রের পাওনা বিবাদটি সক্রিয় হয়ে ওঠে।

সেটি ছিল শাবান মাস [হিজরি ৮ সাল], হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার প্রথম বাইশ মাস সময়ের মধ্যে, **বানু বকর গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বানু নুফাতা গোত্রের লোকেরা** - বানু মুদলিজ গোত্রের লোকেরা তাদের সঙ্গে ছিল না ও তারা শর্ত ভঙ্গ করেনি - অভিজাত কুরাইশদের সাথে যে-বিষয়ে কথা বলে, তা হলো - তারা যেন তাদেরকে তাদের শত্রু বানু খোজার বিরুদ্ধে লোকবল ও অস্ত্রবল দিয়ে সাহায্য করে। তারা তাদের খুন হওয়া লোকদের বিষয়ে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়, যাদেরকে খোজা গোত্রের লোকেরা খুন করেছিল।

তারা তাদের পরস্পরের সম্পর্ক ও মৈত্রী চুক্তির বিষয়টি তাদেরকে অবহিত করায়, আরও জানায় যে, বানু খোজা গোত্র মুহাম্মদের কাছে তাদের মৈত্রী চুক্তির বিষয়ে দেখা করতে যাচ্ছে। বানু বকর গোত্রের লোকেরা দেখতে পায় যে, লোকেরা (কুরাইশ) তাতে দ্রুত সাড়া দেয়, ব্যতিক্রম ছিল আবু সুফিয়ান। এ সম্পর্কে তাঁর পরামর্শ চাওয়া হয়নি ও তিনি এ সম্বন্ধে জানতেন না। কিছু লোক বলে: প্রকৃতপক্ষে তারা তাঁর সাথে আলোচনা করেছিলেন, কিন্তু তিনি তদেরকে প্রত্যাখ্যান করেন।

বানু নুফাতা ও বকর লোকেরা বলা শুরু করে: বরং আমরাই সই! তারা তাদেরকে অস্ত্র ও লোকবল দিয়ে সাহায্য করে, তারা এই চক্রান্তটি করে গোপনে, যেন বানু খোজার লোকেরা তা জানতে না পারে। তারা তাদের **মৈত্রী চুক্তির বিষয়ে ছিল নিশ্চিন্ত** ও অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী, যা ইসলামের কারণে বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। অতঃপর যে-লোকেরা তাদের সাথে ছিল, কুরাইশরা তাদের সাথে আল-ওয়াতির নামক স্থানে সাক্ষাৎ করে। ছদ্মবেশ ও অবগুণ্ঠিত অবস্থায় বয়োবৃদ্ধ কুরাইশরা তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন: সাফওয়ান বিন উমাইয়া, মিখরায বিন হাফস বিন আল-আখিপ ও হুয়ায়েতিব বিন আবদ

আল-উজ্জা তাদের গোলামদের সাথে এনেছিলেন। বানু বকর গোত্রের নেতা ছিল **নওফল বিন মুয়াবিয়া আল দিলি**। খোজা গোত্রের লোকেরা সেখানে রাত্রিবাস করছিলো, তাদের উপলব্ধি ও আত্মবিশ্বাস ছিল এই যে, তারা শত্রুদের কাছ থেকে নিরাপদ। কারণ যদি তারা এ বিষয়ে ভীত হতো, তবে অবশ্যই তারা প্রহরা বসাতো ও প্রস্তুতি নিতো।

------আতা বিন আবি মারওয়ান-এর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আবদুল্লাহ বিন আমির আল-আসলামি আমাকে জানিয়েছেন যে, যখন বানু খোজার লোকেরা বুদায়েল ও রাফির গৃহে অবস্থান করছিলো তখন কুরাইশ ও বানু বকরের লোকেরা তাদের বিশজন লোককে হত্যা করেছিল। যখন সকাল হয় তখন বুদায়েল ও বানু খোজার আশ্রিত (mawla) রাফির গৃহের দরজার সামনে লাশগুলো পড়েছিল। কুরাইশরা ফিরে আসে ও তারা যা করেছে তার জন্য অনুশোচনা করে। তারা জানতো যে, যা তারা করেছে তা আল্লাহর নবী ও তাদের মধ্যে নির্ধারিত সময়ের সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করেছে।
আবদুল্লাহ বিন ইকরিমা বিন আবদ আল-হারিথ বিন হিশামের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আবদুল্লাহ বিন আমর বিন যুহায়ের আমাকে জানিয়েছেন: **আল-হারিথ বিন হিশাম ও ইবনে আবি রাবি'য়া** আসে সাফওয়ান বিন উমাইয়া, সুহায়েল বিন আমর ও ইকরিমা বিন আবু জেহেলের কাছে ও তারা বানু বকর গোত্রের লোকদের সাহায্য করার জন্য তাদের কে দোষারোপ করে।'''

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

মুহাম্মদ স্বরচিত জবানবন্দি (সুরা তওবা, আয়াত ১৩-১৪):

[৯:১৩-১৪] – 'তোমরা কি সেই দলের সাথে যুদ্ধ করবে না; যারা ভঙ্গ করেছে নিজেদের শপথ এবং সঙ্কল্প নিয়েছে রসূলকে বহিস্কারের? আর এরাই প্রথম তোমাদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় কর? অথচ তোমাদের ভয়ের অধিকতর যোগ্য হলেন আল্লাহ, যদি তোমরা মুমিন হও। যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ

তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন'।

>>> স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ৬২৮ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে কুরাইশদের সঙ্গে হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন করার পরের বছর হিজরি ৭ সালের জিলকদ মাসে (মার্চ-এপ্রিল, ৬২৯ সাল) শুধু তাঁর হুদাইবিয়ায় অংশগ্রহণকারী অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করেন। ওমরা পালন শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তন-কালে তিনি **কীভাবে** হুদাইবিয়া সন্ধি চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করেছিলেন, তার বিস্তারিত আলোচনা 'চুক্তি ভঙ্গ দুই (পর্ব: ১২৬)!" পর্বে করা হয়েছে। সেখান থেকে তিনি মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন জিলহজ মাসে। "অতঃপর তিনি জিলহজ মাসের শেষের দিনগুলো, মহরম, সফর, রবিউল আওয়াল ও রবিউস সানি মাস (জুন ২৯ -আগস্ট ২৬, ৬২৯ সাল) মদিনায় অবস্থান করেন। অতঃপর জুমাদি-উল আওয়াল মাসে (যার শুরু হয়েছিল আগস্ট ২৭, ৬২৯ সাল) তিনি তাঁর অনুসারীদের **সিরিয়া অভিযানে** পাঠান, মুতা নামক স্থানে এসে যারা চরম দুর্দশার সম্মুখীন হন।" [7]

আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, মুহাম্মদ মুতা অভিযানে তাঁর অনুসারীদের প্রেরণ করার পরের দুই মাসও মদিনায় অবস্থান করেন। অতঃপর হিজরি ৮ সালের শাবান মাসে বানু বকর ও বানু খোজা গোত্রের বহুকাল যাবত বিদ্যমান হিংসা ও প্রতিহিংসার সর্বশেষ ঘটনাটি সম্পন্ন হয়। **অর্থাৎ**, মুহাম্মদ যে-ঘটনাটিকে ইস্যু করে কুরাইশদের বিরুদ্ধে আগ্রাসী মক্কা অভিযান সংঘটিত করেছিলেন, সেই ঘটনাটি ঘটেছিল হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার একুশ মাস পরে। ইসলামে নিবেদিতপ্রাণ আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে, এই একুশ মাস সময়ে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ কমপক্ষে চারবার এই সন্ধিচুক্তির প্রায় প্রত্যেকটি শর্ত ভঙ্গ করেছিলেন, যার বিস্তারিত আলোচনা গত চারটি পর্বে করা হয়েছে (পর্ব: ১২৫-১২৮)।

সুতরাং,

হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন করার অব্যবহিত পর থেকে এই ঘটনাটির পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন কলাকৌশলে কমপক্ষে চারবার নিজেই এই সন্ধিচুক্তির প্রায় প্রত্যেকটি শর্ত ভঙ্গ করার পর, নিজের প্রত্যক্ষ সমর্থন ও পরোক্ষ (?প্রত্যক্ষ) আদেশে আবু বসিরের নেতৃত্বে নিজ অনুসারীদের দিয়ে কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলার ওপর উপর্যুপরি আগ্রাসী হামলা-খুন-লুণ্ঠন (পর্ব:১২৮) পুরোদমে চালু রাখার পর যখন সেই একই মানুষটি সংক্ষুব্ধ, নির্যাতিত, ক্ষতিগ্রস্ত কুরাইশদের বিরুদ্ধে 'চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগ' এনে বিনা নোটিশে তাঁদেরকে আক্রমণ করেন, নিঃসন্দেহে তখন তা হয় প্রতারণার এক অনন্য দৃষ্টান্ত! "There are no ifs, ands, or buts about it!"

>>> মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-তাবারী, আল-ওয়াকিদি তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে এই উপাখ্যানের বর্ণনায় দাবি করেছেন যে, এই ঘটনার মাধ্যমে কুরাইশরা হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তির শর্ত ভঙ্গ করেছিলেন, যা মূলত: মুহাম্মদের দাবি (৯:১৩-১৪); আর সেই অভিযোগে মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ও তাঁদেরকে নিজ হাতে শাস্তি দেয়া ও লাঞ্ছিত করার আদেশ করছেন!

কিন্তু প্রশ্ন হলো,

"এই ঘটনায় কুরাইশরা হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তির আদৌ কি কোনো শর্ত ভঙ্গ করেছিলেন?"

এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব আমরা প্রায় নিশ্চিতরূপেই জানতে পারি আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত উপাখ্যানের প্রতিটি ঘটনাপ্রবাহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মাধ্যমে। “The Devil is inthe Detail (পর্ব ১১৩)!"

আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত ঘটনা প্রবাহের বর্ণনায় যে-বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো - হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার আগে থেকেই বানু বকর ও বানু খোজা গোত্রের

মধ্যে হিংসা-প্রতিহিংসা ও খুনোখুনির সম্পর্ক বিবদমান ছিলো। এই বর্ণনায় যা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, তা হলো - এই ঘটনার সূত্রপাত করেছিলেন বানু খোজা গোত্রের লোকেরা, বানু বকর গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বানু আল-হাদরামি গোত্রের মালিক বিন আববাদ নামের এক নিরীহ বাণিজ্য ফেরত মানুষকে খুন ও মালামাল লুণ্ঠনের মাধ্যমে! অতঃপর মুসলমানদের জড়িত হওয়ার ঠিক আগেই এই একই গোত্রের লোকেরা আবারও বানু বকর গোত্রের অন্তর্ভুক্ত আল-আসওয়াদ বিন রাজন আল দিল এর তিন পুত্রকে হত্যা করেছিলেন। শুধু তাইই নয়, **এমনকী এই সর্বশেষ ঘটনারও সূত্রপাত করেছিলেন বানু খোজা গোত্রের লোকেরা,** বানু বকর গোত্রের আনাস বিন যুনায়েম আল-দিলি নামের এক লোককে শারীরিক জখমের মাধ্যমে। সুতরাং নিঃসন্দেহে বিবদমান এই দুই গোত্রের আগ্রাসী ও আক্রমণকারী গোত্রটি ছিল বানু খোজা গোত্রের লোকেরা, আর আক্রান্ত ও সংক্ষুব্ধ গোত্রটি ছিল বানু বকর গোত্রের লোকেরা। অর্থাৎ আক্রমণকারী গোত্রটির পক্ষে ছিলেন মুহাম্মদ, আর আক্রান্ত গোত্রটির পক্ষে ছিলেন কুরাইশরা। যার সরল অর্থ হলো:

"মুহাম্মদ ছিলেন অন্যায়ের পক্ষে, আর কুরাইশরা ছিলেন ন্যায়ের পক্ষে।"

হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর থেকে এই ঘটনার পূর্ব পর্যন্ত মুহাম্মদ কমপক্ষে যে চারবার হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তির প্রায় প্রত্যেকটি শর্ত ভঙ্গ করেছিলেন, তার প্রত্যেকটিতেই মুহাম্মদ প্রত্যক্ষভাবে নিজে জড়িত ছিলেন ও তাঁর সকল অনুসারী তাঁকে সমর্থন যুগিয়েছিলেন। অন্যদিকে ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যা স্পষ্ট তা হলো, কুরাইশ ও বনি বকর গোত্রের সমস্ত লোকেরা এই সংঘর্ষে জড়িত ছিলেন না। আল ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা আরও জানতে পারি যে, আবু সুফিয়ান সহ অন্যান্য কুরাইশ নেতৃবৃন্দ এই ঘটনাটি জানার পর ঘটনার সাথে জড়িত কুরাইশদের দোষারোপ করেছিলেন। **শুধু তাইই নয়,** পরবর্তীতে আবু সুফিয়ান নিজে মদিনায় মুহাম্মদের কাছে গিয়ে এই ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন (বিস্তারিত আলোচনা 'মক্কা বিজয়' অধ্যায়ে করা হবে।)

হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তিটি সম্পন্ন হয়েছিল **মুহাম্মদ ও কুরাইশদের** মধ্যে। ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় হুদাইবিয়া সন্ধির গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক শর্তগুলো হলো:

১) শর্ত ছিল, **"তারা আগামী দশ বছর যুদ্ধ বন্ধ রাখবে যাতে জনগণ সহিংসতা পরিহার করে নিরাপদে থাকতে পারে--।"** কুরাইশরা এই শর্তটি নিশ্চিতরূপেই ভঙ্গ করেননি! কারণ তাঁরা মুহাম্মদ বা তাঁর অনুসারীদের ওপর কোনোরূপ আক্রমণ করেননি।

২) শর্ত ছিল, **"তারা একে অপরের প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন করবেন না।"** কুরাইশরা এই শর্তটি নিশ্চিতরূপেই ভঙ্গ করেননি! কারণ তাঁরা মুহাম্মদ বা তাঁর অনুসারীদের ওপর কোনোরূপ শত্রুতা প্রদর্শন করেননি।

৩) শর্ত ছিল, **"তারা একে অপরের প্রতি কোনোরূপ গোপন অভিসন্ধি বা প্রতারণার আশ্রয় নেবেন না।"** কুরাইশরা এই শর্তটি নিশ্চিতরূপেই ভঙ্গ করেননি! কারণ তাঁরা মুহাম্মদ বা তাঁর অনুসারীদের ওপর কোনোরূপ গোপন অভিসন্ধি বা প্রতারণার আশ্রয় নেননি।

৪) শর্ত ছিল, “যে কোন ব্যক্তি যদি মুহাম্মদের সঙ্গে সংযুক্ত ও চুক্তিবদ্ধ হতে ইচ্ছা করে তবে সে তা করতে পারবে এবং যে কোন ব্যক্তি যদি কুরাইশদের সঙ্গে সংযুক্ত ও চুক্তিবদ্ধ হতে ইচ্ছা করে তবে সে তা করতে পারবে। **বানু খোজা গোত্র তৎক্ষণাৎ সেখানে ঘোষণা করে যে, 'আমরা মুহাম্মদের সাথে সংযুক্ত হলাম' এবং বানু বকর গোত্র একই ভাবে কুরাইশদের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার ঘোষণা দেয়।"**

>> অর্থাৎ, কুরাইশ ও মুহাম্মদের মধ্যে যেদিন হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তিটি সম্পন্ন হয়, সেই একই সময়ে **মৈত্রী চুক্তি** সম্পন্ন হয়েছিল বানু বকর গোত্র ও কুরাইশদের মধ্যে। মুহাম্মদ ইতিমধ্যেই বার বার হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তি শর্ত ভঙ্গ করার কারণে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ

আক্রান্ত বানু বকর গোত্রকে সাহায্য **"না করার"** বিষয়ে কুরাইশরা নৈতিকভাবে বাধ্য ছিলেন না। তাই তাদের কিছু লোক বানু বকর গোত্রের লোকদের সাহায্য করছিলেন আক্রমণকারী বানু খোজা গোত্রের বিরুদ্ধে, মুহাম্মদ বা তাঁর কোনো অনুসারীদের বিরুদ্ধে নয়। যেহেতু তাঁরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের আক্রমণ করেননি, সুতরাং তাঁরা হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তির কোনো শর্ত ভঙ্গ করেননি! বানু বকরের সঙ্গে তাঁদের মৈত্রী চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, তাঁরা আক্রান্ত বানু বকর গোত্রকে সাহায্য করতে নীতিগতভাবে বাধ্য, তাঁদের কিছু লোক সেই কাজটিই করেছিলেন।

একইভাবে হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তিটি সম্পন্ন হওয়ার সময়টিতে **মৈত্রী চুক্তি** সম্পন্ন হয়েছিল বানু খোজা গোত্র ও মুহাম্মদের মধ্যে। ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যা স্পষ্ট, তা হলো, বানু খোজা গোত্রের ওপর মুখ্য আক্রমণকারী গোত্রটি ছিল বানু বকর গোত্রের অন্তর্ভুক্ত আল-দিলি গোত্রের লোকেরা, সকল বানু বকর গোত্র এই হামলায় জড়িত ছিলেন না; সকল কুরাইশরা তো নয়ই। এই ঘটনায় কুরাইশদের ভূমিকাটি মুখ্য ছিল না, ছিল গৌণ। এমত পরিস্থিতিতে মৈত্রী চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মুহাম্মদের কর্তব্য মূলত: বানু খোজা গোত্রকে সাহায্য করা, সর্বোচ্চ তিনি বানু খোজার পক্ষ নিয়ে মুখ্য আক্রমণকারী বানু আল-দিলি লোকদের কিংবা বানু বকর গোত্রকে আক্রমণ করতে পারেন। এর বেশি কিছু নয়!

যে যুক্তির মাধ্যমে ইসলাম বিশ্বাসীরা কুরাইশদের কে হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তির শর্ত ভঙ্গকারী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেন তা হলো:

"যেহেতু বানু খোজা গোত্র মুহাম্মদের সাথে **মৈত্রী চুক্তি** বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, সেহেতু বানু খোজা গোত্রকে (মুহাম্মদের পক্ষ) আক্রমণ করার অর্থ হলো - মুহাম্মদ কিংবা তাঁর অনুসারীদের আক্রমণ করা, তাই তা হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তির শর্ত ভঙ্গ। তর্কের খাতিরে ধরে নেয়া যাক যে, তাঁদের এই যুক্তি যৌক্তিক! সে ক্ষেত্রে **এই একই যুক্তিতে** বানু

বকর গোত্রের বিরুদ্ধে (কুরাইশদের পক্ষ) বানু খোজা গোত্রের (মুহাম্মদের পক্ষ) আক্রমণের অর্থ হলো "কুরাইশদের" আক্রমণ করা, তাই তা হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তির শর্ত ভঙ্গ।

সে ক্ষেত্রেও আল-ওয়াকিদির বর্ণনায় যা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, তা হলো, হুদাইবিয়া সন্ধির পরের এই ঘটনায়, বানু খোজা গোত্রের লোকদের দ্বারা আল-আসওয়াদ বিন রাজন আল দিলের তিন পুত্রকে হত্যা করার বিষয়টি যদি আমরা উপেক্ষাও করি এই বিবেচনায় যে তা সংঘটিত হয়েছিল সন্ধিচুক্তির পূর্বে তথাপি, প্রথম আক্রমণকারী ব্যক্তিটি ছিলেন বানু খোজা গোত্রের (মুহাম্মদের পক্ষ) এক লোক; যে বানু বকর গোত্রের (কুরাইশদের পক্ষ) আনাস বিন যুনায়েম আল-দিলি নামের এক লোককে শারীরিক আক্রমণ করেছিলেন ও তাঁর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং এই যুক্তিতেও হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তির শর্ত ভঙ্গকারী মুহাম্মদের পক্ষ (মুহাম্মদ), কুরাইশরা নয়।

সংক্ষেপে, হুদাইবিয়া সন্ধির শর্ত অনুযায়ী মুহাম্মদ এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোনোভাবেই কুরাইশদেরকে আক্রমণ করতে পারেন না। এটি ছিল মুহাম্মদের পঞ্চম চুক্তি লঙ্ঘন!

*মুহাম্মদের "মক্কা আক্রমণের বৈধতা" দিতে যুগে যুগে ইসলামী বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা (অধিকাংশই না জেনে) বিভিন্ন কসরতের মাধ্যমে মুহাম্মদের এই "৯:১৩ -১৪" দাবীর বৈধতা দিয়ে এসেছেন। কেন তাঁরা এমনটি করেন, তার আলোচনা দশম পর্বে করা হয়েছে। তাই সত্যকে জানতে হলে আদি উৎসে বর্ণিত লিখাগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত আবশ্যক। নতুবা বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা শতভাগ! বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বহুল আলোচিত ও অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-ওয়াকিদির অতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর মূল ইংরেজি অনুবাদ ইন্টারনেটে **বিনামূল্যে ডাউনলোড লিঙ্ক:** তথ্যসূত্র [1] ও [2]।*

The additional narratives of Al-Waqidi:

‘Abdullah b Amr b Zuhayr related to me from Mihjan b Wahb, who said: It was the last of what was between Khuzaa and Kinana that **Anas b Zunaym al-Dili** insulted the Messenger of God. A lad from Khuzaa heard him and fell upon him and struck him. He went out to his people and showed them his wounded head and mischief was stirred up with what was among them, and with what the Banu Bakr required of their blood-wit from the Khuzaa. When it was **Shaban,** during the first twenty two months of the peace of al-Hudaybiyya, **Banu Nufatha** of the Banu Bakr spoke to the nobility of the Quraysh **– the Banu Mudlij withdrew and did not break the agreement** – to help with men and weapons against their enemy among the Khuzaa. They reminded them of the dead whom the Khuzaa had killed. They indicated to them their relationship and informed them about their entering with them in their **contract** and agreement, and of the khuzaa going to Muhammad with his contract and his agreement. The Banu Bakr found the people [Quraysh] hasten to that, except for Abu Sufyan. His advice was not sought about that and he did not know. Some said: indeed they conferred with him but he refused them. The Banu Nafatha and Bakr began to say: Rather it is us! They helped them with weapons and quivers and men, and they plotted in secret in order that the Khuzaa would not know. They were secure and over-confident about the agreement and with what Islam hindered between them. Then the Quraysh made an appointment at al-Watir with those who were with them. They appeared for the

appointment with elders of the Quraysh disquised and veiled: Safwan b Umayya, Mikraz b Hafs b al- Akhif, and Huwaytib b Abd al-Uzza brought their slaves with them. The head of the Banu Bakr was **Nawfal b Muawiya al-Dili.** The Khuzaa stayed up the night, overconfident and feeling safe from their enemy. For if they were fearful of this, surely they would have been on guard and prepared. ----- Abdullah b Amir al-Aslami related to me from Ata b Abi Marwan, who said: The Quraysh and Banu Bakr had killed twenty men among them while the Khuzaa were present in the house of Budayl and Rafi. When it was morning the Khuzaa lay killed at the door of Budayl and Rafi, the mawla of Khuzaa. The Qurash went out, regretting what they did. They knew that what they did broke the agreement that was between them and the Messenger of God for the determined period of time. Abdullah b Amr b Zuhayr related to me from Abdullah b Ikrima b Abd al-Harith b Hisham, who said: **Al-Harith b Hisham and Ibn Abi Rabi'a** came to Safwan b Umayya, Suhayl b Amr, and Ikrima b Abi Jahl and blamed them for helping the Banu Bakr.----'

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে।]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **“সিরাত রসুল আল্লাহ”- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫৪০-৫৪২
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
[2] **“তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক”- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৬১৯-১৬২১
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp
[3] অনুরূপ বর্ণনা **“কিতাব আল-মাগাজি”- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৭৮০-৭৮৪
http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi
ইংরেজি অনুবাদ**:** Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩৮৪-৩৮৬
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[4] Ibid তাবারী নোট: **'আল-আসওয়াদ বিন রাজন আল-দিলি** ছিলেন বানু কিনানা গোত্রের নেতাদের একজন, বানু আল-দিলি গোত্রটি ছিল বানু বকর গোত্রেরই এক অংশ।'
[5] Ibid তাবারী নোট: ‘মক্কা শরীফ ও তার চতুর্দিক **পবিত্র এলাকা** (হারাম) দ্বারা পরিবেষ্টিত, যেখানে রক্তপাত ও হত্যাকাণ্ড নিষিদ্ধ। এই খুনিরা ঐ লোকগুলোকে খুন করে এই এলাকার ঠিক বাহিরেই’।
[6] ‘বানু কাব বিন আমর গোত্রটি ছিল বানু খোজা গোত্রেরই একটি অংশ’।
[7] Ibid সিরাত রসুল আল্লাহ”- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক - পৃষ্ঠা ৫৩১-৫৩২; Ibid: আল-তাবারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৬১১

১৩০: খায়বার যুদ্ধ-১: কে ছিল হামলাকারী?

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – একশত চার

"যে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

আদি উৎসের (Primary source) ইসলামে নিবেদিতপ্রাণ বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই প্রাণবন্ত ও বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে হিজরি ৬ সালের জিলকদ মাসে কী কারণ ও প্রেক্ষাপটে (পর্ব-১১১) স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর ১৪০০ সশস্ত্র (পর্ব-১১২) অনুসারীদের মক্কা প্রবেশের চেষ্টায় কুরাইশরা সক্রিয় বাধা প্রদান করেছিলেন; নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টায় এই চুক্তি আলোচনার পূর্বে কুরাইশরা যখন মুহাম্মদের কাছে তাঁদের বেশ কিছু প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন, তখন মুহাম্মদ অনুসারীরা তাঁদের প্রতি কী ধরনের অশ্রাব্য গালি বর্ষণ করেছিলেন (পর্ব-১১৫); কী পরিস্থিতিতে কুরাইশ প্রতিনিধি সুহায়েল বিন আমরের সাথে মুহাম্মদ এই চুক্তির প্রস্তুতি ও আলোচনা সম্পন্ন করেছিলেন (পর্ব: ১১৮-১১৯); এই সন্ধিচুক্তির শর্তগুলো কী ছিল (পর্ব-১২২); এই চুক্তির প্রতিটি শর্তের প্রতি মুহাম্মদ পূর্ণ বিশ্বস্ত ছিলেন বলেই তিনি সুহায়েল বিন আমরের পুত্র আবু জানদাল বিন সুহায়েলকে কুরাইশদের কাছে ফেরত দিয়েছিলেন - ইসলাম-বিশ্বাসীদের এই দাবি কী কারণে মিথ্যাচার ও হাস্যকর (পর্ব-১২০); আবু জানদাল যেন তার জন্মদাতা পিতাকে হত্যা করতে পারে, এই অভিপ্রায়ে এই সন্ধিচুক্তির প্রাক্কালে উমর ইবনে খাত্তাব কীরূপ আচরণ করেছিলেন (পর্ব-১২১); নিজেদের বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার পর মুহাম্মদের প্রায় সকল অনুসারী এই সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করার আগে ও পরে

কী কারণে অত্যন্ত হতাশাগ্রস্ত হয়েছিলেন ও মুহাম্মদের প্রতি আস্থা হারিয়েছিলেন; মুহাম্মদ তাঁদের এই অত্যন্ত হতাশাগ্রস্ত পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ ও তাঁর হৃতগৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার কারণে মদিনা প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে পথিমধ্যেই **'সূরা আল ফাতহ'** অবতীর্ণ করার মাধ্যম এই সন্ধিচুক্তিটিকে 'এক সুস্পষ্ট বিজয়' নামে অবিহিত করার পর তাঁর মক্কা-বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অবিশ্বাসী জনপদের ওপর কমপক্ষে যে আঠারটি হামলার সাথে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন সেই হামলাগুলো কী কী (পর্ব-১২৪); এই সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন করার পর মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পরেই (পর্ব-১২৮) ও তার পরবর্তী দুই বছরে কমপক্ষে আরও চারবার কী ধরনের কলাকৌশলের মাধ্যমে মুহাম্মদ এই সন্ধিচুক্তির প্রায় প্রত্যেকটি শর্ত ভঙ্গ করেছিলেন; দশ বছরের শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করার পর কমপক্ষে চারবার নিজেই এর প্রত্যেকটি শর্ত ভঙ্গ করার পর, **'চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ'** এনে বিনা নোটিশে কুরাইশদের আক্রমণ করা কী কারণে প্রতারণার এক অনন্য দৃষ্টান্ত (পর্ব-১২৯) - ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা গত উনিশটি পর্বে করা হয়েছে।

হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তির প্রাক্কালে তাঁর যে সমস্ত অনুসারী তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন, মুহাম্মদ পথিমধ্যেই তাদেরকে কীভাবে **'আসন্ন বিজয়-পুরস্কার ও লুটের মালের ওয়াদা'** প্রদান করেছিলেন (৪৮:১৮-২০) তার বিস্তারিত আলোচনা 'আল-রিযওয়ানের শপথ (পর্ব-১১৭) ও সূরা আল ফাতহ (পর্ব-১২৩)' পর্বে করা হয়েছে। মুহাম্মদ তাঁর এই প্রতিশ্রুতির প্রতি পূর্ণ বিশ্বস্ত ছিলেন।

তাই তিনি এই সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন করার মাত্র দেড়-দুই মাস পর হিজরি ৭ সালের মহরম মাসে (মে-জুন, ৬২৮ সাল) শুধু তাঁর সঙ্গে হুদাইবিয়া যাত্রায় অংশগ্রহণকারী ও আল-রিযওয়ানের শপথ গ্রহণকারী অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে মদিনা থেকে ৯৫ মাইল দূরবর্তী খায়বার নামক স্থানের ইহুদি জনপদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালান। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-তাবারী, আল-ওয়াকিদি, ইমাম বুখারী প্রমুখ আদি উৎসের প্রায়

সকল মুসলিম ঐতিহাসিক এই ঘটনার বর্ণনা তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। সবচেয়ে বিস্তারিত ও প্রাণবন্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন আল-ওয়াকিদি তাঁর 'কিতাব আল-মাগাজি' গ্রন্থে।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা: [1] [2] [3] [4]

'আল-হুদাইবিয়া হতে প্রত্যাবর্তনের পর আল্লাহর নবী যিলহজ মাস ও **মহরম** মাসের কিয়দংশ মদিনায় অবস্থান করেন, [তখন] তীর্থযাত্রীদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন মুশরিকরা। অতঃপর তিনি খায়বার অভিযানে যাত্রা করেন। [5]

এমন এক ব্যক্তি যাকে আমি কোনো সন্দেহ করি না, আনাস বিন মালিক-এর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে বলেছেন: আল্লার নবী লোকদের ওপর হামলা করার জন্য সকাল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। যদি তিনি প্রার্থনার আহ্বান (এর সাধারণ মানে হলো 'আজান', কিন্তু **এখানে, সম্ভবত, লোকজনদের সকালে কাজে বের হওয়া অর্থে বোঝানো হয়েছে)** শুনতে পান, তিনি পিছুটান দেন; যদি তিনি তা শুনতে না পান, তবে তিনি তাদেরকে আক্রমণ করেন। আমরা রাত্রিকালে খায়বারে পৌঁছাই, আল্লাহর নবী সেখানে রাত্রি যাপন করেন; সকালে যখন লোকজনদের চলা ফেরার শব্দ তিনি **শুনতে পান না,** তখন তিনি অশ্বের পিঠে সওয়ার হন ও আমরাও তাঁর সাথে সওয়ার হই; আমি বসেছিলাম আবু তালহার পিছে ও আমার পা আল্লাহর নবীর পা স্পর্শ করছিলো।

আমরা সাক্ষাৎ পাই শ্রমজীবী মানুষদের, যারা কোদাল ও ঝুড়ি নিয়ে সকালে বের হয়ে এসেছিলো। যখন তারা আল্লাহর নবী ও তাঁর সৈন্যদের দেখতে পায়, তারা চিৎকার করে বলে, "মুহাম্মদ ও তার বাহিনী", অতঃপর ঘুরে সজোরে দৌড়ে পালায়। আল্লাহর নবী বলেন, "আল্লাহু আকবর! খায়বার ধ্বংস হয়েছে। যখন আমরা জনগণের উন্মুক্ত স্থানে আসি, তখন তা ছিল ঐ লোকদের দুর্ভাগ্যজনক সকাল, যাদেরকে তারা সতর্ক

করেছিল।" আনাস-এর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে > হুমায়েদ > হারুন আমাদের একই রূপ বর্ণনা অবহিত করিয়েছেন।

আল্লাহর নবী যখন মদিনা থেকে খায়বার অভিমুখে রওনা হন, তিনি **'ইসর'** (মদিনা ও ওয়াদি-উল ফুর-এর মধ্যবর্তী এক পর্বত)-এর রাস্তা দিয়ে গমন করেন ও সেখানে তাঁর জন্য এক মসজিদ নির্মাণ করা হয়; অতঃপর তিনি আল-সাহবা (খায়বার থেকে এক সন্ধ্যার পথ)-এর রাস্তা দিয়ে যান। অতঃপর তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে সামনে অগ্রসর হন ও **আল-রাজী** নামের এক উপত্যকায় পৌঁছে যাত্রা বিরতি দেন [এই আল-রাজী স্থানটি ও তায়েফের নিকটবর্তী আল-রাজী, যেখানে হিজরি ৪ সালে মুসলমানদের এক ছোট দলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছিল, (পর্ব-৭২) একই জায়গা নয়]। [6]

এই যাত্রা বিরতিটি ছিল খায়বার ও ঘাতাফান গোত্রের লোকদের লোকালয়ের মধ্যবর্তী স্থানে, এই কারণে যে তিনি যেন ঘাতাফান গোত্রের লোকদেরকে খায়বারের লোকদের সাহায্য প্রদানে বাধা প্রদান করতে পারেন; তারা তাদের পক্ষে আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে ছিলেন। আমি শুনেছি যে, যখন ঘাতাফান গোত্রের লোকেরা আল্লাহর নবীর আক্রমণের খবর শুনতে পায়, তারা একত্রিত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ইহুদিদের সাহায্যের জন্য রওনা হয়। কিন্তু এক দিনের রাস্তা অগ্রসর হওয়ার পর তারা তাদের সম্পত্তি ও পরিবার সম্বন্ধে এক গুজব শুনতে পায় ও মনে করে যে, তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের লোকদের আক্রমণ করা হয়েছে। তাই তারা আল্লাহর নবীর খায়বার যাবার পথ উন্মুক্ত অবস্থায় রেখে তাদের রাস্তায় ফিরে যায়।

আল্লাহর নবী তাদের কাছে গমন করেন এবং একটা একটা করে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন ও একে একে তাদের দুর্গগুলো দখল করে নেন। প্রথম যে-দুর্গটির পতন হয়, তার নাম হলো **নাইম দুর্গ** (fort of Na'im); যেখান থেকে নিক্ষিপ্ত এক জাঁতার আঘাতে মাহমুদ বিন মাসলামা খুন হয়; অতঃপর পতন হয় বানু আবু আল-

হুকায়েক-এর **আল-কামুস (al-Qamus) দুর্গ**। আল্লাহর নবী তাদের লোকদের বন্দী করেন, যাদের মধ্যে ছিলেন কিনানা বিন আল-রাবি বিন আবু আল-হুকায়েক এর স্ত্রী সাফিয়া বিনতে হুয়েই বিন আখতাব ও তার দুই কাজিন।

আল্লাহর নবী তাঁর নিজের জন্য সাফিয়াকে পছন্দ করেন। **দিহায়া বিন খালিফা আল-কালবি** (Dihya b. Khalifa al-Kalbi) সাফিয়াকে পাওয়ার জন্য আল্লাহর নবীর কাছে আবেদন করে, অতঃপর যখন আল্লাহর নবী তাকে তাঁর নিজের জন্য বাছাই করেন, তখন তিনি তাকে দান করেন তার দুই কাজিনকে। খায়বারের মহিলাদেরকে মুসলমানদের মধ্যে ভাগাভাগি করে দেয়া হয়। মুসলমানরা গৃহপালিত উটের মাংস ভক্ষণ করে, আল্লাহর নবী উঠে দাঁড়ান ও লোকদের কিছু কিছু কাজকর্ম করতে নিষেধ করেন, যা তিনি পরপর উল্লেখ করেছিলেন।'

আল-ওয়াকিদির (৭৪৮-৮২২ খ্রিষ্টাব্দ) অতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক বর্ণনা:

আল্লাহর নবী আল-হুদাইবিয়া থেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন হিজরি ৬ সালের যিলহজ মাসের শেষ দিকে। তিনি যিলহজ মাসের শেষের দিনগুলো ও মহরম মাস মদিনায় অবস্থান করেন। তিনি হিজরি ৭ সালের সফর মাসে - কেউ কেউ বলে, মাসটি ছিল রবিউল আওয়াল- খায়বার গমন করেন। আল্লাহর নবী তাঁর অনুসারীদের হামলার প্রস্তুতি নেয়ার আদেশ করেন, আর প্রস্তুতি কল্পে তারা ছিলেন নিরলস (diligent); তিনি তাঁর আশে পাশের অনুসারীদের তাঁর সঙ্গে অভিযানে যেতে করেন উত্তেজিত। যারা পেছনে অবস্থান করেছিল, তারা তাঁর কাছে আসে এই আশায় যে, তারা তাঁর সাথে লুটতরাজে অংশ নেবে। তারা বলে, "আমরা আপনার সঙ্গে যাবো!" তারা আল-হুদাইবিয়া যাত্রায় অংশ গ্রহণ না করে আল্লাহর নবী ও মুসলমানদের সম্বন্ধে মিথ্যা রটনা করেছিল। কিন্তু এখন তারা বলছে, "আমরা আপনার সঙ্গে খায়বার যাবো। নিশ্চয়ই এটি হিজাযের গ্রামাঞ্চলের একটি, যা খাদ্য ও সম্পত্তিতে সমৃদ্ধ।" আল্লাহর নবী বলেন, "তোমরা আমার সাথে অংশগ্রহণ করতে পারবে না, যদি না তোমরা **'জিহাদ'** অভিলাষী

হও। লুটতরাজের জন্য, একজনও নয়।" তিনি এক ঘোষককে উচ্চস্বরে বাইরে ঘোষণা করার জন্য পাঠান, "একমাত্র যারাই 'জিহাদ' অভিলাষী, শুধু তারাই আমাদের সঙ্গে যাবে। লুটতরাজের জন্য - একজনও নয়!"

যখন লোকেরা **খায়বার অভিযানের** জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল, মদিনার ইহুদিদের জন্য তা ছিল দুঃসহ, তারা আল্লাহর নবীর সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলো। তারা জানতো যে, যদি মুসলমানরা খায়বার-এ প্রবেশ করে, আল্লাহ খায়বার ধ্বংস করবে - ঠিক যেমনটি সে ধ্বংস করেছিল বনি কেইনুকা [পর্ব-৫১], বনি নাদির [পর্ব-৫২] ও বনি কুরাইজা গোত্রকে [পর্ব: ৮৭-৯৫]।---' [7] - অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনা:

এই প্রসঙ্গে ইমাম বুখারীর বর্ণনা (৫:৫৯:৫১২ ও ৫:৫৯:৫১০) মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারী ও আল-ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত বর্ণনারই অনুরূপ; পার্থক্য হলো এই যে, উপাখ্যানের বিস্তারিত বর্ণনা সেখানে অনুপস্থিত। [4]

>>> আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে-বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো, খায়বার-এর ইহুদি জনপদবাসী মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের ওপর আগ্রাসী আক্রমণ করতে আসেননি। বরাবরের মতই আগ্রাসী দলটি ছিল নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা। খায়বারে অধিষ্ঠিত এই ইহুদি জনপদবাসীর অনেকেই ছিলেন মুহাম্মদের আগ্রাসনের শিকার হয়ে মদিনা থেকে নির্বাসিত বনি নাদির গোত্রের লোকেরা [পর্ব: ৭৫]। মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা এই ইহুদি জনপদবাসীর ওপর কীরূপ নৃশংসতা প্রদর্শন করেছিলেন, তার বিস্তারিত ইতিহাস **"খায়বার যুদ্ধ (হামলা)"** অধ্যায়ের পরবর্তী পর্বগুলোতে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হবে। [8]

ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন।

বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-ওয়াকিদির অতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর মূল ইংরেজি অনুবাদ ইন্টারনেটে বিনামূল্যে ডাউনলোড লিঙ্ক: তথ্যসূত্র [1] ও [2]।

The additional relevant narratives of Al-Waqidi:

'—The Messenger of God arrived in Medina from al- Hudaybiyya in Dhul-Hijja at the end of the year six AH. He stayed in Medina for the rest of Dhul-Hijja and Muharam. He went out in **Safar of the year seven** - some say it was in the month of Rabiul Awal – to Khaybar. The Messenger of God ordered his companions to prepare to raid, and they were diligent in their preparation, and he stirred up those around him to go raiding with him. Those who had stayed behind came to him desiring to go out with him hoping for plunder. They said, "We will go out with you!" They had stayed behing during the raid of al-Hudaybia spreading falsehood about the Prophet and the Muslims. But now they said, "We will go out with you to Khaybar. Surely it is the countryside of the Hijaz with rich food and property." The Messenger of God said, **"You will not go out with me unless you desire 'Jihad'**. As for plunder, there will be none." He sent a herald out to cry, "Only those desiring 'Jihad' will go out with us. And for plunder there will be none!" When the people prepared for Khaybar it was unbearable to the Jews of Medina who had agreement with the Messenger of God. They knew that if the Muslims entered Khaybar, God would destroy Khaybar just as He had destroyed the Banu Qaynuqa, Nadir and Qurayza. --- '

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে।]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫১০- ৫১১
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN o-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৭৬-১৫৭৭
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp

[3] অনুরূপ বর্ণনা **"কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৬৩৪-৬৫২
http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi
ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩১২-৩২১
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[4] অনুরূপ বর্ণনা- **সহি বুখারী: ভলিউম ৫, বই ৫৯, নম্বর ৫১০**

Narrated By Anas: Allah's Apostle reached Khaibar at night and it was his habit that, whenever he reached the enemy at night, he will not attack them till it was morning. When it was morning, the Jews came out with their spades and baskets,

and when they saw him (i.e. the Prophet), they said, "Muhammad! By Allah! Muhammad and his army!" The Prophet said, "Khaibar is destroyed, for whenever we approach a (hostile) nation (to fight), then evil will be the morning for those who have been warned."---
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5546-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-510.html

সহি বুখারী: ভলিউম ৫, বই ৫৯, নম্বর ৫১২

Narrated Anas: The Prophet offered the Fajr Prayer near Khaibar when it was still dark and then said, "Allahu-Akbar! Khaibar is destroyed, for whenever we approach a (hostile) nation (to fight), then evil will be the morning for those who have been warned." **Then the inhabitants of Khaibar came out running on the roads. The Prophet had their warriors killed, their offspring and woman taken as captives. Safiya was amongst the captives**, She first came in the share of Dahya Alkali but later on she belonged to the Prophet. The Prophet made her manumission as her 'Mahr'
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5544-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-512.html

[5] Ibid **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- ইবনে হিশামের নোট নম্বর ৭৫৯, পৃষ্ঠা ৭৭০**
'তিনি মদিনার ভারপ্রাপ্তে রাখেন নুমায়লা বিন আবদুল্লাহ কে ও যুদ্ধের ঝাণ্ডাটি দেন আলী কে। সেটি ছিল সাদা রংয়ের'।

[6] **Ibid "তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- আল-তাবারী, নোট নম্বর ৪৮৬**

[7] Ibid **"কিতাব আল-মাগাজি"- আল-ওয়াকিদি -পৃষ্ঠা ৬৩৪; ইংরেজি অনুবাদ পৃষ্ঠা ৩১২**

[8] **খায়বার হামলা (যুদ্ধ):** সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক - পৃষ্ঠা ৫১০-৫৩৩; Ibid: আল-তাবারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৭৬-১৫৯১; Ibid "কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি- ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৬৩৩-৭২২, ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৩১১-৩৫৫

১৩১: খায়বার যুদ্ধ-২: “হত্যা করো! হত্যা করো!”

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – একশত পাঁচ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর হুদাইবিয়া যাত্রায় অংশগ্রহণকারী অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে খায়বারে অবস্থিত ইহুদি জনপদবাসীদের ওপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে কীভাবে মদিনা থেকে রওনা হয়েছিলেন; পথিমধ্যে কোথায় তিনি সাময়িক যাত্রা বিরতি দিয়েছিলেন; দিনের কোন সময়ে তিনি অবিশ্বাসী জনপদের ওপর হামলা চালাতেন; যখন তিনি তাদেরকে আক্রমণ করেছিলেন, তখন তাঁরা কী অবস্থায় ছিলেন; **"মুহাম্মদ ও তার বাহিনী"** বলে চিৎকার করতে করতে নিজেদের প্রাণ রক্ষা ও অন্যান্য লোকদের সাবধান করার জন্য যখন লোকেরা দৌড়ে পালাচ্ছিলেন, তখন **"আল্লাহু আকবর! খায়বার ধ্বংস হয়েছে"** ঘোষণা দিয়ে মুহাম্মদ তাদেরকে কীভাবে আক্রমণ করেছিলেন - ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে। আমরা জেনেছি যে, **ঘাতাফান** গোত্রের লোকেরা খায়বারের ইহুদিদের সাহায্যের জন্য রওনা হয়ে এক দিনের রাস্তা অগ্রসর হওয়ার পর যে-খবরটি শুনতে পেয়ে ফিরে গিয়েছিলো, তা হলো, তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের লোকদের আক্রমণ করা হয়েছে।

আল-ওয়াকিদির বিস্তারিত বর্ণনায় আমরা জানতে পরি যে, ঘাতাফান গোত্রের ঐ লোকেরা যখন তাদের আবাসস্থল হেইফা (Hayfa)-তে ফিরে যায় ও জানতে পারে যে, এই খবরটি মিথ্যা-গুজব, তখন তাদের দলনেতা ইউয়েনা বিন হিসন (পর্ব: ৭৭)

অভিযোগ করে যে, এই প্রতারণাটি করেছিলেন মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা, উদ্দেশ্য তাদেরকে বিভ্রান্ত করা ('Uyana said to his companions, "This, by God, is one of the tricks of Muhammad and his companions. He misled us, by God."')। [1]

আদি উৎসের নিবেদিতপ্রাণ মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণনায় যে-বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো - মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের এই হামলাটি ছিল **"অতর্কিত!"** খায়বারের জনপদবাসীর অতি প্রত্যূষের ঘুমের আমেজ যখন তখনও কাটেনি, কোদাল ও ঝুড়ি নিয়ে কিছু কিছু শ্রমিক যখন সবেমাত্র কাজে বের হয়েছেন, তখন মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা অতর্কিতে তাঁদের ওপর এই নৃশংস আক্রমণটি চালান। তাঁরা এই হামলাকারীদের দেখতে পেয়ে "মুহাম্মদ ও তার বাহিনী" বলে চিৎকার করে লোকদের সতর্ক করতে করতে দৌড়ে পালিয়ে এসে তাঁদের দুর্গ মধ্যে আশ্রয় নেয়। আর মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের নিয়ে **"আল্লাহু আকবর! খায়বার ধ্বংস হয়েছে!" বলে তাঁদের ওপর আক্রমণ চালায় (পর্ব:১৩০)**; মুহাম্মদ সর্বপ্রথম তাঁদের যে-দুর্গটি আক্রমণ করেন তা হলো, খায়বারের আল-নাটা (al-Nata) নামক স্থানের **"নাইম দুর্গ**।"

আল-ওয়াকিদির (৭৪৮-৮২২ খ্রিষ্টাব্দ) বর্ণনা: [2]

'পরদিন সকালে আল্লাহর নবী মুসলমানদের সঙ্গে নিয়ে তাদের ব্যানার সহ বাইরে বের হন। তাদের শ্লোগান ছিল, **"ইয়া মানসুর, হত্যা করো!"** আল-হুবাব বিন আল-মুনধির তাঁকে বলেন, "এটি সুনিশ্চিত যে, ইহুদিরা তাদের খেজুর গাছগুলোকে তাদের প্রথম সন্তানের চেয়েও বেশি মূল্যবান বলে বিবেচনা করে। সুতরাং তাদের খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলো।"

আল্লাহর নবী খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলার নির্দেশ জারি করেন। মুসলমানরা ত্বরা করে সেগুলো কেটে ফেলা শুরু করে। **আবু বকর** তাঁর কাছে আসেন ও বলেন, "হে

আল্লাহর নবী, **নিশ্চয়ই সর্বশক্তিমান আল্লাহ আপনাকে খায়বার বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, আপনাকে দেয়া তার সেই প্রতিশ্রুতি সে নিশ্চয়ই পূরণ করবে।** সুতরাং খেজুর গাছগুলো কাটবেন না।" আল্লাহর নবী তাঁর এক ঘোষককে ঘোষণা করতে বলেন যে, তারা যেন খেজুর গাছগুলো আর না কাটে ও তা কাটায় বাধা প্রদান করে। মুহাম্মদ বিন ইয়াহিয়া তার দাদা হইতে > তার পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে বলেছেন, তিনি বলেছিলেন, "আমি খায়বারের নাটা নামক স্থানে খেজুর গাছগুলো টুকরা অবস্থায় দেখেছি, তা ছিলো এই কারণে যে, আল্লাহর নবীর অনুসারীরা তা কেটে ফেলেছিলেন।"

জাফর বিন মাহমুদ বিন মুহাম্মাদ বিন মাসলামার কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ওসামা বিন যায়েদ আল-লেইথি আমাকে বলেছেন, "মুসলমানরা নাটার ইদিকে (Idhq) ৪০০ টি খেজুর গাছ কেটে ফেলেছিলো। তা কাটা হয়েছিল শুধু নাটাতেই।"

মুহাম্মদ বিন মাসলামা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আচারের মধ্যে খেজুর দেখে বলেছিলেন, "আমি নিজের হাতে খেজুরগুলো কেটেছিলাম যতক্ষণে না আমি শুনতে পাই যে বেলাল আল্লাহর নবীর সিদ্ধান্ত চিৎকার করে ঘোষণা করছে, "খেজুর গাছগুলো কেটো না!", অতঃপর আমরা তা কাটা বন্ধ করি।"

তিনি বলেছেন, "**মাহমুদ বিন মাসলামা** সেই সময়ে মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ করছিলো, সেটি ছিল গ্রীষ্মকালের খুবই গরম একটি দিন। নাটার লোকদের বিরুদ্ধে আল্লাহর নবীর যুদ্ধের সেটিই ছিল প্রথম দিন। অত্যধিক সূর্যতাপ যখন মাহমুদের ওপর পড়েছিল, স্বভাবের বশবর্তী হয়ে আচ্ছাদিত পোশাকে ছায়া পাবার আশায় সে নাইম দুর্গের শেডের নীচে বসেছিল। এটিই ছিলো প্রথম দুর্গ, আল্লাহর নবী যেখান থেকে শুরু করেছিলেন। মাহমুদ চিন্তাও করেনি যে, তার ভেতরে কোনো যোদ্ধা আছে। সে সত্যিই ভেবেছিল যে, এর ভেতরে আছে আসবাবপত্র অথবা পণ্য; কারণ নাইম নামের এই ইহুদি ব্যক্তিটির

বেশ কয়েকটি দুর্গ ছিলো, এটি ছিলো তারই একটি। **মারহাব** ওপর থেকে এক জাঁতা নিক্ষেপ করে, যা মাহমুদের মাথায় আঘাত করে। এটি তার মাথার হেলমেটে লাগে ও তাতে তার কপালের চামড়া খুলে মুখের ওপর এসে পড়ে। তাকে আল্লাহর নবীর কাছে নিয়ে আসা হয়, তিনি চামড়াটি এমনভাবে ঠেলা দেন যে, তা ঠিক ফের আগের জায়গায় চলে যায়। আল্লাহর নবী কাপড় দিয়ে তা ব্যান্ডেজ করেন। যখন সন্ধ্যা হয়, আল্লাহর নবী আল-রাজী-তে প্রত্যাবর্তন করেন; কারণ তিনি আশংকা করছিলেন যে, তাঁর অনুসারীরা আক্রান্ত হতে পারে।

সেখানে তিনি তাঁবু নির্মাণ করেন ও তার ভেতরে রাত্রিযাপন করেন। তিনি আল-রাজী-তে **সাত দিন** অবস্থান করেছিলেন। উসমান ইবনে আফফান-কে আল-রাজীর ক্যাম্পের দায়িত্বে নিয়োজিত রেখে, ব্যানার ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত অবস্থায় তিনি তাঁর অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে প্রতিদিন হামলা চালাতেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি নাটার লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন। যখন সন্ধ্যা হতো, তিনি প্রত্যাবর্তন করতেন আল-রাজী-তে। প্রথম দিন তিনি আল-নাটার নিচের দিক থেকে যুদ্ধ করেন। অতঃপর পরে ফিরে এসে তিনি দুর্গের ওপর দিক থেকে যুদ্ধ করেন, যতক্ষণে না আল্লাহ তা বশীভূত করে।'

ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ সাল): [3]

'খায়বারে অনুসারীদের সিংহনাদ ছিল, **"হে বিজয়ীরা, হত্যা করো হত্যা করো!** (The war cry of the companions at Khaybar was "O victorious one, slay slay!")। - অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, এই আক্রমণকালে তাদের সিংহনাদ ছিল "হত্যা করো হত্যা করো!" দুর্গ মধ্যের আক্রান্ত লোকদের উত্তেজিত করতে আল-হুবাব বিন আল-মুনধির নামের এক অনুসারী মুহাম্মদকে এই বলে পরামর্শ দেন যে, খায়বারের লোকেরা যেহেতু তাদের খেজুর গাছগুলোকে তাদের

প্রথম সন্তানের চেয়েও বেশি মূল্যবান বলে মনে করে, তাই মুহাম্মদের উচিত তিনি যেন তাঁদের অত্যন্ত প্রিয় এই খেজুর গাছগুলো ধ্বংস করেন। তার পরামর্শ মুহাম্মদের মনঃপুত হয়! তাই তিনি তাঁর অনুসারীদের এই গাছগুলো কেটে ফেলার আদেশ জারি করেন। অতি দ্রুততায় তারা ৪০০ টি খেজুর গাছ কেটে ফেলে। মুহাম্মদের এই কর্মে আবুবকর মুহাম্মদকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, তিনি আল্লাহর রেফারেন্স ঘোষণা করেছিলেন যে, আল্লাহ তাঁকে ওয়াদা করেছেন যে তাদের জন্য আছে "আসন্ন বিজয় (পর্ব: ১২৩)" এবং তা আবুবকর মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন। তাই মুহাম্মদের কাছে তাঁর অনুরোধ এই যে, মুহাম্মদ যেন এই খেজুর গাছগুলো ধ্বংস না করেন। আবু বকরের এই অনুরোধে মুহাম্মদ এই খেজুর গাছগুলো কাটা বন্ধ ঘোষণা করেন।

প্রশ্ন হলো,

"আল্লাহর প্রতিশ্রুতির প্রতি যদি আবু বকরের মত মুহাম্মদও পূর্ণ বিশ্বাসী হতেন, তবে কি তিনি তাঁর অনুসারীদের খায়বারের লোকদের খেজুর গাছগুলো কাটার আদেশ দিতেন? নাকি মুহাম্মদ একদা আল্লাহর রেফারেন্সে তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশ্যে যা ঘোষণা করেছিলেন, তা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন ও আবু বকর তা স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর তা তাঁর মনে পড়েছিলো? কোনটি সত্য?"

স্বঘোষিত আখেরি নবী মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ **'বনি নাদির গোত্রের'** লোকদের আক্রমণকালে এই একই কাজটি করেছিলেন। ভীত-সন্ত্রস্ত বনি নাদির গোত্রের লোকেরা যখন তাদের দুর্গ মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন, মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের **তাঁদের পাম-গাছ কেটে ফেলার ও পুড়িয়ে ফেলার** হুকুম জারি করেছিলেন; যার সাক্ষ্য হয়ে আছে আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই রচিত 'সিরাত (মুহাম্মদের জীবনী) ও হাদিস গ্রন্থের বর্ণনা এবং মুহাম্মদের স্বরচিত ব্যক্তিমানস জীবনীগ্রন্থ কুরান:

৫৯:৫ - তোমরা যে কিছু কিছু খর্জুর বৃক্ষ কেটে দিয়েছ এবং কতক না কেটে ছেড়ে দিয়েছ, তা তো আল্লাহরই আদেশ এবং যাতে তিনি অবাধ্যদেরকে লাঞ্ছিত করেন। [4]

দুর্গ মধ্য থেকে তখন বনি নাদির গোত্রের লোকেরা চিৎকার করে বলেছিলেন, **"হে মুহাম্মদ, তুমি না কারও সম্পত্তি ধ্বংস করাকে ভীষণ অন্যায় বলে প্রচার করো এবং এই অপকর্মকারীদের তুমি অপরাধী বলে রায় দাও। সেই তুমিই কেন আমাদের পাম-গাছগুলো ধ্বংস করছো ও পুড়িয়ে দিচ্ছ?"** - যার বিস্তারিত আলোচনা "বনি নাদির গোত্রকে উচ্ছেদ ও তাদের সম্পত্তি লুট (পর্ব: ৫২)!" পর্বে করা হয়েছে।

ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা আরও জানতে পারি যে, অতর্কিত আক্রমণের ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার পর নিজেদের জীবন ও সম্পদ বাঁচানোর চেষ্টায় খায়বার অধিবাসীরা তাঁদের দুর্গ মধ্য থেকে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের আগ্রাসী হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। **মাহমুদ বিন মাসলামা** নামের এক মুহাম্মদ অনুসারী যখন তার যুদ্ধ পোশাক ও হেলমেট পরিহিত অবস্থায় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে *("অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত অবস্থায় মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে প্রতিদিন হামলা চালাতেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত")* নাইম দুর্গের ছায়ার নীচে বসেছিলেন, তখন সেই দুর্গ মধ্য থেকে **মারহাব** নামের এক ব্যক্তি তাকে লক্ষ্য করে জাঁতা নিক্ষেপ করেন, যার আঘাতে মাহমুদ গুরুতর আহত হোন ও পরবর্তীতে মৃত্যুবরণ করেন।

কে এই মাহমুদ বিন মাসলামা?

মাহমুদ বিন মাসলামা ছিলেন **মুহাম্মদ বিন মাসলামার** ছোট ভাই। এই সেই মুহাম্মদ বিন মাসলামা, যিনি মুহাম্মদের আদেশে প্রতারণার আশ্রয়ে ইহুদি **কবি কাব বিন আল-আশরাফ**-কে নৃশংসভাবে খুন করেছিলেন। এই কবির অপরাধ ছিলো এই যে, তিনি বদর যুদ্ধে মুহাম্মদের অমানুষিক নৃশংস কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কবিতার মাধ্যমে প্রতিবাদ করেছিলেন ও শোকার্ত ক্ষতিগ্রস্ত কুরাইশদের সমবেদনা প্রকাশ ও সান্ত্বনা দেয়ার

অভিপ্রায়ে মক্কায় গমন করেছিলেন। তাঁকে খুন করার পর খুনিরা তাঁর কাটা মুণ্ডটা প্রত্যূষের নামাজের সময় মুহাম্মদের কাছে নিয়ে আসেন (পর্ব: ৪৮), অত:পর:

"--তারা সেই কাটা মুণ্ডুটি তাঁর সামনে নিক্ষেপ করে। তিনি (আল্লাহর নবী) তাকে খুন করার জন্য আল্লাহর প্রশংসা আদায় করেন।"

কাব বিন আল-আশরাফ-কে খুন করার পর মুহাম্মদ আর একটি ঘাতক দল প্রেরণ করেছিলেন, যারা **এই খায়বারেই** এসে সাললাম ইবনে আবুল হুকায়েক (আবু রাফি) নামের এক ব্যক্তিকে প্রতারণার আশ্রয়ে নৃশংসভাবে খুন করে - যার বিস্তারিত আলোচনা "আবু রাফিকে খুন (পর্ব: ৫০)!" পর্বে করা হয়েছে।

মাহমুদ বিন মাসলামার ওপর মারহাবের এই আক্রমণটি ছিলো নিঃসন্দেহে **আত্মরক্ষামূলক**। একদল বহিরাগত লোক তাঁদের এলাকায় এসে সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়েছে। এই আক্রমণকারী দলের একজন সদস্য তাঁদের দুর্গের নিচে বসে আছে, এমত পরিস্থিতিতে এই দুর্বৃত্তদের প্রতি আক্রান্ত লোকজনদের সম্ভাব্য আচরণ যেমনটি হতে পারে, মারহাবের আচরণটি ছিলো ঠিক তেমন। মারহাব কোনো অপরাধ করেননি। তা সত্ত্বেও মুহাম্মদের আদেশে মুহাম্মদ বিন মাসলামা এই মারহাবকে কীরূপ অমানুষিক নৃশংসতায় খুন করেছিলেন, তার আলোচনা পরবর্তীতে করা হবে।

ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-ওয়াকিদির মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। ইবনে ইশাকের মূল ইংরেজি অনুবাদ ইন্টারনেটে বিনামূল্যে ডাউনলোড লিঙ্ক: তথ্যসূত্র [3]।

The Narratives of Al-Waqidi: [2]

‘The next morning the Messenger of God moved out with the Muslims under their banners. Their slogan was: Ya Mansur kill! Al-Hubab b al-Mundhir said to him, “Surely the Jews consider their date palms to be more precious than their first born children. So cut down their date palms.” The Messenger of God ordered the cutting down of the date palms. The Muslims began to cut them down in haste. **Abu Bakr** came to him and said, “O Messenger of God, surely God most high has promised you Khaybar, and **He will fulfill what he has promised you.** So do not cut down the date palms.” The Messenger of God commanded a herald to call out and prevent them from cutting the date palms. Muhammad b Yahya related to me from his father from his grand father, who said, “I saw the date palms of Khaybar, in Nata, in pieces, and that was from what the companions of the Messenger of God cut down.” Usama b Zayd al-Laythi related to me from Jafar b Mahmud b Muhammad b Maslama, who said: The Muslims cut down four hundred date palms of Idhq in al-Nata. They were cut only in Nata.’

Muhammad b Maslama observing the date in the pickle said: I cut this date with my own hands until I heard Bilal call out with resolution from the Messenger of God, “Do not cut the date palm!” and we stopped. He said: **Mahmud b Maslama** was fighting with the Muslims at that time, and it was a very hot summer’s day. It was the first day the Messenger of God fought with the people of Nata. When the heat was strongest over Mahmud, it was his custom, in

all his attire, to sit under the fortress of Naim desiring its shade. It was the first fortress the Messenger of God began with. Mahmud did not think that there were any worriors in it. Indeed he thought that there was furniture or goods in it, for Naim was a Jew who possessed a number of fortresses, including this one. Marhab threw down a millstone and it struck Mahmud's head. It struck the helmet of his head until the skin of his forehead fell on his face. He was brought to the Messenger of God and he pushed the skin until it returned just as it was. The Messenger of God bandaged it with a cloth. When it was evening, the Messenger of God moved to Al-Raji for he feared his companions would be attacked. He struck up his tent there and he stayed up the night in it. He stayed in Al-Raji for seven days. He raided every day with the Muslims under their banner, in armor, leaving the camp site in al-Raji, appointing Uthman b Affan to take his place. He fought the people of Nata from day to night. When it was evening he returned to Al-Raji. The first day he fought from below al-Nata. Then he returned later and fought them from above the fortress, until God conquered it.'

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে।]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **“কিতাব আল-মাগাজি”- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৬৫২; ইংরেজি অনুবাদ**:** Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩২১
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852
[2] **Ibid “কিতাব আল-মাগাজি”- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৬৪৪-৬৪৬; ইংরেজি অনুবাদ**:** পৃষ্ঠা ৩১৭-৩১৮
[3] **“সিরাত রসুল আল্লাহ”- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, ইবনে হিশামের নোট নম্বর ৭৬০, পৃষ্ঠা ৭৭০
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
[4] **ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনা:**
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5690-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-365.html

১৩২: খায়বার যুদ্ধ-৩: উমর ইবনে খাত্তাবের কাপুরুষতা!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – একশত ছয়

"যে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীরা খায়বারের ইহুদি জনপদবাসীর ওপর যে-অতর্কিত আগ্রাসী হামলাটি পরিচালনা করেছিলেন, তার সিংহনাদ (War cry) কী ছিল; ভীত-সন্ত্রস্ত খায়বারবাসী যখন তাঁদের দুর্গ মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তখন মুহাম্মদ কেন তাঁদের খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলার হুকুম জারি করেছিলেন; অতঃপর কী কারণে তিনি তাঁর সেই আদেশ বাতিল করেছিলেন; মাহমুদ বিন মাসলামা নামের এক মুহাম্মদ অনুসারী নাইম দুর্গ-ছায়ার নিচে থাকা অবস্থায় কীরূপে গুরুতর আহত হয়েছিলেন - ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা আল-নাটার দুর্গগুলো অবরোধ করে রাখেন ও তাঁদের ওপর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দিনের পর দিন আক্রমণ চালান। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-তাবারী, আল-ওয়াকিদি, ইমাম বুখারী প্রমুখ আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকরা এই ঘটনাগুলোর প্রাণবন্ত বর্ণনা তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা: [1] [2] [3]

'বুরায়েডা বিন সুফিয়ান বিন ফারওয়া আল-আসলামি < তার পিতা সুফিয়ান এর কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়ে < সালামা বিন আমর বিন আল-আকওয়া হইতে উদ্ধৃত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে বলেছেন:

আল্লাহর নবী **আবু বকর**-কে তাঁর ঝাণ্ডাসহ ('সেটি ছিল সাদা রং এর' [4]) খায়বারের এক দুর্গের লোকজনদের ওপর আক্রমণ করার জন্য পাঠান। তিনি যুদ্ধ করেন কিন্তু ক্ষয়ক্ষতির বশবর্তী হয়ে তা জয় না করেই প্রত্যাবর্তন করেন। পরদিন সকালে তিনি **উমর**-কে পাঠান, অতঃপর সেই একই ঘটনাটি ঘটে। আল্লাহর নবী বলেন, "আগামীকাল আমি এই ঝাণ্ডাটি এমন এক ব্যক্তিকে দেব, যে আল্লাহ ও তার রসুলকে ভালবাসে। তার বদৌলতে আল্লাহ আমাদের বিজয়ী করবে; সে পলায়নপর ব্যক্তি নয়।"

অতঃপর তিনি ডেকে পাঠান আলী-কে, তখন সে ছিল চোখের অসুখে আক্রান্ত; তিনি তার চোখে থুতু নিক্ষেপ করেন ও বলেন, "এই ঝাণ্ডাটি নাও ও রওনা হও, যতক্ষণে না আল্লাহ তোমার মাধ্যমে আমাদেরকে বিজয়ী করে।"

আল-ওয়াকিদির (৭৪৮-৮২২ খ্রিষ্টাব্দ) বর্ণনা: [5]

'নাইম দুর্গের সংখ্যা ছিল অনেক। সে সময় ইহুদিরা তীর নিক্ষেপ করছিলো। আল্লাহর নবীর অনুসারীরা নবীকে রক্ষা করে। তখন আল্লাহর নবী দু'টি বর্ম আবরণ, মস্তকাবরণ ও হেলমেট পরিহিত অবস্থায় আল-যারিব নামের এক ঘোড়ার পিঠে বসেছিলেন। তাঁর হাতে ছিল বল্লম ও ঢাল। তাঁর অনুসারীরা তাঁকে ঘিরে রেখেছিলেন।

তিনি যুদ্ধের ঝাণ্ডাটি **মুহাজিরদের একজনকে** দেন, কিন্তু সে কোনোকিছু অর্জন না করেই ফিরে আসে। অতঃপর তিনি ঝাণ্ডাটি **অন্য একজনকে** দেন, কিন্তু সেও কোনোকিছু অর্জন না করেই ফিরে আসে। অতঃপর আল্লার নবী ঝাণ্ডাটি **আনসারদের একজনকে** দেন, সে রওনা হয় ও কোনোকিছু অর্জন না করেই প্রত্যাবর্তন করে। ---- আল্লাহর নবী বলেন, "আগামীকাল আমি এই ঝাণ্ডাটি এমন একজন লোককে দেবো,

যাকে আল্লাহ ও তার রসুল ভালবাসে; আল্লাহ তার মাধ্যমে আমাদের জয়যুক্ত করবে এই কারণে যে, সে পলায়ন করবে না। হে মুহাম্মদ বিন মাসলামা, আনন্দ করো, কারণ যদি আল্লাহ চায়, আগামীকাল তোমার ভাইয়ের এই লড়াই চলবে ও ইহুদিরা পলায়ন করবে।"

আল্লাহর নবী সকালবেলা আলী ইবনে আবু তালিবকে ডেকে পাঠান, **তখন তার চোখে ছিল ইনফেকশন**। সে বলে, "আমি উপত্যকা বা পাহাড় কোনোকিছুই দেখতে পাই না।" আল্লাহর নবী তার কাছে যান ও বলেন, "তোমার চোখ খোল।" যখন সে তার চোখগুলো খোলে, আল্লাহর নবী তাতে থুতু নিক্ষেপ করেন; আলী বলেছে, "তারপর থেকে আমার চোখে কোনো অসুখ হয়নি।" আল্লাহর নবী তার হাতে ঝাণ্ডাটি দেন এবং তাঁর ও তাঁর সঙ্গে গমনকারী অনুসারীদের জন্য দোয়া করেন, যেন তারা বিজয়ী হতে পারে।"

আল-তাবারীর (৮৩৮-৯২৩ খ্রিষ্টাব্দ) অতিরিক্ত বর্ণনা: [6]

'ইবনে বাশার <মুহাম্মদ বিন জাফর < আউফ (বিন আবি জামিলাহ আল-রাবি (৬৭৮-৭৬৫ সাল) <মেইমুন (আবু আবদুল্লাহ) <আবদুল্লাহ বিন বুরায়েদা (৬৩৭-৭৩৩ সাল) <বুরায়েদা আল-আসলামি (মৃত্যু ৬৭৯-৬৮৪ সাল) হইতে বর্ণিত:

যখন আল্লাহর নবী খায়বার দুর্গের জনপদবাসীদের অভিমুখে শিবির স্থাপন করেছিলেন, তিনি উমর বিন আল-খাত্তাবকে যুদ্ধের ঝাণ্ডাটি দেন। তার সঙ্গে কিছু লোক যাত্রা করে ও তারা খায়বার অধিবাসীদের মুখোমুখি হয়। উমর ও তার সঙ্গীরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। যখন তারা আল্লাহর নবীর কাছে প্রত্যাবর্তন করে, উমরের সঙ্গীরা তাকে কাপুরুষ হিসাবে অভিযুক্ত করে; সে ও তাদেরকে অভিযুক্ত করে একই অভিযোগে। আল্লাহর নবী বলেন, "আগামীকাল আমি এই ঝাণ্ডাটি এমন একজন লোককে দেবো যে, আল্লাহ ও তার রসুলকে ভালবাসে এবং যাকে ভালবাসে আল্লাহ ও তার রসুল।" পরদিন --'
- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনা:

ইমাম বুখারীর বর্ণনা (৫:৫৯:৫২১) মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-তাবারী ও আল ওয়াকিদির বর্ণনারই অনুরূপ, কিন্তু ঘটনার পূর্ণ বিবরণ সেখানে অনুপস্থিত। [3]

>>> আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, অতর্কিত আক্রমণের ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার পর নিজেদের জীবন ও সম্পদ রক্ষার প্রচেষ্টায় খায়বার জনপদবাসী তাঁদের দুর্গ-মধ্য থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত আল-তাবারীর অতিরিক্ত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, খায়বার হামলাকালে মুহাম্মদের কিছু অনুসারী উমর ইবনে খাত্তাবকে **'কাপুরুষ'** বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। 'ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ' শিরোনামের গত একশত পাঁচটি পর্বের আলোচনায় আমরা উমর ইবনে খাত্তাব সম্বন্ধে আর যে-তথ্যগুলো জানতে পেরেছি, তা হলো:

১) মুহাম্মদ তাঁর দশ বছরের মদিনা জীবনে যে প্রায় একশোটি হামলার সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, তার মাত্র একটিতে তিনি উমর ইবনে খাত্তাবকে **নেতৃত্ব-পদমর্যাদায়** (Leadership position) নিয়োগ দিয়েছিলেন! সেই হামলাটি হলো তুরাবা হামলা - যার আলোচনা 'আল ফাতহ' বনাম আঠারটি হামলা (পর্ব- ১২৪)' পর্বে করা হয়েছে। এই হামলাটি হলো মুহাম্মদের সবচেয়ে অখ্যাত হামলাগুলোর একটি, সিংহভাগ ইসলাম-বিশ্বাসী যার নামও কখনো শোনেননি। উল্লেখ্য, মুহাম্মদ তাঁর জীবদ্দশায় উমরের মতোই আবু-বকরকেও মাত্র একটি হামলায় নেতৃত্ব-পদমর্যাদায় নিয়োগ দিয়েছিলেন (বানু ফাযারাহ হামলার নেতৃত্বে কে ছিলেন, এ বিষয়ে আদি উৎসে দ্বিমত আছে - যার বিস্তারিত আলোচনা 'উম্মে কিরফা হত্যাকাণ্ড (পর্ব: ১১০)' পর্বে করা হয়েছে); আর সেই হামলাটিও হলো মুহাম্মদের সবচেয়ে অখ্যাত হামলাগুলোর আর একটি - নাম: 'নাজাদ আক্রমণ (পর্ব: ১২৪)']

২) হুদাইবিয়া সন্ধি প্রাক্কালে যখন কুরাইশ প্রতিনিধি সুহায়েল বিন আমর ও তাঁর সঙ্গীরা (পর্ব: ১১৮) মুহাম্মদের সাথে সন্ধিচুক্তি নিয়ে আলোচনা করছিলেন ও মুহাম্মদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সুহয়েল পুত্র আবু জানদাল-কে তাঁর পিতার কাছে ফেরত পাঠানো হচ্ছিল তখন:

‘উমর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ান ও আবু জানদালের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে বলেন, "ধৈর্য ধারণ করো, কারণ তারা শুধুই মুশরিক, তাদের রক্তে (তাবারী: 'তাদের যে কোন একজনের রক্তে') কুকুরের রক্ত ছাড়া আর কিছুই নাই," এবং তিনি তার তরবারির হাতলটি তার নিকটে নিয়ে আসেন। উমর প্রায়ই বলতেন, "আমি আশা করেছিলাম যে, সে ঐ তরবারিটি নেবে ও **সেটি দিয়ে তার পিতাকে হত্যা করবে;"'** - যার বিস্তারিত আলোচনা 'উমর ইবনে খাত্তাবের অভিপ্রায় (পর্ব: ১২১)!' পর্বে করা হয়েছে।

প্রশ্ন হলো:

“জন্মদাতা পিতাকে খুন করার জন্য সন্তানকে অস্ত্র জোগান দিয়ে যে-ব্যক্তি সাহায্য করার চেষ্টা করে, সেই ব্যক্তিটির মানসিকতাকে কীভাবে মূল্যায়ন করা যেতে পারে?”

৩) হুদাইবিয়া সন্ধি প্রাক্কালে মুহাম্মদ উমরকে "কী কারণে তিনি এখানে এসেছেন" তা তাঁর পক্ষ হতে কুরাইশ নেতাদের অবহিত করানোর জন্য মক্কায় কুরাইশদের কাছে প্রেরণ করার জন্য তলব করেন, তখন উমর মুহাম্মদকে বলেন যে, তিনি কুরাইশদের হাতে মৃত্যুভয়ে ভীত -তিনি সুপারিশ করেন যে, সেখানে তার চেয়ে বেশি পছন্দের কোনো লোককে যেন পাঠানো হয়, যেমন উসমান। - যার বিস্তারিত আলোচনা 'উসমান ইবনে আফফান হত্যার গুজব (পর্ব: ১১৬)!' পর্বে করা হয়েছে।

প্রশ্ন হলো:

“মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে যে-কাজটি কোনো ব্যক্তি নিজে করতে পারে না কিন্তু 'অজুহাত হাজির করে', সেই একই কাজটি করার জন্য অন্য একজনকে সুপারিশ করে - সেই ব্যক্তিটিকে কি 'সাহসী যোদ্ধা' হিসাবে মূল্যায়ন করা যায়?”

৪) মুহাম্মদের নেতৃত্বে 'বানু আল-মুসতালিক' অভিযানকালে মুহাজির ও আনসাররা কোন্দলে লিপ্ত হয় ও সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মদিনার আল-খাযরাজ গোত্র-নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল রোষান্বিত হয়ে “এক উক্তি করেছেন” বার্তাটি শোনামাত্র তার কোনোরূপ সত্যতা যাচাই না করেই এই উমর ইবনে খাত্তাব মুহাম্মদকে যে-পরামর্শটি দিয়েছিলেন, তা হলো: “আববাদ বিন বিশার-কে হুকুম করুন যেন সে তাকে খুন করে।" - যার বিস্তারিত আলোচনা ‘মুমিন বনাম মুনাফিক–বিভাজনের শুরু (পর্ব: ৯৮)!’ ও ‘আবদুল্লাহ বিন উবাই পুত্রের আর্জি (পর্ব: ৯৯)!’ পর্বে করা হয়েছে।

প্রশ্ন হলো:

"খবরের সত্যতা যাচাই ছাড়াই যে-ব্যক্তি কোনো মানুষকে খুন করার সুপারিশ করতে পারে, সেই ব্যক্তিকে কি কখনো মহান ও বিবেকবান হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়? বা বিবেচনাও কি করা যায়?"

৫) ওহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে আহত মুহাম্মদকে যুদ্ধের ময়দানে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে মুহাম্মদের যে সমস্ত অনুসারী দিকভ্রান্তের মতো সেদিন পালিয়ে গিয়েছিলেন, তাদের একজন ছিলেন উমর ইবনে খাত্তাব - যার বিস্তারিত আলোচনা 'নিহত মুহাম্মদ (পর্ব: ৬২)!’ ও ‘নবী গৌরব ধূলিসাৎ! (পর্ব: ৬৯)' পর্বে করা হয়েছে।

প্রশ্ন হলো:

"নিজ নেতাকে অসহায় অবস্থায় শত্রু কবলে ফেলে রেখে যে-ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে, তাকে কি অসীম সাহসী যোদ্ধা ও নেতার প্রতি সুগভীর ভালবাসার অধিকারী ব্যক্তি হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়?"

৬) বদর যুদ্ধশেষে পথিমধ্যেই দু'জন যুদ্ধবন্দীকে বন্দী অবস্থাতেই খুন করার পর বাকি ৬৮ জন বন্দীকে মদিনায় ধরে নিয়ে আসার পর তাঁদেরকে কী করা হবে, সে বিষয়ে যখন মুহাম্মদ তাঁর বিশিষ্ট সাহাবিদের মতামত জানতে চান, তখন এই উমর ইবনে খাত্তাব মুহাম্মদকে যে-পরামর্শটি দিয়েছিলেন, তা হলো, **"নবীর উচিত এই বন্দীদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করা এবং তা যেন হয় এই বন্দীদের একান্ত নিকট-আত্মীয়দের মাধ্যমে!"** মুহাম্মদ তার এই পরামর্শ গ্রহণ না করায় অনুতপ্ত হয়ে পরদিন সকালে "আল্লাহর নামে" যে-ওহী নাজিল করেছিলেন তা হলো,

৮:৬৭-৬৯ - "নবীর পক্ষে উচিত নয় বন্দীদিগকে নিজের কাছে রাখা, যতক্ষণ না দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘটাবে। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা কর, অথচ আল্লাহ চান আখেরাত। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা। যদি একটি বিষয় না হত যা পূর্ব থেকেই আল্লাহ লিখে রেখেছেন, তাহলে তোমরা যা গ্রহণ করছ সেজন্য বিরাট আযাব এসে পৌছাত। ---।" এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা 'বন্দীদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত - কী ছিল আল্লাহর পছন্দ (পর্ব: ৩৬)?' পর্বে করা হয়েছে।

প্রশ্ন হলো:

"নিরস্ত্র বন্দী অবস্থায় ৬৮ জন লোককে যে-ব্যক্তি ঐ বন্দীদেরই একান্ত নিকট-আত্মীয়দের মাধ্যমে একে একে গলা কেটে খুন করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে, তাকে **"ঠাণ্ডা মাথার এক ভয়ঙ্কর খুনি"** ছাড়া আর কীভাবে মূল্যায়ন করা যেতে পারে?"

>> ইসলামের ইতিহাসে উমর ইবনে আল-খাত্তাব একটি অতি পরিচিত নাম। তিনি ছিলেন ইসলামের ইতিহাসের দ্বিতীয় খুলাফায়ে রাশেদিন। মুহাম্মদের মৃত্যুর (জুন, ৬৩২ সাল) দিনটিতে **তাঁর লাশটি বিছানায় ফেলে রেখে** মুহাম্মদ অনুসারীরা কোন্দলে লিপ্ত হন। ইস্যু, **"কে বসবেন ক্ষমতায়?"** আনসারদের পক্ষ থেকে সা'দ বিন উবাইদা (Sa’d bin Ubadah)-এর অধীনে আনসাররা; আর মুহাজিরদের পক্ষে আবু বকর ও উমর

(মুহাম্মদের দুই শ্বশুর) গং, এবং আলীর পক্ষে কিছু আনসার, তালহা ও যুবায়ের গং (এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তীতে করা হবে); মুহাম্মদের একান্ত পরিবার-সদস্যবৃন্দ ও কিছু আনসার সদস্য তখন মৃত মুহাম্মদের সৎকার-কার্য নিয়ে ব্যস্ত। উমর ইবনে খাত্তাবের প্রত্যক্ষ (এক পর্যায়ে 'সশস্ত্র') হস্তক্ষেপে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন আবু বকর ইবনে কুহাফা (৫৭৩-৬৩৪ সাল) - ইসলামের ইতিহাসের প্রথম খুলাফায়ে রাশেদিন!

উমরের এই সাহায্যের প্রতিদান আবু বকর তাকে দিয়েছিলেন। দুই বছরের শাসন শেষে (৬৩২-৬৩৪ সাল) মৃত্যুকালে তিনি উমর ইবনে খাত্তাবকে মুসলিম জাহানের শাসক হিসাবে নিযুক্ত (Selected) করেন। আবু বকরের নিযুক্ত এই শাসক মুসলিম জাহানের অধিপতি হিসাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন সুদীর্ঘ দশ বছর - ৬৩৪ থেকে ৬৪৪ সাল। উমর তার শাসন-আমলে **ইসলামের নামে** দিকে দিকে "আরব সাম্রাজ্যবাদ"-এর বিস্তার লাভ করান।

কী ভাবে?

"অবশ্যই তলোয়ারের মাধ্যমে!"

উমর ইবনে খাত্তাব তার দশ বছরের শাসন-আমলে কমপক্ষে বারোটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ৬৪১ সাল থেকে ৬৪৪ সাল পর্যন্ত সময়ে পারস্যবাসীদের (বর্তমান ইরান) বিরুদ্ধে উমর পর পর বেশ কয়েকটি নৃশংস আক্রমণ চালান। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ফসল, ৬৪৪ সালে তার সম্পূর্ণ পারস্য বিজয়। ঐ একই বছর আবু লুলু ফিরোজ (Abu Lulu Firoz) নামের এক আদি পারস্যবাসী অগ্নি-উপাসক দাসের মারফত তিনি নৃশংসভাবে খুন হন। উমর ইবনে খাত্তাবের এই করুণ মৃত্যুর মাধ্যমে শেষ হয় খুলাফায়ে রাশেদিন নামের মুহাম্মদের শ্বশুর-জামাই রাজত্বের প্রথম অধ্যায়, **"মুহাম্মদের দুই শ্বশুরের রাজত্বকাল!"** অতঃপর শুরু হয় শ্বশুর-জামাই রাজত্বের দ্বিতীয় অধ্যায়,

"মুহাম্মদের দুই জামাইয়ের রাজত্বকাল!" স্থায়িত্বকাল পরবর্তী সতের বছর (৬৪৪-৬৬১ সাল), যার পরিসমাপ্তি ঘটে আলী ইবনে আবু-তালিবকে নামাজরত অবস্থায় নৃশংস খুনের মাধ্যমে!

ইসলামের ইতিহাসের চারজন খুলাফায়ে রাশেদিনের তিনজনকেই নৃশংসভাবে খুন হতে হয়েছে! শেষের দু'জনকে (উসমান ও আলী) খুন করেছেন মুহাম্মদ অনুসারীরা!

সেই ইতিহাসের পর কালের পরিক্রমায় প্রায় ১৪০০ বছর গত হয়েছে। কিন্তু পারস্যবাসীরা (ইরানীরা) উমর ইবনে খাত্তাবকে এখনও এমনভাবে মনে রেখেছেন যে, তাঁরা তাঁদের কোনো সন্তানের নাম 'উমর' রাখেন না (তাঁদের কাছে 'আয়েশা'-ও এমনই একটি নাম); ইরানীদের কাছে 'উমর' নামটি হলো একটি গালি, যেমন বাংলায় 'মীর জাফর' নামটি। বাংলায় যেমন **"আমি মীর জাফর নই!"** প্রবাদ বাক্যটির মাধ্যমে বক্তা বোঝাতে চান যে, তিনি কোনো খারাপ ও বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি নন, যেমন **"তুই একটা মীর জাফর!"** প্রবাদ বাক্যের মাধ্যমে বাঙালিরা অপরকে দেয় গালি; তেমনই ইরানীরা তাঁদের ফারসি ভাষায় **"মান উমর নিসতাম** (আমি উমর নই)!" প্রবাদ বাক্যটির মাধ্যমে বোঝাতে চান যে, তিনি কোনো খারাপ ও বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি নন, **"তু উমর হাসতি** (তুই একটা উমর)!" প্রবাদ বাক্যের মাধ্যমে তাঁরা অপরকে দেয় গালি। জীবনের অনেকগুলো বছর আমি কাটিয়েছি ইরানে, "উমর ও আয়েশা" নামের শিয়া মুসলমানদের কেউ আছেন, এমন খবর আমি কক্ষনো শুনিনি।

অন্যদিকে,

সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানরা উমর ইবনে খাত্তাবকে জানেন এক অতি চরিত্রবান, মহানুভব ও অসীম সাহসী যোদ্ধা হিসাবে!

সেলুকাস! কী বিচিত্র ইসলামের ইতিহাস!

*ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-ওয়াকিদি ও আল-তাবারীর মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর মূল ইংরেজি অনুবাদ ইন্টারনেটে **বিনামূল্যে ডাউনলোড লিঙ্ক:** তথ্যসূত্র [1] ও [2]।*

The narrative of Al- Waqidi: [5]

'The Fortressess of Naim were numerous. The Jews aimed at that time with arrows. The Companions of Messenger of God shielded the Messenger of God. At that time The Messenger of God wore two armors, cap and helmet, and he was on a horse named al-Zarib. In his hand was a spear and shield. His companions surrounded him. He gave the flag to a man from the Muhajirin, and he returned without accomplishing anything. Then he gave the flag to another, and he returned without accomplishing anything. Then the Messenger of God gave the flag of the Ansar to one of the Ansar and he set out and returned without accomplishing anything. ---- The Messenger of God said, "Tomorrow I will give the flag to someone that God and His messenger loves, and God will conquer through him for he will not flee. Rejoice, O Muhammad b Maslama, for tomorrow if God wills, the battle of your brother will be fought and the Jews will flee." In the morning the Messenger God sent for Ali b Abi Talib, **who had an eye infection**. He said, "I cannot see either valley or mountain." The prophet went to him and said, "Open your eyes." And when he opened them, and the prophet spat on them, Ali said: I have had no eye disease since that time. The

Messenger of God handed him the flag, and prayed for him and those who were with him from his companions, to be victorious.”

The additional Narrative of Al-Tabari: [6]

‘According to Ibn Bashshar < Muhammad b Jafar < Awf < Maymun (Abu Abdullah) < Abdallah b Buraydah < Buraydah Al-Aslami, who said: When the Messenger of God encamped at the fortress of the people of Khaybar, he gave the banner to Umar b al-Khattab. Some of the people set out with him, and they encountered the people of Khaybar. Umar and his companions were put to flight. When they returned to the Messenger of God, Umar’s companions accused him of cowardice, and he accused them of the same. The Messenger of God said, “Tomorrow I shall give the banner to a man who loves God and his Messenger and whom God and his Messenger loves.” -

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে।]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **“সিরাত রসুল আল্লাহ”- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫১৪
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] অনুরূপ বর্ণনা: **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৮০
http://books.google.com/books?id=sD8_ePcl1UoC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

[3] অনুরূপ বর্ণনা- **সহি বুখারী: ভলিউম ৫, বই ৫৯, নম্বর ৫২১ ও ৫২০**

Narrated Sahl bin Sad: On the day of Khaibar, Allah's Apostle said, "Tomorrow I will give this flag to a man through whose hands Allah will give us victory. He loves Allah and His Apostle, and he is loved by Allah and His Apostle." The people remained that night, wondering as to who would be given it. In the morning the people went to Allah's Apostle and every one of them was hopeful to receive it (i.e. the flag). The Prophet said, "Where is Ali bin Abi Talib?" It was said, "He is **suffering from eye trouble** O Allah's Apostle." He said, "Send for him." 'Ali was brought and Allah's Apostle spat in his eye and invoked good upon him. So 'Ali was cured as if he never had any trouble. Then the Prophet gave him the flag. 'Ali said "O Allah's Apostle! I will fight with them till they become like us." Allah's Apostle said, "Proceed and do not hurry. When you enter their territory, call them to embrace Islam and inform them of Allah's Rights which they should observe, for by Allah, even if a single man is led on the right path (of Islam) by Allah through you, then that will be better for you than the nice red camels.
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5535--sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-521.html

[4] Ibid **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- ইবনে হিশামের নোট নম্বর ৭৬২, পৃষ্ঠা ৭৭০**

[5] **"কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৬৫২-৬৫৪; ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩২১-৩২২
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[6] Ibid **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী;** পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৭৯

১৩৩: খায়বার যুদ্ধ-৪: আলী ইবনে আবু তালিবের বীরত্ব! ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – একশত সাত

"যে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীদের অতর্কিত আগ্রাসী হামলার আকস্মিকতা কাটিয়ে ওঠার পর খায়বারের ইহুদি জনপদবাসী তাঁদের প্রাণ ও সম্পদ রক্ষার প্রচেষ্টায় যে-প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, তা মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়ে আবু বকর ইবনে আবি কুহাফা ও উমর ইবনে আল-খাত্তাব যখন তাদের দলবল নিয়ে মুহাম্মদের কাছে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তখন মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশ্যে কী ঘোষণা দিয়েছিলেন; উমরের সঙ্গে অংশগ্রহণকারী মুহাম্মদ অনুসারীরা উমরের বিরুদ্ধে কী অভিযোগ এনেছিলেন; পরদিন সকালে চোখের অসুখে আক্রান্ত আলী আবু তালিব-কে যুদ্ধের ঝাণ্ডাটি দেয়ার আগে মুহাম্মদ কীভাবে আলীর চোখের চিকিৎসা করেছিলেন [কুরান (পর্ব: ১-৯ ও ১৩) ও হাদিস গ্রন্থে এরূপ বহু 'ইসলামী বিগ্যান' এর সন্ধান পাওয়া যায়!]; মুহাম্মদ তাঁর দশ বছরের মদিনা-জীবনে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যে বিপুল সংখ্যক সংঘর্ষে জড়িত ছিলেন, তার কয়টিতে তিনি উমর ইবনে খাত্তাব ও আবু বকর ইবনে আবি কুহাফা-কে অধিনায়ক হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন; **নেতৃত্ব-পদমর্যাদায়** (Leadership position) নিম্নতম অভিজ্ঞতা ও এ সকল যুদ্ধ-বিগ্রহের কোনোটিতেই কোনোরূপ বিশেষ অবদানের স্বাক্ষর না রাখা সত্ত্বেও মুহাম্মদের মৃত্যুর দিনটিতে তাঁর লাশটি বিছানায় ফেলে রেখে আবু বকর কোন ব্যক্তির প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে ক্ষমতায়

অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন; মৃত্যুকালে আবু বকর সেই ব্যক্তিকে কী পুরস্কারে পুরস্কৃত করেছিলেন - ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা পুনরারম্ভ: [1] [2]
পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ১৩২) পর:

'তাই আলী সেটি [ঝাণ্ডা] নিয়ে রওনা হয়, ত্বরা করার কারণে সে হাঁপাচ্ছিল আর আমরা তার পথ অনুসরণ করে পেছনে পেছনে আসছিলাম যতক্ষণে না সে তার ঝাণ্ডাটি দুর্গের নিচের এক স্তূপ পাথরের ওপর আটকে রাখে। এক ইহুদি ওপর থেকে তাকে দেখে ও জিজ্ঞাসা করে যে, সে কে, যখন সে তাকে তা জানায়, তখন সে বলে, "তুমি জিতে গেছো, যা মুসার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল!", কিংবা এরকম কোনো বাক্য (আপাতদৃষ্টিতে ইহুদিটি আলীর নামটি-কে ওমেন (omen) মনে করেছিল যখন সে বলেছিল 'আলাতুম'); তার মাধ্যমে আল্লাহর বিজয় অর্জন না হওয়া পর্যন্ত সে ফিরে আসে না।

আল্লাহর নবীর মুক্তিপ্রাপ্ত **আবু রাফি** নামের এক দাস হইতে > তার পরিবারের এক সদস্যের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে > আবদুল্লাহ বিন হাসান আমাকে বলেছেন:

"যখন আল্লাহর নবী তাঁর যুদ্ধের ঝাণ্ডাটি সহ আলীকে প্রেরণ করেন, আমারা তার সঙ্গে রওনা হই। অতঃপর যখন সে দুর্গের নিকটে আসে তখন দুর্গ-সেনারা বের হয়ে আসে ও সে তাদের সাথে যুদ্ধ করে। এক ইহুদি তাকে এমনভাবে আঘাত করে যে, তার ঢালটি তার হাত থেকে পড়ে যায়, তাই আলী দুর্গ পাশের এক দরজা টেনে তুলে তা ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে। যুদ্ধরত অবস্থায় সেটি সে তার হাতেই ধরে রাখে যতক্ষণে না আল্লাহ আমাদের বিজয়ী করে, সবকিছু শেষ হলে সেটা সে দূরে নিক্ষেপ করে। আমি যা নিজে দেখেছি, তা হলো, আরও সাতজন লোক নিয়ে সেই দরজাটি আমরা ওল্টানোর চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আমরা তা পারিনি।

আল-ওয়াকিদির (৭৪৮-৮২২ খ্রিষ্টাব্দ) বর্ণনা: [3]

'প্রথমেই যে ব্যক্তি বের হয়ে তাদের দিকে আসে সে হলো মারহাবের ভাই **আল-হারিথ** ও তার দল। মুসলমানরা তাদের সম্মুখীন হয়, আলী লাফ দিয়ে গিয়ে তাকে সজোরে আঘাত করে ও তাকে হত্যা করে। আল-হারিথের সঙ্গীরা দুর্গে ফিরে যায় ও ভেতরে প্রবেশ করে তারা সেটির দরজা বন্ধ করে নিজেদের আবদ্ধ করে রাখে।---

আবু রাফি হইতে বর্ণিত: "যখন আল্লাহর নবী আলীকে তার ঝাণ্ডাসহ প্রেরণ করেন তখন আমরা তার সাথে ছিলাম। দুর্গের দরজায় আলী এক লোকের সম্মুখীন হয়। লোকটি আলীকে আঘাত করে, আর আলী তার ঢাল দিয়ে নিজেকে রক্ষা করে। অতঃপর আলী দুর্গ মধ্যে অবস্থিত একটি দরজা হাতে নেয় ও সেটি দিয়ে নিজেকে রক্ষা করে। তার মাধ্যমে আল্লাহর এই দুর্গ জয়ের পূর্ব পর্যন্ত দরজাটি ছিল তার হাতেই। সে দুর্গ জয় করে তার ভেতরে প্রবেশ করতে যাচ্ছে খবরটি পৌঁছে দেয়ার জন্য সে এক লোককে আল্লাহর নবীর কাছে পাঠায়। এই দুর্গটি ছিল মারহাবের।

('The first of those who set out to them was **al-Harith,** the brother of Marhab, with the runners. The Muslims appeared, and Ali Jumped and struck hard, and Ali killed him. The companions of al-Harith returned to the fortress, entered and locked themselves in.'---) - অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, পর পর দুই-তিন দিন ব্যর্থ হামলার পর নাটার এই দুর্গটির পতন হয় আলী ইবনে আবু তালিবের নেতৃত্বে। 'ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ' শিরোনামের গত একশত ছয়টি পর্বের বিস্তারিত আলোচনায় আমরা জেনেছি যে, অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের বিপুল সংখ্যক যুদ্ধবিগ্রহে আলী ইবনে আবু তালিব বিভিন্ন সময়ে যে-বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, এই

উপাখ্যানটি তার আর একটি উদাহরণ। মুহাম্মদের জীবদ্দশায় বিভিন্ন যুদ্ধে আলী ইবনে আবু তালিবের বীরত্বগাথার যে-পরিচয় আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি, তা হলো:

১) বদর যুদ্ধে আলী নৃশংসভাবে হত্যা করেছিলেন প্রথমে **ওতবা বিন রাবিয়ার ছেলে আল-ওয়ালিদ বিন ওতবা কে**, অতঃপর **তাঁর পিতা ওতবা বিন রাবিয়াকে** - যার বিস্তারিত আলোচনা "নৃশংস যাত্রার সূচনা (পর্ব ৩২)!" পর্বে করা হয়েছে।

২) ওহুদ যুদ্ধে যখন মুহাম্মদ গুরুতর আহত হয়েছিলেন, এই আলী ইবনে আবু তালিব তাঁর হাতটি ধরে রাখেন ও তালহা ইবনে ওবায়েদুল্লাহ তাঁকে টেনে ওঠান, যতক্ষণে না তিনি খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারেন। এই যুদ্ধে মুহাম্মদের বডি-গার্ড মুসাব বিন উমায়ের নিহত হওয়ার পর মুহাম্মদ যুদ্ধের ঝাণ্ডাটি দিয়েছিলেন আলীকে, আর আলী অন্যান্য মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিলেন - যার বিস্তারিত আলোচনা "আহত মুহাম্মদ (পর্ব: ৬০)!" ও "আক্রান্ত মুহাম্মদ (পর্ব: ৬১)!" পর্বে করা হয়েছে।

৩) খন্দক যুদ্ধে আলী তাঁরই পিতার বন্ধু আমর বিন আবদু উদ্দ-কে নৃশংসভাবে হত্যা করেন! তাঁর পিতার এই বন্ধুটি সেখানে বলেছিলেন, **"হে আমার ভাতিজা, আমি তোমাকে হত্যা করতে চাই না।"** প্রতি-উত্তরে আলী তার জবাব দিয়েছিলেন এই বলে, "কিন্তু **আমি তোমাকে হত্যা করতে চাই।"**- যার বিস্তারিত আলোচনা "আলী ইবনে আবু তালিবের নৃশংসতা (পর্ব ৮২)!" পর্বে করা হয়েছে।

অন্যদিকে,

আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের রচিত 'সিরাত ও হাদিস' গ্রন্থের বর্ণনায় যে-বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো - মুহাম্মদ তাঁর জীবদ্দশায় আবু বকর ও উমর-কে কোনোরূপ গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব-পদমর্যাদায় শুধু যে-নিয়োগ দান করেননি (পর্ব: ১৩২) তাইই নয়, এই বিপুল সকল যুদ্ধবিগ্রহের কোনোটিতেই এই দুই ব্যক্তি আলী ইবনে আবু তালিব ও মুহাম্মদের অন্যান্য বিশিষ্ট অনুসারীদের মত কোনো 'বিশেষ বীরত্ব' প্রদর্শন করেছিলেন, এমন তথ্যও কোথাও বর্ণিত হয়নি। সাধারণ সুন্নি মুসলমানদের

কাছে এই তথ্যটি খুবই আশ্চর্যজনক মনে হতে পারে, কিন্তু আদি উৎসের বর্ণনায় এই প্রামাণিক তথ্যটি (Evidence) অত্যন্ত স্পষ্ট।

তা সত্ত্বেও,

মুহাম্মদের মৃত্যুর পর মুহাম্মদের এই দুই অনুসারী কী প্রক্রিয়ায় নিজেদেরকে মুসলিম জাহানের অধিপতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তা আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকরা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। ওমর ইবনে খাত্তাবের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর মুহাম্মদের একান্ত পরিবার সদস্যদের বিরুদ্ধে এই আবু-বকর ও ওমর কীরূপ আচরণ করেছিলেন, তার আলোচনা "হিন্দের প্রতিশোধ স্পৃহা! (পর্ব ৬৪)" পর্বে করা হয়েছে। এ বিষয়ের আরও আলোচনা “ফাদাক” অধ্যায়ে করা হবে। আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে, আয়েশার প্রতি অপবাদ শ্রবণ করার পর যখন মুহাম্মদ এ বিষয়ে পরামর্শের জন্য আলী ইবনে আবু তালিব-কে তলব করেন ও তাঁর পরামর্শ চান, তখন আলী তাঁকে যে-পরামর্শটি দিয়েছিলেন, তা হলো, **"অঢেল মহিলা আছে, আপনি সহজেই একজনের পরিবর্তে অন্য একজনকে গ্রহণ করতে পারেন** (পর্ব: ১০৩)।" - এই ঘটনাটি কোনোভাবেই আলী ইবনে আবু-তালিবের সঙ্গে আয়েশা ও তার পরিবারের সুসম্পর্কের ইঙ্গিত বহন করে না। নিজ কন্যার বিরুদ্ধে এমন একটি অপমানজনক উক্তি অতি সহজেই কী কেউ ভুলে যেতে পারেন? অসহায় সেই মুহূর্তে আলীর এই অপমানজনক উক্তি কি আয়েশার পক্ষে ভুলে যাওয়া সম্ভব?

অতঃপর **চব্বিশটি বছর** (৬৩২-৬৫৬ সাল) মুহাম্মদের নিজস্ব পরিবারের (হাশেমী বংশের) কোনো সদস্য মুসলিম জাহানের অধিপতি হবার সুযোগ পাননি। মুহাম্মদের মৃত্যুর চব্বিশ বছর পর ইসলামের ইতিহাসের তৃতীয় খুলাফায়ে রাশেদিন উসমান ইবনে আফফানের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর এক অস্বাভাবিক পরিবেশে মুহাম্মদের নিজস্ব পরিবারের সদস্য এই আলী ইবনে আবু-তালিব ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার সুযোগ পান।

অতঃপর বিভিন্ন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে **সীমাহীন নৃশংসতার উদাহরণ সৃষ্টি করেও (পর্ব: ৮২)** মুহাম্মদের নিজস্ব পরিবারের এই সদস্য মাত্র পাঁচ বছর (৬৫৬-৬৬১ সাল) ক্ষমতা ধরে রাখতে পেরেছিলেন!

শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, মুহাম্মদের মৃত্যুর ঐ দিনটি থেকেই আলী ইবনে আবু-তালিব সহ মুহাম্মদের নিজস্ব পরিবার (হাশেমী বংশ) সদস্যদের নেতৃত্ব বঞ্চিত করতে যে-লোকগুলো ক্ষমতার রাজনীতি শুরু করেছিলেন, তাদের প্রথম ও প্রধান ছিলেন আবু-বকর ইবনে আবি কুহাফা ও উমর ইবনে আল-খাত্তাব। শিয়া মুসলমানদের কাছে উমর ও আবু বকর (ও আয়েশা) নামটি হলো ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কিত চরিত্র! তাঁদের এই বিশ্বাসের ভিত্তি হলো আদি উৎসে বর্ণিত ইসলামের ইতিহাসের এই সব তথ্য-উপাত্ত।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫১৪

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] অনুরূপ বর্ণনা: **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৮১

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp

[3] **"কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৬৫৪-৬৫৫; ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩২২

http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

১৩৪: খায়বার যুদ্ধ-৫: রক্তের হোলি খেলা - 'নাইম' দুর্গ দখল!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– একশত আট

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীদের অতর্কিত আগ্রাসী আক্রমণের শিকার হয়ে খায়বারের ভীত-সন্ত্রস্ত ইহুদি জনপদবাসী তাদের দুর্গ-মধ্যে আশ্রয় নিয়ে নিজেদের প্রাণ ও সম্পদ রক্ষার প্রচেষ্টায় মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে কীরূপ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন; পর পর দু'-তিন দিন ব্যর্থ হবার পর আলী ইবনে আবু তালিবের নেতৃত্বে মুহাম্মদ যে-হামলাকারী দলটি পাঠিয়েছিলেন, তার মোকাবিলায় দুর্গ-মধ্য থেকে কোন ইহুদি লোকটি **সর্বপ্রথম** বের হয়ে এসে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন; **কে তাঁকে হত্যা করেছিলেন;** এই যুদ্ধে আলী ইবনে আবু তালিব কীরূপ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি সাধারণ যুদ্ধ-ঢালের পরিবর্তে কোন বস্তুকে যুদ্ধ-ঢাল হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন; মুহাম্মদের জীবদ্দশায় বিভিন্ন যুদ্ধে আলী অসাধারণ বীরত্বের প্রকাশ করা সত্ত্বেও কী কারণে আলীসহ মুহাম্মদের নিজস্ব পরিবারের (হাশেমী বংশ) কোনো সদস্য সুদীর্ঘকাল মুসলিম জাহানের অধিপতি হবার সুযোগ পাননি; কারা তাদের সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিলেন বলে শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, তাঁদের সেই বিশ্বাসের ভিত্তি কী - ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

ইসলাম-বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা ইসলামের ইতিহাসের খায়বার যুদ্ধ আলোচনায় যে-উপাখ্যানগুলো তাঁদের ওয়াজ মাহফিল, বক্তৃতা, বিবৃতি, রেডিও-টেলিভিশন আলোচনা ও টক-শো, সামাজিক মেলামেশায় ইসলামের আলোচনা - ইত্যাদি অনুষ্ঠানে গর্বভরে বয়ান করেন; মাদ্রাসা-স্কুল-কলেজের পাঠ্য পুস্তক সিলেবাসে শিক্ষা বোর্ডের কর্তাব্যক্তিরা অন্তর্ভুক্ত করেন ও প্রশ্নপত্র তৈরি করেন; বুদ্ধিজীবীরা বই লেখেন; সাংবাদিকরা খবরের কাগজে আর্টিকেল লেখেন - তার সর্বাগ্রে ও শীর্ষস্থানে অবস্থান করে খায়বার যুদ্ধে **আলী ইবনে আবু তালিবের এই বীরত্বের ইতিহাস!** সে-কারণেই আলীর বীরত্বের এই উপাখ্যান অসংখ্য ইসলাম-বিশ্বাসীরই মুখে মুখে।

প্রশ্ন হলো:

*"আলী ইবনে আবু-তালিব ও তাঁর সঙ্গীদের এই বিজয় ও বীরত্বের **'রক্ত-মূল্য'** কত ছিলো?"*

অর্থাৎ,

*"মুহাম্মদ ও আলীর নেতৃত্বে খায়বারের **নিরপরাধ** (তাঁরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের ওপর আক্রমণ করতে আসেননি, আক্রমণকারী মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা) ইহুদি জনগণের **মোট কতজন লোককে নৃশংসভাবে হত্যা করার পর** মুহাম্মদের প্রতিশ্রুত (পর্ব: ১২৩) এই আসন্ন বিজয় (কুরান: ৪৮:১৮-২১) কর্মটি সম্পন্ন হয়েছিলো?"*

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনার **পুনরারম্ভ:** [1] [2] [3]
পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ১৩৩) পর:

আবদুল্লাহ বিন সাহল বিন আবদুল রহমান বিন সাহল নামের বানু হারিথা গোত্রের এক ভাই জাবির বিন আবদুল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে বলেছেন:

ইহুদি **মারহাব** অস্ত্রসহ তাদের দুর্গ থেকে বের হয়ে আসে ও কবিতার মাধ্যমে [সিরাতে- 'কবিতা'] নিজের বীরত্বগাথা বলতে বলতে সকলকে একক যুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করে। --

আল্লাহর নবী বলেন, "কে এই লোকটির সঙ্গে মোকাবেলা করবে?" **মুহাম্মদ বিন মাসলামা** বলে যে, সে তা করবে, কারণ গতকাল যে-লোকটি তার ভাইকে হত্যা করেছে [পর্ব-১৩১], তার প্রতিশোধ নিতে সে অঙ্গীকারবদ্ধ। আল্লাহর নবী তাকে যেতে বলেন ও তার সাহায্যের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন।

তারা একে অপরের দিকে এগিয়ে যায়, তাদের মাঝখানে ছিল এক পুরানো গাছ ও তার নরম ডাল-পালা, যার আড়ালে তারা আত্মগোপন করা শুরু করে। তারা একে অন্যের কাছে থেকে নিজেকে আড়াল করে। যখনই একজন গাছের আড়ালে লুকায়, অন্যজন তার তরবারি দিয়ে মাঝখানের ডাল-পালা ফালা-ফালা করে কেটে ফেলে তারা মুখোমুখি অবস্থান নেয়। ডাল-পালা শূন্য গাছটি এমনভাবে অবশিষ্ট থাকে, যেন মনে হয়, এটি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এক মানুষ। মারহাব আক্রমণ ও আঘাত করে মুহাম্মদ বিন মাসলামা-কে। সে তার তরবারির তীব্র আঘাতটি ঢাল দিয়ে প্রতিহত করে ও অবিচল থাকে। অতঃপর **মুহাম্মদ হত্যা করে মারহাব-কে।**

মারহাব নিহত হবার পর তার ভাই **ইয়াসির** দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের আহ্বান নিয়ে বের হয়ে আসে। [সিরাতে: 'কবিতা']

হিশাম বিন উরওয়া [c. ৬৮০-৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দ] হইতে বর্ণিত: আল-যুবায়ের বিন আল-আওয়াম [পর্ব: ১২৪] ইয়াসির-এর সাথে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে আসে। তার মা **সাফিয়া** বিনতে আবদুল মুত্তালিব [মুহাম্মদের ফুপু: পর্ব-১২] বলে, "হে আল্লাহর নবী, সে কি আমার পুত্রকে হত্যা করবে?" তিনি জবাবে বলেন, "না, যদি আল্লাহ চায়, তোমার ছেলে তাকে হত্যা করবে।" অতঃপর, আল-যুবায়ের অগ্রসর হয়। যখন এই দুইজন একে অপরের সম্মুখীন হয়, **আল-যুবায়ের হত্যা করে ইয়াসির-কে।** হিশাম বিন উরওয়া আমাকে বলেছেন যে, আল-যুবায়ের কে যখন বলা হয়েছিল, "আল্লাহর কসম, ঐ দিন

তোমার তরবারিটি নিশ্চয়ই খুব ধারালো ছিলো", জবাবে সে বলেছিল যে, সেটি ধারালো ছিলো না, শুধুই সে তা ব্যবহার করেছিল প্রবল শক্তিতে। [4]

আল-ওয়াকিদির (৭৪৮-৮২২ খ্রিষ্টাব্দ) বিস্তারিত বর্ণনা: [3]

'সেটি ছিল মারহাবের দুর্গ। বিবৃত আছে: **মারহাব** প্রতিদ্বন্দ্বী মদ্দা ঘোড়ার মত সম্মুখে এসে হাজির হয়, ও তাঁর বীরত্বগাথা শোনায় কবিতার মাধ্যমে:

"খায়বার জানে যে, আমি মারহাব, আছে যার শাণিত অস্ত্র;
এক প্রমাণিত সাহসী, মাঝে মাঝে আমি করবো আঘাত, মাঝে মাঝে হবো আঘাতপ্রাপ্ত।"

সে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান করে। **মুহাম্মদ বিন মাসলামা** বলে, "হে আল্লাহর নবী, আমি অন্যায়ের শিকার এক ক্ষুব্ধ ব্যক্তি। গতকাল আমার ভাইকে হত্যা করা হয়েছে, সুতরাং আমাকে আপনি মারহাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দিন, কারণ সে হলো আমার ভাইয়ের হত্যাকারী।" আল্লাহর নবী তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করার অনুমতি দেন। তিনি তার জন্য দোয়া করেন ও তাকে তাঁর তরবারিটি দেন। মুহাম্মদ অগ্রসর হয় ও চিৎকার করে বলে,

"এই মারহাব, তুই কি দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান করেছিস?"
সে বলে, "হ্যাঁ।" মারহাব কবিতার মাধ্যমে নিজের বীরত্বগাথা বলতে বলতে তার সামনে এগিয়ে যায়: [সিরাতে 'কবিতা']।---

মারহাব যে বর্ম-আবরণটি পরিধান করেছিলো তা ছিল **ওপরে গুটানো।** মুহাম্মদ তার দুই উরুতে আঘাত করে ও সেগুলো কেটে ফেলে। বিবৃত আছে: মুহাম্মদ বিন মাসলামা তার ঢাল দিয়ে নিজেকে রক্ষা করে - মারহাব যখন তরবারি সমেত তার হাতটি ওপরে উঠিয়েছিল, তখন তার বর্ম-আবরণটি ছিল ওপরে গুটানো; মুহাম্মদ তরবারি সমেত

ঝুঁকে পড়ে **তার দুই পা কেটে ফেলে,** মারহাব ভূপাতিত হয়। মারহাব বলে, "হে মুহাম্মদ, আমাকে শেষ করে ফেলো!"

মুহাম্মদ জবাবে বলে, "মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ কর, আমার ভাই মাহমুদ যেমন করে সে স্বাদ গ্রহণ করেছে!" সে তাকে পেছনে ফেলে রেখে হেঁটে যায়। **অতঃপর আলী তার কাছে যায় ও তার কল্লা কেটে ফেলে** এবং তার মালামাল লুণ্ঠন করে।

তারা আল্লাহর নবীর সম্মুখে এসে লুটের মাল নিয়ে **ঝগড়া** করে। মুহাম্মদ বিন মাসলামা বলে, "হে আল্লাহর নবী, নিশ্চয়ই আমি তার পা দুটো কেটে ফেলেছিলাম, অতঃপর তাকে কেবল এ জন্যই জীবিত রেখেছিলাম, যেন সে তরবারির তিক্ত স্বাদ আস্বাদন করে ও ধুকে ধুকে মরে, যেমন করে আমার ভাই তিন দিন যাবত মৃত্যুকষ্টে তা করেছিল। তাকে শেষ করে না ফেলার পেছনে আমার কোনোই বাধা ছিল না। তার পা দুটো কেটে ফেলার পরই আমি তাকে শেষ করতে পারতাম।" আলী বলে, "সে সত্য বলেছে। **তার পা দুটো কাটার পর আমি তার কল্লা কেটে ফেলেছিলাম।"**

আল্লাহর নবী মারহাবের তরবারি, ঢাল, টুপি ও শিরস্ত্রাণ মুহাম্মদ বিন মাসলামা-কে প্রদান করেন। সেই তরবারিটি ছিল মুহাম্মদ বিন মাসলামার পরিবারের কাছে ও তার সাথে ছিল এক ডকুমেন্ট - তেইমার এক ইহুদি ওটা পড়ার আগে কেউই জানতো না যে, তাতে কী লেখা ছিলো। তাতে লিখা ছিলো, "এটি মারহাবের তরবারি। যে তার স্বাদ আস্বাদন করে, সে মৃত্যুবরণ করে।"

জাবির হইতে বর্ণিত > মুহাম্মদ বিন আল-ফাদল-এর পিতা হইতে > মুহাম্মদ বিন আল-ফাদল আমাকে জানিয়েছে, ও সালামা বিন সালামা হইতে বর্ণিত > আবদুল্লাহ বিন আবি সুফিয়ান-এর পিতা হইতে > আবদুল্লাহ বিন আবি সুফিয়ান হইতে > যাকারিয়া বিন যায়েদ আমাকে জানিয়েছে, এবং মুজামমি বিন হারিথা হইতে বর্ণিত > মুজামমি বিন

ইয়াকুব-এর পিতা হইতে > মুজামমি বিন ইয়াকুব আমাকে জানিয়েছে। তারা **সবাই** আমাকে যা বলেছে, তা হলো, **মারহাব-কে হত্যা করেছিলো মুহাম্মদ বিন মাসলামা।**

তারা বলেছে: **উসায়ের** আবির্ভূত হয়। সে ছিল এক শক্তিশালী মানুষ, যদিও সে ছিল খাটো; অতঃপর সে চিৎকার শুরু করে, "এমনকি কেউ আছে, যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করবে?" মুহাম্মদ বিন মাসলামা তার কাছে আসে ও তারা একে অপরকে ঘাত-প্রতিঘাত করে, অতঃপর **মুহাম্মদ বিন মাসলামা তাকে হত্যা করে।**

তারপর **ইয়াসির** বের হয়ে আসে। সে ছিল অত্যন্ত বলিষ্ঠ ব্যক্তিদের একজন। মুসলমানদের ঠেকিয়ে রাখার জন্য তার কাছে ছিল এক বল্লম। আলী অগ্রসর হয়ে তার কাছে আসে, **আল যুবায়ের** তাকে বলে, "তোমার কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ এই যে, তাকে তুমি আমার হাতে ছেড়ে দাও।" আলী তা-ই করে। ইয়াসির তার বল্লম নিয়ে অগ্রসর হয় ও তার দ্বারা লোকদের তাড়িয়ে দেয়। আল-যুবায়ের তার সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করে।

সাফিয়া বলে, "হে আল্লাহর নবী, আমি বিষণ্ণ। হে আল্লাহর নবী, আমার সন্তানকে হত্যা করা হবে।" তিনি বলেন, "বরং তোমার ছেলেই তাকে হত্যা করবে।" তারা একে অপরের সাথে যুদ্ধ করে ও **আল-যুবায়ের তাকে হত্যা করে।** আল্লাহর নবী তাকে বলেছিলেন, "তোমার আঙ্কল ও আন্টি যেন হয় তোমার মুক্তিপণের মাধ্যম।" অতঃপর তিনি যোগ করেন, "প্রত্যেক নবীরই শিষ্য থাকে, আল-যুবায়ের হলো আমার শিষ্য ও সে আমার ফুপুর ছেলে [পর্ব: ১২]।"

মারহাব ও ইয়াসির খুন হবার পর আল্লাহর নবী বলেন, "আনন্দ করো! খায়বার আমাদের স্বাগত জানিয়েছে ও অসুবিধা লাঘব করেছে।"

অতঃপর **আমির** বের হয়ে আসে, সে ছিল এক লম্বা মানুষ। যখন আমির আবির্ভূত হয়, আল্লাহর নবী বলেন, "তোমরা কি মনে করো যে, সে পাঁচ হাত লম্বা?" সে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান করে, তার তলোয়ার উঁচিয়ে আস্ফালন করে। সে যে বর্ম আবরণটি পরিধান করেছিল, তা ছিল লৌহ আবৃত। সে চিৎকার করে বলে, "কে আমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে?" লোকজন তার কাছ থেকে পিছু হটে। **আলী** তার কাছে এগিয়ে যায় ও তাকে আঘাত করে। কিন্তু তার কোন কিছুই কাজে আসে না যতক্ষণে না সে তার দুই পায়ে আঘাত হানে। **অতঃপর সে পড়ে যায়, আলী তাকে সাবাড় করে ও তার অস্ত্র নিয়ে নেয়।**

আল-হারিথ, মারহাব, উসায়ের, ইয়াসির ও আমির ছাড়াও ইহুদিদের আরও বহু লোককে হত্যা করা হয়েছিল - কিন্তু যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তা করা হয়েছে এই কারণে যে, তারা ছিলো তাদের মধ্যে সাহসী। এই লোকদের সবাই ছিলো নাইম দুর্গের ভিতরে।' - অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

আল-তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) অতিরিক্ত বর্ণনা: [5]

ইবনে বাশার < মুহাম্মদ বিন জাফর < আউফ (বিন আবি জামিলাহ আল-আরাবী [৬৭৮-৭৬৩ সাল]) < মেইমুন (আবু আবদুল্লাহ) < আবদুল্লাহ বিন বুরায়েদা (৬৩৭-৭৩৩ সাল) < বুরায়েদা বিন আল-আসলামী (মৃত্যু: ৬৭৯-৬৮৪ সাল) হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে; এবং আবু কুরায়েব < ইউনুস বিন বুকায়ের (মৃত্যু: ৮১৫ সাল) < আল-মুসায়েব বিন মুসলিম আল-আউদি < আবদুল্লাহ বিন বুরায়েদা < তার পিতা (বুরায়েদা বিন আল-হুসায়েব) হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে:

আল-তাবারী আমাদের জানিয়েছেন যে, মারহাব-কে হত্যা করেছিল আলী ইবনে আবু-তালিব।

ইমাম মুসলিমের (৮২১-৮৭৫ সাল) বর্ণনা: [6]

ইমাম মুসলিমের বর্ণনা (সহি মুসলিম: নম্বর-০১৯:৪৪৫০) মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-তাবারী ও আল ওয়াকিদির বর্ণনারই অনুরূপ, কিন্তু ঘটনার পূর্ণ বিবরণ সেখানে অনুপস্থিত (পর্ব-১২১)। ইমাম মুসলিমের এই দীর্ঘ হাদিসের বর্ণনা মতে মারহাব-কে খুন করেছিল আলী ইবনে আবু-তালিব।

তাঁর বর্ণনা মতে, মারহাবের সাথে প্রথমে যুদ্ধ করেছিলেন **আমির** নামের মুহাম্মদের এক অনুসারী, যিনি ছিলেন এই হাদিস বর্ণনাকারী ইবনে সালামাহ [<তার পিতা সালামাহ বিন আল-আকওয়া হইতে(পর্ব: ১১০)] এর আঙ্কল। লড়াইয়ের সময় আমির তার **নিজের তরবারির আঘাতেই** গুরুতর আহত হন ও মৃত্যুবরণ করেন। এই ঘটনায় মুহাম্মদের কিছু অনুসারী যখন বলাবলি শুরু করে যে, আমির জিহাদে অংশগ্রহণ করলেও যেহেতু সে নিজেই নিজের জীবন নাশ করেছে, তাই সে তার যাবতীয় কর্মের সুফল থেকে **বঞ্চিত** হবে। জবাবে মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের নিশ্চিত করেন যে আমিরের জন্য অপেক্ষা করছে **"দ্বিগুণ পুরস্কার!"**

এই দীর্ঘ হাদিসে আর যে-**তথ্যটি** আমরা জানতে পারি, তা হলো, **হুদাইবিয়া সন্ধি** (পর্ব: ১১১-১২৯) শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করার **"মাত্র তিন দিন পর"** মুহাম্মদ তাঁর হুদাইবিয়া যাত্রায় অংশগ্রহণকারী অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে খায়বারের জনপদের ওপর আগ্রাসী হামলার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন।

>>> ইসলামের ইতিহাস পড়ার সময় যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি **সর্বদাই** মনে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন, তা হলো, **"ইসলামের যাবতীয় ইতিহাস একপেশে ও পক্ষপাতদুষ্ট (পর্ব:৪৪)!"** এই ইতিহাসগুলো পড়ার সময় **অতিরিক্ত** সজাগ ও অনুসন্ধিৎসু না হলে এবং **বিভিন্ন উৎস** থেকে তথ্য-উপাত্ত যাচাই না করলে যে কোনো ব্যক্তিই বিভ্রান্ত হতে বাধ্য!

ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ) সম্পাদিত ও A. GUILLAUME অনুদিত মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের 'সিরাত' গ্রন্থে খায়বার যুদ্ধের যে-উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে, তা পাঠ করে খায়বার যুদ্ধে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের বীভৎস ও নৃশংস কর্মকাণ্ডের **প্রকৃত স্বরূপ** জানা সম্ভব নয়। আর হাদিস গ্রন্থ? তার অবস্থা আরও খারাপ [বিস্তারিত: উমর ইবনে খাত্তাবেরঅভিপ্রায় (পর্ব: ১২১)!]। ইবনে হিশাম সম্পাদিত "সিরাত রসুল আল্লাহ" ও সমস্ত হাদিস গ্রন্থে (বিচ্ছিন্নভাবে) খায়বার যুদ্ধের যে-উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে, তা পাঠ করে সাধারণ পাঠকরা বিভ্রান্ত হতে পারেন এই ভেবে যে, খায়বারের **মাত্র দু'জন** লোককে হত্যা করে আলী ও তার সঙ্গীরা খায়বার যুদ্ধ জয় করে ফেলেছিলেন! বাস্তবিকই এই গ্রন্থগুলোতে খায়বার যুদ্ধ উপাখ্যানের **এই পর্যায়ের বর্ণনায়** মাত্র দু'জন (মারহাব ও ইয়াসির) ইহুদিকে হত্যার বর্ণনা ছাড়া আর কোনো **সুনির্দিষ্ট তথ্য** নেই।

ইবনে হিশাম সম্পাদিত এই 'সিরাত' গ্রন্থের ৫১৮ পৃষ্ঠায় খায়বার যুদ্ধে যে মোট ১৮-২০ জন মুহাম্মদ-অনুসারী নিহত হয়েছিলেন, তাদের নাম ও গোত্রের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। [7]। **কিন্তু,** মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা কতজন ইহুদিকে হত্যা করেছিলেন, তার কোনো উল্লেখ ইবনে হিশাম সম্পাদিত এই সিরাত, আল-তাবারীর সিরাত ও হাদিস গ্রন্থে নেই! সে কারণেই, **"শুধু"** মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের সিরাত, আল-তাবারীর সিরাত ও হাদিস গ্রন্থ পাঠ করে "খায়বার যুদ্ধের বীভৎসতা" সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়।

বিষয়টি আর একটু খোলসা করা যাক:

"সশস্ত্র নৃশংস ১৪০০ জনের এক সন্ত্রাসী দল এক বিশেষ অভীষ্ট লক্ষ্যে একটি জনপদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে ঐ জনপদের সমস্ত লোকদের যে কোনো মূল্যে (জখম-হত্যা-বন্দী ও দাস-দাসীকরণ) পরাস্ত করে তাদের সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি লুণ্ঠন করার অভিপ্রায়ে ঐ জনপদের ওপর হামলা চালিয়েছে। তারা এখন এই জনপদবাসীর দোরগোরায় উপস্থিত হয়ে **তাঁদের বাড়ী-ঘর (দুর্গ) ঘেরাও** করে রেখেছে।

অতঃপর ঐ আক্রান্ত জনপদবাসী তাঁদের প্রাণ ও সম্পদ রক্ষার প্রচেষ্টায় **প্রাণপণ লড়াই** করে চলেছেন। তাঁদের এই প্রতিরক্ষা এতটাই তীব্র ছিলো যে, এই আক্রমণকারীরা পর পর দুই-তিন দিন কোনো সুবিধেই করতে পারেনি (পর্ব: ১৩২)। অতঃপর তাদের সর্বাধিনায়ক তার এক ক্ষমতাবান অনুসারীকে নেতৃত্ব দিয়ে এই জনপদবাসীদের পরাস্ত করার জন্য পাঠিয়েছেন। অতঃপর সেই ক্ষমতাবান অনুসারী ও তার সঙ্গীরা বিপুল বীরত্বে **মাত্র দু'জন** ব্যক্তিকে হত্যা করে সেই জনপদ দখল করে ফেলেছিলেন - এমন বর্ণনা উদ্ভট, অযৌক্তিক ও নিঃসন্দেহে সত্যের অপলাপ।"

অন্যদিকে,

আল-ওয়াকিদির বর্ণনা অনেক বেশি স্বচ্ছ, প্রাণবন্ত ও বিস্তারিত। আল-ওয়াকিদির বিস্তারিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, আলী ও তার সহযোগীরা খায়বারের জনপদবাসীর আল-হারিথ, মারহাব, উসায়ের, ইয়াসির ও আমির ছাড়াও ইহুদিদের আরও বহু লোককে হত্যা করেছিলেন।

প্রশ্ন ছিল:

"মুহাম্মদ ও আলীর নেতৃত্বে খায়বারের নিরপরাধ ইহুদি জনগণের মোট কতজন লোককে নৃশংসভাবে হত্যা করার পর মুহাম্মদের প্রতিশ্রুত "এই আসন্ন বিজয়" সম্পন্ন হয়েছিলো? আলী ইবনে আবু-তালিব ও তাঁর সঙ্গীদের এই বিজয় ও বীরত্বের **'রক্তমূল্য'** কত ছিলো?"

এই প্রশ্নটির সুনির্দিষ্ট জবাব আমরা জানতে পারি আল-ওয়াকিদির বিস্তারিত বর্ণনায়। তাঁর বর্ণনা মতে, খায়বার যুদ্ধে মোট ৯৩ জন ইহুদিকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। এদের অধিকাংশকেই হত্যা করা হয়েছিল এই 'নাটায়'। তাঁর বর্ণনামতে মুসলমানদের মোট নিহতের পরিমাণ ১৫ জন, অধিকাংশই এই নাটায়। [8]

অর্থাৎ প্রশ্নটির জবাব হলো:

"আলী ইবনে আবু-তালিব ও তাঁর সঙ্গীদের এই বিজয় ও বীরত্বের 'রক্তমূল্য' ছিলো খায়বারের অসংখ্য লোককে বন্দী করে দাস ও দাসীকরণ ও তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন করা ছাড়াও প্রায় তিরানব্বুই জন ইহুদিকে নৃশংসভাবে হত্যার হোলি খেলা!"

*ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-ওয়াকিদির মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর মূল ইংরেজি অনুবাদ ইন্টারনেটে **বিনামূল্যে ডাউনলোড লিঙ্ক:** তথ্যসূত্র [1] ও [2]।*

The detailed narrative of Al-Waqidi: [3]

'It was the fortress of Marhab. It was said: **Marhab** appeared like a competing stallion reciting rajaz verse:

Khaybar knows that I am Marhab of the piercing weapons,

A proven brave, I will strike sometimes, and sometimes will be struck.

He called for a duel. **Muhammad b Maslama** said, "O Messenger of God, I am a wronged and angry person. My brother was killed yesterday, so permit me to fight Marhab for he is a killer of my brother." The Messenger of God permitted him to duel. He prayed for him and gave him his sword. Muhammad went out shouting, "O Marhab, did you call for a duel?" He said, "Yes." Marhab came out to him reciting rajaz. ---Marhab was wearing armor that was rolled up. Muhammad struck the thighs of Marhab and cut them. It was said: Muhammad b Maslama protected himself with the shield – the armor from Marhab's legs was pulled up when he raised his hand

with the sword, and Muhammad bent with the sword and cut his two legs, and Marhab fell. **Marhab said, “Finish me off,** O Muhammad!” Muhammad replied, “Taste death, just as my brother Mahmud tasted it!” and he walked past him. Then Ali passed by and struck off his head, and took his booty.

They quarreled before the Messenger of God about his booty. Muhammad b Maslama said, “O Messenger of God, surely I cut of his legs and left him only that he may taste the bitterness of the sword and the violence of death just as my brother did, for he stayed three days dying. Nothing prevented me from finishing him off. I could have finished him off after I cut his legs.” Ali said, “He is truthfull. I cut off his head after his legs had been cut off.” The Messenger of God gave Muhammad b Maslama Marhab’s sword, shield, cap and helmet. The family of Muhammad b Maslama has his sword, and with it a document – no one knew what it was until one of the Jews of Tayma read it. It said: This is the sword of Marhab. Whoever tastes it will die.

Muhammad b al-Fadl related to me from his father from Jabir, and Zakarriyya b Zayd related to me from Abdullah b Abi Sufyan, from his father, from Salama b Salama; and Mujammi b Yaqub from his father from Mujammi b Haritha. They all said that Muhammad b Maslama killed Marhab.

They said: **Usayr** appeared. He was a strong man though he was short, and he began to shout, “Is there anyone for a duel?” Muhammad b Maslama went out to him and they exchanged strokes and Muhammad b Maslama killed him.

Then **Yasir** came out. He was among the vigorous. He had a spear to keep back the Muslims. Ali went out to him and al-Zubayr said, “I entreat you leave him to me.” So Ali did. Yasir approached with his spear and drove the people with it. Al-Zubayr dueled him. Safiyya said, “O Messenger of God, it makes me sad. My son will be killed, O Messenger of God.” He said, “Rather your son will kill him.” He said: They fought each other and al-Zubayr killed him. The Messenger of God said to him, “May your Ransom be your uncle and aunt.” Then he added, “To every prophet is a disciple, and al-Zubyr is my disciple and the son of my aunt.”

When Marhab and Yasir were killed the Messnger of God said, “Rejoice! Khaybar welcomes and facilitates.”

Then **Amir** came out: He was a tall man. When Amir appeared, the Messenger of God said, “Do you think he is five arm lengths?” He called for a duel, brandishing his sword. He wore armor covered in Iron. He shouted, “Who will contest me?” The people recoiled from him. **Ali** went out to him and struck him. But all that did nothing

until he struck his legs. Then he fell down, and Ali finished him off and took his weapons.

Al-Harith, Marhab, Usayr, Yasir and Amir were killed with many people from the Jews – but those who were named were mentioned because they were the brave ones. Those were all in the fortress of Naim.'

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে।]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫১২-৫১৪

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] অনুরূপ বর্ণনা: **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৭৭-১৫৭৮

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp

[3] **"কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৬৫৫-৬৫৮; **ইংরেজি অনুবাদ:** Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩২২-৩২৪

http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[4] **'হিশাম বিন উরওয়া আল-যুবায়ের** ছিলেন উরওয়া বিন আল-যুবায়ের পুত্র। তিনি আনুমানিক ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে (হিজরি ৬১ সাল) মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন, মৃত্যুবরণ করেন ৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে (হিজরি ১৪৬ সাল) বাগদাদে। তিনি ছিলেন এক মুহাদ্দিস ও আইনজ্ঞ (transmitter of traditions and a jurist)'।

[5] Ibid: **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক" লেখক: আল-তাবারী** - পৃষ্ঠা (Leiden) **১৫৭৯-১৫৮১**

[6] **ইমাম মুসলিম (৮২১-৮৭৫ সাল) - সহি মুসলিম: হাদিস নম্বর-০১৯:৪৪৫০**

অনেক বড় হাদিস- এই পর্বের প্রাসঙ্গিক অংশ:

'It has been narrated on the authority of **Ibn Salama**. He heard the tradition from his father who said: We arrived at **Hudaibiya** with the Messenger of Allah (may peace be upon him) and we were fourteen hundred in number. -------------Thus, **I reached Medina** ahead of him. **By God, we had stayed there only three nights** when we set out to Khaibar with the Messenger of Allah (may peace be upon him). -------

Salama continued: When we reached Khaibar, its king named **Marhab** advanced brandishing his sword and chanting: Â Khaibar knows that I am Marhab (who behaves like). A fully armed, and well-tried warrior. When the war comes spreading its flames.

My uncle, **Amir,** came out to combat with him, saying: Khaibar certainly knows that I am 'Amir, a fully armed veteran who plunges into battles. They exchanged blows. Marhab's sword struck the shield of 'Amir who bent forward to attack his opponent from below, **but his sword recoiled upon him and cut the main artery: in his forearm which caused his death.** Salama said: I came out and heard some people among the Companions of the Holy Prophet (may peace be upon him) as saying: Amir's deed has gone waste; he has killed himself. So I came to the Holy Prophet (may peace be upon him) weeping and I said: Messenger of Allah. Amir's deed has gone waste. The Messenger (may peace be upon him) said: Who passed this remark? I said: Some of your Companions. He said: He who has passed that remark has told a lie, for 'Amir there is a double reward.

Then he sent me to 'Ali who had tore eyes, and said: I will give the banner to a man who loves Allah and His Messenger or whom Allah and His Messenger love. So I went to 'Ali, brought him beading him along and he had sore eyes, and I took him to the Messenger of Allah (may peace be upon him), who applied his saliva to his eyes and he got well. The Messenger of Allah (may peace be upon him) gave him the banner (and 'Ali went to meet Marhab in a single combat). The latter advanced chanting: Khaibar knows certainly that I am Marhab, a fully armed and well-tried valorous warrior (hero). When war comes spreading its flames. 'Ali chanted in reply: I am the one whose mother named him Haidar, (And am) like a lion of the forest with a terror-striking countenance. I give my opponents the measure of sandara in exchange for sa' (i.e. return the attack with one that is much more fierce). The narrator said: 'Ali struck at the head of Marhab and killed him, so the victory (capture of Khaibar) was due to him. This long tradition has also been handed down Through a different chain of transmitters.'

http://www.hadithcollection.com/sahihmuslim/147-Sahih%20Muslim%20Book%2019.%20Jihad%20and%20Expedition/12651-sahih-muslim-book-019-hadith-number-4450.html

[7] Ibid: **"সিরাত রসুল আল্লাহ"**- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, পৃষ্ঠা ৫১৮

[8] Ibid **"কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি;** ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৬৯৯-৭০০; ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩৪৪-৩৪৫

১৩৫: খায়বার যুদ্ধ-৬: 'জিহাদ' এর ফজিলত!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– একশত নয়

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

ইসলাম-বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা খায়বার যুদ্ধ উপাখ্যানের আলোচনার প্রাক্কালে গর্বভরে আলী ইবনে আবু তালিবের যে-বীরত্বগাথার উপাখ্যান প্রচার করেন, তার **"রক্ত মূল্য"** কত ছিলো; স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও আলী ইবনে আবু তালিব-এর নেতৃত্বে মুহাম্মদ অনুসারীরা খায়বারের অসংখ্য লোককে বন্দী করে দাস ও যৌনদাসীকরণ ও সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন করা ছাড়াও তাঁদের মোট কতজন **নিরপরাধ** ব্যক্তিকে অমানুষিক নৃশংসতায় হত্যা করেছিলেন; কী কারণে **শুধু** ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দ) সম্পাদিত “সিরাত রসুল আল্লাহ”, আল-তাবারীর সিরাত ও সমস্ত মুখ্য হাদিস গ্রন্থ পড়ে খায়বার যুদ্ধে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের বীভৎস নৃশংস কর্মকাণ্ডের প্রকৃত স্বরূপ জানা সম্ভব নয় - ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

আল-তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) বর্ণনা: [1] [2] [3]
পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ১৩৪) পর:

ইবনে হুমায়েদ < সালামাহ < মুহাম্মদ ইবনে ইশাক < **বানু আসলাম** গোত্রের আবদুল্লাহ বিন আবি বকর হইতে বর্ণিত:

বানু আসলাম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বানু সাহম গোত্রের লোকেরা আল্লাহর নবীর কাছে আসে ও বলে, "হে আল্লাহর নবী, আল্লাহর কসম আমরা খরা-তাড়িত জনগণ ও নিঃসম্বল (ইবনে হিশাম: '--**আল্লাহর নবীর কাছে আসে ও অভিযোগ করে যে, তারা যুদ্ধ করেছে, কিন্তু কোনো কিছুই অর্জন করতে পারেনি'**)।" কিন্তু তারা দেখে যে, আল্লাহর নবীর কাছে এমন কিছু নেই, যা তিনি তাদের দিতে পারেন।

তাই আল্লাহর নবী বলেন, **"**হে আল্লাহ, তাদের অবস্থা তুমি জানো - তাদের কোনো শক্তি নেই ও আমার কাছে এমন কিছু নেই, যা আমি তাদেরকে দিতে পারি। খায়বারে সর্বশ্রেষ্ঠ দুর্গটি তুমি তাদের [বিজয়ের] জন্য উন্মুক্ত করো, এমন একটি যেখানে আছে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য ও চর্বিযুক্ত মাংস।" পরদিন সকালে আল্লাহ তাদের [বিজয়ের] জন্য যা উন্মুক্ত করে, তা হলো - **আল-সাব বিন মুয়াধ দুর্গ**। খায়বারে এমন কোনো দুর্গ ছিল না, যেখানে এর চেয়ে অধিক পরিমাণ খাদ্য ও চর্বিযুক্ত মাংস মজুত ছিলো।'

আল-ওয়াকিদির (৭৪৮-৮২২ খ্রিষ্টাব্দ) বিস্তারিত বর্ণনা: [3]

'আল-সাব বিন মুয়াধ দুর্গটি ছিল আল-নাটায়। ইহুদিদের এই দুর্গে ছিলো খাদ্য, মাংস, গবাদিপশু ও সাজসরঞ্জাম। এর ভেতরে ছিল পাঁচ শত সৈন্য। লোকেরা (মুসলমান) দিনের পর দিন যুদ্ধাবস্থায় অবস্থান করে, কিন্তু একমাত্র যে-খাবারটি তারা খেতে পায়, তা হলো **'আল-আলাফ'**। [4]

মুয়াত্তিব আল-আসলামি হইতে বর্ণিত:

আমরা আল-আসলাম গোত্রের জনগণ, যখন আমরা খায়বারে পৌঁছাই, তখন ছিলাম নিঃস্ব। আমরা দশ দিন যাবৎ নাটার দুর্গগুলোর কাছে থেকেছি, কিন্তু আমরা তেমন কোনো খাবার খেতে পাইনি। আসলাম গোত্রের লোকেরা **আসমা বিন হারিথা**-কে ডেকে আনে ও বলে, "আল্লাহর নবী মুহাম্মদের কাছে যাও ও তাঁকে বলো যে, আসলাম-এর

লোকেরা তাঁকে সালাম জানিয়েছে, আর তাঁকে জানাও যে, আমরা ক্ষুধার জ্বালায় সম্পূর্ণরূপে ক্লান্ত ও দুর্বল।"

বুরায়েদা বিন আল-হুসায়েব বলে, "আল্লাহর কসম, আমি আজকের মত এমন অবস্থা কখনোই প্রত্যক্ষ করিনি, আরবরা এটি যা করছে!" **হিন্দ বিনতে হারিথা** বলে, "আল্লাহর কসম, আমারা আশা করছিলাম যে, আল্লাহর নবীর এই মিশন হবে আমাদের উন্নতির চাবিকাঠি।" অতঃপর আসমা বিন হারিথা তাঁর কাছে আসে ও বলে, "হে আল্লাহর নবী, আসলাম গোত্রের লোকেরা বলছে: 'নিশ্চিতই আমরা ক্ষুধার জ্বালায় সম্পূর্ণরূপে ক্লান্ত ও দুর্বল, সুতরাং আপনি আমাদের জন্য **আল্লাহকে বলুন**।"

আল্লাহর নবী তাদের জন্য **দোয়া করেন** ও বলেন, "আল্লাহর কসম, আমার হাতে এমন কিছু নেই, যা আমি তাদেরকে দিতে পারি।" তারপর তিনি লোকদের সম্পর্কে চিৎকার করে বলেন, "হে আল্লাহ, খায়বারে সর্বশ্রেষ্ঠ দুর্গটি তাদের জন্য উন্মুক্ত করো, যেখানে আছে অনেক খাদ্য ও মাংস।" অতঃপর তিনি যুদ্ধের ঝাণ্ডাটি **আল-হুবাব বিন আল-মুনধির** বিন আল-জামুহ-কে দেন ও তিনি লোকদের উজ্জীবিত করেন; অতঃপর আল্লাহ আমাদের জন্য আল-সাব বিন মুয়াধ দুর্গ বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত আমরা প্রত্যাবর্তন করিনি।

উম্মে মুতা আল-আসলামিয়া বলেছে যে, সে অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে আল্লাহর নবীর খায়বার অভিযান প্রত্যক্ষ করেছিলো, সে বলেছে: প্রকৃতপক্ষেই আমি আসলাম গোত্রের লোকদের দেখেছি, যখন তারা আল্লাহর নবীর কাছে তাদের দুরবস্থার বিষয়ে অভিযোগ করছিলো। আল্লাহর নবী লোকদের উজ্জীবিত করেন ও লোকেরা উজ্জীবিত হয়। আমি দেখেছি যে, আসলাম গোত্রের লোকেরাই প্রথম আল-সাব বিন মুয়াধ দুর্গের নিকট পৌঁছে, যার মধ্যে ছিল পাঁচশত সৈন্য। যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তা দখল করে নেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সেদিন সূর্য অস্তমিত যায়নি।

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> বানু আসলাম গোত্রটি ছিলো **বানু খোজা** গোত্রেরই এক অংশ, যারা মুহাম্মদের সাথে জোটবদ্ধ ছিলেন (বিস্তারিত: 'হুদাইবিয়া সন্ধি: চুক্তি ভঙ্গ -পাঁচ [পর্ব- ১২৯]!'); তাদের এলাকা ছিল মদিনা ও মক্কার পশ্চিম অঞ্চলে [5]। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-তাবারী ও আল-ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, খায়বার যুদ্ধের প্রাক্কালে বানু আসলাম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বানু সাহম গোত্রের লোকেরা আল্লাহর নবীর কাছে এসে তাদের দুরবস্থার কথা জানায় ও তাঁকে অভিযোগ করে এই বলে যে, তারা যুদ্ধ করেছে কিন্তু তারা কোনো কিছুই আয়ত্ত করতে পারেনি। তারা দশদিন যাবত প্রায় অনাহারে-অর্ধাহারে জীবন অতিবাহিত করছে ও সম্পূর্ণরূপে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

তাদের এই দুরবস্থার কথা শুনে মুহাম্মদ আল্লাহর কাছে দোয়া করেন এই বলে যে, আল্লাহ যেন তাদেরকে খায়বারের সবচেয়ে খাদ্য ও সম্পদশালী দুর্গটি দখলের ব্যবস্থা করে তার ভেতরের সমস্ত খাদ্য ও সম্পদ লুণ্ঠন কারার তৌফিক দান করেন!

আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণনায় যা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, তা হলো - খায়বারের জনপদবাসী মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের ওপর আক্রমণ করতে আসেননি। তাঁরা নিরপরাধ। আক্রমণকারী মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা (বিস্তারিত: পর্ব- ১৩০)। মুহাম্মদ তাঁর হুদাইবিয়া যাত্রায় অংশগ্রহণকারী অনুসারীদের অত্যন্ত হতাশাগ্রস্ত পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ ও তাঁর নবী-গৌরব ও নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে হুদাইবিয়া সন্ধি শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে **'সুরা আল-ফাতাহ'** রচনা করে তাঁর ঐ অনুসারীদের যে "লুটের মাল-এর ওয়াদা করেছিলেন (বিস্তারিত: পর্ব- ১২৪)", তারই পূর্ণতা প্রদানের প্রয়োজনে খায়বারের এই নিরপরাধ সম্পদশালী ইহুদি জনগণের ওপর মুহাম্মদের এই আগ্রাসী আক্রমণ!

উন্মুক্ত শক্তি প্রয়োগে অবিশ্বাসী জনপদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাঁদের খুন, জখম, দাস ও যৌন দাসী-করণ, সম্পদ লুণ্ঠন, নিরীহ বাণিজ্য ফেরত বনিকদের কাফেলায় রাহাজানি, খুন, তাঁদের ধরে নিয়ে এসে মুক্তিপণ দাবি - ইত্যাদি সমস্তই ইসলামী বিধানে ***'জিহাদ' নামের সর্বশ্রেষ্ঠ সৎকর্মের অংশ।***

মৃত মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা 'জিহাদ' নামের এই অত্যন্ত অমানবিক ও বীভৎস কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করার কারণে পুরস্কৃত হয়ে এখন তাঁর বর্ণিত **জান্নাত** নামের অনন্ত সুখের লীলাভূমিতে অতি মনোরম নহরের পাশের আঙ্গুরের বাগানে বসে মদ্যপান ও আঙুর খেতে খেতে অনন্য সুন্দরী অগণিত হুরিদের সাথে যৌনকর্ম সম্পন্ন করছেন, নাকি অসংখ্য নিরপরাধ মানুষদের ওপর বীভৎস অত্যাচার, নিপীড়নের ও হত্যা করার কারণে তাঁর বর্ণিত **জাহান্নাম** নামের অনন্ত আযাবের কারাগারে দাহ্য আলকাতরার জামা পরিধান ও মুখমণ্ডল আগুনে আচ্ছন্ন অবস্থায় (কুরান:১৪:৫০) ঢোঁক গিলে পুঁজ-মেশানো পানি পানসহ (কুরান:১৪:১৬-১৭ ও ১৮:২৯) যাবতীয় বীভৎস শাস্তি (পর্ব: ২৬) ভোগ করছেন, তা জানা কখনোই সম্ভব নয়।

কিন্তু, যা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, তা হলো:

১) যে-মুহাম্মদ সহায় সম্বলহীন অবস্থায় (পর্ব: ৪২) রাতের অন্ধকারে চুপিচুপি মদিনায় পালিয়ে এসেছিলেন, তাঁর আবিষ্কৃত এই **'জিহাদ-এর কল্যাণে'** মাত্র দশ বছরে (৬২২-৬৩২ সাল) তিনি নিজেকে তৎকালীন আরবের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন!

২) যে-মুহাম্মদ সহায় সম্বলহীন অবস্থায় প্রায় এক বস্ত্রে মদিনায় পালিয়ে এসেছিলেন, সামান্য বাসস্থান ও ভরণপোষণের জন্য যাকে প্রতিনিয়ত নির্ভর করতে হয়েছিলো মদিনাবাসী স্বল্প আয়ের অনুসারীদের ওপর, সেই নিঃসম্বল মুহাম্মদ তাঁর আবিষ্কৃত এই

'জিহাদ'-এর কল্যাণে মাত্র দশ বছরে আরবের সবচেয়ে সচ্ছল ও সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদের একজন হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন! এক নিঃসম্বল মানুষের অবস্থান থেকে মুহাম্মদ এই দশ বছরে এতটাই সচ্ছল ও সমৃদ্ধশালী হয়েছিলেন যে, তিনি এই সময়ের মধ্যে **একুশ জন** মহিলাকে বিবাহ করে তাঁদেরকে পত্নীর মর্যাদা দিয়ে তাঁদের প্রত্যেককে সচ্ছল অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানসহ যাবতীয় ভরণপোষণের জোগান দিতে পারতেন; মৃত্যুকালে যিনি নয় জন পত্নী জীবিত রেখে গিয়েছিলেন (পর্ব:১০৮)।

*জগতের প্রায় সকল মুহাম্মদ-অনুসারী ও বহু অমুসলিম দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, মুহাম্মদ ছিলেন এক অসচ্ছল দরিদ্র পার্থিব ক্ষমতা-লোভ-লালসাহীন ব্যক্তি, যার **সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র** আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণনায় অত্যন্ত স্পষ্ট!*

"Poor Muhammad is a Myth!"

৩) আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনা ও 'ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ' এর গত এক শত আটটি পর্বের আলোচনায় বিভিন্ন সময়ে আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে, "জিহাদের এই ফজিলত" মুহাম্মদ শুধু একই ভোগ করেননি! তিনি তাঁর অনুসারীদের **'চাহিদার প্রতি'** সর্বদাই লক্ষ্য রাখতেন। এক বিশেষ নিয়মে জিহাদে অংশগ্রহণকারী মুহাম্মদের সকল অনুসারী জিহাদের এই ফজিলত উপভোগ করতেন। কী সেই বিশেষ নিয়ম, তার আলোচনা 'সন্ত্রাসী নবযাত্রা (পর্ব: ২৮)' পর্বে করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে আমরা দেখতে পাই, যেসব মুহাম্মদ-অনুসারী মুহাম্মদের আদেশে সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় মদিনায় হিজরত করেছিলেন, কোনোরূপ সৎ-উপার্জনক্ষম পেশায় নিযুক্ত না থেকেও মাত্র দশ বছরে তারা চূড়ান্ত ক্ষমতা ও সচ্ছলতায় উন্নীত হতে পেরেছিলেন এই **'জিহাদ'**-এরই কল্যাণে।

মুহাম্মদের মৃত্যুর পর একদা নিঃসম্বল এই মুহাজির মুহাম্মদ অনুসারীরা **'জিহাদের ফজিলতে'** শাসকের মর্যাদায় উন্নীত হতে পেরেছিলেন; অতঃপর তারা মুহাম্মদের এই বিশেষ ফর্মুলাটি ব্যবহার করে দিগ্বিদিকের অবিশ্বাসী জনগণদের অমানুষিক নৃশংসতায় পরাস্ত করে আরব সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের ক্ষমতা ও জীবিকার সুদূরপ্রসারী ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন। কিন্তু কালের পরিক্রমায় এগার শত বছরেরও বেশি সময় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার পরেও মুহাম্মদের মতবাদে বিশ্বাসী মুসলমান সম্প্রদায়ের বর্তমান সামগ্রিক অবস্থান কোথায়, তার আলোচনা 'কুরানের ফজিলত(পর্ব-১৫)!' পর্বে করা হয়েছে।

>> **খাদিজাকে বিবাহ করার পর থেকে মৃত্যুকাল অবধি** মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ জীবিকার প্রয়োজনে কখনো কোনো উপার্জনক্ষম পেশায় লিপ্ত ছিলেন, এমন ইতিহাস কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। খাদিজাকে বিয়ের পর তাঁর ভরণপোষণ চলতো খাদিজার সম্পদ ও অনুগ্রহে। চল্লিশ বছর বয়সের পর তাঁর পেশা ছিল, "ধর্মপ্রচার!" জগতের সকল পীর-ফকির-কামেল-গুরু-বাবাজীদের পেশার মতই! এই সকল পীর-ফকির-কামেল-গুরু-বাবাজীদের সাথে মুহাম্মদের পেশার বিশেষ পার্থক্য এই যে, তাঁদের তুলনায় মুহাম্মদ অনেক অনেক বেশি সফল (পর্ব: ১৪)! কুরান, সিরাত ও হাদিসের বর্ণনায় যা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, তা হলো, মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ তাঁর ভক্তদের 'বিশ্বাস-কে' পুরোপুরি ব্যবহার করে মাত্র দশ বছরে আরবের সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদের একজন হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। মুহাম্মদ "তাঁর পেশায়" জগতের সবচেয়ে **সফলকাম** (Successful) ব্যক্তিদের একজন। শুধু 'ধর্মপ্রচার' পেশায় কোনো সচ্চরিত্র ও ন্যায়বান প্রচারকের জীবিকার ব্যবস্থা হয় না, যদি না সেই প্রচারক 'তাঁর ভক্তদের ব্যবহার করে' তাঁর নিজের জীবিকার একটা ব্যবস্থা করতে পারেন।

মুহাম্মদ তা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন।

ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-তাবারী ও আল-ওয়াকিদির মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। আল-তাবারী ও ইবনে ইশাকের মূল ইংরেজি অনুবাদ ইন্টারনেটে ***বিনামূল্যে ডাউনলোড লিঙ্ক:*** *তথ্যসূত্র [1] ও [2]।*

The narrative of Al-Tabari: [1]

'According to Ibn Humayd < Salamah <Muhammad ibn Ishaq <Abdullah b Abi Bakr – a member of the Aslam: The Banu Sahm, who were a **part of Aslam** came to the Messenger of God and said, "Messenger of God, by God we have been struck by drought and possses nothing." But they found that the Messenger of God had nothing to give them. So the Prophet said: "O God, Though Knowest their condition – that they have no strength and I have nothing to give them. Open to them [for conquest] the greatest of the fortresses of Khaybar, the one most abounding in food and fat meat." The next morning God opened the fortress of **Al-Sab b Muadh** for them [to conquer]. There was no fortress in Khaybar more abounding in food and fat meat than it.'

The detailed narrative of Al-Waqidi: [3]

'The fortress of al-Sab b Muadh was in al-Nata. Within the fortress of the Jew were food, fat, cattle and utensils. There were five

hundred soldiers in it. The people (Muslims) had stayed for days fighting, but the only food they ate was **al-Alaf** [4]. Muattib al-Aslami said: We were a people of the Aslam, destitute when we arrived in Khaybar. We stayed ten days at the fortress of Nata and we did not eat any food. The Aslam sent for Asma b Haritha and said, "Go to Muhammad, the Messenger of God, and say that the Aslam extend to you greetings, and inform him that we are exhausted from hunger and weakness." Burayda b al-Husayb said, "By God, I have never saw such an affair as today, and Arabs doing this!" Hind binte Haritha said, "By God, we hoped that a mission to the Messenger of God would be a key for the better." So Asma bt Haritha came to him and said, "O Messnger of God the Aslam say: Surely we are exhausted from hunger and weakness, so ask God for us." The Messnger of God prayed for them and said, "By God, there is nothing in my hands that I can hand them." Then he shouted with the people and said, "O God, open for them the greatest fortress containing more food and more fat." Then he handed the flag to al-Hubab b al-Mundhir b al-Jamuh, and he charged the people, and we did not return until God conquered the fortress of al-Sa'b b Muadh for us. Umm Muta al-Aslamiyya, who said that she had witnessed Khaybar with the Messenger of God and other women, said: Indeed I saw the Aslam when they complained to the Messenger of God of the misfortune of their situation. The Messenger of God charged the people and the people rose. I saw the Aslam were the first to reach the fortress of

al-Sab b Muadh in which were five hundred soldiers. The sun did not set on that day until God conquered it.'

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে।]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৭৭
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp

[2] অনুরূপ বর্ণনা: **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN ০-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫১২
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[3] **"কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৬৫৮-৬৫৯; ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩২৪-৩২৫
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[4] **'আল-আলাফ'** - ঘাস-আগাছা-ভুট্টা জাতীয় বিভিন্ন উদ্ভিদ মিশ্রণে তৈরি এক ধরণের পশু খাদ্য।

[5] Ibid **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী;** নোট নম্বর ২৯৭, পৃষ্ঠা (Leiden) - ১৫৩১

১৩৬: খায়বার যুদ্ধ-৭: "আল্লাহু আকবর"- এক আতঙ্কের নাম!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– একশত দশ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

খায়বার যুদ্ধের প্রাক্কালে বানু আসলাম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বানু সাহম গোত্রের লোকেরা স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে কী অভিযোগ করেছিলেন; তাদের সেই অভিযোগের জবাবে মুহাম্মদ 'তাঁর' আল্লাহর কাছে কী দোয়া করেছিলেন; রাতের অন্ধকারে চুপিচুপি মদিনায় পালিয়ে আসা নিঃসম্বল মুহাম্মদ তাঁর কী 'ভাবাদর্শ' আবিষ্কারের মাধ্যমে মাত্র দশ বছরে (৬২২-৬৩২ সাল) তৎকালীন আরবের সবচেয়ে ক্ষমতাধর, সচ্ছল ও সমৃদ্ধশালী ব্যক্তি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন - তার আলোচনা আগের পর্বে ('জিহাদ' এর ফজিলত!) করা হয়েছে।

আল-ওয়াকিদির (৭৪৮-৮২২ খ্রিষ্টাব্দ) বর্ণনার পুনরারম্ভ: [1]
পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ১৩৫) পর:

উম্মে মুতা আল-আসলামিয়ার [অব্যাহত] বর্ণনা:
"----এক দুঃসাহসী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইহুদিদের মধ্যে থেকে **ইয়াওশা** (Yawsha) নামের এক লোক বের হয়ে আসে ও দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহ্বান করে। হুবাব বিন আল-মুনধির তার সাথে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করে। তারা একে অপরকে আঘাত করে ও **হুবাব তাকে হত্যা করে।** **আল-যাওয়াল** (al-Zayyal) নামের আর এক লোক বেরিয়ে আসে। উমারা

বিন উকবা আল-গিফারী (Umara b Uqba al-Ghifari) অপ্রত্যাশিতভাবে আবির্ভূত হয় ও তার সাথে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করে। আল-গিফারী তার মাথার তালুতে আঘাত হানে।" - ইবনে আবি সাবরা (Ibn Abi Sabra) < ইশাক বিন আবদুল্লাহ বিন আবি ফারওয়া হইতে < আবদ আল-রাহমান বিন **জাবির বিন আবদুল্লাহ** হইতে < তার পিতা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে বলেছেন:

'যখন আমরা আল-সা'ব বিন মুয়াধ দুর্গে পৌঁছাই, মুসলমানরা ছিলো খুবই ক্ষুধার্ত ও সব খাদ্যদ্রব্যই ছিলো দুর্গের ভিতরে। আমাদের সাথে **আল-হুবাব বিন আল-মুনধির** বিন আল-জামুহ তাদেরকে আক্রমণ করে, সে তখন আমাদের যুদ্ধের ঝাণ্ডাটি ধরে রেখেছিলো ও মুসলমানরা তাকে অনুসরণ করছিলো। তাদের সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধাবস্থায় আমরা সেখানে **দুই দিন** অবস্থান করি।

যখন তৃতীয় দিন, আল্লাহর নবী তাদের উদ্দেশ্যে প্রত্যূষে রওনা হয়; ইহুদিদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি জাহাজের মাস্তুলের মত সম্মুখে এসে হাজির হয়, তার হাতে ছিলো এক বল্লম। এক দল দৌড়ানো লোকদের (runners) সাথে সে বের হয়ে আসে ও লক্ষ্য স্থির করে তারা দ্রুতগতিতে তীর নিক্ষেপ করে। আমরা আল্লাহর নবীকে রক্ষা করি, তারা বৃষ্টিধারার মত তীর নিক্ষেপ করে। তাদের তীর নিক্ষেপ ছিলো পঙ্গপালের মত, যাতে আমার মনে হয়েছিলো যে, তারা হয়তো ক্ষান্ত দেবে না। তারা আমাদের একযোগে আক্রমণ করে।

মুসলমানরা পিছু হটে যতক্ষণে না তারা আল্লাহর নবীর কাছে গিয়ে পৌঁছে, তিনি ছিলেন দাঁড়িয়ে। তিনি তাঁর ঘোড়ার ওপর থেকে নেমে আসেন ও মিদাম তা ধরে রাখে, আর **আল-হুবাব** তার অবস্থানে থেকে ঝাণ্ডাটি ধরে রাখে। আল্লাহর কসম, তাঁর ঘোড়া থেকে সে তাদের উদ্দেশ্যে তীর নিক্ষেপ বন্ধ করেনি।

*আল্লাহর নবী মুসলমানদের উজ্জীবিত করেন, তাদেরকে 'জিহাদে' অনুপ্রাণিত করেন ও উত্তেজিত করেন। তিনি তাদের উদ্বুদ্ধ করান এই বলে যে, আল্লাহ তাঁকে খায়বার বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, **যাতে তিনি তাদের জন্য তা লুণ্ঠন করতে পারেন** [পর্ব-১২৩-১২৪]।*

লোকেরা একত্রে অগ্রসর হয়, যতক্ষণে না তারা আবার তাদের ঝণ্ডাবাহকের কাছে ফিরে আসে। আল-হুবাব তাদের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হয় ও ক্রমাগত একটু একটু করে তাদের কাছাকাছি আসে। ইহুদিরা পশ্চাদপসরণ করে তাদের আস্তানার দিকে ফিরে যায়, যতক্ষণে না অমঙ্গল তাদেরকে নিমজ্জিত করে, অতঃপর তারা দ্রুত প্রস্থান করে।

তারা তাদের দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করে ও তা তালাবন্ধ করে নিজেদের আবদ্ধ করে রাখে। তারা দেয়ালের ওপর হাজির হয়, যার একটি দেয়াল ছিল দেয়ালের বাইরে; অতঃপর তারা আমাদের লক্ষ্য করে প্রস্তর নিক্ষেপ করা শুরু করে, প্রচুর পরিমাণে। তাদের এই প্রস্তর নিক্ষেপের কারণে আমরা তাদের দুর্গের কাছ থেকে দুরে সরে আসি, যতক্ষণে না আমরা আল-হুবাব এর আদি জায়গাটিতে ফিরে যাই।

অতঃপর ইহুদিরা তাদের নিজেদের মধ্যে একে অপরকে দোষারোপ করা শুরু করে। তারা বলে, **"কেন আমরা নিজেদের আবদ্ধ রাখবো?** নাইম দুর্গের ভিতরে দৃঢ় মনোভাব ও ধৈর্যশীল মানুষদেরকে হত্যা করা হয়েছে [পর্ব: ১৩৪]।" তারা মরণ পণ করে বের হয়ে আসে, আর আমরা তাদের কাছে ফিরে যাই। দুর্গের গেটে আমরা পরস্পর প্রচণ্ড লড়াই করি। আল্লাহর নবীর **তিনজন** অনুসারী দুর্গের গেটে নিহত হয়। তারা হলো:

[১] আবু সাইয়া (Abu Sayya), যে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলো। তাদের এক লোক তরবারি দিয়ে তাকে আঘাত করে ও তার মাথার টুপিটি ঝাপটা দিয়ে ফেলে দেয়।

[২] আবি বিন মুররা বিন সুরাকা (Abi b Murra b Suraqa); তাদের একজন তার বুকের মাঝখানে বল্লম দিয়ে আঘাত করে ও সে নিহত হয়।

[৩] তৃতীয় জন হলো আল-হারিথ বিন হাতিব (al-Harith b Hatib), যে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলো। দুর্গের ওপর থেকে এক লোক তার মাথা লক্ষ্য করে আঘাত করে ও তার মাথা ফাটিয়ে দেয়।

দুর্গ স্থানে আমরা **তাদের বহু লোককে হত্যা করি।** যখনই আমরা তাদের কোন একজন লোককে হত্যা করি, তারা তাকে দুর্গের ভেতরে নিয়ে যায়।

অতঃপর প্রধান ঝাণ্ডাবাহী তাদের আক্রমণ করে ও আমরাও তার সাথে আক্রমণ করি। আমরা ইহুদিদের দুর্গের ভেতরে প্রবেশ করি ও তার ভেতরে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করি। একবার যখন আমরা তাদের দুর্গের ভেতরে প্রবেশ করি, তারা ভেড়ার মত হয়ে যায়। **আমরা তাদের ঐ লোকদের হত্যা করি যারা আমাদের সম্মুখে আসে, আর তাদের লোকদের বন্দী করে রাখি।** তারা 'হাররা'- লাভা স্তূপের - ওপর দিয়ে চতুর্দিকে পলায়ন করে এই আশায় যে, তারা যেন আল-যুবায়ের এর দুর্গে পৌঁছতে পারে। আমরা তাদের পলায়ন করতে দিই।

মুসলমানরা যা উচ্চকণ্ঠে জাহির করতে করতে তার দেয়ালগুলোর ওপর আরোহণ করে, তা হলো, "আল্লাহু আকবর", অনেক বার ('তাকবীর'); আমারা 'তাকবীর'-এর মাধ্যমে ইহুদিদের শক্তিকে দুর্বল করে দিই। প্রকৃতপক্ষেই আমি যা দেখেছি, তা হলো বানু আসলাম ও বানু গিফার গোত্রের যুবকরা দুর্গের ওপরে উঠে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছে 'তাকবীর'।--" - অনুবাদ, টাইটেল, [**] ও নম্বর যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, অমানুষিক নৃশংসতায় নাইম দুর্গ দখলের পর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা **আল-সাব বিন মুয়াধ দুর্গ** দখল

করেন। নাইম দুর্গের মত এখানেও খায়বারের জনপদবাসী তাঁদের প্রাণ ও সম্পদ রক্ষার চেষ্টায় মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। অতঃপর মুহাম্মদ অনুসারীরা তাঁদের বহু নিরপরাধ ব্যক্তিকে খুন ও বন্দী করে এই দুর্গটি দখল করেন।

এই দুর্গটি দখলের সময় তারা মুহুর্মুহু উচ্চস্বরে **"আল্লাহু আকবর (আল্লাহ মহান)!"** বাক্যটি ব্যবহার করেন, ইসলামের পরিভাষায় যাকে বলা হয় **"তাকবীর!"**। ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা আরও জানতে পারি যে, মুহাম্মদ অনুসারীদের এই মুহুর্মুহু **"আল্লাহু আকবর"** চিৎকার ইহুদিদের শক্তিকে দুর্বল করে দেয় ও তারা ভীতিগ্রস্ত অবস্থায় চতুর্দিকে পলায়ন করেন। তাদের মধ্যে যারা মুসলমানদের সম্মুখে আসে, তাদের সবাইকে করা হয় খুন। যারা পালিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়, তাদেরকে করা হয় বন্দী।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-তাবারী ও ইমাম বুখারীর বর্ণনায় আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের অতর্কিত আক্রমণে যখন অতি প্রত্যূষে দৈনন্দিন কাজে বের হয়ে আসা খায়বারবাসী "মুহাম্মদ ও তার বাহিনী" বলে চিৎকার করতে করতে নিজেদের প্রাণ রক্ষা ও অন্যদের সাবধান করার জন্য দৌড়ে পালাচ্ছিলেন, **তখন মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের নিয়ে** **"আল্লাহু আকবর! খায়বার ধ্বংস হয়েছে!" বলে তাঁদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছিলেন (পর্ব:১৩০)**।

জিহাদ নামের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে **"আল্লাহু আকবর"** শ্লোগানটি যে ব্যবহার করা যায়, তা সাধারণ মুসলমানদের অধিকাংশেরই অজানা। সে কারণেই দেখা যায়, যখন জিহাদিরা চাপাতি হাতে নিরপরাধ মানুষকে কুপিয়ে হত্যা করার সময়, আত্মঘাতী বোমা হামলার সময়, আগ্নেয়াস্ত্রের মাধ্যমে ও বোমা মেরে মানুষ খুন করার সময় উচ্চস্বরে **"আল্লাহ আকবর"** শ্লোগান ব্যবহার করে; তখন তথাকথিত মডারেট (ইসলামে কোন মাইল্ড, মডারেট বা উগ্রবাদী শ্রেণী বিভাগ নেই) পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা মিডিয়া-টেলিভিশন-ফেসবুক-পত্রিকায় সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। তাঁরা দাবি করেন যে, নিরপরাধ

মানুষকে খুন করার সময় **"আল্লাহ আকবর নামটি ব্যবহার"** করে জিহাদিরা তাঁদের শান্তির ধর্ম ইসলাম কে কলঙ্কিত করছে। তাঁদের এই দাবির যে আদৌ কোনো সত্যতা নেই তার প্রমাণ হলো আদি উৎসে বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই রচিত এই বর্ণনাগুলো।

মুহাম্মদের স্বরচিত ব্যক্তিমানস জীবনীগ্রন্থ কুরান সাক্ষ্য দেয় যে, **কুরাইশরা ছিলেন 'আল্লাহ বিশ্বাসী!",** যার আলোচনা 'মুহাম্মদের মোজেজা তত্ত্ব (পর্ব: ২৪)' পর্বে করা হয়েছে। তাঁদের বিশ্বাসের সেই **"আল্লাহ"** নামটি ব্যবহার করে তাঁরা অন্য ধর্মের লোকদের ওপর কখনো কোনো আগ্রাসী হামালা চালিয়েছিলেন, তাঁদের সেই 'আল্লাহ বিশ্বাস' অন্য ধর্মের লোকদের ওপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়ার মানসে তাঁরা কখনো কোন নৃশংসতার আশ্রয় নিয়েছিলেন, অমানুষিক নৃশংসতায় অন্য ধর্মের লোকদেরকে খুন-জখম-বন্দী করে তাঁদের সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি লুণ্ঠন করেছিলেন - এমন ইতিহাস কোথাও বর্ণিত হয়নি।

অন্যদিকে,

মুহাম্মদ **"তাঁর সৃষ্ট আল্লাহ"**-কে ব্যবহার করে ধর্ম প্রতিষ্ঠার নামে মানুষে মানুষে সক্রিয় বিভেদ সৃষ্টি, এমনকি একান্ত নিকট-আত্মীয় পরিবার পরিজনদের মধ্যেও বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে যে **নগদ অর্থ উপার্জন** (বিস্তারিত 'লুঠ ও মুক্তিপণের আয়ে জীবিকা-বৃত্তি [পর্ব: ৩৭]' পর্বে) ও ক্ষমতা লাভের ব্যবস্থা করেছিলেন, তা মুহাম্মদের রচিত ব্যক্তিমানস জীবনীগ্রন্থ কুরান, সিরাত ও হাদিস গ্রন্থের বর্ণনায় অত্যন্ত স্পষ্ট। মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের সংঘটিত এই সমস্ত সন্ত্রাস, খুন, জখম, নৃশংসতা ও দাসত্ব-বন্ধন কর্মকাণ্ডগুলো ছিলো **"তৎকালীন সমাজে রীতি"** বলে যে-অজুহাত ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা (অধিকাংশই না জেনে) হাজির করেন, তা কী কারণে ইসলামের হাজারও মিথ্যাচারের একটি, তার আলোচনা 'আলী ইবনে আবু তালিবের নৃশংসতা (পর্ব: ৮২)!' পর্বে করা হয়েছে।

সংক্ষেপে,

মানব ইতিহাসের সবচেয়ে নীতিবিগর্হিত (Immoral) আগ্রাসী নৃশংস অমানবিক কর্মকাণ্ডের একটি হলো **'জিহাদ'** নামের মুহাম্মদের এই ভাবাদর্শ! আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণনায় যে-বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো, নিরপরাধ মানুষকে খুন অথবা বন্দী করে দাস- ও যৌনদাসীকরণ ও তাঁদের সম্পত্তি লুণ্ঠনকালে অবিশ্বাসীদের অন্তরে ত্রাস সৃষ্টির লক্ষ্যে **"আল্লাহু আকবর"** শ্লোগানটি মুহম্মদ ও তাঁর সঙ্গীরা ব্যবহার করতেন। 'জিহাদ' নামের এই ভাবাদর্শের **"সরাসরি সুফল ভোগকারী"** ব্যক্তিটি ছিলেন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ! তাঁর সেই সরাসরি নগদ প্রাপ্তির দর মূল্য যদি অংকের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, তবে তা হবে এই:

জিহাদের ফজিলত = ন্যূনতম নগদ আয় বিশ পার্সেন্ট (এক-পঞ্চমাংশ) + ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা

তিনি ছিলেন "মিস্টার বিশ পার্সেন্ট প্লাস"! যত বেশী 'জিহাদ', তত বেশি ন্যূনতম (At a minimum) বিশ পার্সেন্ট নগদ প্রাপ্তি ও আরও বেশি ক্ষমতা অর্জন। তিনি ছিলেন মানব ইতিহাসের সবচেয়ে সফল **"ধর্ম ব্যবসায়ী!"** আশ্চর্য নয় কেন তিনি তাঁর অনুসারীদের জন্য তাঁর এই আবিষ্কারটিকে সর্বশ্রেষ্ঠ সৎকর্ম রূপে অভিহিত করে তার বাজারদর (Market value) তার অনুসারীদেরও নগদ প্রাপ্তি (মোট আয়ের অবশিষ্ট আশি পার্সেন্ট-এর হিস্যা) ছাড়াও **'সরাসরি জান্নাত গমন'** নির্ধারণ করেছিলেন।

ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-ওয়াকিদির মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি।

The detailed narrative of Al-Waqidi: [1]

[Umm Muta al-Aslamiyya said:] --- ‘There was brave fighting. A man from the Jews named Yawsha appeared and called for a duel. Hubab b al_Mundhir duelled him. They exchanged strokes and Hubab killed him. Another appeared named al-Zayyal. Umara b Uqba al-Ghifari appeared unexpectedly and duelled him. Al-Ghifari struck him a blow on the crown of his head. ---

Ibn Abi Sabra related to me from Ishaq b Abdullah b Abi Farwa from < Abd al-Rahman b Jabir b Abdullah from <his father. He said: When we reached the fortress of al-Sab b Muadh, the Muslims were very hungry, and the food, all of it, was in the fortress. **Al-Hubab b al-Mundhir** b al-Jamuh attacked with us, while holding our flag, and the Muslims followed him. We stayed there for two days fighting them fiercely. When it was the third day, the Messenger of God set out to them early in the morning, and one of the Jews came out appearing like a ship’s mast, carrying a spear in his hand. He set out with a group of runners and they aimed arrows for a while, swiftly. We shielded the Messenger of God and they rained arrows on us. Their arrows were like the locust, until I thought they would not give up. They attacked us as a single man. **The Muslims were retreating** until they reached the Messenger of God who was standing. He had alighted from his horse and Mid’am held it, while al-Hubab stayed with the flag. By God he did not stop shooting at them from his horse. The Messenger of God charged the Muslims,

and encouraged them to 'Jihad', and excited them with it. He informed them that God had promised him Khaybar and he would plunder it for them. The people approached together until they returned to the keeper of their flag. Al-Hubab marched with them continuing to draw closer little by little. The Jews returned to their retreat until evil overwhelmed them and they withdrew swiftly. They entered the fortress and locked it upon themselves. They appeared on the walls, and it had a wall outside the wall, and they began to aim at us with stones, throwing many. We moved away from their fortress with the falling of the stones until we returned to the original site of al-Hubab. Then the Jews began to blame each other among themselves. They said, "Why do we preserve ourselves? The people of determination and patience were killed in the fortress of Naim." They set out seeking death, and we returned to them. We fought each other at the gate of the fortress, fiercely. **Three** of the companions of the Prophet were killed at the gate of the fortress. There was **Abu Sayya** who had witnessed Badr. A man from them struck him with the sword and whisked the cap of his head. There was **Abi b Murra b Suraqa**; one of them stabbed him between his breasts with a spear and he died. The third was **al-Harith b Hatib** who had witnessed Badr. A man from above the fortress aimed at him and broke his head. We killed many of them at the fortress. Whenever we killed one of their men, they carried him back into the fortress. Then the master of the flag attacked and we attacked

with him. We entered the Jewish fortress and followed them to its interior. Once we entered their fortress, they were like sheep. We killed those who appeared before us, and took prisoners from them. They fled in every direction riding the 'harra'- the lavas- desiring the fortress castle of al-Zubayr. We let them flee. ***The Muslims ascended its walls while proclaiming, "God is great," many times ('takbirs'). We weakened the force of the Jews with the 'takbir'. Indeed I saw youths from the Aslam and Ghifar above the fortress proclaim 'takbir.' -------***

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৬৫৯-৬৬৪; ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩২৫-৩২৭
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

১৩৭: খায়বার যুদ্ধ-৮: আল-সাব বিন মুয়াধ দুর্গ লুণ্ঠন! ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – একশত এগার

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীদের অতর্কিত আগ্রাসী আক্রমণে আক্রান্ত খায়বারের আল-সাব বিন মুয়াধ দুর্গের অধিবাসীরা আল-নাইম দুর্গের অধিবাসীদের মতই [পর্ব: ১৩৪] নিজেদের প্রাণ ও সম্পদ রক্ষার প্রচেষ্টায় কীভাবে মরণপণ লড়াই করেছিলেন; তিন দিন যাবত দুঃসাহসী ও নৃশংস যুদ্ধ শেষে কীভাবে তাঁরা পরাজিত হয়ে বন্দীত্ব বরণ করেছিলেন; তাঁদের দুর্গ মধ্যে প্রবেশের প্রাক্কালে মুসলমানরা কীভাবে মুহুর্মুহু "আল্লাহু আকবর (মহান)" চিৎকারের মাধ্যমে খায়বারের জনপদবাসীদের আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছিলেন; কী কারণে মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের জন্য তাঁর **'জিহাদ' নামের কর্মকাণ্ডের ফজিলত (পুরস্কার) দুনিয়া ও আখিরাতে "সর্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠ সৎকর্ম " আখ্যায় আখ্যায়িত করে তাঁর অনুসারীদের মধ্যে বাজারজাত করেছিলেন** - তার আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

আল-ওয়াকিদির (৭৪৮-৮২২ খ্রিষ্টাব্দ) বর্ণনার পুনরারম্ভ: [1]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ১৩৬) পর:

ইবনে আবি সাবরা < ইশাক বিন আবদুল্লাহ বিন আবি ফারওয়া হইতে < আবদ আল-রাহমান বিন জাবির বিন আবদুল্লাহ হইতে < তার পিতা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে [আল-ওয়াকিদির অব্যাহত] বর্ণনা:

'---আল্লাহর কসম, আমরা যে সকল খাদ্যের সন্ধান পাই, যা আমরা চিন্তাও করিনি যে সেখানে আছে, তা হলো: বার্লি, খেজুর, ঘি, মধু, তেল ও মাংস। আল্লাহর নবীর ঘোষক ঘোষণা করে, "তোমরা খাও ও পশুদের খাওয়াও, কিন্তু কোনোকিছু সাথে করে নিয়ে যেয়ো না।" সে বলেছে: এগুলো তোমাদের দেশে নিয়ে যেয়ো না। মুসলমানরা সেখানে অবস্থানকালে খাবারের জন্য ও তাদের সওয়ারের পশুদের খাবারের জন্য দুর্গ থেকে খাবারগুলো নিয়ে যাচ্ছিলো। কাউকেই তার প্রয়োজনীয় খাবার নিতে নিষেধ করা হয়নি, কিন্তু তা নির্দিষ্ট প্রাপ্য অনুযায়ী ভাগ-বাটোয়ারা করে বণ্টন করা হয়নি।

তারা সেই দুর্গে দেখতে পায় পরিধেয় বস্ত্র ও কাচের তৈরি জিনিসপত্র। তাদেরকে হুকুম করা হয়, তারা যেন মদের বয়ামগুলো (jars) ভেঙে ফেলে। তারা তা ভেঙে ফেলে যতক্ষণে না দুর্গের সবখানে টপটপ করে মদগুলো পড়তে থাকে। বয়ামগুলো ছিলো বিশাল ও তা বহন করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিলো না। আবু থালাবা আল-খুসানি যা বললো, তা হলো, "আমরা সেখানে দেখতে পাই পিতল ও মাটির তৈরি পাত্র।" ইহুদিরা সেগুলোতে করে তাদের খাবার খেতো ও পানীয় পান করতো। আমরা আল্লাহর নবীকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি ও তিনি বলেন, "এগুলো ধুয়ে নাও ও তাতে করে খাবার রান্না করো, খাবার খাও ও পানীয় পান করো।" তিনি বলেন, "এগুলোতে আগে পানি গরম করো ও তারপর তাতে রান্না করো। খাবার খাও ও পানীয় পান করো।"

আমরা সেখান থেকে অনেকগুলো ভেড়া, গবাদি-পশু ও গাধা হস্তগত করি। আমরা আরও হস্তগত করি অনেক যুদ্ধ সরঞ্জাম, একটি **ম্যাংগোনেল** (Mangonel) ও কাঠের তৈরি বিভিন্ন রকমের বর্তন। আমরা জানতাম, তারা মনে করেছিলো যে, এই অবরোধটি চলবে একটানা, কিন্তু আল্লাহ তাদের অপমানকর অবস্থা ত্বরান্বিত করে। [2]

আবদ আল-হামিদ বিন জাফর তার পিতা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে বলেছে, সে বলেছে: আল-সাব বিন মুয়াধ দুর্গগুলোর একটি থেকে যা বের করে আনা হয়, তা হলো,

[১] বিশ গাঁটরি পোশাক-পরিচ্ছদ,
[২] ইয়েমেন থেকে আনা মালপত্রের অনেকগুলো বাণ্ডিল, ও
[৩] এক হাজার পাঁচ শত টুকরা মখমল। প্রত্যেকটি লোক তার পরিবারের জন্য মখমল সঙ্গে করে নিয়ে আসে।

তারা দশ বোঝা জ্বালানী কাঠ হস্তগত করে। আদেশ করা হয় যে, কাঠগুলো যেন দুর্গ থেকে বের করে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়। সেগুলো পোড়াতে কয়েক দিন সময় লেগে যায়। মদের বয়াম গুলো ভেঙে ফেলা হয়, আর চামড়ার ব্যাগে ভর্তি মদগুলো উল্টে ফেলে দেয়া হয়। সেই সময় মুসলমানদের একজন সেখানে আসে ও ঐ মদগুলো থেকে মদ পান করে ও এই বিষয়টি আল্লাহর নবীর সম্মুখে পেশ করা হায়। যখন তাকে তাঁর সম্মুখে আনা হয়, তখন তিনি তা ভীষণ অপছন্দ করেন, তিনি তাকে এক স্যান্ডেল দিয়ে প্রহার করেন ও সেখানে যারা অবস্থান করছিলো, তারাও তাকে তাদের স্যান্ডেল দ্বারা পিটান। তার নাম ছিলো মাতাল আবদুল্লাহ। সে ছিলো ঐ লোক, যে মদপান থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারতো না ও আল্লাহর নবী তাকে কয়েকবার পিটিয়েছেন। উমর বিন আল-খাত্তাব বলে, "তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ পড়ুক! কতবার তাকে মারধর করা আবশ্যক হবে?" আল্লাহর নবী বলেন, "হে উমর, এভাবে বলো না, কারণ প্রকৃতপক্ষেই সে আল্লাহ ও তার রসুলকে ভালবাসে।" সে বলে: অতঃপর আবদুল্লাহ স্বচ্ছন্দ বোধ করে ও তাদের সাথে এমন ভাবে বসে পড়ে যে, মনে হয় সে ছিলো তাদেরই মত একজন।

ইবনে আবি সাবরা <আবদ আল-রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন আবি সাসা হইতে <আল-হারিথ বিন আবদুল্লাহ বিন কা'ব হইতে **<উম্মে উমারা** হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে বলেছে যে, সে [উম্মে উমারা] বলেছে:

আমরা আল-সাব বিন মুয়াধ দুর্গে দেখতে পাই এমন সব খাবার - আমি যা চিন্তাও করিনি যে, তা খায়বারে থাকতে পারে। মুসলমানরা যদি সেখানে **মাসের পর মাস** অবস্থান করতো কিংবা তার চেয়েও বেশি, তারা তাদের দুর্গ থেকে তারা সেগুলো খেতে পারতো ও তাদের পশুদের খাওয়াতে পারতো। কাউকেই বাধা দেওয়া হয়নি ও এক-পঞ্চমাংশ অংশটিও নেওয়া হয়নি [কুরান: ৮:৪১]। আল-মিকসামে বিক্রি করার জন্য আমি পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে থেকে অনেক জিনিস নিয়ে আসি। সেখানে ছিলো ইহুদিদের তসবিগুলোর পুঁতি। তাকে বলা হয়েছিলো, "আল-মিকসামে কে এমন আছে, যে এগুলো কিনবে?" সে বলেছিলো, "আল-কাতিবা অঞ্চলের ইহুদিদের মধ্যে থেকে যারা ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছে তারা, ও সেখানে উপস্থিত বেদুইনরা।" এর সবগুলোই খরিদ করা হয়েছিলো। মুসলমানদের মধ্যে যারা পুঁতিগুলো কিনেছিল, তা লুণ্ঠিত মালের অংশ বাবদ বাদ দেয়া হয়েছিলো। -----'

- অনুবাদ, টাইটেল, [**] ও নম্বর যোগ - লেখক।

>>> মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-তাবারী ও আল-ওয়াকিদির খায়বার যুদ্ধ উপাখ্যানের বর্ণনায় আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে, বানু খোজা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বানু আসলাম গোত্রের অধীন বানু সাহম গোত্রের লোকেরা মুহাম্মদের কাছে এসে যখন তাদের নিঃসম্বল ও দুরবস্থার কথা জানায়, তা শুনে মুহাম্মদ তাঁর আল্লাহর কাছে যে **দোয়া করেছিলেন,** তা হলো এই যে, আল্লাহ যেন তাদেরকে খায়বারের সবচেয়ে খাদ্য ও সম্পদশালী দুর্গটি দখলের ব্যবস্থা করে দিয়ে তার ভেতরের সমস্ত খাদ্য ও সম্পদ লুণ্ঠন কারার তৌফিক দান করে। অতঃপর তিনি যুদ্ধের ঝাণ্ডাটি আল-হুবাব বিন আল-মুনধির বিন আল-জামুহ নামের এক অনুসারীকে দেন ও তাঁর অনুসারীদের আল-সাব বিন মুয়াধ দুর্গ আক্রমণ করার জন্য পাঠান [বিস্তারিত: 'জিহাদের ফজিলত (পর্ব: ১৩৫)'!]। অমানুষিক নৃশংসতায় তাঁর এই অনুসারীরা ঐ দুর্গের বহু নিরপরাধ ইহুদিকে হত্যা ও বন্দী করে এই দুর্গটি দখল করে নেন (পর্ব: ১৩৬)। আদি উৎসের আল-ওয়াকিদির

ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, এই দুর্গ দখলের পর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা এই দুর্গের ভেতরে **ইহুদিদের গচ্ছিত সমস্ত খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, মালামাল, মখমল ও গবাদিপশু লুণ্ঠন করেন।**

এভাবেই অন্যের সম্পত্তি জোরপূর্বক কেড়ে নিয়ে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা তাঁদের জীবিকা নির্বাহ ও সচ্ছলতার ব্যবস্থা করতেন।

ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-ওয়াকিদির মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি।

The detailed narrative of Al-Waqidi: [1]

Ibn Abi Sabra related to me from Ishaq b Abdullah b Abi Farwa from < Abd al-Rahman b Jabir b Abdullah from <his father. He said: [continued]

'-- We found, by God, from the **foods**, what we did not think was there: barley, and dates, and ghee, honey, oil and fat. The herald of the Messenger of God called out, "Eat and feed your cattle but do not take away." He says: Do not take it to your land. The Muslims were taking food from the fortress for their stay and for their riding beasts. No one was forbidden to take his needs but the food was not apportioned. They found clothes and glass in the fortress. They are commanded to break the jars of alcohol. They were broke them until the alcohol dripped all over the fortress. The jars were large and it

was not possible to carry them. Abu Thalaba al-Khushani used to say, “We found in it containers of brass and clay.” The Jews used to eat and drink with them. We asked the Messenger of God and he said, “Wash it and cook and eat and drink with it.” He said, “Heat water in it and cook after. Eat and drink.” We took many sheep, cattle and donkeys from there. We also took many tools of war, a mangonel and many wooden vessels. We knew that they thought that the seize would be forever, but God hastened their humiliation.

Abd al-Hamid b Jafar related to me from his father, who said:
There went out from one of the fortresses of al-Sab b Muadh, twenty bundles of cloths, packages of coarse goods from Yemen, and one thousand five hundred pieces of velvet. Every man arrived with velvet for his family. They founds ten loads of wood. It was commanded that the wood be taken out of the fortress and burnt. They took several days to burn. The jars of alcohol were broken, and the skins of wine, spilled. One of the Muslims came, at that time, and drank from the wine and the issue was raised before the Messenger of God. He detested it- when he was brought before him, he beat him with a sandal, and those who were present beat him with their sandals. He was named Abdullah the alcoholic. He was a man who could not abstain from drink, and the Prophet struck him several times. Umar b al-Khattab said, “God curse him! How often must he be beaten?” The Messenger of God said, “O Umar, do not say that, for indeed he loves God and His Messenger.” He said: Then

Abdullah relaxed and sat down wih them as though he were one of them.

Ibn Abi Sabra related to me from Abd al-Rahman b Abdullah b Abi Sasaa from al-Harith b Abdullah b Ka'b from **Umm Umara**. She said: We found in the fortress of al-Sab b Muadh, food – I did not think could be there in Khaybar. The Muslims were able to eat during their stay for months and more than that, from the fortress, and feed their animals. No one was prevented, and there was no taking of the fifth. I took out from the cloth many things to sell in al-Miqsam. There were beads from the beads of the Jews. It was said to her, "Who is it that will purchase it in al-Miqsam?" She said, "The Muslims, the Jews in al-Katiba who have converted, and those Bedouin whi are present." And all of those bought. As for those Muslims who purchased beads, it was deducted as booty. -----'

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৬৬৪-৬৬৫; ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩২৭-৩২৮

http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[2] **'ম্যাংগোনেল** (Mangonel)' - গুলতির মত করে ভারী পাথর নিক্ষেপ করার জন্য মধ্যযুগে ব্যবহৃত এক ধরণের যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ।

https://en.wikipedia.org/wiki/Mangonel

১৩৮: খায়বার যুদ্ধ-৯: আল-নাটার ইহুদিদের পরিণতি!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – একশত বারো

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে,

যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

অমানুষিক নৃশংসতায় খায়বারের নিরপরাধ ইহুদি জনপদের ওপর আগ্রাসী আক্রমণ চালিয়ে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীরা আল-নাটার আল-সাব বিন মুয়াধ দুর্গগুলো জোরপূর্বক দখল করার পর কীভাবে তাঁদের গচ্ছিত খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য সমস্ত সম্পদ লুণ্ঠন করেছিলেন; সেই লুণ্ঠিত সামগ্রীর তালিকায় কী ধরনের জিনিসপত্র ছিলো; এই দুর্গগুলো থেকে তারা কী পরিমাণ সম্পদ হস্তগত করেছিলেন; রান্না ও গৃহকর্মের প্রয়োজনে যে কাঠগুলো তাঁরা মওজুদ করে রেখেছিলেন, মুহাম্মদের নির্দেশে তাঁর অনুসারীরা কীভাবে সেগুলো ধ্বংস করেছিলেন - ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

আল-ওয়াকিদির (৭৪৮-৮২২ খ্রিষ্টাব্দ) অব্যাহত বর্ণনার পুনরারম্ভ: [1]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ১৩৭) পর:

ইশাক বিন আবদুল্লাহ হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ইবনে আবি-সাবরা আমাকে যা বলেছে:

'-----ইতিমধ্যে মুসলমানরা আল-সাব বিন মুয়াধ দুর্গে ঘুরে বেড়ায়, এটির ছিলো একাধিক প্রবেশ পথ। **তারা এক ইহুদিকে ভেতর থেকে ধরে নিয়ে আসে ও তার কল্লা**

কেটে ফেলে ও তার রক্তের কালো রং দেখে তারা বিস্মিত হয়। তাদের একজন বলে, "আমি এমন কালো রক্ত কখনোই দেখিনি।" সে বলেছে যে, এক বর্ণনাকারী তাকে বলেছে, "ঐ শেলফগুলোর একটিতে রাখা ছিলো রসুন ও জুস," আর সে কারণেই ইহুদিটি তাদের দৃষ্টিগোচর হয়। তারা তাকে সামনে নিয়ে আসে ও তার কল্লা কেটে ফেলে।

আল-নাইম দুর্গের সকল ইহুদি, যারা আল-সাব বিন মুয়াধ দুর্গে ছিলো তারা ও নাটায় অবস্থিত প্রত্যেক-টি দুর্গে যারা ছিলো তাদের সকলকে **'কালাত আল-যুবায়ের** (Qalat al-Zubayr)' নামের এক দুর্গে স্থানান্তরিত করা হয়। আল্লাহর নবী ও মুসলমানরা দ্রুতগতিতে তাদের দিকে এগিয়ে আসে। **তাদের দুর্গ মধ্যে তারা তাদেরকে ঘেরাও ও রুদ্ধ করে রাখে,** যার ভেতরে প্রবেশ সহজগম্য ছিলো না। প্রকৃতপক্ষেই এটি ছিলো এক পাহাড়ের চূড়ায়, যেখানে কোনো ঘোড়া কিংবা মানুষ আরোহণ করতে পারতো না, সে কারণেই তা ছিল দুর্গম। নাটার দুর্গ মধ্যে যারা অবশিষ্ট ছিলো, দু'-একজন ছাড়া তাদের সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখিত হয়নি। তাদেরকে সম্মুখে থেকে পাহারা দেওয়ার জন্য আল্লাহর নবী লোক নিযুক্ত করেন। **ইহুদিদের মধ্যে এমন কেউ ছিলো না, যে তাদের সম্মুখে এসেছিলো, কিন্তু তাকে হত্যা করা হয়নি।** 'কালাত আল-যুবায়ের' এর লোকদের ঘেরাও করে রাখা অবস্থায় আল্লাহর নবী সেখানে তিন দিন যাবত অবস্থান করেন।

ইহুদিদের মধ্যে থেকে **ঘাযযাল** (Ghazzal) নামের এক লোক আবির্ভূত হয়। সে বলে, "আবু কাসেম, আমার নিরাপত্তা মঞ্জুর করুন; পরিবর্তে আমি আপনাকে এমনভাবে পথপ্রদর্শন করাবো, যা আপনাদের নাটার জনগণদের কাছ থেকে মুক্তি দেবে ও আপনারা বের হয়ে আল-শিইক (al-Shiqq) এর লোকদের উদ্দেশে রওনা দিতে পারবেন, এটি এ জন্যেই যে, প্রকৃতপক্ষেই আল-শিইক-এর জনগণ আপনাদের ভয়ে ভীত হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় আছে।" সে বলেছে: আল্লাহর নবী তার, তার পরিবার ও তার সম্পদের নিরাপত্তা প্রদান করেন।

সেই ইহুদিটি বলে, "আপনারা যদি এক মাসও অবস্থান করেন, তারা তার পরোয়া করবে না এই কারণে যে, ভূগর্ভস্থ স্থানে তাদের একাধিক জলপ্রবাহ আছে। তারা রাতের বেলা বের হয়ে আসতে পারে, ও সেখানে পানি পান করে তাদের দুর্গে প্রত্যাবর্তন করতে পারে, যা আপনার জন্য দুর্গম। **কিন্তু আপনি যদি তাদের পানির উৎসটি কেটে দেন, তবে তারা নিদারুণ যন্ত্রণায় পতিত হবে।" আল্লাহর নবী তাদের জলপ্রবাহের উৎসস্থানে গমন করেন ও সেগুলো বন্ধ করে দেন।** যখন তিনি তাদের পানি পানের উৎসটি বন্ধ করে দেন, তারা তৃষ্ণার্ত অবস্থায় থাকতে পারে না। তারা বের হয়ে আসে ও প্রাণপণে যুদ্ধ করে। সেই সময় কিছু মুসলমান নিহত হয় ও সেদিন দশজন ইহুদিকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। আল্লাহর নবী তা দখল করেন ও এটিই ছিলো নাটার শেষ দুর্গ।

নাটা দখল সম্পন্ন করার পর আল্লাহর নবী আদেশ করেন যে, তারা যেন স্থানান্তরিত হয়, সেনাদল তাদের স্টেশনটি আল-রাজী থেকে স্থানান্তর করে পুনরায় আল-মাযিলোতে নিয়ে আসে। আল্লাহর নবীকে রাতের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা হয়েছিলো, যেটি ছিলো ইহুদিদের যুদ্ধকৌশল, তাদের কাছ থেকে যে ভয়টি তিনি করতেন। নাটার জনগণ ছিলো ইহুদিদের মধ্যে সবচেয়ে সহিংস ও যার অন্তর্ভুক্ত ছিলো নাজাদ-এর লোকেরা। অতঃপর আল্লাহর নবী আল-শিইখ লোকদের উদ্দেশে যাত্রা করেন।----'

- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসে ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, খায়বারের আল-নাটা নামক স্থানে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা সর্বশেষ যে-দুর্গটি দখল করে নিয়েছিলেন, তা হলো "কালাত আল-যুবায়ের" দুর্গটি। আল-সাদ বিন মুয়াধ দুর্গটি দখল করার পর মুহাম্মদ অনুসারীরা এই দুর্গ মধ্য থেকে এক ইহুদিকে ধরে নিয়ে এসে তাঁর কল্লা কেটে ফেলে। আল-ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা আরও জানতে পারি, মুহাম্মদ ও

তাঁর অনুসারীদের আগ্রাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়ে আল-নাইম, আল-সাব বিন মুয়াধ ও নাটায় অবস্থিত অন্যান্য দুর্গের প্রায় সকল ইহুদি পালিয়ে **'কালাত আল-যুবায়ের'** নামের এক দুর্গম দুর্গে আশ্রয় নেন। মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা দ্রুতগতিতে এগিয়ে এসে তাদের সেই দুর্গটি চারিদিক থেকে ঘেরাও করে রাখেন, ইহুদিরা তাঁদের এই দুর্গ অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। আর যে ইহুদিরা পালাতে ব্যর্থ হয়ে নাটার অন্যান্য দুর্গ মধ্যেই অবস্থান করছিলেন, আল ওয়াকিদিরি এই বর্ণনা মতে তাঁদের মাত্র দু'-একজন ছাড়া ঐ হতভাগ্যদের ভাগ্যে কী ঘটেছিলো, তার ইতিহাস কোথাও বর্ণিত হয়নি।

মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা 'কালাত আল-যুবায়ের' দুর্গটি অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন ঠিকই কিন্তু তার ভেতরে প্রবেশের ব্যবস্থা তারা করতে পারেনি। তাই মুহাম্মদ এই দুর্গের সম্মুখে পাহারার ব্যবস্থা করেন ও যে ইহুদিরাই তাদের সম্মুখে আসে, তাঁদের সকলকেই তারা খুন করে। তিন দিন যাবত এমত অবস্থা চলে। অতঃপর এই ইহুদিদের মধ্য থেকে **ঘাযযাল** নামের এক ব্যক্তি মুহাম্মদের কাছে এসে জানান যে, মুহাম্মদ যদি তাকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন, তবে সে মুহাম্মদকে এমনভাবে সাহায্য করবে যে অতি শীঘ্রই মুহাম্মদ এই দুর্গটি দখলের মাধ্যমে আল-নাটার জনপদবাসীদের সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করে খায়বারের **আল-শিইক** নামক স্থানের লোকদের আক্রমণ করার জন্য রওনা হতে পারবে। মুহাম্মদ যখন তার এই প্রস্তাবে রাজি হয়, তখন সে তাঁকে জানায় যে, এই দুর্গের ভূগর্ভস্থ স্থানে পানি পান করার ব্যবস্থা আছে। সে মুহাম্মদকে তাদের সেই পানির উৎসটি কেটে দেয়ার পরামর্শ দেন, **মুহাম্মদ তাঁদের সেই পানির উৎসটি বন্ধ করে দেন।**

>> পানির অপর নাম জীবন, কারণ পানি ছাড়া কোনো জীব বাঁচতে পারে না। যখন কোনো জনপদের একমাত্র পানির উৎসটি বন্ধ করে দেয়া হয়, তখন সেই জনপদের দুগ্ধপোষ্য শিশু থেকে শুরু করে সকল বয়সের শিশু-কিশোর, গর্ভবতী মহিলা, বৃদ্ধ,

অতি বৃদ্ধসহ সকল বয়সের মানুষরা **পিপাসিত অবস্থায় তিলে তিলে কষ্ট ভোগ করেন।** সমস্ত পৃথিবীতে প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মস্তিষ্কের একজন মুসলমানকেও হয়তো পাওয়া যাবে না, যে **'কারবালা প্রান্তরে'** ইমাম হুসেইনের পরিবার-সদস্যদের পানিবঞ্চিত অবস্থায় প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতায় তৃষ্ণার্ত ও পিপাসিত রাখার খবর কখনোই শোনেননি। তাঁরা এই ঘটনাকে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও করুণ ইতিহাসের একটি হিসাবে আখ্যায়িত করে প্রতিবছর মহরম মাসে দোয়া-মিলাদ মাহফিল, ইবাদত বন্দেগী, রোজা রাখা, তাজিয়া উৎসব - ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবে এই হৃদয়বিদারক ঘটনা স্মরণ করেন।

আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি, প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতায় অনুরূপ পানিবঞ্চিত, তৃষ্ণার্ত ও পিপাসিত রেখে যুদ্ধে জয়ী হবার এই অমানবিক কৌশলের গোড়াপত্তনকারী ব্যক্তিটি ছিলেন এই ইসলাম অনুসারীদেরই স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)! কারবালা প্রান্তরের এই নৃশংস ঘটনার সাড়ে ছাপ্পান্ন বছর পূর্বে, ৬২৪ সালের মার্চ মাসে, এই ইমাম হুসেইনেরই নানা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ **বদর যুদ্ধে** অংশগ্রহণকারী কুরাইশদেরকে প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতায় অনুরূপ পানিবঞ্চিত, তৃষ্ণার্ত ও পিপাসিত রাখার কৌশলের গোড়াপত্তন করে যুদ্ধ জয় করেছিলেন (বিস্তারিত আলোচনা '"নৃশংস যাত্রার সূচনা [পর্ব ৩২]" পর্বে)। আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা আবারও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই।

'কারবালা প্রান্তর' ইতিহাসের সেই খুনিদের সবাই ছিলেন মুহাম্মদ অনুসারী! *তারা কোনো কাফের, মুশরিক, ইহুদি-খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের সদস্য ছিলেন না। নবীর শিক্ষায় শিক্ষিত এই অনুসারীরা যুদ্ধে জয়ী হবার এই অমানবিক মোক্ষম কৌশলটি তাদের সেই নবীরই প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র ও তাঁর পরিবার ও সহযাত্রীদের ওপর প্রয়োগ করেছিলেন!*

ইসলামের ইতিহাস বড়ই বিচিত্র!

ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-ওয়াকিদির মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি।

The detailed narrative of Al-Waqidi: [1]

Al-Waqidi said: Ibn Abi-Sabra related to me from Ishaq b Abdullah. He said, '----Meanwhile the Muslims roamed the fortress of al-Sab b Muadh, and it had entrances. They brought out a Jew, and cut of his head, and were surprised at the blackness of his blood. One of them says, "I have never seen such black blood." He said: A speaker says, "One of those shelves holds garlic and broth," and so the Jew was revealed. They brought him forward and cut of his head.

The Jews of the fortress of Naim, all of them, those from the fortress of al-Sab b Muadh, and those from every fortress in Nata were transferred to a fortress named **Qalat al-Zubayr.** The Messenger of God and the Muslims marched to them. They besiezed them and imprisoned them in their fortress, which was inaccessible. Indeed it was on the top of a rock and neither horse nor man could ascend it, for it was inaccessible. The rest stayed, and there is no mention of them, in the fortress of al-Nata- but a man or two. The Messenger of God placed men in front of them to keep watch over them. A Jew did not appear before them but they killed him. The Messenger of God stayed besieging those who were in Qalat al-Zubayr for **three days**.

A man from the Jews named **Ghazzal** arrived. He said, "Abu Qasim, grant me protection and I will lead you to what will relieve you from the people

of al-Nata and you will go out to the people of al-Shiqq, for indeed the people of al-Shiqq are destroyed from fear of you." He said: The Messenger of God granted security to him, his family and property. **The Jew said**, "If you stayed a month they would not care, for they have streams under the Earth. They would go out at night, drink there and return to their fortress, which is inaccessible to you. But if you cut of their water, they will be distressed."

The Messenger of God went to their streams and stopped them. When he stopped their drinking source they were not able to stay thirsty. They set out and fought a strong battle. A few Muslims were killed, at that time, and ten Jews were taken at that day. The Messeenger of God conquered it and it was the last of the fortresses of Nata. When the Messenger of God finished with Nata he commanded that they transfer, and the troops move from their station in al-Raji back to al-Manzilo. The Messenger of God was protected from night attacks, the war of the Jews, and what he feared from them. The people of Nata were the most violent of the Jews and the people of the Najd were among them. Then the Messenger of God moved to the people of Shiqq. ---'

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৬৬৫-৬৬৭; **ইংরেজি অনুবাদ:** Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩২৮
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

১৩৯: খায়বার যুদ্ধ-১০: যৌনদাসী হস্তগত!

হত্যা ও হামলার আদেশ – একশত তেরো

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীরা আল-সাব বিন মুয়াধ দুর্গ জোরপূর্বক দখল করে নেয়ার পর কী ভাবে তার মধ্যে থেকে এক ইহুদিকে ধরে নিয়ে এসে তার গলা কেটে হত্যা করেছিলেন; আল-নাইম, আল-সাব বিন মুয়াধ ও নাটার অন্যান্য দুর্গের ইহুদিরা প্রাণভয়ে ভীত হয়ে যখন 'কালাত আল-যুবায়ের' নামের এক দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তখন মুসলমানরা কীভাবে তাদেরকে ঐ দুর্গ মধ্যে ঘেরাও ও অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন; ইহুদিদের মধ্যে থেকে ঘাযযাল নামের এক ব্যক্তি কী শর্তে মুহাম্মদকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছিলেন; ঘাযযাল মুহাম্মদকে ঐ দুর্গের ভিতরের কোন গোপন তথ্যটি জানিয়েছিলেন ও মুহাম্মদকে তিনি কী পরামর্শ দিয়েছিলেন; মুহাম্মদ কীভাবে তার সেই পরামর্শটি কার্যকর করে দুর্গ-মধ্যে অবস্থিত সকল লোকদের **পানিবঞ্চিত ও পিপাসিত** রেখে প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতায় তাঁদেরকে তিলে তিলে নিদারুণ যন্ত্রণা ও কষ্ট দিয়েছিলেন - ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

আল-ওয়াকিদির (৭৪৮-৮২২ খ্রিষ্টাব্দ) অব্যাহত বর্ণনার পুনরারম্ভ: [1]
পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ১৩৮) পর:

'আবু উফায়ের মুহাম্মদ বিন সাহল বিন আবি হাতমা-এর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মুসা বিন উমর আল-হারিথি আমাকে বলেছেন, সে বলেছে:

যখন আল্লাহর নবী আল-শিইক এ গমন করেন, যেখানে ছিলো অনেকগুলো দুর্গ, তিনি যে দুর্গটিতে সর্বপ্রথম অভিযান শুরু করেন, সেটি হলো **উবাই দুর্গ**। আল্লাহর নবী যে-দুর্গটির সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তার নাম হলো সুমরান (Sumran); তিনি এই দুর্গের লোকদের বিরুদ্ধে ভীষণ যুদ্ধ করেন। ইহুদিদের মধ্যে থেকে **ঘাযযাল** নামের এক ব্যক্তি বের হয়ে আসে ও দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহ্বান করে। আল-হুবাব বিন আল-মুনধির তার সাথে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করে ও তারা এক অপরকে আঘাত করে। অতঃপর হুবাব তাকে আক্রমণ করে ও **তার বাহুর মাঝখান থেকে ডান হাতটি কেটে ফেলে।** ঘাযযাল-এর হাত থেকে তার তরবারিটি পড়ে যায় ও সে অসহায় (defenseless) হয়ে পড়ে। সে পরাস্ত হয়ে দুর্গের দিকে যাত্রা করে। আল-হুবাব তাকে অনুসরণ করে ও **তার পায়ের কব্জি কেটে ফেলে। ঘাযযাল ভূপতিত হয়, অতঃপর আল-হুবাব তাকে শেষ করে ফেলে।**

অতঃপর আর একজন চিৎকার করতে করতে বের হয়ে আসে, "কে আমার সাথে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করবে?" মুসলমানদের মধ্যে থেকে জাহাশ পরিবারের এক ব্যক্তি তার সাথে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করে ও জাহাশি হয় নিহত। সেই ইহুদিটি তার অবস্থানে থেকে আরেকজনকে যুদ্ধে আহ্বান করে এবং আবু দুজানা, যে তার মস্তকের টুপির ওপরে একটি লাল রংয়ের ব্যান্ড জড়িয়ে রেখেছিলো, অতিমাত্রায় আত্মগর্ব করতে করতে সদম্ভে তার সেই চ্যালেঞ্জের জবাব দেয়। ইহুদিটির অসাবধানতায় আবু দুজানা তাকে পাকড়াও করে ও তার দুই পা কেটে ফেলে; অতঃপর সে তাকে শেষ করে ফেলে এবং তার বর্ম ও তরবারি লুণ্ঠন করে। সে সেগুলো আল্লাহর নবীর কাছে নিয়ে আসে, আর আল-নবী তাকে সেগুলো দিয়ে দেয়।

এই ঘটনার পর তারা দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকে। মুসলমানরা আবু দুজানার নেতৃত্বে উচ্চস্বরে **'তাকবীর' ঘোষণা** [পর্ব-১৩৬:] করতে করতে দুর্গ আক্রমণ করে ও

তার ভিতরে প্রবেশ করে। তার ভেতরে তারা দেখতে পায় আসবাবপত্র, সম্পদ, গবাদি পশু ও খাদ্যদ্রব্য। ভেতরে যে যোদ্ধারা ছিলো, তারা পালিয়ে যায়। তারা হরিণের মত দেয়ালের ওপর দিয়ে লাফিয়ে পালায় যতক্ষণে না তারা আল-শিইক এর আল-নিযার (al-Nizar) দুর্গে এসে পৌঁছে। আল-নাটার সর্বোচ্চ শৃঙ্গে যারা রয়ে গিয়েছিলো, তারা আল-নিযার দুর্গে আসতে থাকে, তারা সেখানে একতাবদ্ধ হয় ও এর ভিতের তারা নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করে।

আল্লাহর নবী তাঁর অনুসারীদের নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হন ও তাদের সাথে যুদ্ধ করেন। তারা ছিলো আল-শিইক এর সবচেয়ে শক্তিশালী জনগণ, যারা যুদ্ধ করেছিলো। তারা মুসলমানদের লক্ষ্য করে তীর ও পাথর নিক্ষেপ করে। আল্লাহর নবী তাদের সঙ্গেই ছিলেন যে পর্যন্ত না একটি তীর আল্লাহর নবীর পোশাকে এসে লাগে ও তাতে ঝুলে থাকে। অতঃপর তিনি এক মুষ্টি নুড়ি পাথর উঠিয়ে নেন ও সেগুলো তাদের দুর্গের দিকে ছুড়ে মারেন। তাতে ওটা কাঁপতে থাকে ও তারপর তা মাটিতে ডুবে যায়।

ইবরাহিম বিন জাফর হইতে বর্ণিত:
যখন মুসলমানরা সেখানে এসে হাজির হয়, তখন তা মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছিলো ও তারা সেখানকার লোকদের সম্পূর্ণরূপে ধরে ফেলে। **যার ভেতরে ছিলো হুয়েই-এর কন্যা সাফিয়া ও তার আংকেলের কন্যা।**

উমায়ের নামের আবু আল-লাহম এর নিকট আশ্রিত এক ব্যক্তি যা বলতো, তা হলো: **আমি সাফিয়া-কে তার কাজিন ও আল-নিযার দুর্গের অন্যান্য যুবতী মেয়েদের সাথে ধরে নিয়ে আসতে দেখেছি।** যখন আল্লাহর নবী আল-নিযার দুর্গটি দখল করেছিলেন, আল-শিইক এর কিছু দুর্গ তখনও বাকি রয়ে গিয়েছিলো। সেখানকার লোকেরা পালিয়ে যায় যতক্ষণে না তারা আল-কাতিবা, ওয়াতিহ ও সুলালিম এর জনগণদের কাছে গিয়ে পৌঁছে। মুহাম্মদ বিন মাসলামা যা বলতো, তা হলো, আল্লাহর নবী আল-নিযার দুর্গের

দিকে তাকিয়েছিলেন ও বলেছিলেন, "এইটিই হলো খায়বারের সর্বশেষ দুর্গ, যেখানে যুদ্ধ হবে।" আমরা এই দুর্গটি দখল করার পর আল্লাহর নবীর খায়বার থেকে প্রস্থান করা পর্যন্ত আর কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি।--'

- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা আল-নাটার দুর্গগুলোর মতই **আল-শিইক** এর সকল দুর্গ জোরপূর্বক দখল করে নিয়েছিলেন। **এই কর্মে তারা খায়বারের নিরপরাধ জনগণের ওপর কীরূপ নৃশংসতা প্রদর্শন করেছিলেন, তা আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও স্পষ্ট।** ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা আরও জানতে পারি, আক্রান্ত অবস্থায় প্রাণভয়ে ভীত ইহুদিরা আল-শিইকের অন্যান্য দুর্গ থেকে পালিয়ে এসে **আল-নিযার দুর্গে** আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে সেখানে এসে সমবেত হয়েছিলো আল-নাটার সর্বোচ্চ শৃঙ্গে অবস্থিত সর্বশেষ আক্রান্ত দুর্গটি ('কালাত আল-যুবায়ের [পর্ব: ১৩৮])' থেকে পালিয়ে আসা ইহুদিরাও। অতঃপর তাঁরা দুর্গ মধ্যে থেকে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন।

আল-ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় মুহাম্মদের এক মোজেজার উপাখ্যান উল্লেখিত হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে যে, আক্রান্ত অবস্থায় মুহাম্মদ **"এক মুষ্টি নুড়ি পাথর উঠিয়ে নিয়ে তা আল-নিযার দুর্গের দিকে ছুড়ে মারেন, আর তাতে এই দুর্গটি কাঁপতে কাঁপতে ধ্বসে পড়ে ও তারপর তা মাটিতে ডুবে যায়।"** ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল হলো মুহাম্মদের স্বরচিত ব্যক্তিমানস জীবনীগ্রন্থ কুরান। কুরান সাক্ষ্য দেয়, মুহাম্মদ তাঁর সমগ্র নবী জীবনের বিভিন্ন সময়ে অবিশ্বাসীদের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় তাঁর নবুয়তের সপক্ষে একটি মোজেজাও হাজির করতে পারেননি, যার বিস্তারিত আলোচনা 'মুহাম্মদের মোজেজা তত্ত্ব (পর্ব: ২৩-২৫)' পর্বে করা হয়েছে। সুতরাং, মুহাম্মদের মৃত্যুপরবর্তী সময়ের মুসলিম ঐতিহাসিকদের লিখিত সিরাত ও

হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত মুহাম্মদের এই রূপ অত্যাশ্চর্য মোজেজা প্রদর্শনের বর্ণনা যে যে অতি উৎসাহী নিবেদিতপ্রাণ মুসলিম বর্ণনাকারীর মস্তিষ্কপ্রসূত, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা আরও জানতে পারি যে, **মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা সাফিয়া বিনতে হুয়েই বিন আখতাব (পর্ব: ১২৪), তাঁর কাজিন ও অন্যান্য যুবতী মেয়েদের আল-শিইক এ অবস্থিত "আল-নিযার দুর্গ" থেকে হস্তগত করেছিলেন।** সাফিয়ার পিতা হুয়েই বিন আখতাব-এর, যাকে বনি কুরাইজা গণহত্যার দিনটিতে হত্যা করা হয়েছিল (পর্ব: ৯১-৯২), দুর্গটি ছিলো খায়বারের সুলালিম (Sulalim) নামক স্থানে। সাফিয়া ও তাঁর কাজিন কীভাবে আল-শিইকের এই দুর্গটিতে এসে পৌঁছেছিলেন ও তাঁরা ছাড়াও খায়বারের অসংখ্য মহিলাদের মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা খায়বারের কোন স্থান থেকে বন্দী করে **এই মুক্ত মানুষদের যৌনদাসী রূপে রূপান্তরিত** করেছিলেন, তার বিস্তারিত আলোচনা আগামী পর্বে করা হবে।

ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-ওয়াকিদির মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি।

The detailed narrative of Al-Waqidi (Continued): [1]

'Musa b Umar al-Harithi related to me from Abu Ufayr Muhammad b Sahl b Abi Hathma, who said:

When the Messenger of God moved to al-Shiqq, which possessed numerous fortresses, the first fortress he started at was the fortress of Ubayy. The Messenger of God stood before a fortress ('qal'a') called Sumran. He fought a severe battle against the people of the

fortress. A man from the Jews named Ghazzal came out and called for duel. Al-Hubab b al-Mundhir dueled with him and they exchanged blows. Then Hubab attacked him and cut of his right hand from the middle of his arm. The sword fell from the hand of Ghazzal and he was defenseless. He returned defeated to the fortress. Al-Hubab followed him and cut his Achilis tendon. Ghazzal fell down, and al-Hubab finished him off.

Then another came out shouting, "Who will duel with me?" A man from the Muslims from the family of Jahsh dueled him and the **Jahshi was killed**. The Jew stayed in his place inviting another challenger and Abu Dujana who wore a red band wrapped around his head above his skull cap, answered him with a conceited swagger. Abu Dujana took the Jew unawares and cut his legs; then he finished him off and took the booty: his armor and his sword. He brought it to the Prophet, and the Messenger of God gave them to him.

After that, they refrained from dueling. The Muslims proclaimed 'Takbir', attacked the fortress and entered it, and Abu Dujana led them. They found in it furniture, property, cattle and food. The worriors who were in it fled. They jumped the walls like gazelles until they came to the fortress of al-Nizar in al-Shiqq. Those who remained from the highest peaks of al-Nata kept coming to the fortress of al-Nizar, and they became attached to it and fortified themselves in it. The Messenger of God marched to them with his

companions and fought them. They were the strongest people of al-Shiqq who fought. They aimed at the Muslims with arrows and stones. The Messenger of God was with them until the arrow grabbed the garment of the Messenger of God and hung in it. The he took a handful of pebbles and threw them at their fortress. It trembled with that and then sank to the ground.

'Ibrahim b Jafar said: It was leveled to the ground when the Muslims came, and they took its people completely. In it were Safiyya the daughter of Huyayy and the daughter of her uncle. Umayr, the 'mawla' of Abu I-Lahm used to say: **I saw Safiyya brought with her cousin and the young girls from the fortress of al-Nizar.** When the Messenger of God conquered the fortress of al-Nizar, some fortress of al-Shiqq remained. The people there fled until they reached the people of **al-Katiba, Watih, and Sulalim**. Muhammad b Maslama used to say, the Messenger of God looked at the fortress of al-Nizar and said, "This is the last fortress of Khayber in which there will be fighting." After we took this fortress there was no more fighting until the Messenger of God set out from Khaybar. -------'

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৬৬৭-৬৬৯; ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩২৮-৩২৯
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

১৪০: খায়বার যুদ্ধ-১১: দাস মালিকানা বনাম দাস স্রষ্টা!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – একশত চৌদ্দ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীরা খায়বারের নিরপরাধ (পর্ব: ১৩০) মুক্ত জনপদবাসীর ওপর অতর্কিত আগ্রাসী আক্রমণ চালিয়ে খায়বারের আল-নাটা ও আল-শিইক স্থানের দুর্গগুলোর মধ্যে অবস্থিত প্রাণভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত মানুষদের কী অমানুষিক নৃশংসতায় পরাস্ত ও বন্দী করে তাদের সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করেছিলেন তার আলোচনা গত দশটি পর্বে (পর্ব: ১৩০-১৩৯) পর্বে করা হয়েছে।

আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা আল-নাটা ও আল-শিইক দুর্গগুলো থেকে পুরুষদের বন্দী করেছিলেন, কিন্তু তারা এই দুর্গগুলো থেকে কোনো নারী ও শিশুদের বন্দী করতে পারেননি; ব্যতিক্রম শুধু আল-শিইকে অবস্থিত আল-নিযার দুর্গ। মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা কীভাবে এই আল-নিযার দুর্গটি দখল করে সেখান থেকে অন্যান্য যুবতী মেয়েদের সাথে সাফিয়া বিনতে হুয়েই বিন আখতাব (পর্ব: ১২৪) ও তাঁর কাজিন-কে বন্দী করেছিলেন, তার আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

আল-ওয়াকিদির (৭৪৮-৮২২ খ্রিষ্টাব্দ) অব্যাহত বর্ণনার পুনরারম্ভ: [1]
পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ১৩৯) পর:

আবদ আল-রাহমান বিন মুহাম্মদ বিন আবি বকর আমাকে জানিয়েছেন, তিনি বলেছেন: 'আমি জাফর বিন মাহমুদ-কে প্রশ্ন করেছিলাম, "যেখানে আবু আল-হুকায়েক পরিবারের দুর্গটি ছিলো সুলালিম নামক স্থানে, সেখানে সাফিয়া কীভাবে আল-শিইক এর আল নিযার দুর্গে এসে উপস্থিত হয়েছিলো? আল-নাটা ও আল-শিইক এর দুর্গগুলো থেকে কেউই **নারী ও শিশুদের** বন্দী করেনি। কেবল মাত্র আল-নিযার দুর্গ থেকে তা করা হয়েছিলো। সত্যিই কি তার ভিতরে নারী ও শিশুরা উপস্থিত ছিলো?"

সে জবাবে যা বলেছিলো, তা হলো:
খায়বারের ইহুদিরা যুদ্ধের কারণে আল-নাটার দুর্গগুলো খালি করে তাদের নারী ও শিশুদের আল-কাতিবা নামক স্থানে পাঠিয়ে দিয়েছিলো। আল-নিযার দুর্গটির মধ্যে যারা অবস্থান করছিলো, তারা ছাড়া সেখান থেকে কোনো নারীকেই বন্দী করা হয়নি। তারা হলো সাফিয়া, তার কাজিন ও আরও অনেক তরুণী (young girls); কিনানা ভেবেছিলো, সেখানে যে দুর্গগুলো ছিলো তার মধ্যে আল-নিযার দুর্গটি হলো সবচেয়ে শক্তিশালী, তাই যেদিন সকালে আল্লাহর নবী আল-শিইক এ স্থানান্তরিত হয়েছিলো, সেই রাত্রিতে সে তাকে সেখানে নিয়ে এসেছিলো; যে কারণে সে তার কাজিন ও অন্যান্য ইহুদি সন্তানদের সাথে বন্দীত্ব বরণ করেছিলো।

আল-কাতিবায় ছিলো দুই হাজারের ও বেশি ইহুদি, তাদের মহিলা ও সন্তানরা। যখন আল্লাহর নবী আল-কাতিবার জনগণদের সাথে শান্তি স্থাপন করেছিলেন, তিনি সেখানকার **পুরুষ ও শিশুদের নিরাপত্তার অনুমোদন দিয়েছিলেন এই শর্তে যে, এর বিনিময়ে তারা তাদের পরিধেয় গহনা ও বস্ত্র-সামগ্রী ছাড়া তাদের সমস্ত সম্পদ, রূপা, সোনা, অস্ত্রশস্ত্র ও বস্ত্র-সামগ্রী তাঁকে দিয়ে দেবে।** সত্যিই আল্লাহর নবী যে ইহুদিদেরকে নিরাপত্তার (protection) অনুমোদন দিয়েছিলেন, তারা উপস্থিত হয়েছিলো ও প্রস্থান করেছিলো এবং বিক্রি করা হয়েছিলো ও খরিদ করা হয়েছিলো। প্রকৃতপক্ষেই, লোকেরা

সম্পদ ও গার্মেন্টস পণ্যের বদৌলতে লাভবান হয়েছিলো, কিন্তু তারা তাদের নগদ অর্থ ও সম্পদ লাভের উৎসটি গোপন রেখেছিলো।

তারা বলেছে: অতঃপর আল্লাহর নবী আল-কাতিবা, আল-ওয়াতিহ, সুলালিম ও ইবনে আবি আল-হুকায়েক এর দুর্গে গমন করেন, যেখানে ইহুদিরা রীতিমত নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করে। আল-নাটা ও আল-শিইক এর সকল পরাজিত ও পালিয়ে আসা ইহুদিরা তাদের কাছে এসে জমা হয় ও তারা তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আল-ওয়াতিহ, আল-সুলালিম ও আল-কাতিবার আল-কামুস দুর্গটি শক্তিশালী করে, যে দুর্গটি ছিল ভীষণদর্শন। তারা এই দুর্গগুলোর ভেতর থেকে বের হয়ে আসেনি, কেবলমাত্র তারা নিজেদেরকে ভিতরে **তালাবন্ধ** করে রাখে।

আল্লাহর নবী যখন দেখেন যে, যারা ভেতরে নিজেদের তালাবন্ধ করে রেখেছিলো, তারা বাইরে বের হয়ে এসে তাঁদেরকে চ্যালেঞ্জ জানাবে না, তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, তিনি **ম্যাংগোনেল-টি** [পর্ব-১৩৭:] ব্যবহার করবেন। যখন তারা তাদের ধ্বংস উপলব্ধি করে, এই কারণে যে **আল্লাহর নবী তাদেরকে চৌদ্দ দিন যাবত ঘেরাও করে রেখেছিলেন**, তারা আল্লাহর নবীর কাছে শান্তি প্রস্তাব উত্থাপন করে। ----- তাদের একজনও বের হয়ে আসে না, যতক্ষণে না এই আক্রমণ তাদেরকে পরিশ্রান্ত করে ও আল্লাহ তাদের অন্তরে গভীর আতংকের সৃষ্টি করে।---'

মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খ্রিষ্টাব্দ) এর বর্ণনা:

'যখন আল্লাহর নবী তাদের কিছু দুর্গ দখল করে নেন ও তাদের কিছু সম্পদ হস্তগত করেন, তিনি তাদের দুই দুর্গ আল-ওয়াতিহ ও আল-সুলালিমে আগমন করেন, সর্বশেষ দুর্গ যা দখল করা বাকি ছিলো; অতঃপর আল্লাহর নবী তা প্রায় দশ রাত যাবত অবরোধ করে রাখেন।--'

ইবনে হিশামের (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ) নোট: [3]

'খায়বারে আল্লাহর নবীর অনুসারীদের সিংহনাদ ছিলো,

"হে বিজয়ীরা, হত্যা করো হত্যা করো!"'

- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, আক্রান্ত খায়বারবাসী তাঁদের স্ত্রী, কন্যা, মা, বোন সহ সকল নারী সদস্য ও ছোট ছোট সন্তানদের আল-নাটা ও আল-শিইকের দুর্গগুলো থেকে সরিয়ে নেয়া **আল-কাতিবা** নামক স্থানে প্রেরণ করেছিলেন, আর প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষরা সেখানকার দুর্গগুলো থেকে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। সে কারণেই মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা আল-শিইকের আল-নিযার দুর্গটি ছাড়া আল-নাটা ও আল-শিইকের অন্যান্য দুর্গগুলো থেকে নারী ও শিশুদের বন্দী করতে পারেননি। কী কারণে সাফিয়া, তাঁর কাজিন ও অন্যান্য কিছু নারী সদস্যকে আল-নিযার দুর্গে স্থানান্তরিত করা হয়েছিলো, সে বিষয়টিও আমরা জানতে পারি আল-ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত বর্ণনায়।

আল-নিযার দুর্গটি দখল ও সেখানে অবস্থিত ইহুদি পুরুষ, **সাফিয়া ও তাঁর কাজিন ও অন্যান্য কিছু মহিলাদের** বন্দী করার পর মুহাম্মদ আল-কাতিবা, আল-ওয়াতিহ, আল-সুলালিম নামক স্থানের লোকদের ওপর আক্রমণ চালান। আল-কাতিবায় অবস্থিত **আল-কামুস** দুর্গটি থেকে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা **অন্যান্য নারী ও শিশুদের** বন্দী করেন। আল-কাতিবার আক্রান্ত জনপদবাসী যখন উপলব্ধি করেন যে, যদি তাঁরা আত্মসমর্পণ না করেন, তবে মুহাম্মদ তাঁর যুদ্ধাস্ত্র ম্যাংগোনেল-টি ব্যবহার করে তাঁদেরকে **ধ্বংস করে** ফেলবেন, তখন তাঁরা মুহাম্মদের কাছে তাঁদের নিরাপত্তার (প্রাণ ভিক্ষার) আবেদন করেন। মুহাম্মদ তাঁদের প্রাণভিক্ষার আবেদন মঞ্জুর করেন এই শর্তে যে, তাঁরা তাঁদের পরিধেয় বস্ত্র-সামগ্রী ও পরিহিত গহনাগুলো ছাড়া তাঁদের স্থাবর ও অস্থাবর সমস্ত

সম্পত্তি মুহাম্মদের কাছে হস্তান্তর করবেন। এমত পরিস্থিতিতে, নিজেদের প্রাণ রক্ষার আকুতিতে তাঁরা এই প্রস্তাবে রাজি হন।

আদি উৎসের সকল মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট তা হলো:

উন্মুক্ত শক্তি প্রয়োগে অবিশ্বাসী জনপদের ওপর **"বিভিন্ন অজুহাতে"** আগ্রাসী আক্রমণ চালিয়ে তাঁদের পরাস্ত ও বন্দী করে **মুক্ত-মানুষদের মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা চিরকালের জন্য ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী রূপে রূপান্তরিত করেছিলেন।** অতঃপর তারা এই লোকগুলোকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন, যেখানে মুহাম্মদের হিস্যা ছিলো কমপক্ষে এক-পঞ্চমাংশ (২০%), বাকি চার-পঞ্চমাংশ হামলায় অংশগ্রহণকারী তাঁর অনুসারীদের। মুক্ত এই মানুষদের দাস ও দাসীতে রূপান্তরিত ও ভাগাভাগি করে নেয়ার পর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা এই লোকদেরকে ইচ্ছেমত নিজ কর্মে ব্যবহার করতেন, অন্যকে উপহার স্বরূপ দান করতেন ও অর্থ-প্রাপ্তির বিনিময়ে বিক্রি করে সম্পদের মালিক হতেন।

বানু কুরাইজা গোত্রের নিরপরাধ সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সদস্যদের এক এক করে গলা কেটে হত্যা করার পর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা কীভাবে এই গোত্রের নারী ও শিশুদের নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন ও বিক্রি করেছিলেন [বিস্তারিত: "তাঁদের মা-বোন-স্ত্রী-কন্যাদের ভাগাভাগি ও বিক্রি(পর্ব- ৯৩)!"]"; বানু আল-মুসতালিক হামলা সমাপ্ত করার পর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা কীভাবে এই গোত্রের লোকদের বন্দী করে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন [বিস্তারিত: "বন্দী ভাগাভাগি ও বন্দিনীর সাথে যৌনসঙ্গম (পর্ব-১০১)!"]; উম্মে কিরফা নামের এক অতিবৃদ্ধা মহিলার দু'পা আলাদা আলাদা করে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে ও সেই দড়িগুলো দুইটি উটের সাথে বেঁধে দিয়ে সেই উট দুটোকে বিপরীত দিকে পরিচালনা করে উম্মে কিরফা

শরীরটি দু'ভাগে বিভক্ত করে অমানুষিক নৃশংসতায় হত্যা করার পর মুহাম্মদ অনুসারীরা কীভাবে তাঁর কন্যা ও অন্যান্য মহিলাদের ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন, সালামাহ বিন আমর বিন আল আকওয়া নামের এক অনুসারীর ভাগে পড়া উম্মে কিরফার সুন্দরী কন্যাটি কে কীভাবে হস্তগত করে মুহাম্মদ এই সুন্দরী রমণীটিকে তাঁর মামা হাযেন বিন আবি ওয়াহব-কে দান করেছিলেন [বিস্তারিত: "উম্মে কিরফা হত্যাকাণ্ড (পর্ব-১১০)!"]"; ইত্যাদি বিষয়ের বিষদ আলোচনা ইতিপূর্বেই করা হয়েছে।

এক মুক্ত মানুষের অবস্থান থেকে নিমিষেই ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী রূপে রূপান্তরিত হওয়ার পর এই মানুষগুলো বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশপরম্পরায় পরিণত হতেন মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের 'সম্পত্তিতে'। যদিও নাম তাঁদের ক্রীত (কেনা) দাস-দাসী, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা তাঁদেরকে কারও কাছ থেকে কিনে নিয়ে আসেননি, কিংবা কেউ তাঁদের তাদেরকে দান ও করেননি। **"তারা তাঁদের সৃষ্টি করেছেন",** মুক্ত মানুষদের অবস্থান থেকে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী রূপে, উন্মুক্ত ক্ষমতাবলে! যেভাবে এই মানুষগুলো আবার মুক্ত মানুষে পরিণত হতে পারতেন তা হলো, **"মুহাম্মদের বশ্যতা স্বীকার করে তাঁর মতবাদে দীক্ষা লাভ করা!"** অথবা, কোন নব্য মালিকের দয়া পরবশে বা অর্থের বিনিময়ে মুক্তিলাভ করা!

ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা দাবী করে থাকেন যে, ইসলাম ধর্ম "ক্রীতদাস ও দাসীদের" প্রতি ছিলো সহনশীল। কারণ, মুহাম্মদ ক্রীতদাস-দাসীদের সাথে সদয় হওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, একজন ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসীকে মুক্ত করলে কী পরিমাণ পুণ্য পাওয়া যায় তা ঘোষণা করেছেন ও সর্বোপরি সে যদি 'মুসলমানিত্ব বরণ' করে তবে তাকে আবশ্যিকভাবে মুক্ত করে দেয়ার বিধান জারি করেছেন। কী অদ্ভুত তাঁদের যুক্তি! ক্রীতদাসের সৃষ্টিকর্তা পরামর্শ দিচ্ছেন তাঁর সৃষ্ট দাস-দাসীদের সাথে সদয় ব্যবহার করতে, গুরুত্ব আরোপ করছেন তাঁর সৃষ্ট দাস-দাসীদের মুক্ত করার!

একই সাথে উন্মুক্ত শক্তি প্রয়োগে "তাঁকে অবিশ্বাসী" জনগণের ওপর আগ্রাসী আক্রমণ চালিয়ে মুক্ত মানুষদের রূপান্তরিত করছেন দাস ও যৌনদাসী রূপে!

"The honesty has a limit, the hypocrisy has none (সততার সীমা আছে, ভণ্ডামোর নেই)!"

ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-ওয়াকিদির মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। ইবনে ইশাকের মূল ইংরেজি অনুবাদ ইন্টারনেটে বিনামূল্যে ডাউনলোড লিঙ্ক: তথ্যসূত্র [2]।

The detailed narrative of Al-Waqidi (Continued): [1]
'Abd al-Rahman b Muhammad b Abi Bakr related to me, saying: I said to **Jafar b Mahmud**: How did Saifiyya come to be in the fortress of al-Nizar in al-Shiqq, when the fortress of the family of Abu al–Huqayq was in Sulalim? One did not take prisoners from the women and children from the fortress of Nata or al-Shiqq. Only from the fortress of al-Nizar. Were there indeed women and children in it?

He replied. **The Jews of Khaybar sent the women and children out to al-Katiba, and emptied the fortress of Nata, because of the fighting.** No female prisoner was taken from them except for those who were in the fortress of al-Nizar. They were Safiyya, her cousin, and the young girls. Kinana had considered the fortress of al-Nizar to be the most fortified of what was there, so he brought her in the

night, on the morning of which the Messenger of God transferred to al-Shiqq, in order that she be imprisoned with her cousin and the children of the Jews.

In al-Katiba there were more than two thousand Jews, their women and children. When the Messenger of God made peace with the people of al-Katiba **he granted protection to the men and children, and in return they gave him property, silver, gold, weapons, and garments – other than those worn by the people.** Indeed, those Jews to whom the Messenger of God granted protection came and went, and sold and bought. Indeed, the people made a profit out of the garments and goods, but they concealed their cash and the source of their wealth.

They said: Then the Messenger of God moved to Al-Katiba, al-Watih, Sulalim, and the fortress of Ibn Abi al-Huqayq in which the Jews had fortified themselves thoroughly. All who fled and were defeated from al-Nata and al-Shiqq came to them, and they were fortified with them in **al-Qamus** in al-Katiba, which was a forbidding fortress, and in al-Watih and al-Sulalim. They did not come out of these fortresses, but locked themselves inside.

The Messenger of God decided to erect the mangonel when he saw that those who locked themselves in would not come out to challenge them. When they were convinced of the destruction, for

the Messenger of God had besieged them for **fourteen days**, they asked the Messenger of God for peace. ---- Not one among them was seen until the attack strained them and God hurled fear into their hearts.----'

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৬৬৮- ৬৭০; ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩২৯-৩৩০
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[2] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫১১-৫১২
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[3] Ibid **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- ইবনে হিশামের নোট নম্বর ৭৬০, পৃষ্ঠা ৭৭০**

১৪১: খায়বার যুদ্ধ-১২: কিনানা বিন আল-রাবিকে নির্যাতন ও খুন!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – একশত চৌদ্দ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

মানব ইতিহাসের সবচেয়ে করুণ ও দুঃখজনক ইতিহাসের একটি হলো ক্রীতদাস-দাসী প্রথার প্রচলন ও প্রসার! এই প্রথায় একজন মুক্ত মানুষ বংশ বংশানুক্রমে পরিণত হতেন অন্য একজন মানুষের "ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে", অন্যান্য গৃহপালিত গবাদি পশুর মতোই। একবার এই অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার পর, সেই মানুষটির স্বাধীন সত্তা হতো পুরোপুরি রহিত। তিনি তখন মুক্ত মানুষ থেকে রূপান্তরিত হতেন তাঁর মালিকের ইচ্ছার বাহন। যে প্রক্রিয়ায় একজন মানুষ এই দুঃসহ অবস্থার শিকার হতেন, তার আদি উৎস **"মাত্র একটি!"** আর তা হলো, আদি-তে এই মানুষগুলো কিংবা তাঁদের পূর্বপুরুষদের কোনো এক বা একাধিক মুক্ত মানুষকে কোনো এক **'শক্তিধর মানুষ'** তার উন্মুক্ত শক্তি প্রয়োগে জোরপূর্বক বন্দী করে অথবা তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি, অর্থবল বা প্রতারণার মাধ্যমে (পর্ব: ৭৯) রূপান্তরিত করেছেন এই দুঃসহ জীবনে। অতঃপর তারা তাঁদেরকে রেখেছেন নিজেদের সম্পত্তিরূপে, অথবা তাঁদের বিক্রি বা দান করেছেন অন্যের কাছে। অতঃপর, তাঁদের আমৃত্যু পরিণতি এক মনিব থেকে অন্য মনিবের কাছে একই প্রক্রিয়ায় হস্তান্তর ও দুঃসহ জীবন! বংশ বংশানুক্রমে! আদি উৎসে মুলতঃ এই শক্তিধর মানুষরাই ছিলেন 'ক্রীতদাস-দাসী" প্রথার মূল জোগানদার (Supplier) ও চালিকাশক্তি। মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা ছিলেন এই দলেরই প্রতিনিধিত্বকারী! উন্মুক্ত শক্তিবলে অমানুষিক নৃশংসতায় স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর

অনুসারীরা কীভাবে মুক্ত মানুষদের বন্দী করে তাঁদেরকে এই দুঃসহ জীবনের অন্তর্ভুক্ত ও বাজারজাত (Marketing) করে **দাসপ্রথার প্রসার ঘটিয়েছিলেন**, তা আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় অত্যন্ত স্পষ্ট - যার আলোচনা গত পর্বে করা হয়েছে। "দাসপ্রথার" ওপর মুহাম্মদ ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইসলামের অবদানকে যদি আমরা এক বাক্যে প্রকাশ করা হয়, তবে তা হবে এই:

"অবিশ্বাসী জনপদের মুক্ত মানুষদের জোরপূর্বক বন্দী করে ধরে নিয়ে এসে তাঁদেরকে দাস-দাসী রূপে রূপান্তর, সরবরাহ ও বাজারজাত করার মাধ্যমে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ দাসপ্রথার উন্নতি ও প্রসারে অভূতপূর্ব অবদান রেখেছিলেন।"

মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খ্রিষ্টাব্দ), আল-তাবারী (৮৩৯ -৯২৩ খ্রিষ্টাব্দ), আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খ্রিষ্টাব্দ) প্রমুখ আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকরা 'খায়বার যুদ্ধ' উপাখ্যানের পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের যে প্রাণবন্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন, তা মুহাম্মদের মদিনা জীবনের অসংখ্য নৃশংসতার আর একটি উদাহরণ হিসাবে ইসলামের ইতিহাসেই পাতায় সাক্ষ্য হয়ে আছে। এই অমানুষিক নৃশংস ঘটনার সবচেয়ে বিস্তারিত বর্ণনা (পর্ব-১৩৪) লিপিবদ্ধ করছেন আল-ওয়াকিদি, তাঁর "কিতাব আল-মাগাজি' গ্রন্থে।

আল-ওয়াকিদির (৭৪৮-৮২২ খ্রিষ্টাব্দ) অব্যাহত বর্ণনার পুনরারম্ভ: [1] [2] [3]
পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ১৪০) পর:

'কিনানা ইহুদিদের মধ্যে থেকে শামাখ নামের এক ব্যক্তির মাধ্যমে আল্লাহর নবীর কাছে যে-বার্তা পাঠায়, তা হলো, "আমি কি তোমার কাছে আসতে পারি ও কথা বলতে পারি?" যখন শামাখ আসে, মুসলমানরা তাকে আল্লাহর নবীর কাছে নিয়ে আসে ও সে তাঁকে অভিবাদন জানায় ও তাঁকে কিনানার বার্তাটি শোনায়, তিনি তার প্রতি ছিলেন সদয়। একদল ইহুদির সঙ্গে কিনানা আসে ও আল্লাহর নবীর সঙ্গে তাঁর চুক্তি মোতাবেক

ও তাঁর শর্ত অনুযায়ী শান্তি স্থাপন করে। ইবরাহিম যা বলেছে, তা হলো, ধনুক ও যুদ্ধাস্ত্রগুলোর মালিক ছিল আবু আল-হুকায়েকের পরিবারের ও তারা এগুলো বাইরের আরবদের কাছে ভাড়া দিয়েছিলো। তারা তাদের অলংকারগুলোও বাইরে আরবদের কাছে ভাড়া দিয়েছিলো। তারা ছিলো মদিনার সবচেয়ে খারাপ ইহুদি।----- ইবনে আবি আল-হুকায়েক সেখানে আসে ও আল্লাহর নবীর সাথে যে-চুক্তিটি করে তা হলো,

[১] তিনি দুর্গ মধ্যে অবস্থিত সৈন্যদের হত্যা করবেন না ও তাদের সন্তানদের ছেড়ে দেবেন।

[২] তারা তাদের যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ, যেমন সোনা, রূপা, তূণী, অস্ত্রশস্ত্র ও তাদের পরিধানে ছাড়া যাবতীয় বস্ত্রসামগ্রী আল্লাহর নবীর কাছে পরিত্যাগ করে তাদের সন্তানদের নিয়ে খায়বার ও তার অঞ্চল থেকে চলে যাবে।

আল্লাহর নবী বলেন: যদি তুমি আমার কাছে কোনোকিছু গোপন করো, তবে আল্লাহ ও তার নবী তোমার নিরাপত্তার দায় পরিহার করবে। ইবনে আবি আল-হুকায়েক এ ব্যাপারে তাঁর প্রস্তাবে রাজি হয়। সম্পদগুলো হস্তগত করার জন্য আল্লাহর নবী লোক পাঠান ও একে একে তা হস্তগত করেন। অস্থাবর সম্পদ ও অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করার জন্য তিনি লোক পাঠান ও সেগুলো তিনি তার নিজের কাছে রাখেন। তিনি যা হস্তগত করেন, তার মধ্যে ছিলো একশত বর্ম আবরণ, চার শত তরবারি, এক হাজার বর্শা ও পাঁচ শত ধনুক ও তার তূণী। আল্লাহর নবী কিনানা বিন আবি আল-হুকায়েক-কে আবু আল-হুকায়েকের পরিবারের অর্থ-ভাণ্ডার, তাদের সর্বপ্রকার অলংকার ও উটের চামড়ার থলিতে যা ছিল, সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। এগুলোর ছিলো তাদের আভিজাত্যের পরিচিতি। যখন মক্কায় কোনো বিবাহ উৎসব হতো, তারা তার জন্য তাদের কাছে আবেদন করতো, অতঃপর এই অলংকারগুলো তাদের কাছে এক মাস যাবত রাখার

জন্য ধার দেওয়া হতো। এই অলংকারগুলো আবু আল-হুকায়েক-এর পরিবারের এক প্রধান থেকে আরেক প্রধানের কাছে গচ্ছিত থাকতো।

সে জবাবে বলে, "হে আবু আল-কাসেম, আমাদের যুদ্ধের সময় আমরা তা খরচ করে ফেলেছি ও সেগুলোর কোনোকিছুই আর অবশিষ্ট নেই। আমরা এই রকম একটি দিনের লোকসান বাঁচানোর জন্য তা করেছি। যুদ্ধ ও যোদ্ধাদের খোরাক সরবরাহ কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি।" তারা এ বিষয়ে শপথ করে, তাদের শপথ নিশ্চিত করে ও তা প্রতিষ্ঠার আপ্রাণ চেষ্টা করে। আল্লাহর নবী তাকে বলেন, "এটি যদি তোমার কাছ থেকে খুঁজে পাওয়া যায়, তবে আল্লাহ ও তার নবী তোমার নিরাপত্তা প্রত্যাখ্যান করবে।" সে তাতে রাজি হয়। অতঃপর আল্লাহর নবী বলেন, "তোমার সমস্ত সম্পদ আমি হস্তগত করেছি, তোমার জীবন এখন আমার হাতে ও তোমাকে রক্ষা করার কেউ নেই।” সে বলে, "হ্যাঁ।" অতঃপর আল্লাহর নবী আবু বকর, উমর, আলী ও দশ জন ইহুদিকে এই চুক্তির সাক্ষী রাখেন।

ইহুদিদের মধ্যে থেকে এক লোক কিনানা বিন আবি আল-হুকায়েক-এর কাছে আসে ও বলে, "মুহাম্মদ যার খোঁজ করছে, তা যদি তোমার কাছে থাকে, কিংবা তার হদিস যদি তোমার জানা থাকে, তবে তাকে জানাও; কারণ তাহলে তুমি নিশ্চয়ই তোমার জীবন রক্ষা করতে পারবে। যদি তা না করো, আল্লাহর কসম, সেটি তার দৃষ্টিগোচর হবে। সে অন্যান্য অনেক বিষয়ে জানতে পেরেছে, যা আমরা জানতাম না।" ইবনে আবি আল-হুকায়েক তাকে ধমক দেয় ও ইহুদিটি সরে দাঁড়ায় ও বসে পড়ে।

অতঃপর আল্লাহর নবী **থালাবা বিন সাললাম** বিন আবি আল-হুকায়েক-কে তাদের এই ধন ভাণ্ডার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন, সে ছিল এক দুর্বল প্রকৃতির লোক। সে জবাবে বলে, "আমি একমাত্র যেটুকু জানি, তা হলো, প্রতিদিন সকালে আমি কিনানা-কে এই ধ্বংসাবশেষগুলোর আশেপাশে যেতে দেখতাম," ও সে সেই ধ্বংসাবশেষ এর দিকে

আঙুল দিয়ে দেখায়; "যদি কোনোকিছু থাকেও, তা সে মাটি চাপা দিয়ে রাখে, তা সেখানে আছে।"

যখন আল্লাহর নবী নাটা দখল করেছিলেন, কিনানা বিন আবি আল-হুকায়েক অনুধাবন করেছিলেন যে, ধ্বংস অনিবার্য। নাটার অধিবাসীদের পরাজিত করা হয়েছিল ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে। অতঃপর সে উটের চামড়া নির্মিত থলিতে করে অলংকারাদি নিয়ে ধ্বংসাবশেষের ওখানে গিয়েছিলো ও রাত্রিকালে মাটি খনন করে তা লুকিয়ে রেখেছিলো, যা কেউই দেখেনি। অতঃপর সে আল-কাতিবার ধুলাবালি দিয়ে তা মাটি সমান করে রেখেছিলো। এই ধ্বংসাবশেষগুলো সেই, প্রতিদিন সকালে যার চারপাশে থালাবা তাকে ঘোরাফেরা করতে দেখেছিলো।

আল্লাহর নবী আল-যুবায়ের বিন আল-আওয়াম ও একদল মুসলমান কে থালাবার সঙ্গে ঐ ধ্বংসাবশেষের উদ্দেশ্যে পাঠান। যে স্থানটি থালাবা দেখায়, সে সেখানে খনন করে তার মধ্য থেকে সেই ধনভাণ্ডার টেনে তোলেন। কিছু লোকে বলে: প্রকৃতপক্ষে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তার নবীকে এই ধনভাণ্ডার প্রদর্শন করে। ধনভাণ্ডারটি বাইরে নিয়ে আসার পর, আল্লাহর নবী কিনানা-কে নির্যাতন করার জন্য আল-যুবায়েরকে হুকুম করেন, যতক্ষণে না সে তার কাছে যা কিছু আছে. তার সবকিছুর সন্ধান না জানায়। আল-যুবায়ের তাকে নির্যাতন করে: সে এক জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড নিয়ে তার কাছে এগিয়ে আসে ও তা তার বুকে বিদ্ধ করে। তারপর আল্লাহর নবী হুকুম করেন যে, সে যেন তাকে মুহাম্মদ বিন মাসলামার কাছে হস্তান্তর করে, যাতে সে তার ভাইয়ের হত্যার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে হত্যা করে; মুহাম্মদ বিন মাসলামা তাকে হত্যা করে। তিনি হুকুম করেন যে অপর ইবনে আবি আল-হুকায়েক কে (কিনানার ভাই) ও যেন নির্যাতন করা হয় ও অতঃপর তাকে বিশর বিন আল-বারার কাছে হস্তান্তর করা হয়, যাতে সে তাকে হত্যা করতে পারে। কিছু লোক বলে যে, সে তার কল্লা কেটে ফেটেছিল। তারপর

আল্লাহর নবী অনুভব করেন যে, তাদের সম্পদের ওপর তাঁর অধিকার আছে, তিনি তাদের সন্তানদের বন্দী করেন।---' - অনুবাদ, টাইটেল, [**] ও নম্বর যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসে আল-ওয়াকিদি, মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা খায়বারের ইহুদিদের পরাস্ত ও বন্দী করার পর তাঁদের যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি হস্তগত করেন। আল-কাতিবা দখল করার পর অনন্যোপায় খায়বার জনপদবাসীদের পক্ষে কিনানা বিন আল-রাবি বিন আবুল হুকায়েক নামের এক লোক মুহাম্মদের কাছে তাদের প্রাণভিক্ষার আবেদন করেন। মুহাম্মদ তাঁর সাথে এই চুক্তিতে রাজি হন যে, যদি তাঁরা তাঁকে তাদের যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করে, তবে তিনি তাদেরকে হত্যা না করে তাঁদের সন্তানদের নিয়ে খায়বার ও তার আশেপাশের অঞ্চল থেকে বিতাড়িত হওয়ার সুযোগ দেবেন। খায়বারের জনগণের পক্ষে কিনানা বিন আল-রাবি বিন আবুল হুকায়েক মুহাম্মদের এই প্রস্তাবে রাজি হন। অতঃপর মুহাম্মদ কিনানা-কে তাঁর পরিবারের সঞ্চিত ধনভাণ্ডার তাঁর কাছে হস্তান্তর করার আদেশ করেন। পরিবারের এই সঞ্চিত ধনভাণ্ডার রক্ষার দায়িত্বে ছিলেন কিনানা। প্রত্যুত্তরে কিনানা মুহাম্মদকে জানায় যে, সেই ধনভাণ্ডারের কোনোকিছুই এখন আর অবশিষ্ট নেই, সবকিছু খরচ হয়ে গিয়েছে - যা ছিলো মিথ্যা। সত্য হলো, পরাজয় নিশ্চিত জেনে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা আল-কাতিবা আক্রমণ করার আগেই কিনানা তাঁদের পরিবারের এই ধনভাণ্ডারটি একটি ধ্বংসাবশেষের মধ্যে মাটি চাপা দিয়ে রেখেছিলেন ও প্রতিদিন সকালে তিনি এর আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতেন। থালাবা বিন সাললাম নামের কিনানার পরিবারেরই এক লোক সেই স্থানে কিনানার এই ঘোরাঘুরির বিষয়টি দেখে ফেলেছিলেন। পরবর্তীতে থালাবার সাহায্যে মুহাম্মদ এই গুপ্তধনটির সাক্ষাৎ পান ও তা হস্তগত করেন এবং এই অপরাধ ও কিনানার কাছ থেকে আরও তথ্য আদায় করার জন্য মুহাম্মদের আদেশে তাঁর অনুসারীরা এই লোকটি ও তাঁর ভাইকে অমানুষিক নির্যাতন ও হত্যা করেন। আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট, তা হলো, কিনানা বিন আল-রাবি বিন আবুল

হুকায়েক নামের এই লোকটির অপরাধ ছিলো এই যে, তিনি তার পরিবারের সঞ্চিত ধনভাণ্ডার মুহাম্মদের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন।

কে এই কিনানা বিন আল-রাবি বিন আবুল হুকায়েক?

কিনানা বিন আল-রাবি বিন আবুল হুকায়েক ছিলেন মদিনায় অবস্থিত বনি নাদির গোত্রের এক নেতা, যাদেরকে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা তাঁদের শত শত বছরের আবাসভূমি থেকে প্রায় একবস্ত্রে বিতাড়িত করেছিলেন। কী অপরাধে মুহাম্মদ এই গোত্রের সমস্ত মানুষকে মুহাম্মদ মদিনা থেকে বহিষ্কার করেছিলেন, তার বিস্তারিত আলোচনা **"বনি নাদির গোত্র উচ্ছেদ: শেষদৃশ্য!"** (পর্ব: ৭৫) পর্বে করা হয়েছে। মুহাম্মদের এই নৃশংসতার বৈধতা প্রদানে ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা যে অজুহাত সচরাচর হাজির করেন তা হলো,

১) কিনানা মিথ্যা বলেছিলেন

২) সে মুহাম্মদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে সেই চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করেছিলেন।

What a Joke!

>> অতর্কিত আক্রমণে এক বিস্তীর্ণ জনপদের লোকদের অমানুষিক নৃশংসতায় খুন, জখম ও বন্দী করে তাদের সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করছে একদল সন্ত্রাসী! তাঁদের স্ত্রী-কন্যা-মা-ভগ্নীদের বন্দী করে তাঁদেরকে রূপান্তরিত করছে যৌনদাসীরূপে। তাঁদেরকে পরাস্ত ও পর্যুদস্ত করার পর তাঁদেরকে বাধ্য করছে চুক্তি স্বাক্ষর করতে। এই অনন্যোপায় জনগোষ্ঠী জীবন বাঁচানোর তাগিদে করেছে এক চুক্তি। এমতাবস্থায় তাঁদের একজন তাঁদের নিজস্ব পরিবারের সঞ্চিত ধনভাণ্ডার এই ডাকাত সর্দারের কাছ থেকে রক্ষার প্রাণান্তকর চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে নির্যাতিত ও খুন হয়েছেন অমানুষিক নৃশংসতায়। এই পরিস্থিতিতে ডাকাত সর্দারের সেই অমানুষিক নৃশংসতার বৈধতার অজুহাত:

"কেন সেই লোকটি তথ্য গোপন করে ঐ ডাকাত সর্দারের কাছে থেকে তাঁদের সম্পত্তি রক্ষা করতে চেয়েছিলেন!"

আগেই বলেছি, যে সমস্ত ইসলাম অনুসারী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত বিভিন্ন অজুহাতে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের অমানবিক ও অমানুষিক নৃশংস বর্বরতার সপক্ষে নির্লজ্জ গলাবাজি করে চলেছেন, তাদের ও তাদের পরিবারকেও যদি অন্য কোন তথাকথিত কামেল-পীর-ফকির-গুরু-বাবাজী ও তার চেলা-চামুন্ডেরা একইরূপ অজুহাতে একইভাবে খুন ও দাস-দাসীতে রূপান্তর করে ভাগাভাগি করে নেন, তাহলেই, বোধ করি, তারা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবেন (পর্ব: ৫২)।

ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-ওয়াকিদির মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর মূল ইংরেজি অনুবাদ ইন্টারনেটে ***বিনামূল্যে ডাউনলোড লিঙ্ক:*** *তথ্যসূত্র [2] ও [3]।*

The detailed narrative of Al-Waqidi (continued): [1] [2] [3]

'Kinana sent a man from the Jews named Shammakh to the Prophet saying, "May I come to you and speak with you?" When Shammakh arrived, the Muslims brought him to the Prophet and he greeted him and he informed him of the Message of Kinana, and he was gracious to him. Kinana arrived with a group of Jews and made a peace with the Prophet in accordance with his agreement, and contracted with him according to his terms. Ibrahim said that the bow and weapons belonged to the family of Abu Al-Huqayq and they hired them out to the Arabs. Their Jewelry was also hired out to the Arabs. They were the most evil of the Jews of Yathrib. -----

Ibne Abi Al-Huaqayq came down and **made an agreement** with the Messenger of God, that he spare the blood of the soldiers who were in the fortress and leave their children from them. They set out from Khaybar and its land, with their children, and they relinquished all they possessed of property or land to the Messenger of God such as gold, silver, quivers, weapons, and cloth, except for the garments worn by the people. The Messenger of God said: The protection of God and His messenger is relinquished from you if you conceal anything from me. And Ibn Abi al-Huqayq agreed with him about that. The Messenger of God sent for the wealth and took it one by one. He sent for the chattels and the weapons and he kept them, and he found among the coats of mail a hundred coats, four hundred swords, a thousand spears, and five hundred bows with their quivers.

The Messenger of God asked KInana b. Abi Al-Huqayq about the treasure of the family of Abu al-Huqayq, and the jewelry from their Jewelry, and what there was of the skin of the camel. Their nobility was known by it. When there was a wedding in Mecca they would approach them; and the Jewelry would be loaned to them for a month when it would be with them. The Jewelry was with the one lord after the other from the family of Abu al-Huqayq.

He replied, "O Abu al-Qasim, we spent it during our war and there does not remain anything from it. We saved it for such a day as this. The war and provisions for the warriors left nothing behind." They took an oath about that, and they affirmed their oath, and they strove. The Messenger of God said to him, "The protection of God and His prophet will be denied

you if it is discovered with you." And he agreed. Then the Messenger of God said, "All that I took from your property and your blood is released to me, and there will be no protection for you!" He said, "Yes." Then the Messenger of God asked Abu Bakr, Umar, Ali and ten Jews to witness the agreement.

A man from the Jews went to Kinana b. Abi al-Huqayq and said, "If you have what Muhammad is seeking from you or you know of it, inform him, for surely you will protect your blood. If not, by God, it will appear to him. He has come to know about other things we did not know." Ibn Abi al-Huqayq scolded him, and the Jew stepped aside and sat down. Then the Messenger of God asked Thalaba b Sallam b Abi al-Huqayq, who was a weak man, about their treasure. He replied, "I only know that I used to see Kinana, every morning, go around these ruins," and he pointed to the ruins, "if there was something and he buried it, it is in there." Kinana b Abi al-Huqayq had, when the Messenger of God was successful over Nata, ascertained the destruction. The people of Nata were taken by fear, and he went with the skin of the camel containing their Jewelry, and he dug for it in the ruins by night and no one saw him. Then he leveled it with the dust of al-Katiba. These were the ruins that Thalaba saw him go around every morning.

The prophet sent al-Zubayr b. al-Awwam and a group of Muslims with Thalaba to those ruins. He dug where Thalaba showed him, and he pulled out from it that treasure. Some say: Indeed, God most high showed His messenger that treasure. When the treasure was taken out, the Messenger of God commanded al-Zubayr to hurt Kinana b Abi al-Huqayq until he

revealed all that he had with him. Al-Zubayr hurt him: he came to him with a firebrand and pierced him in his chest. Then the Messenger of God commanded that he hand him to Muhammad b Maslama to kill him for his brother, and Muhammad b Maslama killed him. He commanded that the other Ibn Abi al-Huqayq (the brother of Kinana) also be tortured and then handed over to the care of Bishr b al-Bara to be killed by him. Some say that he cut of his head. After that the Messenger of God felt he had the right to their property and imprisoned their children.'---

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৬৭০-৬৭৩; **ইংরেজি অনুবাদ:** Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩৩০-৩৩১
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[2] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫১৫
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[3] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৮২-১৫৮৩
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp

১৪২: খায়বার যুদ্ধ-১৩: মুহাম্মদ (সাঃ) এর উদারতা ও সহানুভূতি!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – একশত ষোল

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীরা অমানুষিক নৃশংসতায় আদি মদিনাবাসী বনি নাদির গোত্রের (পর্ব: ৫২) যে সমস্ত মানুষকে তাঁদের শত শত বছরের পৈত্রিক ভিটে-মাটি থেকে প্রায় এক বস্ত্রে বিতাড়িত করেছিলেন (পর্ব: ৭৫), অনন্যোপায় হয়ে তাঁদের কিছু লোক আশ্রয় নিয়েছিলেন খায়বারে। কিনানা বিন আল-রাবি নামের তাঁদেরই এক গোত্রনেতাকে মুহাম্মদ কী কারণে অমানুষিক নৃশংসতায় নির্যাতন ও খুন করার আদেশ জারি করেছিলেন, তার বিস্তারিত আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

আবু আল-হুকায়েকের পরিবারের অর্থ-ভাণ্ডার, তাদের সর্বপ্রকার অলংকার ও উটের চামড়ার থলিতে তাঁদের যে গুপ্তধনগুলো মুহাম্মদের করাল গ্রাস থেকে কিনানা রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন, তা মুহাম্মদের কাছে নিয়ে আসা হয়। কী ছিল সেই সম্পদ?

আল-ওয়াকিদির (৭৪৮-৮২২ খ্রিষ্টাব্দ) অব্যাহত বর্ণনার পুনরারম্ভ: [1]
পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ১৪১) পর:

'আল্লাহর নবীর কাছে নিয়ে আসা ও তাঁর সম্মুখে রাখা উটের চামড়ার থলিতে কী ছিল, তা যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাঁদের একজনের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে হিলাল

বিন উসামা হইতে > খালিদ বিন রাবিয়া বিন আবি হিলাল আমাকে বলেছেন। ভেতরে যা ছিল, তার অধিকাংশই হলো:

[১] সোনার ব্রেসলেট ও চুড়ি,
[২] সোনার নূপুর, গলার হাড় ও কানের দুল,
[৩] মণি দিয়ে তৈরি অঙ্গুলি রিং, যা সোনা দিয়ে তিলকিত করা।

আল্লাহর নবী মণি-রত্নের বিন্যাস দেখেন ও সেগুলো তাঁর কিছু পরিবার সদস্যদের দান করেন, আয়েশা অথবা তাঁর কন্যাদের মধ্যে একজনকে। সে তা গ্রহণ করে, কিন্তু দিনের এক ঘণ্টার বেশি তা তার কাছে না রেখে যাদের প্রয়োজন আছে তাদের ও বিধবা মহিলাদের মধ্যে তা বিতরণ করে। কিছু জিনিস খরিদ করে আবু আল-শালম। যখন সন্ধ্যা হয়, তখন আল্লাহর নবী তাঁর বিছানায় আসেন কিন্তু ঘুমাতে পারেন না। পরদিন প্রত্যুষে নাস্তার সময় তিনি আয়েশার কাছে আসেন - যদিও সেই রাতটি আয়েশার ভাগের রাত ছিল না - অথবা আসেন তাঁর কন্যার কাছে, ও বলেন, "মণি-রত্নগুলো ফেরত দাও, কারণ এগুলো প্রকৃতপক্ষে আমার জন্য নয় ও তোমার এতে কোনো অধিকার নেই।" সে তা দিয়ে কী করেছে, তা তাঁকে জানায়। তিনি আল্লাহর প্রশংসা আদায় করেন, অতঃপর ফিরে যান।

সাফিয়া বিনতে হুয়েই যা বলতো, তা হলো: গলার সেই হারগুলো ছিলো কিনানার কন্যাদের জন্য। কিনানা বিন আবি আল-হুকায়েক সাফিয়া-কে বিবাহ করেছিল। কাতিবা আগমনের পূর্বেই আল্লাহর নবী তাকে [সাফিয়া] বন্দী করেন। আল্লাহর নবী তাকে নিয়ে আসার জন্য বেলালকে তার ঘোড়াসহ পাঠান। যে লোকদেরকে হত্যা করা হয়েছিল, তাদের পাশ দিয়ে বেলাল তাকে ও তার কাজিন-কে নিয়ে আসে, কাজিন-টি **তীক্ষ্ণ আর্তনাদ** করে ওঠে। বেলাল যা করেছে, তা আল্লাহর নবী দারুণ অপছন্দ করেন।

তিনি বলেন, **"তোমার উদারতা কি লোপ পেয়েছে, যে-কারণে তুমি এক যুবতী মেয়েকে মৃত মানুষদের পাশ দিয়ে নিয়ে এসেছো?"** বেলাল বলে, "হে আল্লাহর নবী, আমি চিন্তা

করিনি যে, আপনি তা ঘৃণা করবেন। **তাদের লোকদের ধ্বংস হওয়ার দৃশ্য আমি তাকে দেখাতে চেয়েছিলাম।"** আল্লাহর নবী মেয়েটিকে বলেন, "এ কেবল এক শয়তান।"

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা: [2] [3]

'যখন আল্লাহর নবী বানু আবুল হুকায়েকের মালিকানাধীন আল-কামুস দুর্গটি জয় করেন, সাফিয়া বিনতে হুয়েই বিন আকতাব-কে অন্য এক মহিলার সঙ্গে তাঁর কাছে হাজির করা হয়। বেলাল ছিল সেই লোক, যে তাদের কে নিহত ইহুদিদের পাশ দিয়ে নিয়ে এসেছিলো; অতঃপর সাফিয়ার সঙ্গের মহিলাটি যখন তাদেরকে দেখে, সে তীক্ষ্ণ চিৎকার শুরু করে, নিজ গালে চপেটাঘাত করে ও তার মাথার ওপর ধুলাবালি ছিটায়। যখন আল্লাহর নবী তাকে দেখেন, তিনি বলেন, **"এই ডাইনিকে আমার কাছ থেকে দূরে সরাও (Take this she-devil away from me)।"** তিনি হুকুম করেন যে, সাফিয়াকে যেন তাঁর পেছনে রাখা হয় ও তিনি তাঁর ঢিলা বড় জামাটা তার ওপর নিক্ষেপ করেন, যাতে মুসলমানরা জানতে পারে যে, তিনি তাঁকে তাঁর নিজের জন্য পছন্দ করেছেন।

আমি শুনেছি, যখন ইহুদি মহিলাটি এমন আচরণ করেছিলেন, তখন আল্লাহর নবী বেলালকে বলেছিলেন, "বেলাল, **এই দুই মহিলাকে তাদের মৃত স্বামীদের পাশ দিয়ে যখন নিয়ে আসছিলে, তখন তোমার কী কোন সহানুভূতি হয়নি?"**

- অনুবাদ, টাইটেল, [**] ও নম্বর যোগ - লেখক।

>>> মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-ওয়াকিদি ও আল-তাবারীর ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, কিনানা বিন আবি আল-হুকায়েক ছিলেন সাফিয়া বিনতে হুয়েই বিন আখতাবের স্বামী ও তাঁদের সম্পদগুলোর মধ্য থেকে মুহাম্মদ যে গলার হারগুলো হস্তগত করেছিলেন, সেই হারগুলো ছিল কিনানার **কন্যাদের জন্য**। কিনান-কে নির্যাতন ও খুন ও তাঁদের সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি হস্তগত করার পর মুহাম্মদ সাফিয়া ও তাঁর কাজিনকে তাঁর কাছে ধরে নিয়ে আসার জন্য বেলালকে আদেশ করেন।

মুহাম্মদের নির্দেশে তাঁর অনুসারীরা খায়বারের নিরপরাধ জনগণের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে অমানুষিক নৃশংসতায় যাদেরকে হত্যা করেছিলেন, বেলাল সেই মৃতদেহগুলোর পাশ দিয়ে সাফিয়া ও তাঁর কাজিন-কে নিয়ে আসে। এই বীভৎসতা দৃশ্যে সাফিয়ার কাজিন তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুরু করে, নিজ গালে চপেটাঘাত করে ও তার মাথার ওপর ধুলাবালি ছিটিয়ে বিলাপ ও ক্রন্দন শুরু করে। মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনায় যা আমরা জানতে পারি, তা হলো, যখন এই আর্তনাদগ্রস্ত মহিলাটিকে মুহাম্মদের কাছে ধরে নিয়ে আসা হয়, তখন মুহাম্মদ বলেন, **"এই ডাইনিকে আমার কাছ থেকে দূরে সরাও!"** ও অতঃপর তিনি তাঁর জামাটি সাফিয়ার ওপর নিক্ষেপ করে মুসলমানদের জানিয়ে দেন যে, সাফিয়াকে তিনি পছন্দ করেছেন।

আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত আল-ওয়াকিদির বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে **বেলাল আশা করেছিলেন যে, তার এই কর্মটি মুহাম্মদ ঘৃণা করবেন না।** কিন্তু, মুহাম্মদ তা অপছন্দ করেন ও বেলালের কাছে প্রশ্ন রাখেন, মৃত স্বামীদের পাশ দিয়ে তাঁদেরকে নিয়ে আসার সময় বেলালের কোনো সহানুভূতি হয়েছিলো কি না। বদর যুদ্ধে বেলাল তার প্রাক্তন মনিব উমাইয়া বিন খালাফ ও তাঁর ছেলে আলী-কে কী অমানুষিক নৃশংসতায় খুন করেছিলেন তার বিস্তারিত আলোচনা 'বদর যুদ্ধ: নৃশংস যাত্রার সূচনা (পর্ব: ৩২)' পর্বে করা হয়েছে।

প্রশ্ন হলো:

“খায়বার যুদ্ধ উপাখ্যানের সকল ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনায় কোন ব্যক্তিটিকে অধিক উদারতা ও সহানুভূতি বিবর্জিত ব্যক্তি হিসাবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে?”

খায়বারের নিরপরাধ জনপদবাসীদের আক্রমণ, খুন, জখম, তাঁদের সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি লুট ও তাঁদের বন্দী করে দাস ও যৌন-দাসীতে রূপান্তরিত করার

পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নকারী অধিনায়ক (mastermind and leader) মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ? নাকি তাঁর অনুগত অনুসারী হযরত বেলাল (রাঃ)?

বিচারের ভার পাঠকদের ওপরই ছেড়ে দিলাম।

ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-ওয়াকিদির মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর মূল ইংরেজি অনুবাদ ইন্টারনেটে ***বিনামূল্যে ডাউনলোড লিঙ্ক:*** *তথ্যসূত্র [2] ও [3]।*

The detailed narrative of Al-Waqidi (continued): [1]

'Khalid b Rabia b Abi Hilal related to me from Hilal b Usama from one of those who observed what was in the skin of the camel, which was brought and laid before the Messenger of God. Most of it consisted of bracelets and bangles of gold, anklets, necklaces and earings of gold, a string of gems and emeralds, rings of gold, toe rings of onyx of Zafar dappled with gold. The Messenger of God saw an arrangement of Jewelery and gave it to some of his family, either to Aisha or one of his daughters. She accepted it but did not keep it for more than an hour of the day, when she divided it among the people of need and the widows. Abu al-Shalm bought bits of it. When it was evening the Messenger of God came to his bed and could not sleep. The next morning at breakfast he came to Aisha – though it was not her night – or to his daughter, and said, "Return the Jewelry for indeed it is not for me, and you have no right to it either." She informed him of what she had done with it. He praised God and went back.

Safiyya bt Huyayy used to say: That was the necklace for the daughter of Kinana. Safiyya was married to Kinana b Abi al-Huqayq. The Messenger of

God had taken her prisoner before he reached al-Katiba. The Messenger of God sent her with Bilal to his ride. Bilal passed by the killed with her and her cousin, and her cousin screamed. The Messengr of God detested what Bilal did. He said, "Has graciousness left you that you take a young girl past the dead?" Bilal said, **"O Messenger of God, I did not think that you would hate that.** I wanted her to see the destruction of her people." The Messenger of God said to the Girl, "This is only a devil."

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৬৭৩-৬৭৪; ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩৩১
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[2] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫১৪-৫১৫
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[3] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৮১-১৫৮২
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp

১৪৩: খায়বার যুদ্ধ-১৪: সাফিয়ার স্বপ্নদর্শন বিবাহ ও দাসত্বমোচন!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – একশত সতের

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর ফুপাত ভাই (সাফিয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র [পর্ব: ১২]) আল-যুবায়ের বিন আল-আওয়ামের মাধ্যমে অমানুষিক নৃশংসতায় কিনানা বিন আবি আল-হুকায়েক-কে নির্যাতন ও মুহাম্মদ বিন মাসলামা (পর্ব: ৪৮) নামের আর এক অনুসারীর মাধ্যমে খুন করার পর তাঁর কোন অনুসারীকে কিনানা পত্নী সাফিয়া বিনতে হুয়েই বিন আখতাব ও তাঁর এক কাজিন-কে ধরে নিয়ে আসার আদেশ জারি করেছিলেন; কী ধরনের মনোভাবের বশবর্তী হয়ে তাঁর সেই অনুসারী সদ্য খুন হওয়া এই দুই মহিলার স্বামী ও খায়বারের অন্যান্য যে-লোকদের মুহাম্মদের নির্দেশে তাঁর অনুসারীরা নৃশংসভাবে হত্যা করেছিলেন, তাদের পাশ দিয়ে এই দুই তরুণীকে মুহাম্মদের কাছে ধরে নিয়ে এসেছিলেন; তাঁদেরকে ধরে নিয়ে আসার প্রাক্কালে পথিমধ্যে কী ঘটনাটি ঘটেছিলো; যখন তাঁদেরকে মুহাম্মদের সম্মুখে ধরে নিয়ে আসা হয়েছিলো, তখন মুহাম্মদ সাফিয়ার এই কাজিনকে কী ভাষায় সম্বোধন করেছিলেন; কী কারণে মুহাম্মদ তাঁর সেই অনুসারীকে মৃদু ভৎর্সনা করেছিলেন - ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

আল-ওয়াকিদির (৭৪৮-৮২২ খ্রিষ্টাব্দ) অব্যাহত বর্ণনার পুনরারম্ভ: [1]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ১৪২) পর:

'দিহায়া আল-কালবি সাফিয়া-কে দেখতে পায় ও তাকে পাওয়ার জন্য সে আল্লাহর নবীর কাছে অনুরোধ করে। যা বলা হয়, তা হলো এই যে, তিনি ধৃত বন্দিনীদের একজন-কে তাকে দেওয়ার ওয়াদা করেন। তিনি সাফিয়ার কাজিন-কে তাকে দান করেন। [5]

আবু আল-কেইন আল-মুযাননির কন্যা হইতে > আবু হারমালার বোন উম্মে আবদুল্লাহ হইতে > আবু হারমালা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ইবনে আবি সাবরা আমাকে বলেছেন, তিনি যা বলেছেন: আল্লাহর নবীর পত্নীদের মধ্যে আমি তাঁর যে পত্নীর সাথে ঘনঘন সাক্ষাত করতাম তিনি হলেন সাফিয়া। তিনি আমাকে বলেছেন তাঁর লোকজনদের কথা ও তিনি তাদের কাছে যা শুনেছেন, সেই সব কথা। তিনি আমাকে যা বলেছেন তা হলো:

'যখন আল্লাহর নবী আমাদেরকে বহিষ্কার করেন [পর্ব: ৫২], তখন আমরা মদিনা থেকে যাত্রা করি [পর্ব: ৭৫] ও খায়বারে এসে বসতি স্থাপন করি। কিনানা বিন আবি আল-হুকায়েক আমাকে বিবাহ করে ও আল্লাহর নবী এখানে আসার আগে কিছুদিনের জন্য সে ছিল আমার স্বামী। সে আমাকে সুলালিম এর দুর্গে স্থানান্তর করে, সেখানে আমে নিদ্রামগ্ন অবস্থায় যা দেখি, তা হলো - মদিনা থেকে চাঁদটি আমাদের অভিমুখে এসেছে ও তা আমার কোলের ওপর পতিত হয়েছে। আমি তা আমার স্বামী কিনানার কাছে উল্লেখ করি, সে আমার চোখে আঘাত করে ও তা সবুজ বর্ণ ধারণ করে। যখন আমি আল্লাহর নবীর কাছে আসি, তখন তিনি তা দেখেন ও বিষয়টি আমার কাছে জানতে চান, আমি তাঁকে তা অবহিত করাই। [2] [3]

তিনি [সাফিয়া] যা বলেছেন: ইহুদিরা তাদের সন্তানদের নাটার দুর্গগুলো থেকে খালি করে নিয়ে আসে ও তাদেরকে রাখে আল-কাতিবায়। যখন আল্লাহর নবী খায়বারে এসে

নাটার দুর্গগুলো দখল করে নেয় [পর্ব: ১৩৮], কিনানা আমার কাছে আসে ও বলে, "মুহাম্মদ নাটা দখল করা শেষ করেছে ও এখানে একজন যোদ্ধাও নেই।" নাটার জনগণদের হত্যা করার প্রাক্কালে ইহুদিদের হত্যা করা হয়েছিল, আরবরা আমাদেরকে বিশ্বাস করেনি।

কিনানা আমাকে স্থানান্তরিত করে নিয়ে আসে আল-নিযার দুর্গে [পর্ব: ১৩৯]। আল্লাহর নবী আল-কাতিবা অগ্রসর হওয়ার আগে আমাদের কাছে আসেন। আল্লাহর নবী আল-কাতিবা [পর্ব: ১৪০] পৌঁছার আগেই আমাকে আল-নিযার দুর্গ থেকে বন্দী করেন। আল্লাহর নবী আমাকে নিয়ে আসার জন্য ঘোড়া পাঠান, অতঃপর তিনি সন্ধ্যার সময় আমাদের কাছে আসেন ও আমাকে ডেকে পাঠান। আমি নম্রভাবে অবগুণ্ঠিত অবস্থায় আসি ও তাঁর সম্মুখে বসে যাই। তিনি বলেন, "যদি তুমি তোমার ধর্মে বহাল থাকো, আমি সে জন্য তোমাকে বল প্রয়োগ করবো না; কিন্তু তুমি যদি আল্লাহ ও তার রসুলের ধর্ম পছন্দ করো, তবে সেটাই হবে তোমার জন্য অধিক মঙ্গলজনক।"

সাফিয়া বলেছেন: আমি আল্লাহ ও তার রসুল ও ইসলাম ধর্ম মনোনীত করি; অতঃপর আল্লাহর নবী আমাকে মুক্ত করেন, বিবাহ করেন ও তিনি আমার দাসত্ব-মোচন ও দাম্পত্য মূল্য নির্ধারণ করেন। [5] [6]

যখন আল্লাহর নবী মদিনায় ফিরে আসা মনস্থ করেন, তাঁর অনুসারীরা বলে, "সে কি তাঁর পত্নী, নাকি তাঁর রক্ষিতা, তা আমরা আজ যা জানতে পারবো। যদি সে তাঁর পত্নী হয়, তবে তিনি তাকে অবগুণ্ঠিত করবেন; যদি তিনি তা না করেন তবে সে হলো তাঁর রক্ষিতা।" [7] [8]

আল্লাহর নবী যখন যাত্রা শুরু করেন, তিনি আদেশ করেন, আমি যেন অবগুণ্ঠিত হই এবং সবাই যা জানতে পারে, তা হলো - আমি তাঁর পত্নী। তিনি তাঁর ঊরুটি সামনে রাখেন ও আমি আমার পা সেটার ওপর রেখে অশ্বারোহণ করি। আমি তাঁর পত্নীদের

দ্বারা যে কারণে পীড়িত হই, তা হলো - তারা আমাকে নিচু চোখে দেখে ও বলে, "এই যে ইহুদি কন্যা।" তবে আমি যা দেখতাম, তা হলো এই যে, আল্লাহর নবী আমার প্রতি ছিলেন সদয় ও উদার। একদিনের কথা, যখন তিনি আমার সাক্ষাতে এসেছিলেন, আমি কাঁদছিলাম। তিনি বলেন, "তোমার কী হয়েছে?" আমি বলি, "আপনার পত্নীরা আমাকে নিচু চোখে দেখে ও বলে, "এই যে ইহুদি কন্যা।" সে [সাফিয়া] বলেছে: আল্লাহর নবী রাগান্বিত হন। তিনি বলেন, "যখন তারা তোমাকে এভাবে বলে অথবা তাচ্ছিল্য করে, তুমি বলো, 'আমার বাবা হলো হারুন ও আমার আঙ্কল হলো মুসা।'"---

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা: [2] [3]

'ইতিমধ্যে কিনানা বিন আল-রাবি বিন আবুল হুকায়েকের পত্নী থাকা অবস্থায় সাফিয়া যে-স্বপ্নটি দেখে, তা হলো - চাঁদটি তার কোলের ওপর এসে পড়তে যাচ্ছে; সে তার স্বামীকে তা বলে, সে বলে, **"এর সরল অর্থ হলো এই যে, তুমি হিজাযের রাজা মুহাম্মদের জন্য লালায়িত** (This simply means that you covet the king of the Hijaz, Muhammad)।" সে তার মুখে এমনভাবে ঘুষি মারে যে, তার চোখ কালো হয়ে যায়। যখন তাকে আল্লাহর নবীর কাছে নিয়ে আসা হয়, তখনও সেই দাগটি তার ছিলো; যখন তিনি তা কী কারণে ঘটেছে তা জানতে চান, সে তাঁকে ঘটনাটি বলে।" ---

ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনা:

সহি বুখারী: ভলিউম ৫, বই ৫৯, হাদিস নম্বর ৫২২

'আনাস বিন মালিক হইতে বর্ণিত: আমারা খায়বারে আগমন করি, যখন আল্লাহ তার নবীকে দুর্গের দরজা উন্মুক্ত করতে সাহায্য করে, **নববধূ থাকা অবস্থায় যার স্বামীকে খুন করা হয়েছিল**, সেই সাফিয়া বিনতে হুয়েই বিন আখতাবের সৌন্দর্যের খবর আল্লাহর নবীকে অবহিত করানো হয়। **আল্লাহর নবী তাকে তাঁর নিজের জন্য মনোনীত করেন,**

তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করেন; যখন আমরা সিদ্দ-আস-সাহবা নামক স্থানে এসে পৌঁছোই, সাফিয়া তার রজ:স্রাবের (menses) মাধ্যমে শুদ্ধ হন; অতঃপর আল্লাহর নবী তাকে বিবাহ করেন। এক ছোট চামড়ার মাদুরে 'হাইস' (অর্থাৎ, 'আরবের এক ধরণের খাবার') এর আয়োজন করা হয়। অতঃপর আল্লাহর নবী আমাকে বলেন, "তোমার আশেপাশের লোকদের জন্য আমার দাওয়াত।" সুতরাং, সেটা ছিলো আল্লাহর নবী ও সাফিয়ার **বিয়ের ভোজ**। তারপর আমরা মদিনার দিকে অগ্রসর হই ও আমি প্রত্যক্ষ করি যে, আল্লাহর নবী তাঁর পোশাকের সাহায্যে তাঁর পেছন দিকে (তাঁর উটের ওপর) তার জন্য এক ধরনের গদি তৈরি করছেন। অতঃপর তিনি তাঁর উটের পাশে বসে পড়েন ও তাঁর হাঁটুটি এমনভাবে রাখেন যাতে সাফিয়া তার ওপরে পা রেখে (উটের ওপর) আরোহণ করতে পারে।‘ [4]

সহি বুখারী: ভলিউম ২, বই ১৪, হাদিস নম্বর ৬৮

‘আনাস বিন মালিক হইতে বর্ণিত: ------আল্লাহর নবী তাদের যোদ্ধাদের হত্যা করেন, তাদের সন্তান ও মহিলাদের বন্দী করেন। সাফিয়া-কে হস্তগত করে **দিহায়া আল-কালবি** ও পরবর্তীতে তাকে হস্তগত করে আল্লাহর নবী, যিনি তাকে বিবাহ করেন ও **তার [সাফিয়ার] বিবাহের মোহরানা ছিল দাসত্ব হতে মুক্তিদান’।** [5] [6]

সহি বুখারী: ভলিউম ৫, বই ৫৯, হাদিস নম্বর ৫২৩

'আনাস বিন মালিক হইতে বর্ণিত: আল্লাহর নবী খায়বার থেকে প্রত্যাবর্তন কালে সাফিয়া বিনতে হুয়েইয়ের সঙ্গে তিন দিন যাবত অবস্থান করেন, যেখানে তিনি তার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। সাফিয়া ছিল তাদের মধ্যে একজন, যাকে অবগুণ্ঠন ব্যবহার করার আদেশ জারি করা হয়েছিল।' [7] [8]

- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-ওয়াকিদি, আল-তাবারী ও ইমাম বুখারীর ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা যা জানতে পারি, তা হলো, সাফিয়া বিনতে হুয়েই বিন আখতাব নামের এই অসামান্য সুন্দরী মহিলাটির বিয়ে হয়েছিল মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের এই আগ্রাসী খায়বার আক্রমণের **অল্প কিছুদিন** পূর্বে। সদ্য বিবাহিত সতের বছর বয়সী এই সাফিয়ার স্বামী কিনানা বিন আল-রাবি বিন আবি আল-হুকয়েক-কে মুহাম্মদ কী কারণে অমানুষিক নৃশংসতায় নির্যাতন ও খুন করেছিলেন, তার বিস্তারিত আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে (পর্ব: ১৪২); সাফিয়ার স্বামী ও তাঁর অন্যান্য আত্মীয়স্বজন ও খায়বার জনপদবাসীদের আরও অনেককে খুন, জখম ও তাঁদের সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করার পর মুহাম্মদ তাঁদের স্ত্রী ও সন্তানদের বন্দী করে দাস ও যৌনদাসী রূপে রূপান্তরিত করেন। আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, সদ্য বিবাহিত এই সাফিয়া-কে যৌনদাসী হিসাবে **প্রথমে হস্তগত** করেছিলেন 'দিহায়া আল-কালবি নামের মুহাম্মদের এক অনুসারী। **পরবর্তীতে** যখন এই অসামান্য সুন্দরী সপ্তদশী তরুণীকে মুহাম্মদের কাছে ধরে নিয়ে আসা হয়, মুহাম্মদ তাঁর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে তাঁর নিজ যৌনদাসী (রক্ষিতা) হিসাবে মনোনীত করেন! পরিবর্তে তিনি দিহায়া-কে দান করেন সুফিয়ার কাজিনকে। অতঃপর মুহাম্মদ সাফিয়া-কে যে দু'টি বিকল্প প্রস্তাব দেন, তা হলো:

১) ইহুদি অবস্থায় তাঁর পূর্ব ধর্মে অবিরত থাকতে পারা - যার সরল অর্থ হলো, মুহাম্মদের যৌনদাসী ও রক্ষিতা হয়ে তাঁর বাকি সমস্ত জীবন অতিবাহিত করা; **অথবা,**

২) মুহাম্মদের বশ্যতা স্বীকার ও তাঁর ধর্মে দীক্ষা লাভ করে মুহাম্মদের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দাসত্বমুক্ত হয়ে মুহাম্মদের বহু পত্নীদের একজন হয়ে তাঁর সমস্ত জীবন কাটিয়ে দেওয়া।

মুহাম্মদ তাঁকে এও জানিয়ে দেন যে, তিনি তাঁর ওপর এ ব্যাপারে কোনো জোরজবরদস্তি করবেন না! সিদ্ধান্ত সাফিয়াকেই নিতে হবে: যৌনদাসী, নাকি তাঁর পত্নী ও দাসত্বমুক্ত জীবন - কোনো জোরজবরদস্তি নেই! বুদ্ধিমতী সাফিয়া মুহাম্মদের দ্বিতীয় প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। আদি উৎসের এই বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, মুহাম্মদের অনুসারীরা জানতেন না যে, সাফিয়া মুহাম্মদের কোন প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। তারা অপেক্ষা করে আছেন, তা জানার জন্য। তারা যা জানেন, তা হলো, যদি সাফিয়া অবগুণ্ঠিত অবস্থায় হাজির হন, তবে তিনি হলেন মুহাম্মদের পত্নী, আর যদি তিনি অবগুণ্ঠিত না থাকেন, তবে তিনি হলেন মুহাম্মদের রক্ষিতা। সাফিয়া-কে অবগুণ্ঠিত অবস্থায় দেখতে পেয়ে তারা নিশ্চিত হন যে, সাফিয়া মুহাম্মদের **"সেটাই হবে তোমার জন্য অধিক মঙ্গলজনক"** প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছেন। আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, সাফিয়া তাঁর এই কর্মের বিনিময়ে দাসত্বমুক্ত হতে পেরেছিলেন এবং এই **"দাসত্বমুক্তিই"** ছিল এই হতভাগ্য তরুণীটির বিবাহের মোহরানা (দাম্পত্য মূল্য)।

এই ঘটনাটি বর্ণনার মাধ্যমে ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা (অধিকাংশই না জেনে) দাবি করেন যে, সাফিয়ার প্রতি মুহাম্মদ কোনো জোরজবরদস্তি করেননি। কারণ সাফিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা ছিলো তিনি মুহাম্মদের কোন প্রস্তাবটি গ্রহণ করবেন। মুহাম্মদ-বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা আরও দাবি করেন যে, সাফিয়া স্ব-ইচ্ছায় মুহাম্মদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এই দাবির স্বপক্ষে তারা খায়বার যুদ্ধের 'সাফিয়া উপাখ্যানের' যে-বর্ণনাটি হাজির করেন, তা হলো - ওপরে বর্ণিত সাফিয়ার স্বপ্নদর্শন!

আল-ওয়াকিদির বর্ণনায় আমরা যা জানতে পারি, তা হলো, সদ্যবিবাহিত এই সপ্তদশী তরুণীটি এই ঘটনার আগে যে-স্বপ্নটি দেখেছিলেন, তা হলো, **"মদিনা থেকে চাঁদটি আমাদের অভিমুখে এসেছে ও তা আমার কোলের ওপর পতিত হয়েছে।"** আল-ওয়াকিদি তাঁর এই ঘটনার বর্ণনায় সাফিয়ার স্বামী কিনানার রেফারেন্সে "এই চাঁদ"-

এর কোনো অর্থ নির্ধারণ করেননি। অন্যদিকে, মুহাম্মদ ইবনে ইশাক তাঁর বর্ণনায় সাফিয়ার স্বামী কিনানার রেফারেন্সে 'এই চাঁদ'-এর অর্থ নির্ধারণ করেছেন এই বলে, **"এর সরল মানে হলো এই যে, তুমি হিজাযের রাজা মুহাম্মদের জন্য লালায়িত।"** মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের এই বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা দাবি করেন যে, সাফিয়া মুহাম্মদের জন্য ছিলেন লালায়িত ও তিনি স্ব-ইচ্ছায় মুহাম্মদকে পছন্দ করে মুহাম্মদের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এখানে কোনো জোরজবরদস্তি ছিলো না!

>> সাফিয়া বিনতে হুয়েই বিন আখতাব ছিলেন মদিনায় বংশ-বংশানুক্রমে অবস্থানরত বানু নাদির গোত্রের এক সদস্যা, এই ঘটনার মাত্র তিন বছর আগে (মার্চ, ৬২৫ সাল) যে-গোত্রের সমস্ত মানুষকে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা প্রায় এক বস্ত্রে বিনা দোষে জোরপূর্বক মদিনা থেকে উৎখাত করে তাঁদের সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ লুণ্ঠন করেছিলেন। তখন সাফিয়া ছিলেন ১৪ বয়সের অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু। এই ঘটনার প্রভাব সাফিয়ার শিশু মনে **'আনন্দ যুগিয়ে'** মুহাম্মদের প্রতি আকৃষ্ট করেছিলো, এমন চিন্তা, বোধ করি, কোনো উন্মাদেও করবে না। এই সেই সাফিয়া বিনতে হুয়েই বিন আখতাব, এই ঘটনার মাত্র বছর খানেক আগে (মার্চ-এপ্রিল, ৬২৭ সাল) যার অসীম সাহসী পিতা হুয়েই বিন আখতাব কে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা গলা কেটে হত্যা করেছিলেন, বনি কুরাইজার গণহত্যার দিনটিতে! সাফিয়ার পিতা বনি নাদির গোত্র নেতা **হুয়েই বিন আখতাব** ইচ্ছে করলেই ঐ দিন তাঁর জীবন বাঁচাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে, খন্দক যুদ্ধ শেষে তাঁর গোত্রের লোকদের কাছে ফিরে না গিয়ে, মৃত্যু অবধারিত জেনেও, বনি কুরাইজার গোত্রের লোকেরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে মিত্রবাহিনীকে কোনোরূপ সাহায্য না করা সত্বেও (বিস্তারিত: পর্ব ৭৭-৮৬) বনি কুরাইজার লোকদের সাথে অবস্থান করেছিলেন, যার বিস্তারিত আলোচনা "যৌনাঙ্গের লোম গজানো সকল পুরুষকে খুন (পর্ব: ৯২)" পর্বে করা হয়েছে। তখন সাফিয়ার বয়স ছিলো ১৬ বছর! এই ঘটনার প্রভাব সাফিয়ার শিশু মনে 'আনন্দ যুগিয়ে' মুহাম্মদের প্রতি আকৃষ্ট

করেছিলো, এমন চিন্তা, বোধ করি, শুধুমাত্র বদ্ধ উন্মাদের পক্ষেই করা সম্ভব! নিজ পিতার হত্যাকারী সেই মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর সাঙ্গদের নিয়ে এসেছেন আবারও তাঁদেরকে আক্রমণ, নির্যাতন, খুন ও বন্দী করে তাঁদের সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি লুট করতে! সদ্য বিবাহিত এই তরুণীর স্বামী ও অন্যান্য পরিবার সদস্যদের তারা খুন করেছেন অমানুষিক নৃশংসতায়! এই ঘটনার প্রভাব সাফিয়ার শিশু মনে 'আনন্দ যুগিয়ে' মুহাম্মদের প্রতি আকৃষ্ট করেছিলো, এমন চিন্তা এক **সীমাহীন তামাশা** ছাড়া আর কোনোভাবেই ব্যাখ্যা করার সুযোগ নেই!

শুধু তাইই নয়,

যে সময়টিতে মুহাম্মদের এই খায়বার আক্রমণটি সংঘটিত হয়েছিলো, সে সময়টিতে মুহাম্মদ কোনো "হিজাযের রাজা (king of the Hijaz)" ছিলেন না। তিনি ছিলেন খন্দক যুদ্ধে নাজেহাল ও বানু কুরাইজার গণহত্যার নায়ক! তিনি ছিলেন মাত্র মাস তিনেক আগে কুরাইশদের সঙ্গে অবমাননাকর "হুদাইবিয়া সন্ধি চুক্তি" স্বাক্ষর শেষে ফিরে আসা এক পরাজিত সৈনিক। এমত পরিস্থিতিতে সাফিয়ার স্বপ্ন দর্শনের সেই **"চাঁদ"**-কে তাঁর স্বামী "হিজাযের রাজা মুহাম্মদ" রূপে ব্যাখ্যা করেছিলেন, মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের এই উদ্ভট বর্ণনা আরব্য উপন্যাসের যাবতীয় উদ্ভট বর্ণনাকেও হার মানায়। কী কারণে শুধুমাত্র মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের খায়বার হামলা উপাখ্যানের বর্ণনাটি পড়ে খায়বারের জনপদ-বাসীদের ওপর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের নৃশংসতার ধারনা পাওয়া সম্ভব নয়, তার আলোচনা "রক্তের হোলি খেলা - 'নাইম' দুর্গ দখল (পর্ব:১৩৪)!" পর্বে করা হয়েছে।

>> ইমাম বুখারীর ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে খায়বার বিজয় শেষে মদিনা প্রত্যাবর্তন কালে **"সাফিয়া তার রজ:স্রাবের মাধ্যমে শুদ্ধ হন; অতঃপর আল্লাহর নবী তাকে বিবাহ করেন।"** অন্যদিকে মুহাম্মদ তাঁর আল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে কুরানে ঘোষণা দিয়েছেন:

২:২২৮ - 'আর তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন হায়েয পর্যন্ত। আর যদি সে আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাত দিবসের উপর ঈমানদার হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ যা তার জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন তা লুকিয়ে রাখা জায়েজ নয়। ---'

২:২৩৪ - 'আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের কর্তব্য হলো নিজেকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়ে রাখা। তারপর যখন ইদ্দত পূর্ণ করে নেবে, তখন নিজের ব্যাপারে নীতি সঙ্গত ব্যবস্থা নিলে কোন পাপ নেই।--'

সাফিয়া-কে বিবাহ করার সময় মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ "তাঁর আল্লাহর" এই বিধানটি স্পষ্টতই ভঙ্গ করেছিলেন। তিনি সাফিয়া-কে বিবাহ করার পূর্বে তাঁর "তিন হায়েয বা চার মাস দশ দিন পর্যন্ত" অপেক্ষা করেননি।

মুহাম্মদের আগ্রাসী, অনৈতিক, নৃশংস, অমানবিক কর্মকাণ্ডের বৈধতা প্রদানে যুগে যুগে মুহাম্মদ অনুসারীরা এমনি **"সীমাহীন তামাশা"**-র আশ্রয় নিয়ে চলেছেন। পৃথিবীর যাবতীয় ইসলাম-বিশ্বাসীরা হলো "মুহাম্মদের দাস!" কী কারণে এই দাসত্ব থেকে তাঁদের মুক্তি নেয় তার আলোচনা 'জ্ঞান তত্ত্ব (পর্ব ১০)" পর্বে করা হয়েছে।

*ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-ওয়াকিদির মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর মূল ইংরেজি অনুবাদ ইন্টারনেটে **বিনামূল্যে ডাউনলোড লিঙ্ক:** তথ্যসূত্র [2] ও [3]।*

The detailed narrative of Al-Waqidi (continued): [1]

‘Dihya al-Kalbi had seen Safiyya and asked the Messenger of God for her. It was said that he had promised him a girl from those taken prisoner in Khaybar. He gave him Safiyya’s cousin. Ibn Abi Sabra related to me from Abu Harmala, from his sister Umm Abdullah from the daughter of Abu al-Qayn al-Muzanni, who said: Among the wives of the Prophet, I used to visit Safiyya frequently. She told me about her people and what she heard from them. She said:

We set out from Medina when the Messenger of God expelled us and we stayed in Khaybar. Kinana b Abi al-Huqayq married me and he was my husband for some days before the Messenger of God arrived. He moved me to his fortress in Sulalim where I saw in my sleep that the moon had approached from Yathrib and fallen in my lap. I mentioned that to Kinana, my husband, and he struck my eye and it turned green. The Messenger of God looked at it when I came to him and he asked me, and I informed him. She said: The Jews placed their children in al-Katiba, and they emptied the fortress of Nata of their children. When the Messenger of God arrived in Khaybar and took the fortresses of Nata, Kinana visited me and said, “Muhammad has finished with Nata and there is not a single warrior here.” The Jews were killed when the people of Nata were killed and the Arabs did not believe us. The Kinana moved me to the fortress of al-Nizar. The Messenger of God moved to us before al-Katiba. I was taken prisoner from al-Nizar before the prophet reached al-Katiba. The Messenger of God sent me to his saddle, then he came to us in the evening and called to me. I came modestly veiled, and sat before him. He said, “If you persist in your religion, I will not force you from it, but if you choose God and His Messenger it will be better for you.”

Safiyya said: I chose God and His Messenger and Islam, and the Messenger of God set me free, and married me, and he made manumission of my bridal price. When the Prophet desired to set out to Medina his companion said, "Today we will know whether she is his wife or concubine. If she is his wife he will cover her; if not she is his concubine." When the Prophet set out, he commanded that I be veiled and it was known that I was his wife. He placed his thigh and I placed my foot on it, and I found it great that I placed my thigh on his, and rode. I suffered his wives who looked down on me saying, "O daughter of Jew." But I used to see the Messenger of God, and he was gracious and generous to me. One day when he visited me, I was crying. He said, "What is the matter with you?" I said, "Your wives look down on me and say, 'O daughter of Jew.'" She said: I saw that the Messenger of God was angry. He said, "When they speak to you or dismiss you, say, 'My father is Aaron and my uncle, Moses.'" --

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে।]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৬৭৪-৬৭৫; ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩৩২
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[2] **“সিরাত রসুল আল্লাহ”- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫১৫

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[3] **“তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক”- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৮২

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp

[4] সহি বুখারী: ভলিউম ৫, বই ৫৯, হাদিস নম্বর ৫২২

Narrated Anas bin Malik: We arrived at Khaibar, and when Allah helped His Apostle to open the fort, **the beauty of Safiya bint Huyai bin Akhtaq whose husband had been killed while she was a bride,** was mentioned to Allah's Apostle. The Prophet selected her for himself, and set out with her, and when we reached a place called Sidd-as-Sahba,' Safiya became clean from her menses then Allah's Apostle married her. Hais (i.e. an 'Arabian dish) was prepared on a small leather mat. Then the Prophet said to me, "I invite the people around you." So that was the marriage banquet of the Prophet and Safiya. Then we proceeded towards Medina, and I saw the Prophet, making for her a kind of cushion with his cloak behind him (on his camel). He then sat beside his camel and put his knee for Safiya to put her foot on, in order to ride (on the camel).

[5] সহি বুখারী: ভলিউম ২, বই ১৪, হাদিস নম্বর ৬৮

Narated By Anas bin Malik: Allah's Apostle (p.b.u.h) offered the Fajr prayer when it was still dark, then he rode and said, 'Allah Akbar! Khaibar is ruined. When we approach near to a nation, the most unfortunate is the morning of those who have been warned." The people came out into the streets saying, "Muhammad and his army." Allah's Apostle vanquished them by force and their warriors were killed; the children and women were taken as captives. **Safiya was taken by Dihya**

Al-Kalbi and later she belonged to Allah's Apostle go who married her and **her Mahr was her manumission.**

[6] ***অনুরূপ বর্ণনা:*** সহি বুখারী: ভলিউম ৫, বই ৫৯, হাদিস নম্বর ৫১৩

Narrated 'Abdul 'Aziz bin Suhaib: Anas bin Malik said, "The Prophet took Safiya as a captive. He manumitted her and married her." Thabit asked Anas, "What did he give her as Mahr (i.e. marriage gift)?" Anas replied. "Her Mahr was herself, for he manumitted her."

[7] সহি বুখারী: ভলিউম ৫, বই ৫৯, হাদিস নম্বর ৫২৩

Narrated By Anas bin Malik: The Prophet stayed with Safiya bint Huyai for three days on the way of Khaibar where he consummated his marriage with her. Safiya was amongst those who were ordered to use a veil.

[8] ***অনুরূপ বর্ণনা:*** সহি বুখারী: ভলিউম ৫, বই ৫৯, হাদিস নম্বর ৫২৪

Narrated Anas: The Prophet stayed for three nights between Khaibar and Medina and was married to Safiya. I invited the Muslim to his marriage banquet and there was neither meat nor bread in that banquet but the Prophet ordered Bilal to spread the leather mats on which dates, dried yogurt and butter were put. The Muslims said amongst themselves, "Will she (i.e. Safiya) be one of the mothers of the believers, (i.e. one of the wives of the Prophet) or just (a lady captive) of what his right-hand possesses" Some of them said, "If the Prophet makes her observe the veil, then she will be one of the mothers of the believers (i.e. one of the Prophet's wives), and if he does not make her observe the veil, then she will be his lady slave." So when he departed, he made a place for her behind him (on his and made her observe the veil).

১৪৪: খায়বার যুদ্ধ-১৫: মুহাম্মদকে হত্যা-চেষ্টার আশঙ্কা ও তার কারণ!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – একশত আঠার

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

সাফিয়া বিনতে হুয়েই বিন আখতাব নামের এক অসামান্য সুন্দরী ইহুদি তরুণী ও তাঁর পরিবার ও গোত্রের সমস্ত মানুষকে **বছর তিনেক** আগে প্রায় এক বস্ত্রে মদিনা থেকে বিতাড়িত (পর্ব: ৫২ ও ৭৫) করে, তাঁর পিতা হুয়েই বিন আখতাব-কে **বছর খানেক** আগে গলা কেটে হত্যা (পর্ব: ৯১-৯২) করে, তাঁর স্বামী কিনানা বিন আল-রাবি বিন আবি আল-হুকয়েক (পর্ব: ১৪১) ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের **অল্প কিছু সময়** আগে অমানুষিক নৃশংসতায় হত্যা করার পর স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কীভাবে তাঁর অন্য একজন অনুসারীর কাছ থেকে এই তরুণীটিকে হস্তগত করে নিজের ভাগের গনিমতের অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত ও বিবাহ করেছিলেন - তার আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে। এই হতভাগ্য তরুণীটির একান্ত পরিবার সদস্যদের খুন করার পর মুহাম্মদ তাঁকে তাঁর তাঁবুতে নিয়ে আসেন ও বিবাহ বাসর উদযাপন করেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা: [1]
পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব-১৪৩) পর:

'আল্লাহর নবী খায়বার অবস্থানকালে কিংবা পথিমধ্যে যখন সাফিয়া-কে বিবাহ করে ও আনাস বিন মালিক এর মাতা উম্মে সুলালিম বিনতে মিলহান তার চুলে চিরুনি দান

করে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে তাকে আল্লাহর নবীর জন্য উপযুক্ত করে; আল্লাহর নবী তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর তাঁবুতে রাত্রি যাপন করেন। **আবু আইয়ুব,** বানু আল-নাজির গোত্রের খালিদ বিন যায়েদ নামের এক ভাই তার কোমরে তরবারি সমেত সারা রাত ধরে তাঁবুটি প্রদক্ষিণ করে আল্লাহর নবীকে প্রহরা দেয়, যতক্ষণে না সকাল হয়; আল্লাহর নবী তাকে সেখানে দেখতে পায় ও তাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চায়, সে কী উদ্দেশ্যে এই কাজটি করেছে। সে জবাবে বলে, **"এই মহিলাটি আপনার সঙ্গে থাকায় আমি ছিলাম আশংকাগ্রস্ত, এই কারণে যে আপনি তার পিতা, তার স্বামী ও তার লোকজনদের হত্যা করেছেন ও অতি সাম্প্রতিক কালেও সে ছিলো অবিশ্বাসী, তাই তার ব্যাপারে আমি আপনার জন্য ছিলাম শঙ্কিত।"**

তারা যা বলেছে তা হলো, আল্লাহর নবী বলেন, "হে আল্লাহ, আবু আইয়ুব-কে নিরাপদে রাখো, যেমন ভাবে সে রাত্রি যাপন করে আমাকে নিরাপদে রেখেছিলো।"--'

আল-ওয়াকিদির (৭৪৮-৮২২ খ্রিষ্টাব্দ) বর্ণনা: [2]

'-----তারা যা বলেছেন তা হলো: আবু আইয়ুব আল্লাহর নবীর তাঁবুর নিকট দাঁড়িয়ে সারা রাত্রি যাবত তরবারি হাতে অবস্থান করে, যতক্ষণে না সকাল হয়। পরদিন সকালে যখন আল্লাহর নবী বের হয়ে আসেন, আবু আইয়ুব 'তাকবীর' ঘোষণা করে; আল্লাহর নবী তাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আবু আইয়ুব, কী ব্যাপার?" সে জবাবে বলে, **"হে আল্লাহর নবী, আপনি এই তরুণীটিকে নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেছেন; যার পিতা, ভাই, চাচা-মামা-ফুপা, স্বামী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের আপনি হত্যা করেছেন; আমি এই ভেবে ভীত ছিলাম যে, সে আপনাকে হত্যা করতে পারে।"** আল্লাহর নবী হেসে ফেলেন ও তার সাথে সদয় কথাবার্তা বলেন।---'

(------They said: Abu Ayyub stayed up the night close to the Prophet's tent, standing with the sword until morning. When the

Messenger of God set out next morning Abu Ayyub pronounced 'takbir' and the Prophet said, "What is the matter, O Abu Ayyub?" He replied, "O Messenger of God, you entered with this girl, and you had killed her father, brothers, uncle and husband and generally her relatives, and I feared that she would kill you." The Messenger of God laughed and spoke kind words to him. ---')

- অনুবাদ, টাইটেল, [**] ও নম্বর যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত প্রাণবন্ত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, সাফিয়া বিনতে হুয়েই বিন আখতাব নামের এই হতভাগ্য তরুণীটির পিতা, স্বামী, ভাই ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের হত্যা করার অল্প সময় পর মুহাম্মদ এই তরুণীটিকে তাঁর তাঁবুতে নিয়ে আসেন ও **বিবাহ বাসর** উদযাপন করেন। ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো - মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর এই কর্মটি এত বেশি নৃশংস, হৃদয়বিদারক ও অমানবিক ছিল যে, আবু আইয়ুব আল-আনসারী (Abu Ayyub al-Ansari) নামের মুহাম্মদের এক বিশিষ্ট আনসারী ৫৮ বছর বয়স্ক মুহাম্মদের জীবন আশংকায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন এই ভেবে যে, সপ্তদশী সাফিয়া প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে মুহাম্মদকে হত্যা করতে পারে। এই ভাবনায় আবু আইয়ুব এত বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন যে, তিনি উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে মুহাম্মদকে রক্ষার চেষ্টায় তাঁর তাঁবুর চারপাশে সারা রাত জেগে প্রহরায় নিযুক্ত ছিলেন।

আবু আইয়ুব আল-আনসারী (মৃত্যু ৬৭৪ খ্রিষ্টাব্দ) ছিলেন মদিনার বানু আল-নাজির (Banu al-Najir) গোত্রের এক বিশিষ্ট মুহাম্মদ অনুসারী। মদিনায় হিজরতের পর (পর্ব: ২৮) দুই সপ্তাহ বানু আমর বিন আউফ (Banu 'Amr b 'Auf) গোত্রের লোকদের সাথে অবস্থান করার পর মুহাম্মদ যার গৃহে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। [3]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫১৬-৫১৭

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **"কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৭০৭-৭০৮; ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩৪৮-৩৪৯

http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[3] **সহি মুসলিম বই নম্বর ৪, হাদিস নম্বর ১০৬৮**

'Anas b. Malik reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) came to Medina and stayed in the upper part of Medina for **fourteen nights** with a tribe called Banu 'Amr b 'Auf. He then sent for the chiefs of Banu al-Najir, and they came with swords around their necks. He (the narrator) said: I perceive as if I am seeing the Messenger of Allah (may peace be upon him) on his ride with Abu Bakr behind him and the chiefs of Banu al-Najjar around him till he alighted in the courtyard of Abu Ayyub.--'

১৪৫: খায়বার যুদ্ধ- ১৬: মুহাম্মদকে হত্যা চেষ্টা! কারণ?

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – একশত উনিশ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

সাফিয়া বিনতে হুয়েই বিন আখতাব নামের এক অসামান্য সুন্দরী সপ্তদশী ইহুদি তরুণীর পিতা, স্বামী, ভাই ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের হত্যা করার পর যখন স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই হতভাগ্য স্বজনহারা তরুণীটিকে তাঁর তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে **'বিবাহ বাসর'** উদযাপন করছিলেন, তখন আবু আইয়ুব আল-আনসারী নামের মুহাম্মদের এক আদি মদিনাবাসী বিশিষ্ট অনুসারী কী কারণে মুহাম্মদের জীবন আশংকায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন; মুহাম্মদকে রক্ষার চেষ্টায় তিনি কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন - তার বিস্তারিত আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খ্রিষ্টাব্দ), আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খ্রিষ্টাব্দ), মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ), ইমাম বুখারী (৮১০-৮৭০ খ্রিষ্টাব্দ), ইমাম আবু দাউদ (৮১৭-৮৮৯ খৃষ্টাব্দ) প্রমুখ ইসলামে নিবেদিতপ্রাণ আদি ও বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, আবু আউব আল-আনসারীর এই আশংকা ও আতঙ্ক তাঁর কল্পনাপ্রসূত মনের অবাস্তব চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ ছিল না। তা ছিল বাস্তবতা! খায়বার জনপদবাসীদের ওপর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা যে-সীমাহীন নৃশংসতা প্রদর্শন করেছিলেন, তারই প্রতিক্রিয়ায় মুহাম্মদকে হত্যা চেষ্টার সম্ভাবনা ছিল প্রত্যাশিত! খায়বারে মুহাম্মদকে সত্যিই হত্যা-চেষ্টা করা হয়েছিলো! আদি

উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকরা সেই ঘটনার বর্ণনা বিভিন্নভাবে তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে লিখে রেখেছেন; সবচেয়ে বেশি প্রাণবন্ত ও বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন আল-ওয়াকিদি, তাঁর 'কিতাব আল-মাগাজি' গ্রন্থে।

"কে এই অসীম সাহসী ব্যক্তি, যে 'স্বয়ং মুহাম্মদকে' হত্যার চেষ্টা করেছিলেন?"

আল-ওয়াকিদির (৭৪৮-৮২২ খ্রিষ্টাব্দ) অব্যাহত বিস্তারিত বর্ণনা: [1] [2] [3]
পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব-১৪৪) পর:

(আবু আল-কেইন আল-মুযাননির কন্যা হইতে > আবু হারমালার বোন উম্মে আবদুল্লাহ হইতে > আবু হারমালা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ইবনে আবি সাবরা আমাকে বলেছেন [পর্ব- ১৪৩]---)

'--- তারা যা বলেছেন তা হলো: যখন মুহাম্মদ খায়বার বিজয় করেন ও ছিলেন আত্মবিশ্বাসী, **যয়নাব বিনতে আল-হারিথ** ('সাললাম বিন মিশকাম এর স্ত্রী'- [ইবনে ইশাক/তাবারী]) জিজ্ঞাসা করা শুরু করে, "ভেড়ার কোন অংশের মাংসটি মুহাম্মদের সবচেয়ে বেশি পছন্দ?" তারা জানায়, "সামনের পায়ের উপরি ভাগ (Forearm) ও গর্দানের।" সে তার এক ভেড়াকে ধরে নিয়ে আসে ও তা জবেহ করে। অতঃপর সে ক্ষমতাসম্পন্ন কিছু বিষ নেয় - সে অন্যান্য ইহুদিদের সাথে এই বিষ সম্বন্ধে পরামর্শ করেছিলো ও তারা এই বিষের ব্যাপারে বিশেষভাবে রাজি হয়েছিলো। সে ভেড়ার মাংসে বিষ মিশ্রিত করে, সামনের পা ও গর্দানের অংশে বেশি করে।

যখন সূর্য অস্তমিত যায়, আল্লাহর নবী মাগরিবের নামাজ আদায় করে তাঁর আস্তানায় প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি দেখতে পান যে, যয়নাব তাঁর বসার আসনটিতে বসে আছে। তিনি এ ব্যাপারে যখন খোঁজ-খবর নেন, তখন সে বলে, "আবুল কাসেম, এটি একটি উপহার, যা আমি আপনার জন্য এনেছি।"

আল্লাহর নবী উপহার সামগ্রীর খাবার খেতেন, কিন্তু তিনি খয়রাতের খাবার খেতেন না। তিনি আদেশ করেন যে, তার কাছ থেকে যেন উপহারটি নেয়া হয় ও সেটি তাঁর সম্মুখে রাখা হয়। আল্লাহর নবীর অনুসারীদের, অথবা তাঁর অনুসারীদের মধ্যে যারা সেখানে উপস্থিত ছিল তাদেরকে বলেন, **"কাছে এগিয়ে এসো ও খাও।"** তাই তারা কাছে এগিয়ে আসে ও খাওয়া শুরু করে। আল্লাহর নবী সামনের পায়ের উপরি ভাগটি নেন, যেখানে **বিশর বিন আল-বারা** নেয় পায়ের নলি। আল্লাহর নবী তার এক গ্রাস খাবার খায়, বিশর খায় তার খাবারের এক গ্রাস; যখন আল্লাহর নবী তার খাদ্য গলাধঃকরণ করেন, বিশর-ও তার খাদ্য গলাধঃকরণ করে।

আল্লাহর নবী বলেন,
"থামো! নিশ্চিতই এই পায়ের উপরি ভাগ ('হাড্ডি গুলো'- [ইবনে ইশাক/তাবারী]) আমাকে বলছে যে, তাতে বিষ মিশানো হয়েছে।"

বিশর বিন আল-বারা যা বলেছে তা হলো,
"আল্লাহর কসম, যে টুকরাটি আমি খেয়েছি, তা থেকে আমি তা জানতে পেরেছি, এবং যে বিষয়টি তা আমাকে থু-থু করে ফেলে দেয়া থেকে বিরত রেখেছিল তা হলো এই যে, খাবারের সময় আপনার খাওয়ার তৃপ্তি নষ্ট করা আমি ভীষণ অপছন্দ করি; কারণ আপনার হাতে যা ছিল, তা যখন আপনি খেয়ে ফেললেন, আমি আপনার ওপর আমার হস্তক্ষেপ ভদ্রতাপূর্ণ মনে করিনি। আমি একমাত্র যা আশা করেছিলাম, তা হলো এই যে, তাতে যা খারাপ ছিল তা যেন আপনি না খান।"

বিশর তার জায়গা থেকে নড়েনি যতক্ষণে না তার গায়ের রং মাথার শালের ("Taylasan") মত হয়ে যায়। তার কষ্ট বছর কাল স্থায়ী হয় না। যে পরিবর্তনটি

হয়েছিলো, তা ছাড়া তার আর কোনো পরিবর্তন হয়নি, অতঃপর তার মৃত্যু হয়। বলা হয়, সে তার স্থান পরিত্যাগ করেনি যতক্ষণে না তার মৃত্যু হয়।

আল্লাহর নবী আরও তিন বছর বেঁচেছিলেন। আল্লাহর নবী যয়নাবকে তলব করেন ও বলেন, "তুমি কি গর্দানে বিষ মিশিয়েছ?" সে বলে, "কে তোমাকে তা বলেছে?" তিনি জবাবে বলেন, **"গর্দানটি।"** সে বলে, "হ্যাঁ।"

তিনি জিজ্ঞাসা করেন, **"কী সেই কারণ, যা তোমাকে এটি করতে অনুপ্রাণিত করেছে?"**

সে বলে, **"তুমি আমার পিতা, আন্কেল ও স্বামীকে খুন করেছো। তুমি আমাদের লোকদের সম্পদ লুণ্ঠন করেছো। আমি নিজেকে বলেছি: যদি সে একজন প্রফেট হয় তবে সে অবহিত হবে। যা আমি করেছি, তা ভেড়াটি তাকে জানাবে। আর যদি সে রাজা হয়, তবে তার কাছ থেকে আমাদের পরিত্রাণ মিলবে।"**

তার কী পরিণতি হয়েছিলো, সে ব্যাপারে আমাদের মধ্যে মতভেদ আছে। এক ভাষ্যকার বলেছেন: **আল্লাহর নবী তার ব্যাপারে আদেশ করেন ও তাকে হত্যা করা হয়, অতঃপর তাকে করা হয় ক্রুশ বিদ্ধ।** অন্যজন বলেন যে, আল্লাহর নবী তাকে ক্ষমা করে দেন।

তিনজন লোক সেই খাবার খেতে বসেছিল, কিন্তু তারা তার কিছুই গলধঃকরণ করেনি। এই ভেড়ার কারণে আল্লাহর নবী তাঁর অনুসারীদের আদেশ করেন যে, তাদের মাথার মধ্যখান থেকে যেন রক্ত টানা হয়। আল্লাহর নবী তাঁর বাম হাতের বাহুর নীচ থেকে রক্ত বাহির করে নেন। বলা হয়, তিনি তাঁর ঘাড়ের পিছন থেকে রক্ত বাহির করে নেন। এক শিঙা (horn) ও ব্লেডের মাধ্যমে আবু হিন্দ তা অপসারণ করে।

তারা যা বলেছেন: বিশর বিন আল-বারার মাতা যা বলতো তা হলো: আমি আল্লাহর নবীর মৃত্যুকালীন অসুস্থতার সময় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। তাঁর গায়ে

ছিলো জ্বর ও আমি তা অনুভব করেছিলাম ও বলেছিলাম, "আমি এমন কিছু খুঁজে পাইনি, যা কিনা আপনাকে অসুস্থ করতে পারে।"

আল্লাহর নবী বলেন, "যেমন করে আমাদের পুরস্কার প্রদান করা হয়, তেমনই করে আমাদের পরীক্ষা প্রদানও করা হয়। জনগণ জোর দিয়ে বলছে যে, আল্লাহর নবীর ফুসফুস আবরণের অসুখ (Pleurisy) হয়েছে। আল্লাহ আমার ওপর তা প্রদান করবে না। বরং, **এটা হলো শয়তানের ছোঁয়া, যার কারণ হলো খাবার খাওয়া, যা আমি ও তোমার ছেলে খায়বারে খেয়েছিলাম। আমি এই ব্যথার কষ্ট অনুভব করতেই থাকবো, যতক্ষণে না মৃত্যু এসে আমাকে গ্রাস করে।"**

আল্লাহর নবী শহীদ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন। বলা হয়, যে ব্যক্তিটি ঐ ভেড়ার মাংসের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলো সে হলো মুবাশশির বিন আল-বারা। কিন্তু আমরা অধিকতর নিশ্চিত যে, বিশর হলো সেই লোক। এই ব্যাপারে ঐকমত্য আছে।

আবদুল্লাহ যা বলেছেন: **"তুমি আমার পিতাকে হত্যা করেছো",** আল-হারিথের কন্যা যয়নাব এর এই উক্তির বিষয়ে আমি ইবরাহিম বিন জাফরকে জিজ্ঞাসা করি। সে বলেছে: **তার পিতা** আল-হারিথ [পর্ব-১৩৩] **ও চাচা** ইয়াসার কে [পর্ব-১৩৪] খায়বার অভিযানে হত্যা করা হয়েছিলো। সে ছিলো ঐ সম্প্রদায়ের সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি। এই সেই ব্যক্তি, যাকে আল-শিইক দুর্গ থেকে নামিয়ে আনা হয়েছিল। আল-হারিথ ছিলো ইহুদিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাহসী ব্যক্তি। সেই সময় তার **ভাই যাবির**-কে হত্যা করা হয়েছিলো। তার স্বামী ছিল তাদের মাস্টার, অবশ্য তাদের মধ্যে সবচেয়ে দুঃসাহসী ব্যক্তিটি ছিল সাললাম বিন মিশকাম **[স্বামী]** । যখন সে আল-নাটার [পর্ব-১৩৮] দুর্গ মধ্যে অবস্থান করছিলো তখন সে ছিলো অসুস্থ, তাকে বলা হয়েছিলো, "তোমার যুদ্ধ করার শক্তি নেই, সুতরাং তুমি আল-কাতিবায় [পর্ব-১৪০] অবস্থান করো।" সে জবাবে

বলেছিলো, "আমি কখনোই তা করবো না।" **তাকে অসুস্থ অবস্থাতেই হত্যা করা হয়েছিলো।**---'

সুন্নাহ আবু দাউদ (৮১৭-৮৮৯ সাল) বর্ণনা: [4]

'আবু সালামাহ হইতে বর্ণিত: আবু সালামাহ হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ইবনে আমর বলেছেন, এবং তিনি আবু হুরাইরার উল্লেখ করেননি: আল্লাহর নবী (তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) উপহার সামগ্রী গ্রহণ করতেন, কিন্তু খয়রাত সামগ্রী (sadaqah) নয়। ----তাই খায়বারে এক ইহুদি মহিলা একটি ভেড়ার মাংস রোস্ট করে তাঁর কাছে নিয়ে আসে, যাতে সে বিষ মিশ্রিত করেছিলো। **আল্লাহর নবী (তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) তা খেয়ে ফেলেন ও তাঁর শিষ্যবৃন্দরাও তা খায়।** অতঃপর তিনি বলেন: **তোমাদের হাতগুলো সরিয়ে ফেলো (এই খাবার থেকে), কারণ এটি আমাকে বলেছে** যে, তাতে বিষ মেশানো হয়েছে। বিশর বিন আল-বারা ইবনে মারুর আল-আনসারি মৃত্যু বরণ করে।

অতঃপর তিনি (নবী) সেই মহিলাটিকে ধরে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন (ও তাকে বলেন): **"কী সেই কারণ, যা তোমাকে এই কাজটি করতে অনুপ্রাণিত করেছে, যা তুমি করেছো?"**

সে বলে: **যদি তুমি নবী হতে, এটি তোমার কোনো ক্ষতি করতো না; কিন্তু যদি তুমি রাজা হতে, আমি আমার লোকদের তোমার হাত থেকে নিশ্চিতই রক্ষা করতাম।"**

অতঃপর আল্লাহর নবী (তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) তার ব্যাপারে আদেশ করেন **ও তাকে হত্যা করা হয়।**

যে ব্যথার প্রকোপে তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন: **যে খাদ্যের টুকরাটি আমি খায়বারে খেয়েছিলাম, তার অব্যাহত ব্যথা আমি অনুভব করছি।** এটি এমন একটি সময় যখন তা আমার মহাধমনী বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে।' - (০৩৪:৪৪৯৮)

ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনা: [5]

'---আয়েশা হইতে বর্ণিত: আল্লাহর নবী তাঁর মৃত্যুকালীন অসুস্থতার সময় যা বলতেন, তা হালো, "হে আয়েশা! **খায়বারে যে খাবারটি আমি খেয়েছিলাম তার সৃষ্ট ব্যথা আমি এখনও অনুভব করি, এবং এই মুহূর্তে আমি যা অনুভব করছি, তা হলো এমন যে, সেই বিষের প্রতিক্রিয়া যেন আমার মহাধমনীটি কেটে ফেলেছে**।"' – **(৫:৫৯:৭১৩)**

- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে খায়বারে অবস্থানরত অবস্থায় মুহাম্মদকে বিষ প্রয়োগে হত্যা চেষ্টা করা হয়েছিলো! **আর যে-ব্যক্তিটি তাঁকে হত্যা চেষ্টা করেছিলেন, তিনি ছিলেন যয়নাব বিনতে আল-হারিথা নামের এক মহিলা!** আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো, এই হত্যাকাণ্ডের কারণ হিসাবে দু'টি **"উদ্দেশ্য (Motive)"** এর উল্লেখ করা হয়েছে:

১) যয়নাব বিনতে আল-হারিথা প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে মুহাম্মদকে হত্যা চেষ্টা করেছিলেন।

*কারণ, মুহাম্মদের নেতৃত্বে তাঁর অনুসারীরা যয়নাব এর **পিতা** আল-হারিথ, **অসুস্থ স্বামী** সাললাম বিন মিশকাম, **দুই চাচা** মারহাব ও ইয়াসার **ও ভাই** যাবির-কে হত্যা করেছিলেন। সাফিয়ার পিতা-স্বামী ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের হত্যার মতই! মুহাম্মদের নেতৃত্বে তাঁর অনুসারীরা এই সংক্ষুব্ধ মহিলাটির এইসব একান্ত নিকট আত্মীয়দের অমানুষিক নৃসংসতায় কীভাবে হত্যা করেছিলেন, তার বিস্তারিত আলোচনা*

"আলী ইবনে আবু তালিবের বীরত্ব!" *ও* *"রক্তের হোলি খেলা - 'নাইম' দুর্গ দখল!"* *পর্বে করা হয়েছে।*

২) যয়নাব এই হত্যা চেষ্টার মাধ্যমে মুহাম্মদকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন!
*কী পরীক্ষা? পরীক্ষাটি হলো, মুহাম্মদ কি আসলেই **"সত্য নবী?"** নাকি তিনি **"ভণ্ড নবী?"** যদি তিনি "সত্য নবী" হন, তবে তিনি বিষ প্রয়োগের বিষয়টি আগে থেকেই অবহিত হবেন ও খাবারটি তিনি খাবেন না; বিষের যাতনা ও তার প্রতিক্রিয়ায় মৃত্যুবরণ করা থেকে তিনি নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন! কে তাঁকে এই খবরটি অবহিত করাবে? মৃত ভেড়াটি অলৌকিক উপায়ে তাঁকে তা অবহিত করাবে!*

ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যা স্পষ্ট, তা হলো, **"মুহাম্মদ সেই বিষ মিশ্রিত খাবার খেয়েছিলেন!"** আর তা খাবার পর তিনি দাবি করেছিলেন যে, **ঐ ভেড়ার মাংস বা হাড্ডি** তাঁকে জানিয়েছে যে, সেখানে বিষ মিশানো হয়েছে। যার সরল অর্থ হলো, **'ঐ খাবারটি খাবার আগে' মুহাম্মদ জানতে পারেননি যে, সেখানে বিষ মিশ্রিত আছে।**

অন্যদিকে, আদি উৎসের আল-ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত বিস্তারিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, **বিশর বিন আল-বারা** তাঁর খাবারের টুকরাটি খেয়েই জানতে পেরেছিলেন যে, সেখানে বিষ মিশ্রিত আছে, কিন্তু তিনি তা থু-থু করে ফেলে দেননি এই কারণে যে, তাতে তাঁর নবীর খাওয়ার তৃপ্তি নষ্ট হবে; কিন্তু তিনি মনে-প্রাণে আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, নবী তা খাবেন না। **খাবারের স্বাদেই** তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেখানে 'বিষ মেশানো' আছে। এখানে কোনো 'অলৌকিকত্ব' নেই!

প্রশ্ন হলো,
"কী কারণে এই ভেড়ার মাংস বা হাড্ডিগুলো (কিংবা মুহাম্মদের আল্লাহ) মুহাম্মদকে আগে ভাগেই সজাগ করে দিলো না যে, খাবারে বিষ মেশানো আছে?" তারা যদি দয়াপরবশ হয়ে একটু আগে মুহাম্মদকে এই অতি গুরুত্বপুর্ণ খবরটি জানিয়ে দিতো,

তবে মুহাম্মদকে আর এতো কষ্ট পেয়ে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুবরণ করতে হতো না! তাহলে কি মৃত ভেড়াটির (কিংবা মুহাম্মদের আল্লাহর) অভিপ্রায় ছিলো এই যে, মুহাম্মদ ঐ বিষ যুক্ত খাবার ভক্ষণ করুক ও অতঃপর সেই বিষের প্রতিক্রিয়ায় ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুবরণ করুক? মুহাম্মদ যে খায়বারের এই বিষ-মিশ্রিত খাবার খেয়ে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তা আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় অত্যন্ত স্পষ্ট। যার সরল অর্থ হলো, যয়নাবের পরীক্ষায় মুহাম্মদ ফেল করেছিলেন! অর্থাৎ, যয়নাবের এই পরীক্ষা মতে "মুহাম্মদ যে এক ভণ্ড নবী" তা আমরা নিশ্চিতরূপেই জানতে পারি!

সত্য হলো,

বিশর বিন আল-বারা যেমন তাঁর খাবারের টুকরাটি খেয়ে **খাবারের স্বাদেই** জানতে পেরেছিলেন যে, সেখানে 'বিষ মেশানো' আছে, মুহাম্মদও একইভাবে এক টুকরা খাবার খেয়ে সেই খাবার গ্রহণের মাধ্যমেই জানতে পেরেছিলেন যে, সেখানে বিষ মিশ্রিত আছে। **এখানে কোনই 'অলৌকিকত্ব' নেই!** মুহাম্মদের নৃশংস অমানবিক কর্মকাণ্ডের বৈধতা প্রদানে নিবেদিতপ্রাণ মুহাম্মদ অনুসারীরা মুহাম্মদের মৃত্যু-পরবর্তী সময়ে তাঁর নামে এরূপ অসংখ্য অলৌকিক উদ্ভট গপ্পের অবতারণা করেছেন! কুরান সাক্ষী, মুহাম্মদ তাঁর সমগ্র নবী জীবনে **"একটিও"** অলৌকিকত্ব হাজির করতে পারেননি। এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা "মুহাম্মদের মোজেজা তত্ত্ব (পর্ব: ২৩-২৫)" পর্বে করা হয়েছে।

সত্য হলো, যয়নাব বিনতে আল-হারিথ ছিলেন সাফিয়া বিনতে হুয়েই বিন আখতাব এর মতই এক হতভাগ্য মহিলা! কিন্তু তিনি সাফিয়ার মত নরম প্রকৃতির মানুষ ছিলেন না। তাঁর অসীম সাহসী পিতা, চাচা, ভ্রাতা ও স্বামীর মতই তিনিও ছিলেন এক নির্ভীক ও দুঃসাহসী বীর যোদ্ধা! তিনি ছিলেন এমনই এক অকুতোভয় মহিলা, যিনি "স্বয়ং মুহাম্মদকে" হত্যা চেষ্টা করেছিলেন!

মুহাম্মদের নৃশংস কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে এটি ছিলো তাঁর যুদ্ধ!

*ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-ওয়াকিদির মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর মূল ইংরেজি অনুবাদ ইন্টারনেটে **বিনামূল্যে ডাউনলোড লিঙ্ক**: তথ্যসূত্র [2] ও [3]।*

The detailed narrative of Al-Waqidi (continued): [1]

'They said: When Muhammad conquered Khaybar and was confident, Zainab bt. Al-Harith began to ask, "What part of lamb is most desirable to Muhammad?" They said, "The forearm and the shoulder." She approached a goat of hers and slaughtered it. Then she took some potent poison - she had consulted the Jews about poison and they agreed over these poison specially. She poisoned the lamb, putting more on the forearms and shoulders.

When the sun went down, the Messenger of God prayed the Maghrib prayer and turned back to his house. He found Zaynab sitting in his seat. He inquired about it and she says, "Abul Qasim, it is a gift I bring you." The Messenger of God used to eat gifts, but he would not eat charity. He commanded that the gift be taken from her and placed before him. Then the Messeneger of God said to his companions who were attending, or those who attended among them: **"Draw near and eat."** So they came close and put out their hands. The Messenger of God took the forearm, while Bishr b. Al-Bara took the shinbone. The Messenger of God took a bite of it, and Bishr took a bite, and when the Messenger of God swallowed his food, Bishr also swallowed his. The Messenger of God said, **"Stop! Surely this forearm informs me that it is poisoned."**

Bishr b. al-Bara said, **"By God, I found that from the bite I ate, and what prevented me from spitting it out was that I hated to spoil your pleasure at your food, for when you swallowed what was in your hand I would not favor myself over you. I hoped only that you did not eat what was bad in it."** Bishr did not move from his place until his color became like a head shawl (taylasan). His pain did not last a year. He did not change, except what was changed, and he died of it. It was said that he did not leave his place until he died.

The Messenger of God lived for three more years. The Messenger of God called Zaynab, and said, "Did you poison the shoulder?" She said, "Who told you?" He replied, "The shoulder." She said, "Yes." He asked, "What persuaded you to do that?" She said, **"You killed my father, my uncle and my husband.** You took from my people what you took. I said to myself: If he is a prophet he will be informed. The sheep will inform him of what I did. If he is a king, we will be relieved of him." There was disputation among us about her. A sayer said: The Messenger of God commanded about her and she was killed, then crucified. Another said that he had pardoned her. Three individuals put their hands in the food but did not swallow any of it. The Messenger of God commanded his companions to draw blood from the middle of their heads because of the sheep. The Messenger of God cupped blood from under his left arm. It was said he cupped blood from the nape of his neck. Abu Hind removed it with a horn and blade.

They said: The Mother of Bishr b.al-Bara used to say: I visited the Messenger of God during the sickness of which he died. He was feverish

and I felt him and said, “I have not found what makes you sick on any other.” The Messenger of God said, “Just as rewards are given us, so are trials inflicted on us. People claim that the Messenger of God has pleurisy. God would not inflict it upon me. Rather, it is touch of Satan caused by eating what I, and your son ate on the day of Khaybar. **I will continue to feel pain until the time of death overwhelms me.”** The messenger of God died of martyr. It was said that he who died of the lamb was Mubashshir b. al-Bara. But Bishr is better confirmed with us. There is agreement upon it.

Abdullah said: I asked Ibrahim b Jafar about the words of Zaynab, daughter of al-Harith, “You killed my father.” He said: **Her father al-Harith and her uncle Yasar were killed on the day of Khaybar.** He was the most knowledgeable of the people. It was he who was brought down from al-Shiqq. Al-Harith was the bravest of the Jews. **His brother Zabir was killed at that time. Her husband was their master, but the bravest of them was Sallam b. Mishkam.** He was sick while he was in the fortress of al-Nata and it was said to him, “You have no strength to fight, so stay in al-Katiba.” He replied, “I will never do that.” He was killed when he was sick. ----‘

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **“কিতাব আল-মাগাজি”- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৬৭৭-৬৭৯; ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩৩৩-৩৩৪
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[2] অনুরূপ বর্ণনা: **“সিরাত রসুল আল্লাহ”- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN ০-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫১৬
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
[3] অনুরূপ বর্ণনা: **“তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক”- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৮৩-১৫৮৪
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp
[4] সুন্নাহ আবু দাউদ: বই নম্বর ০৩৪, হাদিস নম্বর ৪৪৯৮:
Narated By Abu Salamah: Muhammad ibn Amr said on the authority of Abu Salamah, and he did not mention the name of Abu Hurayrah: The Apostle of Allah (pbuh) used to accept presents but not alms (sadaqah). This version adds: So a Jewess presented him at Khaybar with a roasted sheep which she had poisoned. The Apostle of Allah (pbuh) ate of it and the people also ate. He then said: Take away your hands (from the food), for it has informed me that it is poisoned. **Bishr ibn al-Bara' ibn Ma'rur al-Ansari died.** So he (the Prophet) sent for the Jewess (and said to her): What motivated you to do the work you have done? She said: If you were a prophet, it would not harm you; but if you were a king, I should rid the people of you. The Apostle of Allah (pbuh) then ordered regarding her and **she was killed**. He then said about the pain of which he died: I continued to feel pain from the morsel which I had eaten at Khaybar. This is the time when it has cut off my aorta.
[5] সহি বুখারী: ভলুম ৫, বই নং ৫৯, হাদিস নং ৭১৩
--- Narrated 'Aisha: The Prophet in his ailment in which he died, used to say, "O 'Aisha! I still feel the pain caused by the food I ate at Khaibar, and at this time, I feel as if my aorta is being cut from that poison."

১৪৬: খায়বার যুদ্ধ-১৭: লুটের মালের হিস্যা নির্ধারণ!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – একশত বিশ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

অতর্কিত আগ্রাসী নৃশংস আক্রমণে খায়বারের নিরীহ জনপদবাসীদের খুন, জখম, বন্দী ও দাস-দাসীকরণের মাধ্যমে তাঁদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত ও তাঁদের স্থাবর ও অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি দখল করার পর যখন স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন আত্মবিশ্বাসী, তখন তাঁকে কীভাবে বিষ প্রয়োগে হত্যা-চেষ্টা করা হয়েছিলো; কে সেই অসীম সাহসী ব্যক্তি, যে এই কাজটি করেছিলেন; কী কারণে তিনি তা করেছিলেন; সেই বিষের জ্বালায় মুহাম্মদ কী রূপে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুবরণ করেছিলেন - ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

অতঃপর লুটের মাল ভাগাভাগি!

মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা এই হামলায় এতো বেশি 'গনিমতের মাল'-এর অধিকারী হয়েছিলেন যে, এই উপার্জনের মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের স্ত্রী-সন্তান, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জীবিকার এক স্থায়ী ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন। তাঁরা তা কীভাবে সম্পন্ন করেছিলেন, আদি ও বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের প্রাণবন্ত বর্ণনার আলোকে সে বিষয়ের ধারাবাহিক আলোচনা পরবর্তী কয়েকটি পর্বে করা হবে।

আল-ওয়াকিদির (৭৪৮-৮২২ খ্রিষ্টাব্দ) অব্যাহত বিস্তারিত বর্ণনা: [1]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব-১৪৫) পর:

(আবু আল-কেইন আল-মুযাননির কন্যা হইতে > আবু হারমালার বোন উম্মে আবদুল্লাহ হইতে > আবু হারমালা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ইবনে আবি সাবরা আমাকে বলেছেন [পর্ব- ১৪৩]---)

'--- তারা যা বলেছেন: মুসলমানরা যা কিছু লুণ্ঠন করেছিলেন, তার সমস্তরই **এক-পঞ্চমাংশ ছিল আল্লাহর নবীর জন্য,** তা আল্লাহর নবী সেখানে অংশগ্রহণ করুক কিংবা না করুক। কিন্তু অন্যান্য লোকেরা, যারা তাতে অংশ গ্রহণ করেননি, তাদের জন্য লুণ্ঠিত সম্পদের কোনো হিস্যা ছিল না; এর ব্যতিক্রম হলো বদর যুদ্ধ [পর্ব: ৩০-৪৩], যেখানে তিনি আটজন লোককে হিস্যা প্রদান করেছিলেন, যদিও তারা সেখানে অংশগ্রহণ করেননি, তাতে তাদের প্রত্যেকেরই ছিল অধিকার। তেমনই খায়বার অভিযান ছিল হুদাইবিয়া অংশগ্রহণকারী লোকদের জন্য [পর্ব: ১১১-১২৯], তা তারা সেখানে অংশগ্রহণ করুক কিংবা না করুক।

"আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের ওয়াদা দিয়েছেন, যা তোমরা লাভ করবে। তিনি তা তোমাদের জন্যে ত্বরান্বিত করবেন (৪৮:২০)"- যা বলা হয়েছে খায়বার অভিযান প্রসঙ্গে [পর্ব- ১২৩]।

যে সমস্ত লোকেরা খায়বার অভিযানে অংশগ্রহণ করেননি, তাঁরা হলেন:
[১] মুরায়া বিন সিনান,
[২] আইমান বিন উবায়েদ ও
[৩] সিবা বিন উরফুতা আল-গিফারি।
[৪] জাবির বিন আবদুল্লাহ ও অন্যান্যদের তিনি তাঁর স্থানে মদিনায় নিযুক্ত করেন।

তাদের মধ্যে দু'জনের মৃত্যু হয়। যারা অনুপস্থিত ছিলেন ও যারা মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাদেরকে আল্লাহর নবী হিস্যা প্রদান করেন। যে সমস্ত লোকেরা খায়বার অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু আল-হুদাইবিয়া যাত্রায় অংশগ্রহণ করেননি, তাদেরকে তিনি হিস্যা প্রদান করেছিলেন। তিনি হিস্যা প্রদান করেছিলেন তাদেরকে, যাদের তিনি **'ফাদাক'**-এর লোকদের সাথে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন, মুহায়েইসা বিন মাসুদ আল-হারিথি ও অন্যান্যরা।

যারা অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন, আল্লাহর নবী তাদেরকে হিস্যা প্রদান করেছিলেন; এ ছাড়াও আরও তিন অসুস্থ ব্যক্তিকে, যারা এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেননি: সুয়ায়েদ বিন আল-নুমান, আবদুল্লাহ বিন সা'দ বিন খেইথামা ও বানু-খুতামা গোত্রের এক ব্যক্তিকে। আর তিনি হিস্যা প্রদান করেছিলেন ঐ সব মৃত ব্যক্তিদের, যারা মুসলমানদের মধ্যে নিহত হয়েছিলেন।

আবদ আল-রাহমান বিন আবদুল্লাহ বিন আবদ আল-রাহমান বিন আবি সা'সায়া হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ইবনে আবি সাবরা আমাকে বলেছেন যে এক ভাষ্যকার বলেছেন: বাস্তবিকই খায়বার অভিযানটি ছিল হুদাইবিয়া অংশগ্রহণকারী লোকদের জন্য। তারা ছাড়া অন্য কেউ সেখানে অংশগ্রহণ করেননি, তারা ছাড়া অন্য কাউকে সেখানকার হিস্যা প্রদান করা হয়নি। এর প্রথম উক্তিটি আমাদের সাথে নিশ্চিত করা হয়েছে, যা হলো, যে সমস্ত লোকেরা খায়বার অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিল, তারা হুদাইবিয়া যাত্রায় অংশগ্রহণ না করলেও তাদেরকে হিস্যা প্রদান করা হয়েছিলো।'

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা: [2] [3]

'খায়বারের লুণ্ঠন সামগ্রী যখন ভাগাভাগি করে নেয়া হয়; মুসলমানদের ভাগে পড়ে আল-শিইখ ও আল-নাটার সম্পদ, আর **আল-কাতিবার** সম্পদগুলো পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়:

[১] আল্লাহর অংশ;

[২] নবীর অংশ (তাবারী: 'এক পঞ্চমাংশ')

[৩] স্বজাতি, অনাথ, দরিদ্রদের (তাবারী: 'ও মুসাফিরদের') অংশ

[৪] নবীর পত্নীদের ভরণপোষণ; এবং

[৫] 'ফাদাক' এর লোকদের সাথে **শান্তি আলোচনায়** [**] মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিযুক্ত লোকদের রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ অংশ। আল্লাহর নবী মুহায়েইসিয়া নামের এক ব্যক্তিকে, যিনি ছিলেন ঐ লোকদের একজন, ৩০ মাল-বোঝাই করা (Load) বার্লি ও ৩০ মাল-বোঝাই করা খেজুর দিয়েছিলেন।

খায়বারে সম্পদগুলো হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারী লোকদের মধ্যে ভাগাভাগি করে দেয়া হয়, **তা তারা এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করুক কিংবা না করুক।** একমাত্র যাবির বিন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম ছিলেন অনুপস্থিত, আল্লাহর নাবী তাকে সেই একই অংশ দান করেন, যা তিনি অন্যদের দিয়েছিলেন। আল-সুরায়ের ও খাচ নামের দুই উপত্যকা, যার মাধ্যমে খায়বারের অঞ্চলগুলো ছিল বিভক্ত। নাটা ও আল-শিইখ এর ১৮ শেয়ার, যার মধ্যে নাটার ছিল পাঁচটি ও আল-শিইকের তেরটি শেয়ার। এই দুই অঞ্চলের অংশগুলো ১,৮০০ ভাগে ভাগ করা হয়।' ---

- অনুবাদ, টাইটেল, [**] ও নম্বর যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-ওয়াকিদি ও আল-তাবারীর ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো, কুরাইশদের সঙ্গে **'হুদাইবিয়া সন্ধি চুক্তি'** সম্পন্ন করার পর মদিনায় ফিরে আসার প্রাক্কালে 'সুরা আল-ফাতাহ' অবতারণা করার মাধ্যমে মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের যে লুটের মালের ওয়াদা করেছিলেন, খায়বার জনপদবাসীদের ওপর আগ্রাসী নৃশংস আক্রমণ ও তাঁদের সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ লুণ্ঠন ও ভাগাভাগির মাধ্যমে মুহাম্মদ তাঁর সে ওয়াদা পালন করেছিলেন। বদর

যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা সত্ত্বেও যেমন আটজন ব্যক্তিকে মুহাম্মদ বদর যুদ্ধে অর্জিত লুটের মালের হিস্যা প্রদান করেছিলেন, তেমনই খায়বার অভিযানে অংশগ্রহণ না করা সত্ত্বেও মুহাম্মদ তাঁর হুদাইবিয়া যাত্রায় অংশগ্রহণকারী অনুসারীদের খায়বার অভিযানে অর্জিত লুটের মালের হিস্যা প্রদান করেছিলেন। এমনকি তাঁদের যে দুইজন ব্যক্তি ইতিমধ্যেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাঁদের পরিবার পরিজনদেরও মুহাম্মদ এই লুটের মালের হিস্যা প্রদান করেছিলেন। **বদর যুদ্ধে** [পর্ব: ৩০-৪৩] অংশগ্রহণ না করা সত্ত্বেও যে আটজন ব্যক্তিকে মুহাম্মদ বদর যুদ্ধে অর্জিত লুটের মালের হিস্যা প্রদান করেছিলেন, তারা হলেন: [4]

তিনজন মুহাজির (আদি মক্কাবাসী মুহাম্মদ অনুসারী):

(১) মুহাম্মদের জামাতা উসমান ইবনে আফফান - মুহাম্মদ তাঁকে তাঁর অসুস্থ স্ত্রী রুকাইয়া বিনতে মুহাম্মদের সেবা শুশ্রূষার জন্য মদিনায় থাকতে বলেছিলেন। যে দিন যায়েদ বিন হারিথা বদর যুদ্ধ বিজয়ের খবর নিয়ে মদিনায় হাজির হন, সেই দিন মুহাম্মদের এই কন্যা রুকাইয়ার মৃত্যু হয়;

(২) তালহা বিন উবায়েদুল্লাহ (Talha b Ubaydullah) ও

(৩) সাইদ বিন যায়েদ বিন আমর বিন নুফায়েল (Said b Zayd b Amr b Nufayl)।

পাঁচ জন আনসার (আদি মদিনা-বাসী মুহাম্মদ অনুসারী):

(৪) আবু লুবাবা বিন আবদ আল-মুনধির (Abu Lubaba b Abd al-Mundhir);

(৫) আসিম বিন আদি (Asim b Adi);

(৬) আল-হারিথ বিন হাতিব (Al-Harith b Hatib);

(৭) খাওয়ায়েত বিন জুবায়ের (Khawwat b Jubayr) ও

(৮) আল-হারিথ বিন আল-সিমমা (al-Harith b al-Simma)।

[**] খায়বার-বাসীদের মতই 'ফাদাক'-এর লোকদের ওপর আক্রমণ করা হবে - এমন **হুমকির মাধ্যমে** মুহাম্মদ কীভাবে তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করেছিলেন তার বিস্তারিত আলোচনা খায়বার যুদ্ধ-পরবর্তী **'ফাদাক অধ্যায়'** পর্বগুলোতে করা হবে।

ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-ওয়াকিদির মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর মূল ইংরেজি অনুবাদ ইন্টারনেটে ***বিনামূল্যে ডাউনলোড লিঙ্ক:*** *তথ্যসূত্র [2] ও [3]।*

The detailed narrative of Al-Waqidi (continued): [1]

They said: **A fifth** was for the Messenger of God from all the plunder that the Muslims took, **whether** the Messenger of God witnessed it or not. But there was no portion in the plunder for those who were not present, if they did not witness it; except at Badr where he gave to eight who did not witness, and [Page 684] each had a right to it. And Khaybar was for the people of al-Ḥudaybiyya, too, those who witnessed it among them or were absent from it. *God promises you plunder in plenty take it when he hastens this for you* (Q. 48:20): referring to Khaybar. Men who had **stayed behind** from Khaybar were Murayy b. Sinān, Ayman b. ʿUbayd, and Sibāʿ b. ʿUrfuta al-Ghifārī. He appointed Jābir b. ʿAbdullah and others to take his place in Medina. Two of them died. The Messenger of God apportioned to those who stayed behind and those who died.

He apportioned to those who witnessed Khaybar among people who did not witness al-Ḥudaybiyya. He apportioned to messengers who were appointed to the people of Fadak, Muḥayyisa b. Masʿūd al-Ḥārithī, and others. The Messenger of God apportioned to those who attended, but also to three sick people who did not attend the battle: Suwayd b. al-Nuʿmān,

ʿAbdullah b. Saʿd b. Khaythama, and a man from the Banū Khuṭāma. And he apportioned to the dead who were killed among the Muslims.

Ibn Abī Sabra related to me from ʿAbd al-Raḥmān b. ʿAbdullah b. ʿAbd al-Raḥmān b. Abī Ṣaʿṣaʿa that a sayer had said: Indeed Khaybar was for the People of Ḥudaybiyya. Others than them did not witness it, and others than them were not given a portion of it. The first saying is confirmed with us, that a people who witnessed Khaybar were given portions even though they had not witnessed al-Ḥudaybiyya.

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),** ed. Marsden Jones, লন্ডন **১৯৬৬**; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৬৮৩-৬৮৪; ইংরেজি অনুবাদ**:** Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা **৩৩৬-৩৩৭**
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[2] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, **১৯৫৫**, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫২১
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[3] অনুরূপ বর্ণনা: **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, **১৯৮৭**, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) **১৫৮৮-১৫৮৯**
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp

[4] Ibid **"কিতাব আল-মাগাজি"**- ভলুম ১, পৃষ্ঠা **১০১**; ইংরেজি অনুবাদ**: পৃষ্ঠা ৫১**

১৪৭: খায়বার যুদ্ধ-১৮: লুটের মাল - কারা ছিলেন হিস্যা বঞ্চিত?

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – একশত একুশ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীরা উন্মুক্ত শক্তি প্রয়োগে খায়বারের নিরীহ জনপদবাসীর ওপর অতর্কিত নৃশংস আগ্রাসী আক্রমণের মাধ্যমে তাঁদেরকে খুন, জখম ও বন্দী করে তাঁদের সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি কী প্রক্রিয়ায় নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারার ব্যবস্থা করেছিলেন, তার বিস্তারিত আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

আদি উৎসের ইসলামে নিবেদিতপ্রাণ বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, খায়বারের **'আল-নাটা ও আল-শিইখ'** অঞ্চলের সমস্ত লুণ্ঠিত সম্পদের চার-পঞ্চমাংশ মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে দেন, আর বাকি এক-পঞ্চমাংশ তিনি নিজে হস্তগত করেন তাঁরই উদ্ভাবিত এক বিশেষ ফর্মুলায়। কী সেই বিশেষ ফর্মুলা, তার আলোচনা "সন্ত্রাসী নবযাত্রা:নাখলা পূর্ববর্তী অভিযান (পর্ব: ২৮)" পর্বে করা হয়েছে। আর খায়বারের **'আল-কাতিবা'** অঞ্চল থেকে যে সমস্ত সম্পদ তিনি লুণ্ঠন করেছিলেন, তার **সমস্তই** তিনি একাই হস্তগত করেন।

আল-কাতিবার জনগণের সঞ্চিত সমস্ত সম্পত্তি জোরপূর্বক লুণ্ঠন করার পর এই সম্পদগুলো মুহাম্মদ কীভাবে "আল্লাহর অংশ, নবীর অংশ, স্বজাতি ও অনাথ-দরিদ্র-

মুসাফিরদের অংশ, নবীর পত্নীদের ভরণপোষণের অংশ এবং 'ফাদাক'-এর লোকদের সাথে মধ্যস্থতাকারী-রূপে নিযুক্ত লোকদের রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ অংশ" নামের পাঁচটি ভাগে ভাগ করে ব্যয় করেছিলেন, তার আংশিক আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে। এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী পর্বগুলোতে করা হবে।

আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা আর যে বিষয়টি জানতে পারি, তা হলো, মুহাম্মদের সঙ্গে খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সব লোক এই লুটের মালের সমান 'হিস্যা' (Share) পাননি। এ বিষয়ে সবচেয়ে বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন আল-ওয়াকিদি।

আল-ওয়াকিদির (৭৪৮-৮২২ খ্রিষ্টাব্দ) অব্যাহত বিস্তারিত বর্ণনা: [1] [2]
পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব-১৪৬) পর:

'হিযাম বিন সা'দ বিন মুহায়েয়িসা হইতে > কুতায়ের আল-হারিথি হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ইবনে আবি সাবরা আমাকে বলেছেন, যা তিনি বলেছেন:

আল্লাহর নবী মদিনা থেকে দশ জন ইহুদি সহকারে রওনা হন ও তিনি তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে খায়বার আক্রমণ করেন। তিনি মুসলমানদের মত তাদেরকে হিস্যা দেন। কেউ কেউ বলে: তিনি তাদেরকে যা দিয়েছিলেন, তা কোনো ভাগের হিস্যা ছিল না।। তাদের সঙ্গে ছিল ক্রীতদাসেরা, যাদের মধ্যে ছিল আবু লাহম (Abū Laḥm) এর কাছ থেকে মুক্তি প্রাপ্ত ('mawlā') দাস উমায়ের। উমায়ের বলেছেন: তিনি আমাকে কোনো হিস্যা দেননি, কিন্তু তিনি আমাকে আসবাবপত্র ও পণ্যসামগ্রী দিয়েছিলেন। আল্লাহর নবী তাদেরকে তা উপহার স্বরূপ দান করেছিলেন। আল্লাহর নবী মদিনা থেকে বিশ জন মহিলা সহকারে রওনা হন: উম্মে সালামা - তাঁর স্ত্রী; সাফিয়া বিনতে আবদুল মুত্তালেব [মুহাম্মদের ফুপু]; উম্মে আয়মান; সালমা (আবু রাফির স্ত্রী, যিনি ছিলেন আল্লাহর নবীর

মুক্তি প্রাপ্ত দাস); আসিম বিন আদির সঙ্গের মহিলা, যিনি খায়বারে সাহলা বিনতে আসিম-কে প্রসব করেছিলেন; উম্মে উমারা; নুসায়েবা বিনতে কা'ব; ও উম্মে মা'নি - যিনি ছিলেন শুবাথ এর মা; কুয়ায়েবা বিনতে সা'দ আল-আসলামিয়া; উম্মে মুতা আল-আসলামিয়া; উম্মে সুলায়েম বিনতে মিলহান; উম্মে আল-দাহহাক বিনতে মাসুদ আল-হারিথা; হিন্দ বিনতে আমর বিন হিযাম; উম্মে আল-আলায়ি আল-আনসারিয়া; উম্মে আমির আল-আশহালিয়া; উম্মে আতিয়া আল-আনসারিয়া ও উম্মে সালিত।

উমাইয়া বিনতে কায়েস বিন আবি আল-সালত আল-গিফারিয়া > উম্মে আলী বিনতে আল-হাকাম > সুলায়েমান বিন সুহায়েম হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ইবনে আবি সাবরা আমাকে বলেছেন, যা তিনি বলেছেন:

বানু গিফার গোত্রের এক মহিলার সঙ্গে আমি আল্লাহর নবীর কাছে গমন করি ও আমরা তাঁকে বলি, "হে আল্লাহর নবী, আপনি যেই দিকে যান, সেই দিকে আমরা আপনার সঙ্গে যাত্রা করার আশা প্রকাশ করেছি এবং আমরা যেভাবে পারবো সে ভাবেই আহত লোকজন ও মুসলমানদের সাহায্য করবো।" আল্লাহর নবী বলেন, "আল্লাহ তোমাদের মঙ্গল করুক!"

তিনি [উমাইয়া বিনতে কায়েস] যা বলেছেন: আমরা তাঁর সঙ্গে রওনা হই, তখন আমি ছিলাম অল্প বয়স্ক তরুণী; আল্লাহর নবী আমাকে তাঁর ঠিক পিছনেই তাঁর পশুর ওপর বসানো জিনে যে ব্যাগ আছে, তার ভেতরে আমাকে বসালেন। তিনি ভোরের দিকে উট থেকে নেমে আসেন ও তাকে শুইয়ে ফেলেন; অতঃপর যা হলো, ঐ জিনের ব্যাগে আমি আমার রক্ত দেখলাম। সেই সময়টিই ছিল সর্বপ্রথম, যখন আমার ঋতুস্রাব (মাসিক) হয়েছিল; আমি উটটির ওপাশে গিয়ে তা ধরেছিলাম, কারণ আমি নিজেই নিজের ওপর ছিলাম লজ্জিত। যখন আল্লাহর নবী আমাকে দেখেন ও দেখেন সেই রক্তগুলো, তিনি বলেন, "সম্ভবত: তোমার কি মাসিক হয়েছে?" আমি বলি, "হ্যাঁ।" তিনি বলেন,

"নিজেকে সামলে নাও। অতঃপর এক বদনা পানি নাও, ও তার মধ্যে কিছু লবণ মিশাও ও জিনের ব্যাগের রক্তগুলো পরিষ্কার করো; তারপর আমার কাছে ফিরে এসো।" আমি তাই করি।

যখন আল্লাহ খায়বার বিজয় ঘটান, **আল্লাহর নবী লুটের মালগুলো থেকে আমাদেরকে পুরস্কার দেন, কিন্তু তিনি আমাদেরকে কোনো হিস্যা (apportion) প্রদান করেননি।** তুমি আমার গলায় যেই হারটি দেখছ, তিনি তা নেন, আমাকে দান করেন ও তাঁর হাতে তিনি তা আমার গলায় পরিয়ে দেন; আল্লাহর কসম, আমি কখনোই তা খুলে রাখিনি। যখন তিনি মারা যান, তখন তা তাঁর গলাতেই ছিলো। তিনি যে 'উইল' করে যান, তা হলো এই যে, এটা সহকারেই যেন তাঁকে দাফন করা হয়। পরিষ্কার করার পানিতে লবণ মিশানো ছাড়া তিনি তা পরিষ্কার করেননি। তিনি তাঁর উইলে ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, তাঁকে দাফনের আগে গোসল করানোর জন্য যেন লবণগুলো ব্যবহার করা হয়।

আবদুল সালাম (Abd al-Sālam) বিন মুসা বিন জুবায়ের < তার পিতা হইতে < তার দাদা হইতে < **আবদুল্লাহ বিন উনায়েস** হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে বলেছেন, যা তিনি বলেছেন:

আমি আল্লাহর নবীর সঙ্গে খায়বার অভিযানে গমন করি, আর আমার সঙ্গে ছিল আমার গর্ভবতী স্ত্রী। পথিমধ্যে তার প্রসব বেদনা শুরু হয় ও আমি তা আল্লাহর নবীকে অবহিত করি, তিনি বলেন: তার জন্য কিছু খেজুর পানিতে ভেজাও, যখন তা পুরোপুরি ভিজে যায়, তখন তা তাকে পান করাও।" আমি তাই করি ও তার প্রসব সহজ হয়। যখন আমরা খায়বার বিজয় করি, তিনি মহিলাদের উপহার সামগ্রী প্রদান করেন। কিন্তু তিনি তাদেরকে কোন হিস্যা (apportion) প্রদান করেননি। তিনি আমার স্ত্রী ও সদ্যপ্রসূত সন্তান উভয়কেই তা প্রদান করেন। আবদুল সালাম বলেছেন: সন্তানটি ছেলে নাকি মেয়ে ছিল, তা আমি জানি না। -----

উম্মে আলা আল-আনসারিয়া হইতে> উমর বিন আল-হাকাম হইতে> ইশাক বিন আবদুল্লাহ হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ইবনে আবি সাবরা আমাকে বলেছেন, তিনি যা বলেছেন: আমি তিনটি জপমালা অর্জন করি, আর আমার সঙ্গের মহিলাটির অর্জনও একই রূপ। সেই সময় সোনার তৈরি কানের দুল নিয়ে আসা হয়। আল্লাহর নবী বলেন, "এগুলো হলো আমার ভাই সা'দ বিন যুরারার কন্যাদের জন্য।" তিনি সেই কানের দুলগুলো নিয়ে তাদের কাছে গমন করেন, আমি তাদেরকে সেই কানের দুলগুলো পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। খায়বার অভিযানে সেইগুলো ছিল তাঁর 'এক-পঞ্চমাংশ' অংশ থেকে।

থাবায়েতা বিনতে হানযালা আল-আসলামা এর মাতা **উম্মে সিনান হইতে** > থাবায়েতা বিনতে হানযালা আল-আসলামা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আবদুল্লাহ বিন আবি ইয়াহিয়া আমাকে বলেছেন, তিনি যা বলেছেন:

যখন আল্লাহর নবী অভিযানে যাওয়া মনস্থ করেন, আমি তাঁর কাছে আসি ও তাঁকে বলি, "হে আল্লাহর নবী, আপনি যেদিকে যাবেন, আমি আপনার সঙ্গে সেই দিকে যাবো। আমি পানির পাত্রগুলো সাজিয়ে রাখবো, অসুস্থ ও আহত লোকদের সেবা করবো, আর যদি তারা আহত হয় - যা হবে না- আমি পশুর জিনগুলো (saddles) পাহারা দেবো।" আল্লাহর নবী বলেন, "তোমার ও তোমার সঙ্গীদের ওপর আল্লাহর রহমত, যাত্রা করো। তোমার লোকেরা আমার সাথে কথা বলেছে, আমি তোমার লোকদের ও তাদের অবশিষ্ট লোকদের অনুমতি দিয়েছি। যদি তুমি চাও, তবে তুমি তোমার লোকদের সাথে যাও, আর যদি আমাদের সাথে যেতে চাও, তবে আমাদের সাথে চলো।" আমি বলি, "আপনার সঙ্গে!" তিনি বলেন, "তাহলে তুমি আমার স্ত্রী উম্মে সালামার সঙ্গে থাকো।"

সে বলেছে: আমি তাঁর [উম্মে সালামা] সঙ্গে থাকি। আল্লাহর নবী তাঁর বর্ম-আবরণ পরিহিত হয়ে প্রতিদিন সকালে আল-রাজী থেকে বের হয়ে গিয়ে আক্রমণ চালান [পর্ব-

১৩১] । সন্ধ্যাবেলায় তিনি আমাদের কাছে ফিরে আসেন। এভাবে তিনি অবিরাম সাতদিন অতিবাহিত করেন যতক্ষণে না আল্লাহ তাঁর জন্য 'নাটা' বিজয় সম্পন্ন করে। যখন তিনি তা বিজয় করেন, তিনি 'আল-শিইখ' এ স্থানান্তরিত হন, আর আমাদেরকে তিনি আল-মানযিলায় স্থানান্তর করেন। যখন তিনি খায়বার বিজয় করেন, তিনি লুটের মালের অংশ (fay') থেকে আমাদেরকে উপহার প্রদান করেন। তিনি আমাকে দেন,

[১] জপমালা ও রূপার তৈরি মালা, যা ছিল লুণ্ঠনের মাধ্যমে অর্জিত। তিনি আমাকে দিয়েছিলেন'
[২] 'ফাদাক' এর মখমল,
[৩] ইয়ামেন এর পোশাক-পরিচ্ছদ,
[৪] একটি মোটা জামা ও
[৫] একটি পিতলের পাত্র।

তাঁর অনুসারীদের মধ্যে যারা আহত হয়, আমি তাদের পরিচর্যা করি ঔষধের মাধ্যমে, যা আমার পরিবারের কাছ থেকে আনা; অতঃপর তারা আরোগ্য লাভ করে। আমি উম্মে সালামার সাথে প্রত্যাবর্তন করি; আর যখন আমরা ফিরে এসে মদিনায় প্রবেশ করি, আমি ছিলাম আল্লাহর নবীর উটগুলোর একটির পিঠের ওপরে, যা তিনি আমাকে দান করেছিলেন; তিনি [উম্মে সালামা] বলেছিলেন, "যে উটের ওপর তুমি সওয়ার হয়েছো, তা তোমার। আল্লাহর নবী তা তোমাকে দান করেছেন।" সে বলেছে: আমি আল্লাহর প্রশংসা আদায় করি ও উটটি সঙ্গে নিয়ে আগমন করি, অতঃপর আমি তাকে সাত দিরহাম মূল্যে বিক্রয় করি। সে বলেছে: আমার এই ভ্রমণে আল্লাহ আমাকে প্রসন্নতা প্রদান করেছিল।

তারা যা বলেছে: তিনি মহিলাদেরকে হিস্যা প্রদান করেছিলেন, আর তিনি হিস্যা প্রদান করেছিলেন সাহলা বিনতে আসিম এর জন্য, যে জন্ম গ্রহণ করেছিল খায়বারে। খায়বারে

আবদুল্লাহ বিন উনায়েস-এরও এক সন্তানের জন্ম হয়। তিনি মহিলাদের ও ছেলে সন্তানদের হিস্যা প্রদান করেন। কিছু লোক বলেছে: তিনি মহিলা ও শিশুদের উপহার প্রদান করেছিলেন, কারণ তিনি তাদেরকে জিহাদের জন্য উপযুক্ত লোক হিসাবে বিবেচনা করেননি।

আল-হারিথ বিন আবদুল্লাহ বিন কাব হইতে > আবদুর রাহমান বিন আবদুল্লাহ বিন আবি সা'সা' হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ইয়াকুব বিন মুহাম্মদ আমাকে বলেছেন, তিনি যা বলেছেন:
আমি উম্মে উমারার গলায় কিছু লাল জপমালা দেখেছি, তাই আমি তাকে সেগুলো সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি। সে যা বলেছিল, তা হলো, সাদ বিন মুয়াধ দুর্গের মাটির নিচে যে-জপমালাগুলো পুঁতে রাখা ছিল, মুসলমানরা তা হস্তগত করে। সেগুলো আল্লাহর নবীর কাছে নিয়ে আসা হয়, আর তিনি আদেশ করেন যে, সেগুলো যেন তাঁর সঙ্গের মহিলাদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়। সেগুলো গণনা করা হয়। আমরা ছিলাম বিশ জন মহিলা, তিনি ঐ জপমালাগুলো আমাদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। আর তিনি তাঁর লুটের মালের অংশ (fay) থেকে আমাদেরকে দেন উপহার, মখমল, ইয়ামেনের পোশাক পরিচ্ছদ ও দুইটি দিনার।

এভাবেই তিনি আমাকে ও আমার সঙ্গের মহিলাদের সেগুলো প্রদান করেন। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম: পুরুষদের জন্য কয়টি অংশ ছিল? সে বলেছিল: আমার স্বামী ঘাযিয়া বিন আমর সাড়ে এগারো দিরহামের জিনিসপত্র বিক্রি করেছিলো ও সে আর কোনোকিছুর জন্য জিজ্ঞাসা করেনি। আমরা মনে করেছিলাম যে, এইগুলো ছিল অশ্বারোহীদের অংশ - সে ছিল অশ্বারোহী - আর সে আল-শিইখ' এর তিন অংশ **ওসমানের শাসন আমলে** 'ত্রিশ দিরহাম মূল্যে বিক্রয় করেছিলো।'----.'

- অনুবাদ, টাইটেল, [**] ও নম্বর যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকলকেই মুহাম্মদ তাঁর খায়বারের জনগণের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া লুণ্ঠিত সম্পদের মাধ্যমে পুরস্কৃত করলেও সকলেই সমান ভাবে লুটের মালের হিস্যা পাননি। অংশগ্রহণকারী মহিলা ও দাসেরা (ও সম্ভবতঃ ইহুদিরা) সমস্ত লুণ্ঠিত সামগ্রীর চার-পঞ্চমাংশের (কুরান: ৮:৪১) সমান হিস্যা পাননি।

ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-ওয়াকিদির মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। ইবনে ইশাকের মূল ইংরেজি অনুবাদ ইন্টারনেটে বিনামূল্যে ডাউনলোড লিঙ্ক: তথ্যসূত্র [2]।

The detailed narrative of Al-Waqidi (continued): [1]

'Ibn Abī Sabra related to me from Quṭayr al-Ḥārithī from Ḥizām b. Saʿd b. Muḥayyisa, who said: The Messenger of God set out with ten Jews from Medina, and he attacked Khaybar with them. He apportioned to them as he apportioned to the Muslims. Some said: He gave them but he did not apportion to them. There were slaves with them, including ʿUmayr, the *mawlā* of Abū Laḥm. ʿUmayr said: He did not apportion to me but he gave me furniture and goods. The Messenger of God had gifted it to them.

The Messenger of God set out from Medina with twenty women: Umm Salama his wife, Ṣafiyya bt. ʿAbd al-Muṭṭalib, Umm Ayman, Salmā (the wife of Abū Rāfiʿ, a *mawlā*of the Prophet), the woman of ʿĀsim b. ʿAdī who delivered Sahla bt. ʿĀṣim in Khaybar, Umm ʿUmāra, Nusayba bt. Kaʿb, and Umm Manīʿ, who was the mother of Shubāth, Kuʿayba bt. Saʿd al-Aslamiyya, Umm Mutāʿ al-Aslamiyya, Umm Sulaym bt. Milḥān, Umm al-

Daḥḥāk bt. Masʿūd al-Ḥāritha, Hind bt. ʿAmr b. Ḥizām, Umm al-Alāi al-Anṣāriyya, Umm Āmir al-Ashhaliyya, Umm ʿĀṭiyya al-Anṣāriyya, and Umm Salīṭ.

Ibn Abī Sabra related to me from Sulaymān b. Suḥaym from **Umm ʿAlī bt. al-Ḥakam,** from Umayya bt. Qays b. Abī l-Ṣalt al-Ghifāriyya, who said: I went to the Messenger of God with women from the Banū Ghifār, and we said, "We desire, O Messenger of God, to set out with you in this direction of yours, and we will treat the wounded and help the Muslims in whatever way we can." The Messenger of God said, "May God bless you!"

She said: We set out with him and I was a girl young in years, and the Messenger of God seated me right behind him on the saddle bag of his saddle. He alighted at dawn and made his camel lie down, and lo and behold I saw the blood from me on the saddlebag. It was the first time that I menstruated, and I grabbed at the camel for I was ashamed of myself. When the Messenger of God saw me and saw the blood he said, "Perhaps you are menstruating?" I said, "Yes." He said: "Restore yourself. Then take a vessel of water, throw some salt in it and wash the blood on the saddlebag, and then return to me." I did so.

When God conquered Khaybar, the Prophet gave us gifts from the booty but he did not apportion to us. He took this necklace that you see around my neck and gave it to me, and he hung it with his hand around my neck, and by God I have not removed it ever. It was around her neck when she died. She "willed" that she be buried with it. She did not cleanse except

she placed salt in the cleansing water. She willed that salt be used in washing her, when she was washed for her burial.

ʿAbd al-Salām b. Mūsā b. Jubayr related to me from his father, from his grand father, from ʿAbdullah b. Unays, who said: I set out with the Prophet to Khaybar, and with me was my pregnant wife. She was in labour on the road and I informed the Messenger of God and he said, "Soak some dates for her, and when they are well soaked then let her drink it." I did, and her labor was made easy. When we conquered Khaybar he gave the women gifts but he did not apportion to them. He gave both my wife, and my child who was just born. ʿAbd al-Sālam said: I do not know if it was a boy or girl.

Ibn Abī Sabra related to me from Isḥāq b. ʿAbdullah from ʿUmar b. al-Ḥakam from **Umm ʿAlā al-Anṣāriyya**, who said: I acquired three beads, and my female companions acquired the same. Earrings of gold were brought at that time. The Messenger of God said, "These are for the daughters of my brother Saʿd b. Zurāra." He brought the earrings to them, and I have seen them wearing the earrings. That was from his fifth, on the day of Khaybar.

ʿAbdullah b. Abī Yahyā related to me from Thubayta bt. Ḥanẓala al-Aslamā from her mother **Umm Sinān**, who said: When the Messenger of God desired to set out I came to him and said, "O Messenger of God, I will set out with you in this direction of yours. I will string the waterbags, care for the sick and wounded, and if they are wounded—it will not be—I will watch the saddles." The Messenger of God said, "Set out with God's blessings on you and your companions. Your people have spoken to me,

and I have permitted to those among your people and the rest of them. If you wish, go with your people and if you wish, with us." I said, "With you!" He said, "Then stay with Umm Salama, my wife." She said: And I was with her.

The Messenger of God raided from al-Rajīʿ every morning wearing his armor. In the evening, he returned to us. He continued thus for seven days until God conquered Naṭā for him. When he conquered, it he moved to al-Shiqq, and he moved us to al-Manzila. When he conquered Khaybar he gave us gifts from the booty (*fay'*). He gave me beads and jewelry of silver that was acquired in the plunder. He gave me velvet from Fadak, cloth from Yemen, a thick garment, and a pot of brass. Men from his companions were wounded and I tended to them with medicines that came from my family and they recovered. I returned with Umm Salama and when we returned and entered Medina, and I was on one of the camels of the Prophet that he had given me, she said, "The camel, on which you ride, is for you. The Prophet gives it to you." She said: I praised God, and I arrived with the camel and sold it for seven dinars. She said: God granted me happiness in this journey of mine.

They said: He apportioned to the women, and he apportioned for Sahla bt. ʿAṣim, who was born in Khaybar. A child was born as well to ʿAbdullah b. Unays, in Khaybar. He apportioned to the women and boys. Some said: He gifted to the women and children for he did not regard them as people of *jihād*.

Yaʿqūb b. Muḥammad related to me from ʿAbd al-Raḥmān b. ʿAbdullah b. Abī Ṣaʿṣaʿa from al-Ḥārith b. ʿAbdullah b. Kaʿb, who said: I saw red

beads on the neck of **Umm Umāra,** so I asked her about them. She said that the Muslims acquired beads that had been buried in the grounds of Ṣaʿb b. Muʿādh's fortress. They were brought to the Messenger of God and he commanded that they be shared among the women who were with him. They were counted. We were twenty women and he apportioned those beads among us. And he gifted for us from the *fay'*, velvet, Yemenī cloth, and two dinars.

Thus did he give me and my female companions. I said: How many portions were for the men? She said: My husband Ghaziyya b. ʿAmr sold goods worth eleven and a half dinars and he did not ask for anything. We thought that these were portions of the riders—he was a rider—And he sold three portions in al-Shiqq, during the time of ʿUthmān, for thirty dinars.'

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৬৮৪-৬৮৮; ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩৩৭-৩৩৮
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[2] অনুরূপ বর্ণনা: **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫১৮
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

১৪৮: খায়বার যুদ্ধ-১৯: লুটের মাল ভাগাভাগি - নাটা ও শিইখ অঞ্চল! ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – একশত বাইশ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) খায়বারের জনপদবাসীদের তিলে তিলে সঞ্চিত গচ্ছিত স্থাবর ও অস্থাবর সমস্ত সম্পদ অমানুষিক নৃশংসতায় জোরপূর্বক লুণ্ঠন করার পর তা কীভাবে তাঁর অনুসারীদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছিলেন ও নিজে হস্তগত করেছিলেন, তার প্রাণবন্ত বর্ণনা ইসলামে নিবেদিতপ্রাণ মুসলিম ঐতিহাসিকরা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন; যা সর্বপ্রথম লেখা হয়েছে আজ থেকে ১২০০-১২৫০ বছরের ও অধিক পূর্বে, মুহাম্মদের মৃত্যু-পরবর্তী সবচেয়ে নিকটবর্তী সময়ে (পর্ব: ৪৪)! তাঁদের লেখা এই ইতিহাসগুলো মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর মনস্তত্ত্ব ও কর্মকাণ্ডের ঐতিহাসিক দলিল।

ইসলামে নিবেদিতপ্রাণ সেই সব বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই প্রাণবন্ত বর্ণনার আলোকে খায়বারের নিরীহ জনপদবাসীদের খুন, জখম ও বন্দী করার পর কী প্রক্রিয়ায় মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের মধ্যে সেই লুটের মালের হিস্যা প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন (পর্ব: ১৪৬); কোন অনুসারীদের তিনি সেই মালের হিস্যা থেকে বঞ্চিত করে তা থেকে তাদেরকে তিনি শুধু উপহার সামগ্রী প্রদান করেছিলেন(পর্ব: ১৪৭); তার আলোচনা গত দু'টি পর্বে করা হয়েছে। অতঃপর মুহাম্মদ সেই লুণ্ঠিত সম্পদগুলো নিজে গ্রহণ করেন ও তাঁর অন্যান্য অনুসারীদের মধ্যে বিলি-বণ্টনের ব্যবস্থা করেন।

আল-ওয়াকিদির (৭৪৮-৮২২ খ্রিষ্টাব্দ) অব্যাহত বিস্তারিত বর্ণনা: [1] [2]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব-১৪৭) পর:

'তারা যা বলেছেন: খায়বারের দিনটিতে আল্লাহর নবী **ফারওয়া বিন আমর বিন আল-বায়েদা**-কে লুটের মাল এর বিষয়ে নিযুক্ত করেন। তিনি আল-নাটা, আল-শিইখ ও আল-কাতিবা দুর্গ থেকে মুসলমানদের লুট করা সম্পদগুলো সংগ্রহ করেন। তিনি আল-কাতিবার জনপদবাসী পুরুষ, মহিলা ও শিশুদের একজনকেও অব্যাহতি দেননি, যাদের গায়ে শুধুমাত্র তাদের পরিধেয় বস্ত্র ছাড়া অন্য কিছু সঙ্গে ছিল [পর্ব-১৪০]।

তারা প্রচুর পরিমাণ আসবাবপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, মখমল, বহু অস্ত্রশস্ত্র, ভেড়া, গবাদিপশু, খাদ্যদ্রব্য ও বহু সংখ্যক উট জড়ো করে। খাদ্যদ্রব্য, উট ও গবাদিপশুর খাবারগুলো পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়নি। সেখান থেকে লোকেরা যার যার প্রয়োজনমত তা গ্রহণ করে। যুদ্ধ করার জন্য যার অস্ত্র দরকার ছিল, সেই লুটের মাল যাদের কাছে ছিল, তা থেকে সে সেটা গ্রহণ করে, যতক্ষণে না আল্লাহ তাদের জন্য খায়বার বিজয় ঘটান; অতঃপর সেগুলো সে লুটের মাল হিসাবে ফেরত দেয়। যখন সমস্ত সম্পদই সংগ্রহ করা হয়, তখন আল্লাহর নবী আদেশ করেন যে, তা যেন পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়। একটি অংশ লিখা ছিল আল্লাহর নামে, আর বাকি অংশগুলো রাখা হয়েছিল বেনামী।

প্রথমেই যে-অংশটি গ্রহণ করা হয়, তা হলো - আল্লাহর নবীর ভাগ, তিনি তাঁর ঐ এক-পঞ্চমাংশ পছন্দ করে গ্রহণ করেননি। অতঃপর আল্লাহর নবী ঘোষণা করেন যে, কেউ যদি তার চার-পঞ্চমাংশের অংশ, যারা তা কিনতে চায়, তাদেরকে তারা তা বিক্রয় করতে পারে; ফারওয়া তা ক্রেতাদের কাছে বিক্রয় করা শুরু করে। আল্লাহর নবী সে কারণে আশীর্বাদ কামনা করেন এই বলে, **"হে আল্লাহ, এর সমস্তই যেন বিক্রি হয়, সেই ব্যবস্থা তুমি করো।"**

ফারওয়া বিন আমর যা বলেছে: বিলক্ষণ আমি যা দেখেছি, তা হলো - লোকেরা আমাকে পেছনে ফেলে সেখানে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয় যতক্ষণে না দু'দিনে তা বিক্রি হয়ে যায়, যেখানে আমি ভেবেছিলাম যে, তা আমরা সম্পূর্ণ করতে পারবো না, এই কারণে যে এর পরিমাণ ছিল এতটাই বেশি।

এক-পঞ্চমাংশ, যা আল্লাহর নবীর ভাগে আসে, তা ছিল লুটের মালের সম্পদ থেকে। তিনি এই অস্ত্রশস্ত্র ও পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী দান করেন। তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের দান করেন পোশাক-পরিচ্ছদ, জপমালা ও বাসনকোসন। তিনি আবদুল মুত্তালিবের পরিবারের পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের তা প্রদান করেন, আর তিনি তা দান করেন এতিম ও ভিক্ষুকদের। লুটের মালের সাথে তৌরাতের পাণ্ডুলিপিগুলোও জড়ো করা হয়। ইহুদিরা তা নেবার জন্য আসে ও তারা আল্লাহর নবীর সাথে এই বিষয়ে কথা বলে সনির্বন্ধ মিনতি জানায়, যেন সেগুলো তাদেরকে ফেরত দেয়া হয়। আল্লাহর নবীর ঘোষক উচ্চস্বরে ঘোষণা করেন: সুঁই-সুতা পর্যন্ত যেন ফেরত দেয়া হয়, কারণ অবশ্যই অতিরিক্ত গ্রহণকারীদের বিচারের দিনে লজ্জা, কলঙ্ক ও আগুনের সম্মুখীন করা হবে। -----

আল্লাহর নবী খায়বারে তিনটি অশ্ব পরিচালনা করেন; লিযায, আল-যারিব ও আল-সাকব। আল-যুবায়ের বিন আল-আওয়াম ও অশ্ব পরিচালনা করে। খিরাশ বিন আল-সিমমা পরিচালনা করে দু'টি অশ্ব। এবং আল্লাহর নবীর পুত্র ইবরাহিমের পালক পিতা আল-বারা বিন আউস বিন খালিদ বিন আল-জা'দ বিন আউফ (যাকে আরও বলা হতো আবু ইবরাহিম) পরিচালনা করে দু'টি অশ্ব; ও আবু আমর বিন আল-আনসারি পরিচালনা করে দুটি অশ্ব।

সে বলেছে: যারা দু'টি অশ্ব পরিচালনা করেছিল, তাদের প্রত্যেককে আল্লাহর নবী পাঁচ অংশ প্রদান করেন। চারটি তার দুই ঘোড়ার জন্য ও একটি তার নিজের জন্য। দু'টির

বেশি ঘোড়ার জন্য তিনি কোনো অংশ প্রদান করেননি। অন্যরা বলে যে, তিনি শুধু একটি ঘোড়ার জন্য অংশ প্রদান করেছিলেন। যা নিশ্চিত, তা হলো - তিনি **একটি ঘোড়ার অংশ** প্রদান করেছিলেন। অন্যরা বলে যে, খায়বার দিনে তিনি ঘোড়াদের আরব ঘোড়া ও সংকর জাতের ঘোড়া হিসাবে শ্রেণী বিভাগ করেন; অতঃপর তিনি আরব ঘোড়াদের জন্য অংশ নির্ধারণ করেন আর সংকর জাতের ঘোড়াদের উপেক্ষা করেন। কিছু লোক বলে: আল্লাহর নবীর সময় সংকর জাতের ঘোড়া ছিল না। উমর ইবনে খাত্তাবের শাসন আমলে তার ইরাক ও আল-শাম বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত তখন ছিল শুধু আরব ঘোড়া। যে ঘোড়াগুলো আল্লাহর নবীর অধীনে ছিল, তার একটি ঘোড়ার অংশ ছাড়া অন্য কোনো অংশ তিনি গ্রহণ করেছিলেন, এমন শোনা যায়নি। নাটায় আল্লাহর নবীর অংশ ছিল তিনটি: তাঁর ঘোড়ার জন্য দুই অংশ ও তাঁর নিজের জন্য এক অংশ। ঘোড়াটি ছিল আসিম বিন আদির কাছে।

হিযাম বিন সা'দ বিন মুহায়েসা হইতে > ইশাক বিন আবদুল্লাহ বিন আবি ফারওয়া হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ইবনে আবি সাবরা আমাকে বলেছেন, তিনি যা বলেছেন:

সুয়ায়েদ বিন আল-নু'মান এক ঘোড়া নিয়ে রওনা হয়। রাত্রি বেলায় যখন সে খায়বারের বাড়ি-ঘরগুলো দেখতে পায়, সে তার ঘোড়া নিয়ে পড়ে যায়। ঘোড়াটি মারা যায় ও সুয়ায়েদের হাত যায় ভেঙ্গে। সে তার ক্যাম্প থেকে বের হয়ে বাইরে আসতে পারেনি, যতক্ষণে না আল্লাহর নবী খায়বার বিজয় করেন। আল্লাহর নবী তাকে তার ঘোড়ার অংশটি প্রদান করেন।

তারা বলেছেন: অশ্বারোহী সৈন্যদলে ছিল **দুই শত ঘোড়া;** কিছু লোক বলে, তা ছিল তিন শত। আমাদের সঙ্গে দুই শত সংখ্যাটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যায়েদ বিন থাবিত ছিল সেই লোক, যার দায়িত্ব ছিল মুসলমানদের সংখ্যা গণনা করা। আল্লাহর নবী লুটের মালগুলোর বিক্রি করা অংশ থেকে তাদেরকে হিস্যা প্রদান করেন। অতঃপর তিনি

তাদের সংখ্যা গণনা করেন। তাদের সংখ্যা ছিল ১৪০০ জন। সেখানে ছিল দুই শত ঘোড়া। সেখানে ছিল আঠারটি ভাগ। তারা ছিল সেই লোক যাদেরকে আল্লাহর নবী হিস্যা প্রদান করেছিলেন। সৈন্যদলের জন্য ছিল ১৪০০ টি অংশ। সেনাদলে যে দুই শত ঘোড়া ছিল, তদের জন্য নির্ধারিত ছিল ৪০০টি অংশ।

আল্লাহর নবী নাটা অথবা আল-শিইখে যে হিস্যাগুলো প্রদান করেন, তা ছিল তিনটি অনিয়ন্ত্রিত ভাগে বিভক্ত; এটি আল্লাহর নবীর শর্তমাফিক ছিল না, তা না ছিল নিয়ন্ত্রিত অথবা বণ্টিত। বরং, তার প্রত্যেকটির নাম দেয়া হয়েছিল তার নেতাদের নাম অনুসারে। প্রতি এক শত লোকের জন্য ছিল একজন পরিচিত নেতা, যে তার লোকদের মধ্যে তার ভাগের প্রাপ্ত অংশটি বণ্টন করে দিয়েছিল। আল-শিইখ ও আল-নাটার নেতারা ছিল:

আসিম বিন আদি; আলী ইবনে আবু-তালিব; আবদুল রহমান বিন আউফ; তালহা বিন উবায়েদুল্লাহ, আল্লাহ তার ওপর শান্তি বর্ষণ করুন। আর ছিল বানু সায়েদা গোত্রের ভাগ ও বানু আল-নাজজার গোত্রের ভাগ গ্রহণের জন্য ছিল তাদের নেতারা। হারিথা বিন আল-হারিথের ভাগ; আসলাম ও গিফফার গোত্রের ভাগ; বানু সালিমা গোত্রের ভাগ, যারা ছিল সংখ্যায় অধিক - যাদের নেতা ছিল মুয়াধ বিন জাবাল। আর ছিল উবায়েদা এর ভাগ, যে ছিল ইহুদিদের একজন; আউস, বানু যুবায়ের, উসায়েদ বিন হুদায়ের ও বালহারিথ বিন খাযরাজ গোত্রের ভাগ; যার নেতা ছিল আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা। একটি ভাগ ছিল বায়েদা-দের জন্যে, যার নেতা ছিল ফারওয়া বিন আমর; এবং নাইম দুর্গের [পর্ব: ১৩৪] জন্য ছিল এক ভাগ। এগুলো হলো আল-শিইখ ও নাটার আঠারটি অনিয়ন্ত্রিত ভাগ, তাদের নেতারা এই ভাগগুলো গ্রহণ করেছিল, যা তারা উপার্জন করেছিল ও অতঃপর তা তারা তাদের লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছিল। যে কোনো লোক তার অংশটি বিক্রয় করতে পারতো ও তা ছিল বৈধ। বাস্তবিকই, খায়বারে আল্লাহর নবী বানু গিফফার গোত্রের এক লোকের কাছ থেকে তার অংশটি

দু'টি উটের বিনিময়ে খরিদ করেছিলেন। অতঃপর তিনি তাকে বলেছিলেন, "জেনে রাখো, তোমার কাছ থেকে যে জিনিস আমি গ্রহণ করেছি, তা তোমাকে দেয়া আমার জিনিসের চেয়ে উত্তম; আর তোমাকে আমি যা দিয়েছি, তার পরিমাণ তোমার কাছ থেকে আমি যা নিয়েছি, তার চেয়ে কম। যদি তুমি চাও, তবে তা নিতে পারো, আর না চাইলে তা তুমি রেখে দিতে পারো।" গিফফারি লোকটি তা গ্রহণ করে।

উমর ইবনে খাত্তাব [পর্ব: ১৩২] আল্লাহর নবীর হিস্যা থেকে একটি অংশ খরিদ করে। সে তা গ্রহণ করে তার সঙ্গের ১০০ জন সঙ্গীর মধ্য থেকে। সেটি ছিল আউস গোত্রের অংশ, উমর তা তার ভাগে না নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত যে অংশটির নাম রাখা হয়েছিল আল-লাফিফ। মুহাম্মদ বিন মাসলামা [পর্ব: ৪৮] কয়েকটি অংশ আসলাম গোত্রের ভাগ থেকে খরিদ করে। যা বলা হয়েছে, আসলাম গোত্রের লোকদের সংখ্যা ছিল ৭০ জনের আশেপাশে, আর গিফফার গোত্রের লোকদের সংখ্যা ছিল প্রায় বিশ জন; একত্রে তাদের সংখ্যা ছিল এক শত জন। কেউ কেউ বলে যে আসলাম গোত্রের লোকদের সংখ্যা ছিল ১৭০ জন, আর গিফফার গোত্রের লোকদের সংখ্যা ছিল বিশ জনের আশে পাশে; যা ছিল দুই শত অংশ। প্রথম বিবৃতিটি আমাদের সঙ্গে নিশ্চিত করা হয়েছে।'----

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা: [2]

'যে অনুসারীদের মধ্যে খায়বার বণ্টন করে দেয়া হয়েছিল, তাদের অংশ ও ঘোড়ার অংশের মোট পরিমাণ ছিল ১৮০০; ১৪০০ ব্যক্তি ও ২০০টি ঘোড়া; প্রত্যেকটি ঘোড়ার জন্য ছিল দুই ভাগ ও তার আরোহীর জন্য ছিল এক ভাগ; প্রত্যেক পদাতিক অনুসারীদের জন্য ছিল এক ভাগ। প্রতি ১০০ জন মানুষ ও তাদের বিলি-বণ্টনের জন্য ছিল একজন নেতা, অর্থাৎ ১৮ ব্লকে বণ্টন কৃত হিস্যা। [3]

যারা নেতা ছিলেন তারা হলেন: আলী; আল-যুবায়ের বিন আল-আওয়াম; তালহা বিন উবায়েদুল্লাহ; উমর; আবদুর রাহমান; আসিম বিন আদিব; উসায়েদ বিন হুদায়ের। আর ছিলো আল-হারিথ বিন আল-খাযরাজ এর হিস্যা; আর নাইম এর হিস্যা; আর বানু বায়েদা গোত্রের হিস্যা, বানু ওবায়েদ, বানু সালিমা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বানু হারাম, আর **উবায়েদ এর হিস্যা** [4], সায়েদা, গিফফার ও আসলাম, আল-নাজজার, হারিথা ও আউস গোত্রের হিস্যা।

সর্বপ্রথম অংশটি পড়ে আল-যুবায়েরের ভাগে, যার নাম ছিল আল-খায়ু (al-Khau) ও তারপরেই আল-সুরায়ের এর; দ্বিতীয়টি পড়ে বানু বায়েদা গোত্রের ভাগে; তৃতীয়টি উসায়েদ এর, চতুর্থটি বানু হারিথ গোত্রের; আর নাইম এর পঞ্চমটি বানু আউফ বিন আল-খাযরাজ গোত্র, মুযায়েনা ও তার পার্টনারদের ভাগে পড়ে। যেখানে মাহমুদ বিন মাসলামা [পর্ব-১৩১] নিহত হয়েছিল। এই পরিমাণ ছিল নাটায় [পর্ব-১৩৮]।

অতঃপর তারা আল-শিইখ অঞ্চলে নেমে আসে [পর্ব-১৩৯]: সর্বপ্রথম অংশটি পড়ে বানু আল-আজলান গোত্রের আসিম বিন আদি নামের এক ভাইয়ের ভাগে ও তার সাথে ছিল আল্লাহর নবীর অংশটি; তারপর আবদুর রাহমান এর অংশগুলো, সায়েদা, আল-নাজজার, আলী, তালহা, গিফফার ও আসলাম, উমার, সালামা বিন উবায়েদ ও বানু হারাম গোত্র, হারিথা, উবায়েদ এর অংশ; তারপর আউসদের অংশ, যেটি ছিল আল-লাফিফ এর অংশ যেখানে যুক্ত হয়েছিল জুহায়েনা ও খায়বারে অবস্থিত অন্যান্য আরবরা; ওপাশে ছিল আল্লাহর নবীর অংশ, যা তিনি আসিম এর অংশের সাথে পেয়েছিলেন।'

'(*) এই জটিল ও অগোছালো হিসাবটি যেভাবে বোঝা যেতে পারে, তা হলো: ১,৮০০ অংশ, ১৮টি ভাগে ভাগ করে দেয়া হয়েছিল:

(ক) **নেতাদের ৭ ভাগ, যথা:**

[১] আলী,

[২] আল-যুবায়ের,

[৩] তালহা,

[৪] উমর,

[৫] আবদুর রহমান,

[৬] আসিম, ও

[৭] উসায়েদে এর ভাগ।

(খ) উপজাতীয়দের ৯ ভাগ, যথা:

[৮] আল-হারিথ বিন আল-খাযরাজ,

[৯] বানু বায়েদা,

[১০] বানু উবায়েদ, বা

[১১] বানু হারাম,

[১২] বানু সায়েদা,

[১৩] বানু গিফফার ও আসলাম,

[১৪] বানু আল-নাজজার,

[১৫] বানু হারিথা,

[১৬] বানু আউস ও অন্যান্যরা

(গ) যে স্থানের সম্পত্তি তার নাম অনুসারে এক ভাগ, যথা:

[১৭] নাইম দুর্গ [পর্ব -১৩৪]

(ঘ) সম্পত্তির মালিক এর নাম অনুসারে এক ভাগ, যথা:

[১৮] উবায়েদ এর ভাগ, যিনি অংশগুলো কিনে নিয়েছিলেন।'

- অনুবাদ, টাইটেল, [**] ও নম্বর যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসে আল-ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, খায়বারের আল-নাটা ও আল-শিইক স্থানের লুণ্ঠিত সমস্ত সম্পদ মুহাম্মদ মোট পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছিলেন। আল-ওয়াকিদির এই বিস্তারিত বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে, এই পাঁচ ভাগের এক ভাগ তিনি **"আল্লাহর নামে"** রেখে দিয়েছিলেন, যা প্রথমেই রাখা হয়েছিলো সংরক্ষিত।

আর বাকি চার ভাগের সম্পূর্ণ অংশের এক-পঞ্চমাংশ তিনি নিজে গ্রহণ করেছিলেন। বাকি চার-পঞ্চমাংশ তিনি তাঁর ১৪০০ অনুসারীদের মধ্যে এক বিশেষ নিয়মে ভাগ করে দিয়েছিলেন। প্রত্যেকটি অনুসারীদের জন্য নির্ধারিত ছিল এক অংশ, মোট ১৪০০ টি অংশ। তাঁর যে অনুসারীরা এই অভিযানে ঘোড়া পরিচালনা করেছিলেন, সেই ঘোড়ার জন্য তিনি তাঁদেরকে অতিরিক্ত আরও দুই অংশ হিস্যা প্রদান করেছিলেন। অর্থাৎ অশ্বারোহী অনুসারীদের জন্য নির্ধারিত ছিল তিন অংশ, আর পদাতিক অনুসারীদের জন্য নির্ধারিত ছিল এক অংশ। এই অভিযানে ২০০ টি ঘোড়ার অংশ নির্ধারণ করা হয়েছিল চারশতটি অংশ। সর্বমোট ১৮০০ টি অংশ। গড়ে প্রায় প্রতি ১০০ জন অনুসারীদের জন্য তিনি একজন করে নেতা নিযুক্ত করেছিলেন; সমস্ত সম্পদ মোট ১৮ ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। নির্বাচিত সেই নেতারা তাঁদের ভাগটি গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর তা তারা তাদের অধীন প্রায় ১০০ জন অনুসারীদের মধ্যে বিলি-বণ্টনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত 'ইসলাম' নামক মতবাদে অবিশ্বাসী জনপদের ওপর অতর্কিত আগ্রাসী আক্রমণে তাঁদেরকে হত্যা, জখম, বন্দী, দাস ও যৌনদাসী-করণ ও ভাগাভাগি, তাঁদের সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ লুণ্ঠন ও ভাগাভাগি **'সম্পূর্ণরূপে নৈতিক ও সর্বশ্রেষ্ঠ সৎকর্ম'** নামে অবিহিত!' এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা "জিহাদ' এর ফজিলত (পর্ব-১৩৫)!" পর্বে করা হয়েছে!

ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-ওয়াকিদির মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। ইবনে ইশাকের মূল ইংরেজি অনুবাদ ইন্টারনেটে বিনামূল্যে ডাউনলোড লিঙ্ক: তথ্যসূত্র [2]।

The detailed narrative of Al-Waqidi (continued): [1]

'They said: The Messenger of God appointed Farwa b. ʿAmr al-Bayāḍī over the plunder, on the day of Khaybar. He collected the booty of the Muslims in the fortresses of Naṭā, al-Shiqq and al-Katība. He did not leave other than the garment on his/her back for even one of the people of al-Katība among its men, women and children. They gathered much furniture, cloth, velvet, many weapons, sheep, cattle, food, and many camels. The food, camels and fodder were not divided into five portions. The people took what they needed from it. He who needed weapons to fight with took it from the one who possessed plunder, until God conquered for them and that was returned in the plunder. When all of that was collected the Messenger of God commanded that it be apportioned into five portions. One portion was written to God, and the rest of the portions were left anonymous.

The first of what was taken out was the portion of the Prophet, and he did not choose his fifth. Then the Messenger of God commanded the selling of the four-fifths to those who desired, and Farwa began to sell to those who desired. The Prophet asked blessings for it, saying, "O God, let it all be sold." Farwa b. ʿAmr said: Surely I saw the people overtake me and

rush to it until it was sold in two days, and I had thought that we could not finish it for there was so much of it.

The fifth, which came to the Prophet, was from the plunder. He gave from it as God desired, from the weapons and clothing. He gave to those of his **family** clothing, beads, and utensils. He gave to the men and women of the Banū ʿAbd al-Muṭṭalib, and he gave to the orphan and the beggar. Manuscripts of the Torah were also collected with the plunder. The Jews came seeking them and they spoke to the Messenger of God about them [Page 681] pleading that they be returned to them. A herald of the Messenger of God called out: Return even the thread and needle, for indeed the excess taken will bring shame, vice and fire on the day of Judgment.

The Messenger of God led three horses in Khaybar, Lizāz, al-Ẓarib, and al-Sakb. Al-Zubayr b. al-Awwām also led horses. Khirāsh b. al-Ṣimma led two horses. And al-Barā b. Aws b. Khālid b. al-Jaʿd b. ʿAwf (also called Abū Ibrāhīm) the nursing father of Ibrāhīm, the son of the Prophet, led two horses and Abū ʿAmr al-Anṣārī led two horses. He said: The Messenger of God apportioned to each one who had two horses five portions. Four for his two horses, and a portion for himself. Where there were more than two horses he did not apportion to him. Others said that he apportioned only to one horse. It is confirmed that he apportioned for one horse. Others said that he classified the horses into Arab horses and the mixed breed on the day of Khaybar, and he apportioned for the Arab horses but neglected the mixed breed. Some said: There were no mixed breeds in the

time of the Messenger of God. There were only Arab horses until the time of ʿUmar b. al-Khaṭṭāb, when he conquered Iraq and al-Shām.

[Page 689] It was not heard that the Messenger of God struck a portion for the horses that were with him except for one horse, and it was known as the portion of the horse. The portions of the Messenger of God in Naṭā were three portions: for his horse two portions, and for him one portion. The horse was with ʿĀsim b. ʿAdī. Ibn Abī Sabra related to me from Isḥāq b. ʿAbdullah b. Abī Farwa, from Ḥizām b. Saʿd b. Muḥayyiṣa, who said: Suwayd b. al-Nuʿmān set out on a horse. When he saw the houses of Khaybar in the night, he fell with his horse. The horse was destroyed and Suwayd's hand was broken. He did not set out from his camp until the Messenger of God conquered Khaybar. The Messenger of God apportioned to him the portion of his horse.

They said: The cavalry constituted two hundred horses; some said three hundred. Two hundred is confirmed with us. He who was in charge of counting the Muslims was Zayd b. Thābit. The Prophet apportioned between them what they plundered from the goods that were sold. Then he counted them. They numbered one thousand four hundred. There were two hundred horses. There were eighteen portions. They were those that the Messenger of God gave as portions. For the cavalry were fourteen hundred shares. As for the cavalry's two hundred horses, to them were allotted four hundred shares.

The portions of the Muslims that the Messenger of God apportioned in **Naṭā or in al-Shiqq** were three unregulated portions; it was not according

to the agreement of the Messenger of God and it was not limited, nor apportioned. Rather to each of them were named leaders. For every hundred was a known leader who divided among his companions what came out from its revenue. The leaders in al-Shiqq and Naṭā were: ʿĀsim b. ʿAdī, ʿAlī b. Abī Ṭālib, ʿAbd al-Raḥmān b. ʿAwf, Ṭalḥa b. ʿUbaydullah, may the grace of God be upon them. And the portion of the Banū Sāʿida and the portion of the Banū al-Najjār had a leader. The portion of [Page 690] Ḥāritha b. al-Ḥārith and the portions of Aslam and Ghifār, and the portion of Banū Salima who were more in number—and their leader was Muʿādh b. Jabal. And there was a portion to ʿUbayda, a man from the Jews; a portion to the Aws, the Banū Zubayr, Usayd b. Ḥuḍayr, and Balḥārith b. Khazraj; its leader was ʿAbdullah b. Rawāḥa. A portion to Bayāḍa, whose chief was Farwa b. ʿAmr, and a portion to Nāʿim. These were eighteen unregulated portions in al-Shiqq and Naṭā, and their leaders took what was earned and then divided it among them. A man would sell his share and that was lawful. Indeed, the Messenger of God bought, from a man from the Banū Ghifār, his portion in Khaybar, with two camels. Then he said to him, "Know that what I take from you is better than what I give you; and what I give you is less than what I take from you. If you wish take, and if you wish, keep it." The Ghifārī took it.

Umar b. al-Kaṭṭāb bought a share from the Messenger of God. He took from his companions who were a hundred. It was the portion of Aws, named the portion of al-Lafīf, until it came to ʿUmar b. al-Khaṭṭāb. Muḥammad b. Maslama bought from the portion of the Aslam several portions. It was said, the Aslam numbered around seventy and the Ghifār some twenty, and together they numbered a hundred. Some said that the

Aslam numbered a hundred and seventy, and at Ghifār around twenty and this was two hundred portions. The first saying is confirmed with us.'-----

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] আল-ওয়াকিদির বিস্তারিত বর্ণনা: **"কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৬৮০-৬৮১ ও ৬৮৮-৬৯১; ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩৩৪-৩৩৫ ও ৩৩৮-৩৪১

http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[2] অনুরূপ বর্ণনা: **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫২২

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[3] Ibid **"সিরাত রসুল আল্লাহ"**- ইবনে হিশামের নোট নম্বর: ৭৭০, পৃষ্ঠা ৭৭১ 'খায়বারের ঐ দিনটিতে আল্লাহর নবী যা স্থির করেছিলেন তা হলো কোনটি ছিল আরব ঘোড়া আর কোনটি ছিল মিশ্রিত-রক্তের ঘোড়া'।

[4] Ibid **"সিরাত রসুল আল্লাহ"**- ইবনে হিশামের নোট নম্বর: ৭৭১, পৃষ্ঠা ৭৭১

"তাকে যে নামে ডাকা হতো তা হলো **"উবায়েদ বিন সিহাম",** কারণ হলো সে হিস্যাগুলো কিনে নিয়েছিল। তার নাম ছিলো উবায়েদ বিন আউস, বানু হারিথা বিন আল-হারিথ, বিন আল-খাযরাজ বিন আমর বিন মালিক বিন আউস গোত্রের এক লোক।

(*) Ibid **"সিরাত রসুল আল্লাহ";** A. GUILLAUME নোট, পৃষ্ঠা ৫২২

১৪৯: খায়বার যুদ্ধ-২০: লুটের মাল ভাগাভাগি -আল কাতিবা অঞ্চল! ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – একশত তেইশ

**"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"**

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) খায়বারের নিরীহ জনপদবাসীদের খুন, জখম ও বন্দী করে দাস ও যৌনদাসী রূপে রূপান্তরিত করার পর তাঁদের আল-নাটা ও আল-শিইখ অঞ্চলের সমস্ত লুণ্ঠিত সম্পদ কী প্রক্রিয়ায় তাঁর অনুসারীদের মধ্যে বিলি-বণ্টন করেছিলেন, আদি উৎসে বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই প্রাণবন্ত বর্ণনার আলোকে তার আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

আদি উৎসে নথিভুক্ত এই সকল অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রাণবন্ত ইতিহাসগুলোকে পরবর্তী প্রজন্মের **তথাকথিত মডারেট** ইসলাম-বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা (অধিকাংশই না জেনে) তাঁদের নিজেদের সুবিধামত মিথ্যাচার, তথ্য-গোপন ও তথ্য-বিকৃতির মাধ্যমে উপস্থাপন করে যুগে যুগে সাধারণ সরলপ্রাণ অজ্ঞ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করেচলেছেন (পর্ব: ৪৫); কী কারণে তাঁদের এই অসৎ প্রচেষ্টা আজও অব্যাহত আছে ও যতদিন ইসলাম বেঁচে থাকবে, ততদিন তা কী কারণে বলবত থাকবে, তার আলোচনা 'জ্ঞান তত্ত্ব (পর্ব: ১০)' পর্বে করা হয়েছে।

এই ইতিহাসগুলো লেখা হয়েছে মুহাম্মদের মৃত্যু-পরবর্তী সবচেয়ে নিকটবর্তী সময়ে, যা এখনও সহজলভ্য। উৎসাহী পাঠকরা ইচ্ছে করলেই তা বিভিন্ন উৎস থেকে অনায়াসেই

খুঁজে নিয়ে প্রকৃত তথ্য জেনে নিতে পারেন। ইসলামকে সঠিকভাবে জানতে হলে **"মুহাম্মদ-কে জানতেই হবে!"** এর কোনোই বিকল্প নেই। ইসলামে কোনো কোমল, মডারেট বা উগ্রবাদী শ্রেণীবিভাগ নেই! ইসলাম একটিই, আর তা হলো মুহাম্মদের ইসলাম।

আল-ওয়াকিদির (৭৪৮-৮২২ খ্রিষ্টাব্দ) অব্যাহত বিস্তারিত বর্ণনার পুনরারম্ভ: [1]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব-১৪৮) পর:

'ইবনে ওয়াকিদ বলেছেন: আমাদের মধ্যে আল-কাতিবার বিষয়টি বিতর্কিত; কেউ কেউ বলে: এটির সম্পূর্ণই ছিল আল্লাহর নবীর জন্য, মুসলমানরা এ ব্যাপারে মনক্ষুণ্ণ ছিল না। নিঃসন্দেহে তা ছিল নবীর জন্য। ইবনে ঘুফায়ের-এর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আবদুল্লাহ বিন নুহ, ও বশির বিন ইয়াসার-এর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মুসা বিন আমর বিন আবদুল্লাহ বিন রাফি, ও নিজ পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ইবরাহিম বিন জাফর আমাকে বলেছেন যে, এক ভাষ্যকার তাকে বলেছেন, যা তিনি বলেছেন: খায়বারে আল্লাহর নবীর এক-পঞ্চমাংশ হিস্যাটি এসেছিল **আল-শিইখ ও আল-নাটা থেকে**।

আবু বকর বিন মুহাম্মদ বিন আমর বিন হিযাম-এর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কুদামা বিন মুসা আমাকে বলেছেন, যা তিনি বলেছেন: উমর বিন আবদুল আজিজ [৬৮২-৭২০ খ্রিষ্টাব্দ] তার শাসন আমলে আমার কাছে চিঠিতে যা লিখেছিলেন, তা হলো, "আমার জন্য আল-কাতিবা বিষয়টি তদন্ত করো!" আবু বকর বলেছেন: আমি আমরা বিনতে আবদ আল-রহমানকে জিজ্ঞাসা করি, সে বলেছে: বাস্তবিকই যখন আল্লাহর নবী বানু আবি আল-হুকায়েক-এর সাথে শান্তি চুক্তি করেন, তিনি নাটা, আল-শিইখ ও আল-কাতিবা পাঁচটি ভাগে ভাগ করেন। আল-কাতিবা ছিল তারই এক অংশ। আল্লাহর নবী তা পাঁচ "ভাগে ভাগ" করেন ও তা থেকে এক ভাগ **আল্লাহর জন্য** নির্দিষ্ট

করেন। অতঃপর আল্লার নবী বলেন, **"হে আল্লাহ, আমি তোমার অংশটি আল-কাতিবা এলাকায় নির্ধারণ করবো।"** প্রথমেই যে ভাগটি নির্ধারণ করা হয়, তাতে লেখা ছিল আল-কাতিবা। **সুতরাং আল-কাতিবা ছিল আল্লাহর নবীর এক-পঞ্চমাংশ।** অন্যান্য অংশগুলো চিহ্নিত করা হয়নি। সেগুলো ছিল মুসলমানদের জন্য আঠারটি ভাগে ভাগ করা। আবু বকর বলেছেন: আমি উমর বিন আবদুল আজিজ-কে এই বিষয়টি লিখে জানাই।" [3]

হিযাম বিন সা'দ বিন মুহায়েয়িসা হইতে > আবু মালিক হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আবু বকর বিন আবি সাবরা আমাকে জানিয়েছেন, তিনি যা বলেছেন: যখন আল্লাহর নবীর অংশটি গ্রহণ করা হয়, **আল-শিইখ ও আল-নাটা মুসলমানদের জন্য** সমভাবে চার-পঞ্চমাংশ হিস্যার অংশ হিসাবে অধিষ্ঠিত হয়।

সা'ইদ বিন আল-মুসায়েব হইতে > আবু মালিক আল-হিমায়েরি হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আবদুল্লাহ বিন আউন; এবং আল-যুহরি হইতে হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মুহাম্মদ আমাকে জানিয়েছেন। তারা যা বলেছেন: **আল-কাতিবা ছিল আল্লাহর নবীর এক-পঞ্চমাংশ হিস্যার অংশ।** তিনি বলেন: আল্লাহর নবী আল-কাতিবা অংশ থেকে খাবার খান ও তা থেকে তাঁর পরিবারের খরচ প্রদান করেন।

ইবনে ওয়াকিদ বলেন: আমাদের সঙ্গে যা নিশ্চিত করা হয়েছে, তা হলো - খায়বারে এটিই ছিল আল্লাহর নবীর এক-পঞ্চমাংশ হিস্যা। আল্লাহর নবী শুধুমাত্র আল-নাটা ও আল-শিইখ থেকেই খাবার খাননি, তিনি সেখানে মুসলমানদের জন্য হিস্যা নির্ধারণ করেন। আল-কাতিবা ছিল সেই স্থান, যেখান থেকে তিনি খাবার খেয়েছিলেন। যা অনুমান করা হয়, তা হলো - আল-কাতিবায় আট হাজার ব্যারেল খেজুর ছিল। **তার অর্ধেক ছিল ইহুদিদের জন্য**, অর্থাৎ চার হাজার ব্যারেল। আল-কাতিবায় **বার্লি** বপন করা হয়েছিল ও সেখান থেকে কাটা হয়েছিল তিন হাজার পরিমাপ, যার অর্ধেক ছিল

আল্লার নবীর জন্য; অর্থাৎ, দেড় হাজার পরিমাপ বার্লি। সেখানে ছিল খেজুরের বিচি, সম্ভবতঃ যা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল প্রায় এক হাজার পরিমাপ; **যার অর্ধেক ছিল আল্লাহর নবীর জন্য।** আল্লাহর নবী এই সমস্ত বার্লি, খেজুর ও খেজুরের বিচি থেকে মুসলমানদের দান করেন।'---- [*]

[*] বানু নাদির (পর্ব: ৫২ ও ৭৫) গোত্র ও বানু কেইনুকা গোত্র উচ্ছেদের (পর্ব-৫১) মতই মুহাম্মদ খায়বারের ইহুদিদেরও ভিটে-মাটি থেকে বিতাড়িত করতে চেয়েছিলেন, তাঁরা রক্ষা পেয়েছিলেন এই শর্তে যে, তাঁরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের গ্রাস করা "তাঁদেরই জমিতে ফল ও ফসল উৎপাদন" করে উৎপন্ন সেই ফল ও ফসলের অর্ধেকই (৫০ শতাংশ) তাঁদের ভূমির এই নব্য মালিকদের দিয়ে দেবেন। এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা "খায়বারে ইহুদিদের পরিণতি!" পর্বে করা হবে।]

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা: [2]

'অতঃপর আল্লাহর নবী আল-কাতিবার অংশ, যেটি ছিল খাস উপত্যকায়, তাঁর আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী ও অন্যান্য পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে বণ্টন করেন। তিনি তা প্রদান করেন তাঁর

[১] কন্যা ফাতিমাকে ২০০ **লোড** [4];

[২] আলীকে ১০০;

[৩] উসামা বিন যায়েদ-কে ২৫০ লোড খেজুর;

[৪] আয়েশাকে ২০০ লোড;

[৬] আবু বকরকে ১০০;

[৭] আকিল বিন আবু তালিবকে ১৪০;

[৮] বানু জাফরকে ৫০;

[৯] রাবিয়া বিন আল-হারিথ-কে ১০০;

[১০] আল-সালত বিন মাখরামা ও তার দুই পুত্রকে ১০০, যার ৪০ ছিল আল-সালিতের নিজের জন্য;

[১১] আবু নাকিকা-কে ৫০;

[১২] রুকানা বিন আবদু ইয়াজিদ-কে ৫০;

[১৩] কায়েস বিন মাখরামা-কে ৩০;

[১৪] তার ভাই আবুল কাসেমকে ৪০;

[১৫] উবায়েদা বিন আল-হারিথের কন্যাদের ও আল-হুসায়েন বিন আল-হারিথের কন্যাকে ১০০;

[১৬] বানু উবায়েদা বিন আবদু ইয়াজিদ-কে ৬০;

[১৭] ইবনে আউস বিন মাখরামা-কে ৩০;

[১৮] মিসতাহ বিন উথাথা ও ইবনে ইলিয়াসকে ৫০;

[১৯] উম্মে রুমায়েথা-কে ৪০;

[২০] নুয়ায়েম বিন হিন্দ-কে ৩০;

[২১] বুহায়েনা বিনতে আল-হারিথ-কে ৩-;

[২২] উজায়ের বিন আবদু ইয়াজিদ-কে ৩০;

[২৩] উম্মে হাকিম বিনতে আল-যুবায়ের বিন আবদুল মুত্তালিবকে ৩০;

[২৪] জুমানা বিনতে আবু তালিবকে ৩০;

[২৫] ইবনে আল-আকরামকে ৫০;

[২৬] আবদুল রহমান বিন আবু বকরকে ৪০;

[২৭] হমানা বিনতে জাহাশ কে ৩০;

[২৮] উম্মুল-যুবায়েরকে ৪০;

[২৯] দুবা'য়া বিনতে আল-যুবায়েরকে ৪০;

[৩০] আবু খুনায়েশ-কে ৩০;

[৩১] উম্মে তালিবকে ৪০;

[৩২] আবু বাসরা-কে ২০;

[৩৩] নুমায়েলা আল-কালবি-কে ৫০;

[৩৪] আবদুল্লাহ বিন ওহাব ও তার দুই কন্যাকে ৯০, যার ৪০ ছিল তার দুই পুত্রের জন্য;

[৩৫] উম্মে হাবিব বিনতে জাহাশ-কে ৩০;

[৩৬] মালকু বিন আবদা-কে ৩০; এবং

[৩৭] তাঁর নিজ স্ত্রীদেরকে ৭০০।

আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময় ও অতিশয় দয়ালু। **একটি স্মারকলিপি,** যা আল্লাহর নবী মুহাম্মদ খায়বারের গমের ব্যাপারে তাঁর পত্নীদের প্রদান করেন। তিনি তাদেরকে বিতরণ করেন ১৮০ লোড। তিনি তাঁর কন্যা ফাতিমাকে প্রদান করেন ৮৫ লোড, উসামা বিন যায়েদ-কে ৪০, আল-মিকদাদ বিন আল-আসওয়াদ-কে ১৫, উম্মে রুমায়েথা-কে ৫। যে ডকুমেন্টটি লিখেছিলেন আব্বাস ও যার সাক্ষী ছিলেন উসমান ইবনে আফফান।'---

ইমাম আবু দাউদের (৮১৭-৮৮৯ সাল) বর্ণনা: [5]

সুন্নাহ আবু দাউদ -বই নম্বর ১৩, হাদিস নম্বর ৩০০৯:

'মুজামমি ইবনে জারিয়াহ আল-আনসারি হইতে বর্ণিত: হুদাইবিয়ায় অংশগ্রহণকারী লোকদের মধ্যে খায়বার বণ্টন করে দেয়া হয়। আল্লাহর নবী (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হউক) তা আঠারটি ভাগে ভাগ করে দেন। সেনাদলে লোক সংখ্যা ছিল ১৫০০ জন। তদের মধ্যে অশ্বারোহী ছিল ৩০০ জন। তিনি অশ্বারোহী সৈন্যদের প্রদান করেন দুই অংশ, আর পদাতিক সৈন্যদের এক অংশ পরিমাণ।'

ইমাম মুসলিম (৮২১-৮৭৫ সাল) এর বর্ণনা: [6]

সহি মুসলিম- বই নম্বর ১৩, হাদিস নম্বর ৪০০৬ ও ৪০০৮:

'ইবনে উমর হইতে বর্ণিত: খায়বারে উমর একটি জমি উপার্জন করেন। তিনি আল্লাহর নবীর (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) কাছে আসেন ও এই বিষয়ে আল্লাহর নবীর পরামর্শ কামনা করেন। তিনি বলেন: হে আল্লাহর নবী, আমি খায়বারে জমি অর্জন করেছি। **আমি আমার জীবনে এর চেয়ে বেশি মূল্যবান সম্পদ কখনোই উপার্জন করিনি**, অতএব এ দিয়ে আমি কী করবো, সে বিষয়ে আপনি কী আমাকে আদেশ করবেন? তৎক্ষণাৎ তিনি (আল্লাহর নবী) বলেন: যদি তুমি চাও, জমিটি তুমি অক্ষত রাখতে পারো ও তাতে উৎপাদিত শস্যাদি দান (সাদাকা) করতে পারো। **তাই উমর** তা দান করেন ও ঘোষণা করেন যে, জমিটি যেন অবশ্যই বিক্রয় অথবা উত্তরাধিকারসূত্রে হস্তান্তর অথবা উপহার হিসাবে প্রদান না করা হয়। অতঃপর উমর তা একনিষ্ঠভাবে দরিদ্রদের জন্য, তার নিকটতম আত্মীয়-স্বজনদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, আল্লাহ ও মেহমানদের জন্য উন্মুক্ত করেন। এর তদারককারী কোনো ব্যক্তি যদি এখান থেকে কোনোকিছু যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ খায়, অথবা তার বন্ধু-বান্ধবদের খাওয়ায় ও (নিজের জন্য) এর পণ্য-সামগ্রী মজুদ না রাখে, তবে তাতে কোনো পাপ নেই। ---'

ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনা: [7] [8] [9]

সহি বুখারী- ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ৫৪২:

'উমর ইবনে খাত্তাব হইতে বর্ণিত: যার হাতে আমার জীবন তার কসম, অন্যান্য মুসলমানরা দরিদ্রতায় পতিত হতে পারে এই ভয়ে যদি আমি ভীত না হতাম, আমি যা কিছু গ্রামাঞ্চল জয় করতাম, সেগুলো (জমিগুলো) আমি (যোদ্ধাদের মধ্যে) ভাগ করে দিতাম; এই কারণে যে আল্লাহর নবী খায়বারের ভূমিগুলো বণ্টন করে দিয়েছিলেন।-'

সহি বুখারী- ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ৫৪৭:

'আয়েশা হইতে বর্ণিত: যখন খায়বার বিজয় সম্পন্ন হয়, আমরা বলি, **"এখন আমরা পেট ভরে খেজুর খেতে পারবো।"'**

সহি বুখারী- ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ৫৪৮:

'ইবনে ওমর হইতে বর্ণিত: **"আমরা পেট ভরে খেতে পারিনি, যে পর্যন্ত না আমরা খায়বার বিজয় সম্পূর্ণ করেছিলাম।"'**

- অনুবাদ, টাইটেল, [**] ও নম্বর যোগ - লেখক।

>>> খায়বারের জনপদবাসীদের পরাস্ত করার পর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ কী প্রক্রিয়ায় 'খায়বারে লুণ্ঠিত সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ' নিজে গ্রহণ করেছিলেন ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছিলেন, তা আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-ওয়াকিদি, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় অত্যন্ত স্পষ্ট। আল-নাটা ও আল-শিইখ অঞ্চলে লুণ্ঠিত লুটের মালের ভাগাভাগি বিষয়ে যে-অস্পষ্টতা আমরা আগের পর্বটিতে (পর্ব: ১৪৮) প্রত্যক্ষ করেছিলাম, তার ব্যাখ্যাও আমরা আল-ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় খুঁজে পাই। তাঁর এই বিস্তারিত বর্ণনায় যা স্পষ্ট, তা হলো, মুহাম্মদ খায়বারের আল-নাটা, আল-শিইক ও আল-কাতিবা অঞ্চল থেকে লুণ্ঠিত সমস্ত সম্পদ একত্র করার পর তা মোট **'পাঁচটি ভাগে'** ভাগ করেন। অতঃপর সেখান থেকে তিনি এক ভাগ **"আল্লাহর জন্য"** নির্ধারণ করে প্রথমেই সংরক্ষিত রাখেন। "কে সেই মুহাম্মদের 'আল্লাহ', যার জন্য মুহাম্মদ লুটের মালের হিস্যা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন?" - তার আলোচনা "কুরান কার বাণী (পর্ব: ১৪)?" পর্বে করা হয়েছে।

অতঃপর, 'আল্লাহর জন্য' সংরক্ষিত এই ভাগটি মুহাম্মদ নিজে হস্তগত করেন, **"আল্লাহর নবীর"** এক পঞ্চমাংশ অংশ (কুরান: ৮:৪১) হিসাবে। অতঃপর এই লুটের মালের উপার্জন তিনি তাঁর নিজের জন্য, তাঁর স্ত্রীদের জন্য ও তাঁর পরিবার সদস্যদের ভরণ-পোষণ ও সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যয় করেন। এ ছাড়াও তিনি **এই লুটের মালের**

উপার্জন থেকে দান করেন তাঁর অন্যান্য আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, অনাথ-দরিদ্র ও মুসাফিরদের (পর্ব-১৪৬)।

আদি উৎসে আল-ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা আর যে-বিষয়টি জানতে পারি, তা হলো, অধিকাংশ ভাষ্যকারের মতে **"আল-কাতিবার সমস্ত লুণ্ঠিত সম্পদই ছিল মুহাম্মদের ভাগের অংশ (এক পঞ্চমাংশ)"**; এ ছাড়াও কিছু কিছু ভাষ্যকারদের মতে, তিনি আল-নাটা ও আল-শিইখ অঞ্চলের সমস্ত লুণ্ঠিত সামগ্রীর এক-পঞ্চমাংশও গ্রহণ করেছিলেন, তবে আদি উৎসে এই বিষয়টি বিতর্কিত। অধিকাংশ ভাষ্যকারদের মতে, **আল-নাটা ও আল-শিইখ অঞ্চলের সমস্ত লুণ্ঠিত সম্পদ ছিল মুসলমানদের জন্য, তাদের চার-পঞ্চমাংশ হিস্যা**!

মুহাম্মদের প্ররোচনায় তাঁর যে অনুসারীরা একদা আবিসিনিয়ায় হিযরত করেছিলেন (পর্ব-৪১), তাঁদের অনেকেই ফিরে এসেছিলেন মক্কায়; যার আলোচনা "শয়তানের বানী-প্রাপক ও প্রচারক মুহাম্মদ (পর্ব-৪২)!" পর্বে করা হয়েছে। যারা সেখানে অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁদের অনেকেই ফিরে এসে খায়বারে মুহাম্মদের সাথে মিলিত হন, মুহাম্মদের খায়বার বিজয় সম্পন্ন হওয়ার পর। যাদের অন্যতম ছিলেন মুহাম্মদের চাচাতো ভাই জাফর ইবনে আবু তালিব (পর্ব-১২৬) ও তাঁর আর এক বিশিষ্ট অনুসারী আবু হুরাইরা [10]। যেহেতু খায়বারের লুটের মালের হিস্যাদাররা ছিলেন মুহাম্মদের সঙ্গে হুদাইবিয়ায় অংশগ্রহণকারী অনুসারীরা, মুহাম্মদ আবু হুরাইরা-কে খায়বারের লুটের মালের কোন হিস্যা প্রদান করেননি। (বুখারী: ৫:৫৯:৫৪১) [11]

ওপরে বর্ণিত ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় আমরা আরও জানতে পারি, ওমর ইবনে খাত্তাব খায়বারে যে ভূ-সম্পদ অর্জন করেছিলেন, **তার চেয়ে বেশি মূল্যবান সম্পদ তিনি তার জীবনে কখনোই উপার্জন করেননি।** আর ইমাম বুখারীর ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, খায়বার বিজয়ের আগে মুসলমানরা **পেট ভরে খেতে পাওয়ার মত আর্থিক**

সচ্ছলতার অধিকারী ছিলেন না। খায়বার বিজয়ের পর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা এত বিশাল পরিমাণ লুটের মাল ও ভূ-সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন যে, তারা এই উপার্জনের মাধ্যমে পার্থিব সচ্ছলতার অধিকারী হতে পেরেছিলেন। মুহাম্মদের আবিষ্কৃত "'জিহাদ' এর ফজিলত (পর্ব-১৩৫)" এখানেই!

ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-ওয়াকিদির মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। ইবনে ইশাকের মূল ইংরেজি অনুবাদ ইন্টারনেটে বিনামূল্যে ডাউনলোড লিঙ্ক: তথ্যসূত্র [2]।

The detailed narrative of Al-Waqidi (continued): [1]

'Ibn Wāqid said: It was disputed among us about **al-Katība**; someone said: [Page 692] It was purely for the Prophet; the Muslims were not troubled about it. Rather, it was for the Prophet. ʿAbdullah b. Nūḥ related to me from Ibn Ghufayr, and Mūsā b. ʿAmr b. ʿAbdullah b. Rāfi from Bashīr b. Yasār, and Ibrāhīm b. Jaʿfar related to me from his father that a sayer said: The fifth of the Messenger of God from Khaybar was from al-Shiqq and al-Naṭā. Qudāma b. Mūsā related to me from Abū Bakr b. Muḥammad b. ʿAmr b. Ḥizām, who said: ʿUmar b. ʿAbdul ʿAzīz wrote to me during his caliphate saying, "Investigate al-Katība for me!" Abū Bakr said: I asked ʿAmra bt. ʿAbd al-Raḥmān and she said: Indeed, when the Messenger of God contracted a peace with the Banū Abī l-Ḥuqayq he divided Naṭā and al-Shiqq and al-Katība into five parts. Al-Katība was a part of it. The Messenger of God made five "droppings", and from it he

apportioned one dropping for God. **Then the Messenger of God said, "O God, I will make your portion in al-Katība."** The first of what came out was that in which it was written al-Katība. So al-Katība was the fifth of the Prophet. The other portions were not marked. They were equal to eighteen shares for the Muslims. Abū Bakr said: I wrote to ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAzīz about that.

Abū Bakr b. Abī Sabra related to me from Abū Māik from Ḥizām b. Saʿd b. Muḥayyiṣa, who said: When the portion of the Prophet was taken out, al-Shiqq and Naṭā constituted four fifths for the Muslims equally. ʿAbdullah b. ʿAwn related to me from Abū Mālik al-Himyarī, from Saʿīd b. al-Musayyib, [Page 693] and Muḥammad related to me from al-Zuhrī. They said: al-Katība was the fifth of the Messenger of God. He said: The Messenger of God ate the food from al-Katība and paid his family from it. Ibn Wāqid said: It is confirmed with us that it was the fifth of the Prophet from Khaybar. The Messenger of God did not eat the food of al-Shiqq and al-Naṭā alone, he made them portions for the Muslims. Al-Katība was what he ate from. Al-Katība was estimated at eight thousand barrels of dates. And there was for the Jews half of it, i.e. four thousand barrels. Barley was planted in al-Katība, and three thousand measures were reaped from there, and half of it was for the Prophet, that is, one thousand five hundred measures of barley. There were date stones and perhaps about a thousand measures were gathered, half of

which were for the Messenger of God. The Messenger of God gave from all of this barley and dates, and date-stones to the Muslims.'--

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] আল-ওয়াকিদির বিস্তারিত বর্ণনা: **"কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৬৯১-৬৯৩; ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩৪০-৩৪১

http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[2] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫২২

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[3] উমাইয়া শাসক খলিফা উমর বিন আবদুল আজিজ (৬৮২-৭২০ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন দ্বিতীয় খুলাফায়ে রাশেদিন উমর ইবনে খাত্তাবের নাতি। তিনি ৭১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেন।

[5] সুন্নাহ আবু দাউদ -বই নম্বর ১৩, হাদিস নম্বর ৩০০৯:

Narated By Mujammi' ibn Jariyah al-Ansari: Khaybar was divided among the people of al-Hudaybiyyah. The Apostle of Allah (pbuh) divided it into eighteen portions. The army contained one **thousand and five hundred** people. There were three hundred horsemen among them. He gave double share to the horsemen, and a single to the footmen.

[6] সহি মুসলিম- বই নম্বর ১৩, হাদিস নম্বর ৪০০৬ ও ৪০০৮:

Ibn Umar reported: Umar acquired a land at Khaibar. He came to Allah's Apostle (may peace be upon him) and sought his advice in regard to it. He said: Allah's Messenger, I have acquired land in Khaibar. I have never acquired property more valuable for me than this, so what do you command me to do with it? There upon he (Allah's Apostle) said: If you like, you may keep the corpus intact and give its

produce as Sadaqa. So 'Umar gave it as Sadaqa declaring that property must not be sold or inherited or given away as gift. And Umar devoted it to the poor, to the nearest kin, and to the emancipation of slaves, aired in the way of Allah and guests. There is no sin for one who administers it if he eats something from it in a reasonable manner, or if he feeds his friends and does not hoard up goods (for himself). --------

[7] সহি বুখারী- ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ৫৪২:

Narrated By 'Umar bin Al-Khattab: By Him in Whose Hand my soul is, were I not afraid that the other Muslims might be left in poverty, I would divide (the land of) whatever village I may conquer (among the fighters), as the Prophet divided the land of Khaibar. But I prefer to leave it as a (source of) a common treasury for them to distribute it revenue amongst themselves.

[8] সহি বুখারী- ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ৫৪৭:

Narrated By 'Aisha: When Khaibar was conquered, we said, "Now we will eat our fill of dates!"

[9] সহি বুখারী- ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ৫৪৮:

Narrated By Ibn Umar: We did not eat our fill except after we had conquered Khaibar.'

[10] Ibid **"কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি,** ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৬৮৩; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৩৩৬; Ibid **"সিরাত রসুল আল্লাহ",** পৃষ্ঠা ৫২৬

[11] সহি বুখারী- ভলুম ৫, বই নম্বর৫৯, হাদিস নম্বর ৫৪১:

'Narrated Abu Huraira: When we conquered Khaibar, we gained neither gold nor silver as booty, but we gained cows, camels, goods and gardens. ----'

১৫০: খায়বার যুদ্ধ- ২১: খায়বারের ইহুদীদের পরিণতি!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – একশত চব্বিশ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) খায়বারের আল-কাতিবা অঞ্চলের সমস্ত লুণ্ঠিত সম্পদ কী কারণে একাই হস্তগত করেছিলেন; সেই সম্পদের পরিমাণ কী ছিল, এই লুটের মালের অংশ থেকে তিনি তাঁর কোন কোন পরিবার সদস্য, আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিতদের দান করেছিলেন, সেই দানের পরিমাণ কেমন ছিল (আল-ওয়াকিদির বর্ণনা [পৃষ্ঠা ৬৯৪-৬৯৫] ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ) ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) অব্যাহত বর্ণনা: [1] [2]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব-১৪৯) পর:

'আল্লাহর নবী খায়বারের আল-ওয়াতি ও আল-সুলালিম নামের দুই দুর্গের লোকদের ঘেরাও করে রাখেন, অবশেষে যখন তারা আর সহ্য করতে পারে না, তখন তারা তাঁর কাছে এই আবেদন করে যে, তিনি যেন **তাদের প্রাণে না মেরে বিতাড়িত হবার সুযোগ** দান করেন, অতঃপর তিনি তাই করেন। তখন আল্লাহর নবী তাদের সমস্ত সম্পদ হস্তগত করেছিলেন - আল-শিইখ, আল-নাটা ও আল-কাতিবা অঞ্চল ও তাদের সমস্ত দুর্গগুলোর, ব্যতিক্রম এই দু'টি দুর্গের অন্তর্ভুক্ত সম্পদগুলো। খায়বারের জনপদবাসী

সেই শর্তে আত্মসমর্পণ করে ও তারা আল্লাহর নবীর কাছে **ঐ জমিগুলোতে কাজ করার অনুমতি** প্রার্থনা করে, যেন তারা তা থেকে উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের অর্ধেক পেতে পারে; তারা বলে, "আমরা এ সম্বন্ধে তোমাদের চেয়ে বেশি জ্ঞানসম্পন্ন ও আরও ভালো কৃষক।" আল্লাহর নবী এই ব্যবস্থায় রাজি হন এই শর্তে যে, **"যদি আমরা তোমাদের বিতাড়িত করতে চাই, তোমাদের বিতাড়িত করবো।"**

তিনি ফাদাক-এর জনপদবাসীদের ও অনুরূপ হাল করেন [বিস্তারিত আলোচনা 'ফাদাক' অধ্যায়ে করা হবে]; তাই খায়বার মুসলমানদের শিকারে পরিণত হয়, আর ফাদাক হয় আল্লাহর নবীর ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে - এই কারণে যে, তারা তাদের বিরুদ্ধে কোনো ঘোড়া ও উট পরিচালনা করেননি (অর্থাৎ তা অস্ত্র বলে দখল করা হয়নি)।' ---- [3]

'উবায়েদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উতবা বিন মাসুদ হইতে > ইবনে শিহাব আল যুহরী হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে > সালিহ বিন কাসান আমাকে বলেছেন:

আল্লাহর নবী তাঁর মৃত্যুকালে মাত্র যে তিনটি ব্যবস্থা নির্ধারণ করে যান, তা হলো:

[১] তিনি রাহায়িস-দের (Rahawis) জন্য খায়বারে এক জমি উইল করে দেন যা থেকে ১০০ লোড ফসল উৎপন্ন হতো; দারিয়িস (Dariyis), সাবায়িস (Sabai's) ও আশারিস-দের (Asharis) জন্যও তিনি একই ধরনের ব্যবস্থা করেন।
[২] তিনি আরও নির্দেশ দেন, **উসামা বিন যায়েদ বিন হারিথার** [মুহাম্মদের পালিত পুত্র যায়েদ বিন হারিথার (পর্ব-৩৯) পুত্র] মিশন যেন অবশ্যই কার্যকর করা হয়; এবং
[৩] **আরব উপদ্বীপে যেন দু'টি ধর্মের উপস্থিতি মেনে না নেয়া হয়।'**

দারিয়ুনদের নাম:
'তারা ছিলেন বানু আল-দার বিন হানি বিন হাবিব বিন নুমারা বিন লাখম গোত্রের লোক, যারা সিরিয়া থেকে আল্লাহর নবীর কাছে আগমন করেছিলেন, নামগুলো হলো:

তামিম বিন আউস ও তার ভাই নুইয়াম, ইয়াযিদ বিন কায়েস, ও আরাফা বিন মালিক যাকে আল্লাহর নবী নাম দিয়েছিলেন আবদ আল-রহমান ও তার ভাই মুররান বিন মালিক, ও ফাকিহ বিন নুমান, জাবালা বিন মালিক, ও আবু হিন্দ বিন বার ও তার ভাই আল-তাইয়িব যাকে আল্লাহর নবী নাম দিয়েছিলেন আবদুল্লাহ।

আবদুল্লাহ বিন আবু বকর আমাকে যা বলেছেন, তা হলো, আল্লাহর নবী আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহ-কে মুসলমান ও ইহুদিদের মধ্যে প্রতিনিধিত্বকারী কর-আদায়কারী হিসেবে (Assessor) খায়বারে প্রেরণ করতেন। যখন তিনি তার ভাগের পরিমাপ নির্ধারণ করতেন, তখন যদি তারা বলতেন, "তুমি আমাদের প্রতি অন্যায় করছো", তিনি বলতেন, "যদি তোমরা চাও, তবে এই ভাগটি হলো তোমাদের, আর তোমাদের ঐ ভাগটি হলো আমাদের"; অতঃপর ইহুদিরা বলতেন, "এর ওপর (ভিত্তি করে) স্বর্গ ও পৃথিবী টিকে আছে (এটি ইহুদিদের গুণগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অভিব্যক্তি: তিনটি জিনিসের ওপর পৃথিবী টিকে থাকে: ন্যায়বিচার, সত্য ও শান্তি); কিন্তু আবদুল্লাহ কর আদায়কারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন মাত্র এক বছর, মুতা অভিযানে তার নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। তার মৃত্যুর পর বানু সালিমা গোত্রের **জব্বার বিন সাকহার** বিন উমাইয়া বিন খানসা নামের এক ভাই (আল-ওয়াকিদি: 'আবু আল-হেয়থাম বিন তায়িহাম - কিছু লোক বলে জব্বার বিন সাকহার, কিছু লোক বলে ফারওয়া বিন আমর') এই কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সবকিছু ভালই চলছিল ও মুসলমানরা তাদের স্বভাবের কোনো ত্রুটি খুঁজে পায়নি যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নবীর সাথে আবদ্ধ চুক্তিটি ভঙ্গ করে বানু হারিথা গোত্রের **আবদুল্লাহ বিন সাহল'** নামের এক ভাইয়ের ওপর আক্রমণ চালায় ও তাকে হত্যা করে; আর সে কারণে আল্লাহর নবী ও মুসলমানরা তাদেরকে সন্দেহ করা শুরু করে।

সাহল বিন আবু হাতমা-এর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আল-যুহরি ও বুশায়ের বিন ইয়াসার আমাকে বলেছেন: আবদুল্লাহ বিন সাহল খায়বারে খুন হন। তিনি তার

বন্ধুদের সাথে সেখান গিয়েছিলেন ঐখান থেকে খেজুর নিয়ে আসার জন্য; ঘাড় মটকানো অবস্থায় এক পুলের মধ্যে তাকে পাওয়া যায়, যেখানে তাকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তাই তারা তাকে নিয়ে আসে ও অতঃপর আল্লাহর নবীর কাছে এসে সেই ঘটনাটি জানায়। হুয়ায়েসা বিন মাসুদ ও মুহায়েসা বিন মাসুদ নামের দুই কাজিন-কে সঙ্গে নিয়ে তার ভাই আবদ আল-রাহমান তাঁর কাছে আসে। সেখানে আবদ আল-রাহমান ছিলেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট, রক্তের প্রতিশোধ-প্রার্থী ও তার লোকদের মধ্যে বিশিষ্ট দুই কাজিনের সম্মুখে যখন আল্লাহর নবীর সাথে কথা বলে, আল্লাহর নবী বলেন, "বয়োজ্যেষ্ঠরা প্রথমে, বয়োজ্যেষ্ঠরা প্রথমে!", তখন সে চুপ হয়ে যায়। ঐ দুই কাজিন তখন কথা বলে ও তারপর কথা বলে সে। তারা আল্লাহর নবীকে তাদের আত্মীয়টির খুন হবার ঘটনাটি জানায়, তিনি বলেন, "তোমরা কি খুনির নাম বলতে পারো, ও তারপর পঞ্চাশ বার তার বিরুদ্ধে শপথ করে বলতে পারো, যাতে তাকে আমরা তোমাদের কাছে সমর্পণ করতে পারি?" তারা বলে যে, যে বিষয়ে তারা জানে না, সে বিষয়ে তারা শপথ করতে পারবে না। তিনি বলেন, "যদি তারা পঞ্চাশ বার শপথ করে বলে যে, তারা তাকে খুন করেনি ও কে খুনি, তা তারা জানে না, তাহলে কি তারা তার রক্ত-মূল্য প্রদানের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারবে?" তারা জবাবে বলে, "আমরা ইহুদিদের শপথ গ্রহণ করতে পারি না। তাদের বিশ্বাসঘাতকতা এত বেশি যে, তারা মিথ্যা শপথ করতে পারে।" আল্লাহর নবী রক্ত-মূল্য বাবদ তাঁর নিজের সম্পদ থেকে ১০০টি মাদি উট প্রদান করেন। সাহল যা বলেছে (সাহল ছিলেন এই উপাখ্যানের বর্ণনাকারী। রক্ত-মূল্যের দাবীদার ছিলেন আবদ আল-রাহমান বিন সাহল), "আল্লাহর কসম, আমি ঐ লাল ছোট উটটির ঘটনা ভুলবো না, যাকে আমি যখন পরিচালনা করছিলাম, তখন যে আমাকে লাথি মেরেছিল।"

বানু হারিথা গোত্রের **আবদুল-রাহমান বিন বুজায়েদ বিন কেইযি**-এর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মুহাম্মদ বিন ইবরাহিম বিন আল-হারিথ আল-তেইমি আমাকে বলেছেন। মুহাম্মদ বিন ইবরাহিম আমাকে যা বলেছেন তা হলো: 'আল্লাহর কসম, তার

চেয়ে বেশি সাহল জানতো না, সে ছিল বয়সে বড়। সে তাকে যা বলেছে তা হলো, "আল্লাহর কসম, ঘটনাটি ঐ রকম ছিল না, বরং সাহল ভুল বুঝেছে। আল্লাহর নবী বলেননি, "এমন কোনো বিষয়ে তুমি শপথ করো, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই," বরং আনসাররা যখন তাঁর সাথে কথা বলে, তখন তিনি খায়বারের ইহুদিদের কাছে চিঠি লিখেন এই বলে: "একজন মৃত মানুষ তোমাদের বাসভূমিতে পাওয়া গেছে। **তোমরা তার রক্ত-মূল্য পরিশোধ করো।**" জবাবে ইহুদিরা আল্লাহর কসম খেয়ে যা লিখে জানায়, তা হলো এই যে, তারা তাকে হত্যা করেনি ও কে এই কাজটি করেছে তা তারা জানে না; তাই ঐ রক্ত-মূল্য পরিশোধ করেছিলেন আল্লাহর নবী।" আমর বিন শুয়ায়েব আমাকে এই একই ঘটনাটি বলেছে যা আবদুল রাহমান বলেছিল, পার্থক্য এই যে, সে বলেছে, **"রক্ত-মূল্য পরিশোধ করো, নতুবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকো।**"---

'আল্লাহ যখন নবীকে উঠিয়ে নেন, আবু বকর তার মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থা জারি রাখেন, আর উমর তার শাসন আমলের শুরুতে তা-ই করেন। অতঃপর তিনি শুনতে পান যে, আল্লাহর নবী তাঁর সর্বশেষ অসুখের সময় বলেছিলেন, **"আরব উপদ্বীপে দু'টি ধর্মের একত্র উপস্থিতি যেন অবশ্যই না থাকে";** তিনি এই ব্যাপারে অনুসন্ধান চালান যতক্ষণে না তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিত হন। অতঃপর তিনি ইহুদিদের কাছে খবর পাঠান এই বলে, **"'আল্লাহ তোমাদের দেশান্তরিত করার অনুমতি দিয়েছে",** তিনি আল্লাহর নবীর উদ্ধৃতি প্রয়োগ করেন। "যদি আল্লাহর নবীর সাথে কারও কোনো চুক্তি থাকে ,তবে সে যেন আমার কাছে তা নিয়ে আসে, আমি তা অনুসরণ করবো; যার এ ধরনের কোনো চুক্তি নেই, সে যেন দেশান্তরিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়।" **যাদের কোনো চুক্তি ছিল না, তাদেরকে উমর এভাবেই বিতাড়িত করেছিলেন।**

আবদুল্লাহ বিন উমর এর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নাফি নামের আবদুল্লাহ বিন উমরের এক মক্কেল আমাকে বলেছেন: আমি আল-যুবায়ের ও আল-মিকদাদ এর সঙ্গে আমাদের খায়বারের জমি পরিদর্শন জন্য সেই জমিতে যাই। সেখানে পৌঁছার পর

আমরা যার যার ব্যক্তিগত বিষয়গুলো দেখার জন্য আলাদা হয়ে পড়ি। রাত্রিতে, যখন আমি আমার বিছানায় ঘুমিয়ে ছিলাম, তখন আমি আক্রমণের শিকার হই ও আমার দুটি বাহু কনুইতে সন্ধি-চ্যুত (dislocated) হয়। পরদিন সকালে, আমাকে সাহায্য করার জন্য আমি আমার সঙ্গীদের ডাকি; যখন তারা সেখানে আসে ও আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, কে এই কাজটি করেছে, আমাকে বলতে হয় যে, আমি তা জানি না। তারা আমার বাহু দুটি পুনঃস্থাপন করে ও অতঃপর আমাকে উমরের কাছে নিয়ে আসে, যে বলে, "এটি ইহুদিদের কাজ।" তারপর তিনি উঠে দাঁড়ান ও যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, আল্লাহর নবী খায়বারের ইহুদিদের সাথে যে ব্যবস্থা করেছে, তা হলো এই যে, যদি আমরা ইচ্ছা করি, তবে আমরা তাদের বিতাড়িত করতে পারি; তারা আবদুল্লাহ বিন উমর-কে আক্রমণ করেছে ও তার দুই বাহু সন্ধিচ্যুত করেছে, যা তারা শুনেছে; এ ছাড়াও তারা অতীতে এক আনসারি-কে আক্রমণ করেছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তারাই হলো এই জুলুমগুলোর জন্য দায়ী, কারণ সেই জায়গায় অন্য কোনো শত্রু ছিল না। সুতরাং যদি কারও খায়বারে জমি থাকে, তবে সে যেন সেখানে যায়, কারণ তিনি ইহুদিদের বিতাড়িত করতে যাচ্ছেন। এবং তিনি তাদের বিতাড়িত করেন।

বানু হারিথা গোত্রের **আবদুল্লাহ বিন মাখনাফ**-এর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আবদুল্লাহ বিন আবু বকর আমাকে বলেছেন: উমর যখন ইহুদিদের খায়বার থেকে বিতাড়িত করে, তখন মুহাজির, আনসার, বানু সালিমা গোত্রের **জব্বার বিন সাকহার** বিন উমাইয়া বিন খানসা - যিনি ছিলেন কর আদায়কারী ও **ইয়াজিদ বিন থাবিত**-এর সঙ্গে তিনি সেখানে গমন করেছিলেন; এবং এই দুই ব্যক্তি মূল চুক্তি অনুযায়ী তার মালিকদের মধ্যে খায়বারের জমিগুলো বণ্টন করে দিয়েছিলেন।'---

ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনা: [4]

সহি বুখারী- ভলুম ৩, বই নম্বর ৩৯, হাদিস নম্বর ৫৩১:

'ইবনে উমর হইতে বর্ণিত: **উমর ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের হিজায থেকে বিতাড়িত করেছিলেন।** আল্লাহর নবী যখন খায়বার বিজয় করেছিলেন, তিনি সেখান থেকে ইহুদিদের বিতাড়িত করতে চেয়েছিলেন, **কারণ** **সেখানের ভূমিগুলো পরিণত হয়েছিল আল্লাহর, আল্লাহর নবীর ও মুসলমানদের সম্পত্তিতে।** আল্লাহর নবীর অভিপ্রায় ছিল এই যে, তিনি ইহুদিদের বিতাড়িত করবেন, কিন্তু তারা তাঁর কাছে আবেদন করে যে, তাদেরকে যেন সেখানে থাকতে দেয়া হয় এই শর্তে যে, তারা **শ্রমিকের কাজ করবে** ও উৎপন্ন ফলের অর্ধেক পাবে। আল্লাহর নবী তাদেরকে বলেন, "আমরা এমত শর্তে তোমাদের থাকতে দিব, **যতদিন আমাদের ইচ্ছা।"** তাই, তারা (অর্থাৎ, ইহুদিরা) সেখানে থাকা শুরু করে যতক্ষণে না **উমর তাদেরকে জোরপূর্বক বিতাড়িত করে তাইমা ও আরিহার দিকে পাঠিয়ে দেয়।'**

[অনুরূপ হাদিস- ৫:৫৯:৫৫০]

- অনুবাদ, টাইটেল, [**] ও নম্বর যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-ওয়াকিদি, ইমাম বুখারীর ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, অল্প সময় আগে খায়বারের যে-জমিগুলোর মালিক ছিলেন এই জনপদের মানুষরা, উন্মুক্ত শক্তি প্রয়োগে তাঁদের নির্বিচারে খুন ও জখম করার পর তাঁদের মা-বোন-স্ত্রী-কন্যাদের যৌনদাসী রূপে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়ার পর তাঁদের সমস্ত অস্থাবর সম্পদ ও স্থাবর জমিগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়ার পর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ এই মানুষগুলোকে "তাঁদেরই জমিতে" শ্রমিক রূপে কাজ করার শর্ত সাপেক্ষে তাঁদের পৈত্রিক ভিটে মাটিতে থাকার অনুমতি প্রদান করেছিলেন!

এত কিছুর পরেও তাঁদের শেষ রক্ষা হয়নি। মুহাম্মদের আদর্শ ও শিক্ষায় অনুপ্রাণিত তাঁর প্রিয় অনুসারীরা তাঁদেরকে বিতাড়িত করেই ছেড়েছিলেন!

*ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে ইবনে ইশাকের মূল ইংরেজি অনুবাদের প্রাসঙ্গিক অংশ সংযুক্ত করছি। ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর মূল ইংরেজি অনুবাদ ইন্টারনেটে **বিনামূল্যে ডাউনলোড লিঙ্ক**: তথ্যসূত্র [1] ও [3]।*

The continued narrative of Muhammad Ibn Ishaq (704-768 AD):

'The apostle besieged the people of Khaybar in their two forts al-Watih and al-Sulalim until when they could hold out no longer **they asked him to let them go, and spare their lives,** and he did so. Now the apostle had taken possession of all their property – Al-Shaqq, Nata, and al-Katiba and all their forts – except what appertained to these two. When the people of Khaybar **surrendered o**n these conditions they asked the apostle to employ them on the property with half share in the produce, saying, 'We know more about it than you and we are better farmers.' **The apostle agreed to this arrangement on the condition that 'if we wish to expel you we will expel you.'** He made a similar arrangement with the men of Fadak. So Khaybar became the prey of the Muslims, while Fadak was the personal property of the apostle because they had not driven horses or camels against it.'-----

'Salih b Kasan told me from Ibne Shihab al-Zuhri from Ubaydullah b Abdullah b Utba b Masud: The only dispositions that the apostle made at his death were three: He bequeathed to the Rahawis land which produced a hundred loads in Khaybar, to the Dariyis, the Sabai's, and the Asharis the same. He also gave instructions that the mission of Usama b. Zayd b.

Haritha should be carried through and that two religions should not be allowed to remain in the peninsula of the Arabs.' -------

According to what 'Abdullah b. Abu Bakr told me the apostle used to send to Khaybar **'Abdullah b. Rawaha** to act as assessor between the Muslims and the Jews. When he made his assessment, they would say, 'You have wronged us,' and he would say, 'If you wish it is yours and if you like it is ours,' and the Jews would say, 'On this (foundation) Heaven and earth stand. But 'Abdullah acted as assessor for one year only before he was killed at Mu'ta. After him Jabbar b. Sakhr b. Umayya b. Khansa' brother of B. Salima took over the work. All went well and the Muslims found no fault in their behaviour until they attacked 'Abdullah b. Sahl brother of B. Haritha and killed him in violation of their agreement with the apostle, and the apostle and the Muslims suspected them on that account.'-----

'---When God took away His prophet, Abu Bakr continued the arrangement until his death, and so did 'Umar for the beginning of his amirate. Then he heard that the apostle had said in his last illness, 'Two religions shall not remain together in the peninsula of the Arabs' and he made inquiries until he got confirmation. Then he sent to the Jews saying, 'God has given permission for you to emigrate,' quoting the apostle's words. 'If anyone has an agreement with the apostle let him bring it to me and I will carry it out; he who has no such agreement let him get ready to emigrate.' Thus 'Umar expelled those who had no agreement with the apostle.'----

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, **১৯৫৫**, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫১৫-৫১৬ ও ৫২৩-৫২৫; বিনামূল্যে ডাউনলোড লিঙ্ক: http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] আল-ওয়াকিদির বিস্তারিত বর্ণনা: **"কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ)**, ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৬৯০-৬৯৬ ও ৭১৩-৭১৫; ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩৪০-৩৪২ ও ৩৫১-৩৫২ http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[3] অনুরূপ বর্ণনা: **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮**, ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৮২-১৫৮৩ https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp

[4] সহি বুখারী- ভলুম ৩, বই নম্বর ৩৯, হাদিস নম্বর ৫৩১:

'Narated By Ibn 'Umar: Umar expelled the Jews and the Christians from Hijaz. When Allah's Apostle had conquered Khaibar, he wanted to expel the Jews from it as its land became the property of Allah, His Apostle, and the Muslims. Allah's Apostle intended to expel the Jews but they requested him to let them stay there on the condition that they would do the labor and get half of the fruits. Allah's Apostle told them, "We will let you stay on thus condition, as long as we wish." So, they (i.e. Jews) kept on living there until 'Umar forced them to go towards Taima' and Ariha'.

১৫১: খায়বার যুদ্ধ- ২২: লুটের মালের উত্তরাধিকার ও পরিণতি!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – একশত পঁচিশ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কী শর্তে খায়বারের নিরপরাধ ইহুদিদের হত্যা ও বিতাড়িত না করে তাঁদের ভিটে-মাটিতে থাকার অনুমতি প্রদান করেছিলেন, মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর কোন প্রিয় অনুসারী কী কারণে তাঁদের পৈত্রিক ভিটে মাটি থেকে বিতাড়িত করেছিলেন, আদি উৎসের ইসলামে নিবেদিতপ্রাণ বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই প্রাণবন্ত বর্ণনার আলোকে তার আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

আল-ওয়াকিদির (৭৪৮-৮২২ খ্রিষ্টাব্দ) অব্যাহত বিস্তারিত বর্ণনার পুনরারম্ভ: [1]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব-১৫০) পর:

সাইদ বিন আল-মুসায়েদ হইতে > আল-যুহরি হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে **মামার** [৭১৪-৭৭০ খ্রিস্টাব্দ] আমাকে বলেছেন, যা তিনি বলেছেন: [2]

যুবায়ের বিন মুতিম বলেছে: আল্লাহর নবী যখন খায়বারের ভাগের অংশগুলো তাঁর আত্মীয় বানু হাশিম ও বানু মুত্তালিব গোত্রের লোকদের মধ্যে বণ্টন করেন, আমি ও উসমান ইবনে আফফান পদব্রজে যাত্রা করি যতক্ষণে না আমরা আল্লাহর নবীর সম্মুখে এসে উপস্থিত হই ও তাঁকে বলি, "হে আল্লাহর নবী, বানু মুত্তালিব গোত্রের ভাইদের

সঙ্গে আপনার গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কের বিষয়টি আমরা অস্বীকার করি না, যা তাদের মধ্যে থেকে আল্লাহ আপনাকে অধিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু আপনি কি আমাদের ভাইদেরকে বানু মুত্তালিব গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচনা করেননি? আমরা কি নিশ্চিতভাবেই একই পজিশনে নাই? তথাপি আপনি তাদেরকে দিয়েছেন ভাগ ও আমাদেরকে করেছেন বঞ্চিত।" আল্লাহর নবী বলেন, "বাস্তবিকই, জাহিলিয়া যুগ ও ইসলাম আগমনের পর বানু মুত্তালিব গোত্রের লোকেরা আমাকে পরিত্যাগ করেনি। তারা আমাদের সাথে কষ্টভোগ করেছিল। প্রকৃতপক্ষেই বানু হাশিম ও বানু মুত্তালিব গোত্রের লোকেরা একই!" অতঃপর আল্লাহর নবী তাঁর দুই হাতের আঙ্গুলগুলো একত্রে জড়ো করেন (intertwined)।

তারা বলেছেন: 'আবদ আল-মুত্তালিব বিন রাবিয়া বিন আল-হারিথ বলেছে যে, আল-আব্বাস বিন আবদ আল-মুত্তালিব ও রাবিয়া বিন আল-হারিথ একযোগ হয়ে বলেছিল, "যদি আমরা আমাদের দু'জন যুবক ও **ফাদল বিন আব্বাস** [মুহাম্মদের চাচাতো ভাই, চাচা আল-আব্বাসের পুত্র(পর্ব-১২)] কে আল্লাহর নবীর কাছে পাঠাই ও তারা তাঁর সাথে কথা বলে, এবং তিনি যদি তাদেরকে এই খয়রাতি সম্পত্তিগুলোর কর্তৃত্ব-ভার দেন; তারা যা দিতে হয়, তা জনগণদের দেবে ও যা মুনাফা করতে পারে, তা করবে।" অতঃপর আল-ফদল ও আমাকে পাঠিয়ে দেয়া হয় ও আমরা যাত্রা শুরু করি যতক্ষণে না আমরা আল্লাহর নবীর কাছে আসি ও তাঁর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াই। তিনি দুপুরের সময় আমাদের কাছে আসেন, যখন আমরা তাঁর জন্য লেডি যয়নাবের বাসস্থানে বসেছিলাম। তিনি তাদের কাঁধগুলো ধরেন, ও বলেন, "তোমাদের গুপ্ত উদ্দেশ্যগুলো আমাকে বলো।" যখন তিনি সেখানে প্রবেশ করেন, তারাও তাঁর সঙ্গে প্রবেশ করে ও বলে, "হে আল্লাহর নবী, আমরা আপনার কাছে যে কারণে এসেছি, তা হলো এই যে, আপনি যেন আমাদেরকে খয়রাতি সম্পত্তিগুলোর দায়িত্বভার দেন, যাতে অন্যান্য লোকেরা যেমন মুনাফা করে তেমনটি করা যায়।" আল্লাহর নবী নীরব থাকেন। তিনি তাঁর মাথা উঁচু করে বাড়িটির ছাদের দিকে তাকান, অতঃপর তাদের দিকে এগিয়ে আসেন ও বলেন,

"নিশ্চিতই মুহাম্মদ ও মুহাম্মদের পরিবারের জন্য খয়রাতের সম্পদ অনুমোদনযোগ্য নয়। এটি অবশ্যই জনগণের জন্য খয়রাত (Alms)। মাহমিয়া বিন জাযা আল-যুবায়েদি ও **আবু সুফিয়ান বিন আল-হারিথ** বিন আবদ আল-মুত্তালিব [মুহাম্মদের চাচাতো ভাই, চাচা আল-হারিথের পুত্র (পর্ব-১২)] কে আমার কাছে ডাকো।" তিনি মাহমিয়া-কে বলেন, "একে (আল-ফাদল) তোমার কন্যার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দাও"; এবং তিনি আবু সুফিয়ানকে বলেন, "একে (আবদ আল-মুত্তালিব বিন রাবিয়া বিন আল-হারিথ) তোমার কন্যার সাথে বিয়ে দিয়ে দাও।" তিনি মাহমিয়া-কে বলেন," এক-পঞ্চমাংশ অংশ থেকে তুমি তাদেরকে দাম্পত্য উপহার স্বরূপ কিছু দাও," কারণ তাকে এক-পঞ্চমাংশের অংশে নিযুক্ত করা হয়েছিল। ইবনে আব্বাস যা বলতো, তা হলো: 'উমর আমাদের কাছে এই আবেদন করে যে, এই টাকাপয়সা গুলো যেন বিধবাদের বিবাহের জন্য তাদের পরিবারদের সাহায্য ও ঋণ পরিশোধ বাবদ বায় করা হয়। কিন্তু আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। আমরা জোর দিয়ে বার বার বলি যে, এর সমস্তই যেন উপস্থাপন করা হয়, সে আমাদের কাছে তা করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে।

উরওয়া বিন আল-যুবায়ের হইতে > ইয়াযিদ বিন রুমান হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মুসাব বিন থাবিত আমাকে যা বলেছেন তা হলো:

আবু বকর, উমর ও আলী এই অংশগুলো অনাথ ও দরিদ্রদের প্রদান করেছিলেন। তাদের মধ্যে কিছু লোক বলেছেন যে, এগুলো আল্লাহর রাস্তায় ব্যবহৃত অস্ত্র ও সরঞ্জাম বাবদ খরচ করা হয়েছিল। সরবরাহকৃত ঐ খাদ্যগুলো আল্লাহর নবীর জীবিত অবস্থায় তাঁর এবং আবু বকর, উমর, উসমান ও মুয়াবিয়ার খেলাফতের সময়ে তাদের প্রদত্ত পারিতোষিক হিসাবে প্রদান করা হয়েছিল - আল্লাহ যেন তাদের ওপর শান্তি বর্ষণ করে। ইয়াহিয়া বিন আল-হাকাম তার সময়ে এই পারিতোষিকের পরিমাণ ছয় ভাগ বর্ধিত করেন ও তিনি এই বর্ধিত অর্থ জনসাধারণকে প্রদান করেন। অতঃপর আবান বিন উসমান তা বৃদ্ধি করেন ও তিনি তা লোকদের প্রদান করেন। যে লোকগুলোকে

এই জীবিকা প্রদান করা হয়েছিল, তাঁরা হলেন ঐ লোকগুলো, যাঁরা মারা গিয়েছিলেন অথবা যাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল।

আল্লাহর নবী ও আবু বকরের জীবিত অবস্থায়,
এক ব্যক্তির প্রদত্ত অংশ তার উত্তরাধিকারীদের কাছে হস্তান্তর করা হতো।

যখন তা উমর ইবনে খাত্তাবের তত্ত্বাবধানে ছিল,
কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তাকে প্রদত্ত পারিতোষিকটি তিনি করায়ত্ত করতেন, অতঃপর তা তিনি হস্তান্তর করতেন না।

[১] তিনি যায়েদ বিন হারিথা ও জাফর বিন আবু তালিব [মুহাম্মদের পালিত পুত্র ও তাঁর চাচাতো ভাই] এর পারিতোষিক করায়ত্ত করেন। আলী ইবনে আবু তালিব সে বিষয়ে তার সাথে কথা বলে, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

[২] যখন তিনি সাফিয়া বিনতে আবদ আল-মুত্তালিব [মুহাম্মদের ফুপু] এর পারিতোষিক করায়ত্ত করেন, সে বিষয়ে আল-যুবায়ের [সাফিয়ার পুত্র, উত্তরাধিকারী] কঠোর ভাষায় তার সাথে কথা বলে, কিন্তু তিনি তা তার কাছে হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেন। যখন সে জোরাজুরি করে, তিনি বলেন, "তোমাকে আমি সেটির **কিছু অংশ** প্রদান করবো।" যুবায়ের বলে, "না, আল্লাহর কসম, আমার পাওনা একটা খেজুরও আটকে রেখো না!" উমর তাকে তার সম্পূর্ণ অংশটি হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেন। আল-যুবায়ের বলে, "আমি শুধু সম্পূর্ণ অংশটিই নেবো!"

[৩] উমর মুহাজিরদের তা হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেন; এছাড়াও তিনি ফাতিমার [মুহাম্মদের কন্যা] পারিতোষিকটিও করায়ত্ত করেন। কেউ একজন এ বিষয়ে তার সাথে কথা বলে কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে কোনো কিছু করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেন।

[৪] উমর নবীর স্ত্রীদের যা প্রদান করতেন, তা হলো তাদের কার্যকলাপের ওপর ভিত্তি করে। **যয়নাব বিনতে জাহাশ** তার খেলাফতের সময়ে মৃত্যুবরণ করেন ও তিনি তার উত্তরাধিকারীদের তার অংশ মুক্ত হস্তে প্রদান করেন। তা বিক্রয় বা দান করে যা কিছু তারা পেতে পারে তা গ্রহণ করার অনুমতি তিনি তাদের প্রদান করেন। তিনি তার অংশ তার সমস্ত উত্তরাধিকারীদের কাছে হস্তান্তর করেন, কিন্তু সে ছাড়া অন্য কারও জন্য তিনি তা করার অনুমতি প্রদান করেননি।

কেউ তার অংশ বিক্রয় করলে খরিদা সেই অংশের বিক্রির অনুমোদন দানে তিনি অস্বীকৃতি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "এই বিষয়টি অজানা। হিস্যার অংশগ্রহণকারী কোনো ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তার অধিকার হয় রহিত, সুতরাং তাদের কোন বিক্রি কীভাবে অনুমোদন পেতে পারে?" শুধুমাত্র আল্লাহর নবীর স্ত্রীরা যা করতে ইচ্ছা করেছিলেন, তাদেরকে তিনি তা করার অনুমতি প্রদান করেছিলেন।

যখন উসমানের খেলাফতের শাসন আমল ছিল, উসামার [মুহাম্মদের পালিত পুত্র যায়েদ বিন হারিথার পুত্র] সমস্ত অংশ উসামা-কে ফেরত দেয়া হয়, কিন্তু অন্য কারও ব্যাপারে তা করা হয়নি। আল-যুবায়ের তার মা সাফিয়ার অংশের ব্যাপারে উসমানের সঙ্গে কথা বলে, কিন্তু তিনি তা ফেরত দেননি। তিনি বলেন, "যখন তুমি উমরের সাথে কথা বলেছিলে, তখন আমি তোমার সাথে উপস্থিত ছিলাম, উমর তোমাকে তা ফেরত দিতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেছিলো, বলেছিলো, "এর কিছু অংশ নাও।" উমর তোমাকে যেটুকু দিতে চেয়েছিল, আমি তার কিছু অংশ তোমাকে দেব; আমি তোমাকে দেবো দুই-তৃতীয়াংশ ও এক-তৃতীয়াংশ রেখে দেবো।" আল-যুবায়ের বলে, "না, আল্লাহর কসম, একটা খেজুরও কম নয়; সমস্ত অংশই ফেরত দাও, নতুবা তা তোমার কাছে রেখে দাও।"

নিজ পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে **শুয়ায়েব বিন তালহা** বিন আবদুল্লাহ বিন আবদ আল-রাহমান বিন আবু বকর আমাকে বলেছেন, তিনি যা বলেছেন:

যখন আবু বকরের মৃত্যু হয়,

[১] তার উত্তরাধিকারী ছিল তার পুত্ররা, যারা তার খায়বারের অংশটি গ্রহণ করে - উমর ও উসমানের খেলাফতের আমলে যার পরিমাণ ছিল ১০০ ওয়াস্ক (wasq) [প্রায় সাড়ে ১৯ মেট্রিক টন।] [3]

[২] তার স্ত্রী উম্মে রূমান বিনতে আমির বিন উয়ায়েমির আল-খানিয়া ও হাবিবা বিনতে খারিজা বিন যাহেদ বিন আবু যুহায়ের-কে তার উত্তরাধিকারী হিসাবে নিযুক্ত করা হয় ও তাদের কাছে তার অংশটি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পাঠানো হয়, আবদ আল-মালিক এর শাসন আমল [৬৮৫-৭০৫ খ্রিস্টাব্দ] কিংবা তার পর পর্যন্ত। অতঃপর তা বন্ধ করে দেয়া হয়।

আবু আবদুল্লাহ বলেছেন: "আমি ইবরাহিম বিন জাফর কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আল্লাহর নবী তাঁর খায়বারের এক-পঞ্চমাংশ কাকে কাকে দান করেছিলেন?' তিনি বলেছেন, 'আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে এ বিষয়ে কখনোই জিজ্ঞাসা করো না। এই অংশ থেকে যাকে যা প্রদান করা হয়, সে তা পায় তার মৃত্যুকাল অবধি। অতঃপর তা তার উত্তরাধিকারীদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। তারা তা বিক্রি করে, ভরণপোষণের জন্য ব্যবহার করে ও উপহার স্বরূপ অন্যকে দান করে। আবু বকর, উমর ও উসমানের শাসন আমলে এটিই হয়েছিল'। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'কার কাছ থেকে তুমি এটি শুনেছ?' জবাবে সে বলে, 'আমার পিতা ও অন্যান্য লোকদের কাছ থেকে।'

আবু আবদুল্লাহ বলেছেন: "আমি এই ঘটনাটি **আবদ আল-রাহমান বিন আবদ আল-আজিজ**-এর কাছে উল্লেখ করি, তিনি বলেন, 'এমন একজন ব্যক্তি যাকে আমি বিশ্বাস করি, এই ঘটনাটি সম্বন্ধে আমাকে যা বলেছে তা হলো, 'আল্লাহর নবীর পত্নী ও

অন্যান্যদের জীবিত অবস্থায় যখন তাদের কেউ মৃত্যুবরণ করতো, উমর তখন তাদের অংশটি বাজেয়াপ্ত করতেন।’ অতঃপর তিনি বলেন, ‘হিজরি বিশ সালে উমরের শাসন আমলে **যয়নাব বিনতে জাহাশ** মৃত্যুবরণ করেন ও তিনি তার অংশটি বাজেয়াপ্ত করেন; অতঃপর এ বিষয়ে কথাবার্তা হয়, কিন্তু তিনি তার উত্তরাধিকারীদের কাছে তা হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেন। উমর বলেছেন, বাস্তবিকই আল্লাহর নবীর পক্ষ থেকে ঐ ব্যক্তির জীবিতকালে পারিতোষিক বরাদ্দ ছিলো; কিন্তু ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পর সেটির ওপর তার উত্তরাধিকারীদের কোনো অধিকার ছিল না।’ তিনি বলেন, ‘উমরের খেলাফতের শাসন আমলে এ বিষয়ে এটিই ছিল তার হুকুম, তার মৃত্যুকাল অবধি। অতঃপর উসমান শাসনভার গ্রহণ করে। আল্লাহর নবী খায়বারে **যায়েদ বিন হারিথার** জন্য পারিতোষিক নির্ধারণ করেন, যা তার জন্য লিখিতভাবে উল্লেখ ছিল না; **অতঃপর যায়েদ যখন মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহর নবী তা উসামা বিন যায়েদ-কে প্রদান করেন।’** আমি বলেছি: সত্যিই যারা এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছে, তাদের কিছু লোক বলেছে: উসামা বিন যায়েদ তার পিতার এই পারিতোষিকের ব্যাপারে উমর ও উসমানের কাছে আবেদন করে, কিন্তু তা প্রত্যাখ্যান করা হয়। তিনি বলেন, ‘আমি তোমাকে যেমনটি অবহিত করছি, বিষয়টি ছিলো তেমনই।’ আবু আবদুল্লাহ বলেছেন, "ঘটনাটি ছিল এটিই।"’

ইমাম মুসলিম (৮২১-৮৭৫ সাল) এর বর্ণনা:

সহি মুসলিম: বই নম্বর ১০, হাদিস নম্বর ৩৭৫৯

'ইবনে উমর (আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন) হইতে বর্ণিত: আল্লাহর নবী (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) খায়বারের জমিগুলো হস্তান্তর করেন (তা থেকে উৎপন্ন ফল ও ফসলের অংশ লাভের নিমিত্তে (এই শর্তে), এছাড়াও প্রতি বছর তিনি তাঁর স্ত্রীদের ১০০ ওয়াস্ক ফল ও ফসল প্রদান করেন: ৮০ ওয়াস্ক খেজুর ও ২০ ওয়াস্ক বার্লি। যখন ওমর খলিফা নিযুক্ত হন, তিনি খায়বার (জমি ও গাছপালা) ভাগ বাটোয়ারা করে দেন; ও তিনি আল্লাহর নবীর (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) স্ত্রীদের এই প্রস্তাব দেন যে, তারা

তাদের নিজেদের জন্য এখানকার জমি ও জলাশয়, কিংবা প্রতি বছর বরাদ্দকৃত ঐ পরিমাণ (যা তারা পেয়ে থাকেন) ফল ও ফসল - এ দুটির যে কোন একটি পছন্দ করতে পারে। তারা এ ব্যাপারে দ্বিধাবিভক্ত হয়। তাদের কেউ কেউ পছন্দ করে জমি ও জলাশয়, কেউ কেউ পছন্দ করে প্রতি বছর বরাদ্দকৃত ঐ পরিমাণ ফল ও ফসল। আয়েশা ও হাফসা ছিলেন তাদের দলে যারা জমি ও জলাশয় পছন্দ করেছিলেন।'

- অনুবাদ, টাইটেল, [**] ও নম্বর যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসের আল-ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, উন্মুক্ত শক্তি প্রয়োগে খায়বারের জনপদ-বাসীর যে সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা লুণ্ঠন করে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়েছিলেন, তা তারা ভোগ করেছিলেন বংশ পরস্পরায়। মুহাম্মদ তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর লুটের মালের অংশ থেকে যে অংশগুলো তাঁর নিকট আত্মীয়দের দান করেছিলেন, মুহাম্মদ যেখানে নিজে মৃত ব্যক্তির অংশ তার উত্তরাধিকারীদের কাছে হস্তান্তর করেছিলেন, মুহাম্মদের প্রিয় অনুসারী উমর ইবনে খাত্তাব তা বাজেয়াপ্ত করেছিলেন।

মুহাম্মদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এই লুটের মালের উত্তরাধিকার ও হস্তান্তর নিয়ে উমর ইবনে খাত্তাব মুহাম্মদের একান্ত নিজস্ব পরিবারের লোকদের বিরুদ্ধে কী ধরনের চরম অবমাননা ও পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ শুরু করেছিলেন তা আদি উৎসের এই বর্ণনায় অত্যন্ত স্পষ্ট (এ বিষয়ের আরও আলোচনা **'ফাদাক'** অধ্যায়ে করা হবে); ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, উমর ইবনে খাত্তাব বাজেয়াপ্ত করেছিলেন মুহাম্মদের নিজস্ব পরিবারের লোকদের অংশগুলো। তিনি বাজেয়াপ্ত করেছিলেন মুহাম্মদের নিজ কন্যা ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ, ফুপু সাফিয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব, চাচাতো ভাই জাফর ইবনে আবু তালিব, পালিত পুত্র যায়েদ বিন হারিথা ও অন্যান্যদের পারিতোষিক। আলী ইবনে আবু তালিব ও আল-যুবায়েরের বারংবার অনুরোধ উমর প্রত্যাখ্যান করেছিলেন অবলীলায়!

অন্যদিকে, আবু বকরের মৃত্যুর পর আবু বকরের লুটের মালের অংশটি তার উত্তরাধিকারীরা ভোগ করেছিলেন বংশ পরম্পরায়, উমর ও অন্যান্য উমাইয়া শাসনকর্তার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে। যে যুক্তিতে উমর তার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে মুহাম্মদের নিজস্ব পরিবারের লোকদের উত্তরাধিকারীদের বঞ্চিত করেছিলেন, সেই একই যুক্তিতে আবু বকরের উত্তরাধিকারীরা কি কোনোভাবে মৃত আবু বকরের লুটের মালের মালিকানার হিস্যা পেতে পারেন? আবু বকরের পরিবারের প্রতি ওমর ইবনে খাত্তাবের বদান্যতার কারণ কী, তার আলোচনা 'উমর ইবনে খাত্তাবের কাপুরুষতা (পর্ব-১৩২)!" পর্বে করা হয়েছে।

মুহাম্মদ কি তাঁর জীবদ্দশায় ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পেরেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁর একান্ত নিজস্ব পরিবার সদস্যদের ওপর তাঁরই প্রিয় অনুসারীরা এমনই প্রত্যক্ষ অবমাননা ও পক্ষপাত দুষ্ট নিপীড়ন শুরু করবেন?

ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-ওয়াকিদির মূল ইংরেজি অনুবাদের প্রাসঙ্গিক অংশ সংযুক্ত করছি।

The detailed continued narrative of Al-Waqidi (748-822 AD): [1]

'------ Muṣʿab b. Thābit related to me from Yazīd b. Rūmān from **ʿUrwa b. al-Zubayr** that Abū Bakr, ʿUmar and ʿAlī gave these portions to the orphans and the poor. Some of them said that it was used for weapons and equipment in the way of God. Those food provisions were taken as the payment of the Messenger of God during his life, and during the caliphates of Abū Bakr, ʿUmar,

ʿUthmān and Muʿāwiya—may God bless them. When it was Yaḥyā b. al-Ḥakam he increased the payment by a sixth of the amount, and he gave the people from the payment that was increased. Then Abān b. ʿUthmān increased it and he gave them with that. Among those who were provided with subsistence were those who died or were killed. **During the life of the Prophet and Abū Bakr, one's provision was transfered to one's heirs.**

When it was under the guardianship of ʿUmar b. al-Khaṭṭāb he took the provisions from those who died and did not transfer them. He took the provisions of Zayd b. Ḥāritha, and Jaʿfar b. Abī Ṭālib. ʿAlī b. Abī Ṭālib spoke to him [Page 698] about it, but he refused. When he took the provisions of Safīyya bt. ʿAbd al-Muṭṭalib, al-Zubayr spoke to him about that, and was harsh, but he refused to hand it to him. When he insisted, he said, "I will give you some of it." Zubayr said, "No, by God, do not hold back a single date and keep it from me!" ʿUmar refused to submit all of it to him. al-Zubayr said, "I will only take all of it!" ʿUmar refused to return it to the Muhājirūn; and he also took from the provisions of Fātima. Someone talked to him about it but he refused to act.

ʿUmar gave the wives of the Prophet according to their actions. **Zaynab bt. Jaḥsh** died during his caliphate, and he gave a free hand concerning her inheritance. He permitted what they made by sale or gift. He transferred that to all of her heirs but he did not permit

that for other than her. He refused to allow the sale of those who sold their provisions. He said, “This thing is not known. When one who was supplied with the provisions dies, his rights become void, so how can their sale be permitted?” Only the wives of the Messenger of God were permitted to do what they did.

When it was the caliphate of ʿ**Uthmān**, all of Usāma’s portion was returned to Usāma, but not to the others. al-Zubayr spoke to Uthmān about the provision of his mother, Ṣafiyya, but he would not return it. He said “I was present with you when you spoke to ʿUmar, and ʿUmar refused you, saying, ‘Take some of it.’ I will give you some of what ʿUmar turned in to you; I will give you two thirds and keep a third.” al-Zubayr said, “No by God, not a single date; submit all of it, or keep it.”

Shuʿayb b. Ṭalḥa b. ʿAbdullah b. ʿAbd al-Raḥmān b. Abī Bakr related to me from his father, who said: **When Abū Bakr died**, his sons were his heirs and they took his provisions from Khaybar—a hundred *wasq* during the caliphate of ʿUmar and ʿUthmān. His wives Umm Rūmān bt. ʿĀmir b. ʿUwaymir al-Kināniyya and Ḥabība bt. Khārija b. Zayd b. Abī Zuhayr were appointed heirs, [Page 699] and his portion continued to flow to them until it was the time of ʿAbd al-Malik or after him. Then it was stopped.

Abū ʿAbdullah said: I asked Ibrāhīm b. Jaʿfar, "To whom did the Messenger of God give from the fifth of Khaybar?" He said, "Do not ask any one but me about it ever. One who was given from it received the provision until he died. Then it was transferred to those who were his heirs. They sold it and ate it and gave gifts. This was during the time of Abū Bakr and ʿUmar and ʿUthmān." I said, "From whom did you hear that?" He replied, "From my father and others of my people." Abū ʿAbdullah said: I mentioned this tradition to ʿAbd al-Raḥmān b. ʿAbd al-Azīz, and he said, "One whom I trust informed me about the tradition that ʿUmar kept those provisions when they died, during the life of the wives of the Prophet and others of them." Then he said: Zaynab bt. Jaḥsh died in the year twenty during the caliphate of ʿUmar, and he kept her portion, and it was talked about, but he refused to give her heirs. ʿUmar said that indeed there was provision from the Prophet during the person's life; **but** that when the person died his heirs had no right to it. He said: That was the command about that during the caliphate of ʿUmar until his death. Then ʿUthmān took charge. The Prophet had made provision for **Zayd b. Ḥāritha** from Khaybar, which was not written for him, and when Zayd died the Prophet gave it to Usāma b. Zayd. I said: Indeed, some who narrate about it say: Usāma b. Zayd spoke to ʿUmar and ʿUthmān about the provision of his father but he was refused. He said: It was not except as I inform you. Abū ʿAbdullah said, "This is the affair." ------

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] আল-ওয়াকিদির বিস্তারিত বর্ণনা: **"কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৬৯৬-৭০০; ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩৪২-৩৪৪

http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[2] মামার ইবনে রাশিদ (৭১৪-৭৭০ খ্রিস্টাব্দ] ছিলেন মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খ্রিস্টাব্দ) এর সমসাময়িক এক বিশিষ্ট মুসলিম স্কলার ও ইবনে শিহাব আল যুহরীর (মৃত্যু ৭৪২ সাল) ছাত্র।

[3] One Wasq = 60 Saâ = 252.3456 Liter (194.3 Kilogramm)

১০০ ওয়াস্ক =১০০x১৯৪ কিলোগ্রাম = ১৯,৪০০ কিলোগ্রাম = প্রায় সাড়ে ১৯ মেট্রিক টন।

https://de.wikipedia.org/wiki/Wasq

[4] সহি মুসলিম: বই নম্বর ১০, হাদিস নম্বর ৩৭৫৯

'Ibn Umar (Allah be pleased with them) reported: Allah's Messenger (may peace be upon him) handed over the land of Khaibar (on the condition) of the share of produce of fruits and harvest, and he also gave to his wives every year one hundred wasqs: eighty wasqs of dates and twenty wasqs of barley. **When 'Umar became the caliph** he distributed the (lands and trees) of Khaibar, and gave option to the wives of Allah's Apostle (may peace be upon him) to earmark for themselves the land and water or stick to the wasqs (that they got) every year. They differed in this matter. Some of them opted for land and water, and some of them opted for wasqs every year. 'Aisha and Hafsa were among those who opted for land and water.'

১৫২: খায়বার যুদ্ধ- ২৩ (শেষ পর্ব): রক্ত মূল্য!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – একশত ছাব্বিশ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীরা খায়বারের জনপদের ওপর অতর্কিত আক্রমণে তাঁদেরকে খুন, জখম ও বন্দী করার পর তাঁদের যে ভূ-সম্পদ লুণ্ঠন ও হস্তগত করেছিলেন, তা তারা কীভাবে বংশ পরম্পরায় ভোগ করেছিলেন; মুহাম্মদ তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর খায়বারের লুটের মালের হিস্যা থেকে তাঁর একান্ত নিকট আত্মীয়দের যে সম্পদ প্রদান করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁর কোন অনুসারীরা তা বাজেয়াপ্ত করে তাঁদেরকে সেই সম্পদ থেকে বঞ্চিত করেছিলেন; এই কর্মে তারা কী অজুহাত উত্থাপন করেছিলেন; তার আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে। খায়বারের জনপদবাসীদের ওপর মুহাম্মদের এই আগ্রাসী আক্রমণ ও বিজয় কেতনের রক্ত-মূল্য কত ছিল, তার আংশিক আলোচনা "রক্তের হোলি খেলা - 'নাইম' দুর্গ দখল!" পর্বে করা হয়েছে। আদি উৎসে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-ওয়াকিদি।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) অব্যাহত বর্ণনা: [1] [2]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব-১৫১) পর:

'খায়বারে যে সকল মুসলমানরা শহিদ হয়েছিলেন তাদের নাম:

কুরাইশ মধ্যে, উমাইয়া বিন আবদু শামস গোত্র ও তাদের মিত্র:

[১] রাবিয়া বিন আখহাম বিন সাখবারা বিন আমর (আল-ওয়াকিদি: ''যাকে আল-নাটায় [পর্ব-১৩৮] হত্যা করেছিলেন আল-হারিথ নামের এক ইহুদি),

[২] রাইফা বিন আমির বিন ঘানম বিন দুদান বিন আসাদ,

[৩] থাকিফ বিন আমর (আল-ওয়াকিদি: 'যাকে হত্যা করেছিলেন উসায়ের নামের এক ইহুদি), ও

[৪] রাফিয়া বিন মাসরুহ (আল-ওয়াকিদি: ''যাকে হত্যা করেছিলেন আল-হারিথ নামের এক ইহুদি [পর্ব-১৩৩])।

বানু আসাদ বিন আবদ আল-উজ্জা গোত্রের:

[৫] আবদুল্লাহ বিন আল-হুবায়েব।

আনসারদের মধ্যে, বানু সালিমা গোত্রের দুই জন:

[৬] বিশর বিন আল-বারা বিন মা'রুর - যার মৃত্যু হয়েছিল আল্লাহর নবীকে হত্যা চেষ্টায় উদ্দেশ্যে পরিবেশিত বিষ মিশ্রিত ভেড়ার মাংস ভক্ষণের কারণে [পর্ব-১৪৫], ও

[৭] ফুদায়েল বিন আল-নুমান।

বানু যুরায়েক গোত্রের:

[৮] মাসুদ বিন সা'দ বিন কায়েস বিন খালাদা বিন আমির বিন যুরায়েক (আল-ওয়াকিদি: 'যাকে হত্যা করেছিলেন মারহাব' [পর্ব-১৩৪])।

বানু আউস গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বানু আবদুল-আশহাল গোত্রের:

[৯] মাহমুদ বিন মাসলামা [পর্ব-১৩০] বিন খালিদ বিন আদি বিন মায়েদা বিন হারিথা বিন আল-হারিথ, ও

[১০] তাদের মিত্র বানু হারিথা গোত্রের এক লোক।

বানু আমর বিন আউফ গোত্রের:

[১১] আবু দেইয়াহ বিন থাবিত বিন আল-নুমান বিন উমাইয়া বিন ইমরুল-কায়েস বিন থালাবা বিন আমর বিন আউফ;

[১২] আল-হারিথ বিন হাতিব;

[১৩] উরওয়া বিন মুররা বিন সুরাকা [পর্ব-১৩৬];

[১৪] আউস বিন আল-কায়েদ;

[১৫] উনায়েফ বিন হাবিব;

[১৬] থাবিত বিন আথলা, ও

[১৭] তালহা।

বানু গিফার গোত্রের:

[১৮] উমারা বিন উকবা - যে তীর-বিদ্ধ হয়েছিল।

বানু আসলাম গোত্রের:

[১৯] আমির বিন আকওয়া (আল-ওয়াকিদি: 'যিনি নাইম দুর্গে নিজেনিজেই আহত হন, আল-রাজী নামক স্থানে তাকে ও মাহমুদ বিন মাসলামা কে একই কবরে দাফন করা হয়।')।

[২০] মেষপালক আল-আসওয়াদ (খায়বারবাসী এক মেষপালক), যার নাম ছিল আসলাম। [2]

ইবনে শিহাব আল-যুহরি হইতে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক খায়বারে যারা শহিদ হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন:

[২১] মাসুদ বিন রাবিয়া, আল-কারা অঞ্চলের বানু যুহরা গোত্রের এক মিত্র; ও

[২২] আউস বিন কাতাদা, বানু আমর বিন আউফ গোত্রের এক আনসার।'

- অনুবাদ, টাইটেল, [**] ও নম্বর যোগ - লেখক।

আল-ওয়াকিদির (৭৪৮-৮২২ খ্রিষ্টাব্দ) বর্ণনা: [2]

আদি উৎসে আল-ওয়াকিদির বর্ণনা মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ। তাঁর বর্ণনা মতে মুসলমানদের মোট নিহতের সংখ্যা ছিল **১৫ জন।** মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনায় শুধু মুসলমানদেরই নাম ও গোত্র পরিচয়সহ নিহতের সংখ্যার উল্লেখ আছে; ইহুদিদের নিহতের সংখ্যার বিষয়টি তাঁর বর্ণনায় অনুপস্থিত। অন্যদিকে, আল-ওয়াকিদি তাঁর বর্ণনায় নিহত ইহুদিদের মোট সংখ্যা উল্লেখ করেছেন, **"৯৩ জন** ইহুদি পুরুষকে হত্যা করা হয়েছিল!"

মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের খায়বার আগ্রাসনের সংক্ষিপ্তসার:

আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণনায় যা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, তা হলো খায়বারের জনপদবাসী মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের ওপর আক্রমণ করতে আসেননি। বরাবরের মতই মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরাই ছিলেন আক্রমণকারী (পর্ব-১৩০)! মুহাম্মদ তাঁর হুদাইবিয়া যাত্রায় অংশগ্রহণকারী অনুসারীদের অত্যন্ত হতাশাগ্রস্ত পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ ও তাঁর নবী-গৌরব ও নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে হুদাইবিয়া সন্ধি শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে **'সুরা আল-ফাতাহ'** রচনার মাধ্যমে তাঁর ঐ অনুসারীদের যে লুটের মালের ওয়াদা প্রদান করেছিলেন (পর্ব-১২৪), তারই পূর্ণতা প্রদানের প্রয়োজনে খায়বারের এই নিরপরাধ সম্পদশালী জনগণের ওপর মুহাম্মদের এই আগ্রাসী আক্রমণ! খায়বারে অধিষ্ঠিত এই ইহুদি জনপদবাসীর অনেকেই ছিলেন মুহাম্মদের আগ্রাসনের শিকার হয়ে মদিনা থেকে নির্বাসিত বনি নাদির গোত্রের লোকেরা [পর্ব: ৭৫]।

মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের এই হামলাটি ছিল "অতর্কিত!" খায়বারের জনপদবাসীর অতি প্রত্যুষের ঘুমের আমেজ যখন তখনও কাটেনি, কোদাল ও ঝুড়ি নিয়ে কিছু শ্রমিক শ্রেণীর মানুষরা যখন সবে মাত্র কাজে বের হয়েছেন, তখন মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা অতর্কিতে তাঁদের ওপর এই নৃশংস আক্রমণটি চালান। তাঁরা এই হামলাকারীদের দেখতে পেয়ে "মুহাম্মদ ও তার বাহিনী", বলে চীৎকার করে লোকদের সতর্ক করতে করতে দৌড়ে পালিয়ে এসে তাঁদের দুর্গ মধ্যে আশ্রয় নেন। আর মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের নিয়ে **"আল্লাহু আকবর! খায়বার ধ্বংস হয়েছে!"** বলে তাঁদের ওপর আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণকালে তাদের সিংহনাদ ছিল **"হত্যা করো হত্যা করো!"**

অতর্কিত আক্রমণের ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার পর খায়বারবাসী তাঁদের নিজেদের জীবন ও সম্পদ রক্ষার প্রচেষ্টায় তাঁদের দুর্গ-মধ্য থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন (পর্ব-১৩২)। অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের বিপুল সংখ্যক **আগ্রাসী যুদ্ধ** বিগ্রহে বিভিন্ন সময়ে আলী ইবনে আবু তালিব যেমন বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, খায়বারের এই আগ্রাসী হমালাও তার ব্যতিক্রম ছিল না (পর্ব-১৩৩)!

খায়বার আগ্রাসনের প্রাক্কালে বানু আসলাম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বানু সাহম গোত্রের লোকেরা মুহাম্মদের কাছে এসে যখন তাদের দুরবস্থার কথা জানায়, তখন মুহাম্মদ তাদের দুরবস্থার কথা শুনে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন এই বলে যে, আল্লাহ যেন তাদেরকে খায়বারের সবচেয়ে খাদ্য ও সম্পদশালী দুর্গটি দখলের ব্যবস্থা করে তার ভেতরের সমস্ত খাদ্য ও **সম্পদ লুণ্ঠন কারার তৌফিক** দান করেন! বানু আসলাম গোত্রটি ছিলো মুহাম্মদের সাথে জোটবদ্ধ বানু খোজা গোত্রেরই এক অংশ ('হুদাইবিয়া সন্ধি: চুক্তি ভঙ্গ -পাঁচ')। উন্মুক্ত শক্তি প্রয়োগে অবিশ্বাসী জনপদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাঁদেরকে খুন, জখম, দাস ও যৌনদাসীকরণ, সম্পদ লুণ্ঠন, তাঁদের ধরে নিয়ে এসে মুক্তিপণ দাবি; ইত্যাদি সমস্তই মুহাম্মদের প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত মতবাদে 'জিহাদ' নামের সর্বশ্রেষ্ঠ সৎকর্মের অংশ (পর্ব-১৩৫)।

অমানুষিক নৃশংসতায় নাইম দুর্গ দখলের পর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা আল-সাব বিন মুয়াধ দুর্গ দখল করেন (পর্ব-১৩৭)। এই দুর্গটি দখলের সময় তারা মুহুর্মুহু উচ্চস্বরে **"আল্লাহু আকবর"** বাক্যটি ব্যবহার করেন! মুহাম্মদ অনুসারীদের এই মুহুর্মুহু "আল্লাহু আকবর" চিৎকার ইহুদিদের শক্তিকে দুর্বল করে দেয় ও তাঁরা ভীতিগ্রস্ত অবস্থায় চতুর্দিকে পলায়ন করেন। তাঁদের মধ্যে যারা মুসলমানদের সম্মুখে আসে, তাঁদের সবাইকে করা হয় খুন (পর্ব-১৩৬)। যারা পালিয়ে যেতে ব্যর্থ হয় তাদেরকে করা হয় বন্দি। খায়বারের **আল-নাটা** নামক স্থানে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা সর্বশেষ যে দুর্গটি দখল করে নিয়েছিলেন, তা হলো "কালাত আল-যুবায়ের" দুর্গটি। মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের আগ্রাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়ে আল-নাইম, আল-সাব বিন মুয়াধ ও নাটায় অবস্থিত অন্যান্য দুর্গের প্রায় সকল ইহুদিরা পালিয়ে এই দুর্গম দুর্গে আশ্রয় নেন। মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা এই দুর্গটি চারিদিক থেকে ঘেরাও করে রাখেন, ইহুদিরা এই দুর্গ মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা 'কালাত আল-যুবায়ের' দুর্গটি অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তারা তার ভিতরে প্রবেশের ব্যবস্থা করতে পারেননি। তাই মুহাম্মদ এই দুর্গের সম্মুখে পাহারার ব্যবস্থা করেন ও যে ইহুদিরায় তাদের সম্মুখে আসে তাঁদের সকলকেই করেন খুন! অতঃপর ঘাযযাল নামের এক ব্যক্তির পরামর্শে **মুহাম্মদ তাঁদের একমাত্র পানির উৎসটি বন্ধ করে দেন।** পানিবঞ্চিত অবস্থায় সকল বয়সের শিশু-কিশোর, গর্ভবতী মহিলা ও বৃদ্ধ-অতিবৃদ্ধ মানুষরা পিপাসিত অবস্থায় তিলে তিলে কষ্ট ভোগ করেন! অতঃপর তাঁরা তা সহ্য করতে না পেরে মুহাম্মদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন (পর্ব-১৩৮)।

আল-নাটার দুর্গগুলো খালি করে ইহুদিরা তাঁদের নারী ও শিশুদের **আল-কাতিবা** নামক স্থানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আল-নিযার দুর্গ মধ্যে যে অল্প সংখ্যক নারী অবস্থান করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন সাফিয়া বিনতে হুয়েই বিন আখতাব (পর্ব-১২৪), তাঁর কাজিন ও আরও কিছু তরুণী। মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা সাফিয়া, তাঁর কাজিন ও

অন্যান্য যুবতী মেয়েদের **আল-শিইক** এ অবস্থিত আল-নিযার দুর্গ থেকে হস্তগত করেছিলেন (পর্ব-১৩৯)। তাঁদেরকে বন্দী করার পর মুহাম্মদ আল-কাতিবা, আল-ওয়াতিহ, আল-সুলালিম নামক স্থানের লোকদের ওপর আক্রমণ চালান। আল-কাতিবার **আল-কামুস দুর্গটি** থেকে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা অন্যান্য নারী ও শিশুদের বন্দী করেন। আল-কাতিবায় ছিলো দুই হাজারের ও বেশী ইহুদি, তাদের মহিলা ও সন্তানরা। আল-কাতিবার আক্রান্ত জনপদবাসী যখন উপলব্ধি করেন যে, যদি তাঁরা আত্মসমর্পণ না করেন, তবে মুহাম্মদ তাঁদেরকে ধ্বংস করে ফেলবেন, তখন তাঁরা মুহাম্মদের কাছে তাঁদের প্রাণভিক্ষার আবেদন করেন। মুহাম্মদ তাঁদের প্রাণভিক্ষার আবেদন মঞ্জুর করেন এই শর্তে যে, তাঁরা তাঁদের পরিধেয় বস্ত্র-সামগ্রী ও পরিহিত গহনাগুলো ছাড়া তাঁদের স্থাবর ও অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি মুহাম্মদের কাছে হস্তান্তর করবেন। নিজেদের প্রাণরক্ষার আকুতিতে তাঁরা এই প্রস্তাবে রাজি হন (পর্ব-১৪০)।

>> সাফিয়ার পিতা হুয়েই বিন আখতাব-কে হত্যা করা হয়েছিল বনি কুরাইজা গণহত্যার দিনটিতে (পর্ব: ৯১-৯২)! নববধূ থাকা অবস্থায় সদ্য বিবাহিত সাফিয়ার স্বামী কিনানা বিন আল-রাবি কে করা হয় নির্যাতন ও খুন! কিনানা বিন আল-রাবি বিন আবুল হুকায়েক নামের এই লোকটির অপরাধ ছিলো এই যে, তিনি তার পরিবারের সঞ্চিত ধনভাণ্ডার মুহাম্মদের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন(পর্ব-১৪১)! তাঁকে অমানুষিক নিষ্ঠুরতায় নির্যাতন করার জন্য মুহাম্মদ তাঁর ফুপাতো ভাই আল-যুবায়ের-কে হুকুম করেন, যতক্ষণে না কিনানা তার কাছে যা কিছু আছে তার সবকিছুর সন্ধান জানায়। এক জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড তাঁর বুকে বিদ্ধ করা হয়! অতঃপর মুহাম্মদ তাঁকে মুহাম্মদ বিন মাসলামা নামের আর এক অনুসারীর কাছে হস্তান্তর করেন, মুহাম্মদ বিন মাসলামা তাকে হত্যা করে। কিনানার ভাইকেও নির্যাতন করা হয়, অতঃপর তাঁকে হত্যা করার জন্য বিশর বিন আল-বারা নামের মুহাম্মদের আর এক অনুসারীর কাছে হস্তান্তর করা হয়!

সাফিয়া-কে প্রথমে যৌন-দাসী হিসাবে হস্তগত করেছিলেন **দিহায়া আল-কালবি** নামের মুহাম্মদের এক অনুসারী। তাঁর **সৌন্দর্যের খবর** যখন মুহাম্মদকে অবহিত করানো হয়, মুহাম্মদ তাঁকে ধরে নিয়ে আসার জন্য বেলালকে নিয়োগ করেন। সাফিয়ার স্বামী ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনসহ যে সকল লোকদেরকে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা হত্যা করেছিলেন, তাঁদের লাশের পাশ দিয়ে বেলাল তাঁকে ও তাঁর কাজিন-কে মুহাম্মদের কাছে ধরে নিয়ে আসেন। মুহাম্মদ হুকুম করেন যে সাফিয়া-কে যেন তাঁর পেছনে রাখা হয় ও তিনি তাঁর ঢিলা বড় জামাটা তাঁর ওপর নিক্ষেপ করেন, যাতে মুসলমানরা জানতে পারে যে, তিনি তাঁকে তাঁর নিজের জন্য পছন্দ করেছেন (পর্ব-১৪২)।

অতঃপর মুহাম্মদ সাফিয়া-কে যে দু'টি প্রস্তাব দেন, তা হলো, সাফিয়া তাঁর ধর্মে অবিরত থেকে মুহাম্মদের যৌনদাসী হিসাবে বাকি জীবন কাটাতে পারে, কিংবা তিনি মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করে তাঁর স্ত্রী হিসাবে বাকি জীবন অতিবাহিত করতে পারে। সাফিয়া মুহাম্মদের দ্বিতীয় প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। বিনিময়ে মুহাম্মদ তাঁকে মুক্ত করেন ও বিবাহ করেন। সাফিয়ার বিবাহের মোহরানা ছিল তাঁর দাসত্ব হতে মুক্তি লাভ(পর্ব-১৪৩)! অতঃপর, আনাস বিন মালিকের মাতা উম্মে সুলালিম বিনতে মিলহান সপ্তদশী সাফিয়াকে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে ৫৮ বছর বয়স্ক মুহাম্মদের বাসর রাতের জন্য উপযুক্ত করেন; মুহাম্মদ তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর তাঁবুতে বাসর রাত উদযাপন করেন।

মুহাম্মদ যখন সাফিয়া-কে নিয়ে বাসর রাত উদযাপন করছিলেন, তখন মুহাম্মদের অজ্ঞাতে **আবু আইয়ুব** নামের মুহাম্মদের এক বিশিষ্ট অনুসারী তরবারি সমেত সারা রাত্রি যাবত মুহাম্মদের ঐ তাঁবুটি প্রদক্ষিণ করে তাঁকে প্রহরা দেন, যতক্ষণে না সকাল হয়। পরদিন প্রত্যুষে মুহাম্মদ যখন আবু আইয়ুব-কে সেখানে দেখতে পান, তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চান যে, কী উদ্দেশ্যে আবু আইয়ুব এই কাজটি করেছেন। আবু আইয়ুব জবাবে বলেন যে, সাফিয়া মুহাম্মদের সঙ্গে থাকায় তিনি ছিলেন আশংকাগ্রস্ত এই কারণে যে, মুহাম্মদ সাফিয়ার পিতা, ভাই, চাচা-মামা-ফুপা, স্বামী ও অন্যান্য

আত্মীয়স্বজনদের হত্যা করেছেন। তিনি মুহাম্মদের জীবন আশংকায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন এই ভেবে যে, সাফিয়া **প্রতিহিংসার বশবর্তী** হয়ে মুহাম্মদকে হত্যা করতে পারে। এই ভাবনায় তিনি এত বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন যে, মুহাম্মদ কে রক্ষার চেষ্টায় তিনি সারা রাত্রি জেগে মুহাম্মদের প্রহরায় নিযুক্ত ছিলেন (পর্ব-১৪৪)।

>> খায়বার জনপদবাসীদের ওপর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা যে সীমাহীন নৃশংসতা প্রদর্শন করেছিলেন, তারই প্রতিক্রিয়ায় মুহাম্মদকে হত্যা চেষ্টার সম্ভাবনা ছিল প্রত্যাশিত। যখন মুহাম্মদ খায়বার বিজয় করেন **যয়নাব বিনতে আল-হারিথ** নামের এক ইহুদি মহিলা তাঁর এক ভেড়া জবেহ করে তার মাংসে ক্ষমতাসম্পন্ন কিছু বিষ মিশ্রিত করেন। অতঃপর তিনি এই খাবারটি উপহার স্বরূপ মুহাম্মদকে প্রদান করেন। মুহাম্মদ ও তাঁর কিছু অনুসারী বিষ মিশ্রিত খাবারটি ভক্ষণ করেন। সেই খাবার খেয়ে বিশর বিন আল-বারা নামের এক মুহাম্মদ অনুসারী সেখানেই নিহত হন। মুহাম্মদ সেই যাত্রায় প্রাণে বেঁচে যান! অতঃপর মুহাম্মদ যয়নাবকে ধরে নিয়ে এসে জানতে চান যে, কী কারণে তিনি তাঁকে হত্যা চেষ্টা করেছিলেন। যয়নাব জবাবে বলেন যে, তিনি মুহাম্মদকে হত্যা চেষ্টা করেছিলেন এই কারণে যে, মুহাম্মদ তাঁর পিতা আল-হারিথ, চাচা ইয়াসার, ভাই যাবির ও অসুস্থ স্বামী সাললাম বিন মিশকাম কে খুন করেছে; তাঁর লোকদের সম্পদ লুণ্ঠন করেছে! তাঁর লোকেরা যেন মুহাম্মদের কাছ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন, এই অভিপ্রায়েই তিনি মুহাম্মদকে হত্যা চেষ্টা করেছিলেন। অতঃপর মুহাম্মদ এই অকুতোভয় মহিলা-টি কে হত্যার আদেশ জারি করেন।

খায়বারের এই বিষ মিশ্রিত খাবার খেয়ে মুহাম্মদের তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করেননি সত্য, কিন্তু মুহাম্মদ তাঁর মৃত্যুকালীন অসুস্থতার সময় যে প্রচণ্ড কষ্ট ভোগ করেছিলেন, যে ব্যথার প্রকোপে তিনি মৃত্যু বরণ করেছিলেন, তার কারণ ছিল খায়বারের এই বিষ মিশ্রিত খাবার। মুহাম্মদের ভাষায়, **"খায়বারে যে খাবারটি আমি খেয়েছিলাম তার সৃষ্ট**

ব্যথা আমি এখনও অনুভব করি, এবং এই মুহূর্তে আমি যা অনুভব করছি তা হলো এমন যে সেই বিষের প্রতিক্রিয়া যেন আমার মহাধমনীটি কেটে ফেলেছে(পর্ব-১৪৫)।"

>> খায়বার আক্রমণে মুসলমানরা যা কিছু লুণ্ঠন করেছিলেন তার সমস্তরই এক-পঞ্চমাংশ ছিল মুহাম্মদের জন্য বরাদ্দকৃত। অবশিষ্ট চার-পঞ্চমাংশের হিস্যা পেয়েছিলেন হুদাইবিয়া অংশগ্রহণকারী মুহাম্মদ অনুসারীরা (পর্ব: ১১১-১২৯), তা তারা এই অভিযানে অংশগ্রহণ করুক কিংবা না করুক। খায়বারের লুণ্ঠন সামগ্রী যখন ভাগাভাগি করে নেয়া হয়, মুহাম্মদ অনুসারীদের ভাগে পড়ে **আল-শিইখ ও আল-নাটার সম্পদ**, চার পঞ্চমাংশের হিস্যা বাবদ। আর **আল-কাতিবার** সমস্ত সম্পদ ছিল শুধুই মুহাম্মদের, এক পঞ্চমাংশ অংশ (কুরান: ৮:৪১) হিসাবে। উন্মুক্ত শক্তি প্রয়োগে খায়বারের জনপদবাসীদের যে সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা লুণ্ঠন করে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়েছিলেন, তা তারা ভোগ করেছিলেন বংশপরস্পরায় (পর্ব-১৫১)। লুটের মালের এই অংশ থেকে মুহাম্মদ তাঁর নিজ পত্নী, পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদের ভরণপোষণ বাবদ ব্যয় করেন। তাঁর এই অংশ থেকে তিনি আরও দান করেন অনাথ, দরিদ্র ও মুসাফিরদের (পর্ব: ১৪৬-১৪৯)।

ইসলামী পরিভাষা (Islamic Vocabulary) সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে এই **"অনাথ, দরিদ্র ও মুসাফির"** শব্দগুলোর সর্বজনবিদিত সাধারণ অর্থের সাথে ইসলামের পরিভাষায় এই শব্দগুলোর মারপ্যাঁচে পাঠক বিভ্রান্ত হতে বাধ্য। ইসলামিক পরিভাষার এই মারপ্যাঁচ বিষয়ের আলোচনা "খুন ও নৃশংসতা অতঃপর ঘোষণা 'আল্লাহই তাদেরকে হত্যাকরেছেন' (পর্ব-৩৩)" পর্বে করা হয়েছে।

>> মুহাম্মদ খায়বারের জনপদবাসীদের **প্রাণে না মেরে বিতাড়িত হবার সুযোগ** দান করেছিলেনে এই শর্তে যে, তাঁরা তাঁদের পরিধেয় বস্ত্র-সামগ্রী ও পরিহিত গহনাগুলো ছাড়া তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি মুহাম্মদের কাছে হস্তান্তর করবেন। অতঃপর, তাঁরা

মুহাম্মদের কাছে তাঁদেরই ঐ জমিগুলোতে শ্রমিক-রূপে কাজ করার অনুমতি প্রার্থনা করেন, যেন তাঁরা এই জমিগুলো থেকে উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের অর্ধেক পেতে পারেন। মুহাম্মদ তাঁদের এই প্রস্তাবে রাজি হন এই শর্তে যে, **"যদি আমরা তোমাদের বিতাড়িত করতে চাই, তোমাদের বিতাড়িত করবো।"** মুহাম্মদের জীবদ্দশায় তাঁরা এই শর্তে তাঁদের পৈত্রিক ভিটে মাটিতে থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন। মুহাম্মদ তাঁর মৃত্যুকালে ঘোষণা করে যান যে, **"আরব উপদ্বীপে যেন দু'টি ধর্মের উপস্থিতি মেনে না নেয়া হয়"**। মুহাম্মদের মৃত্যুর পর উমর ইবনে খাত্তাব তাঁদের-কে খায়বার থেকে বিতাড়িত করেন(পর্ব-১৫০)!

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **“সিরাত রসুল আল্লাহ”- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫১৮; বিনামূল্যে ডাউনলোড লিঙ্ক:
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] Ibid **“সিরাত রসুল আল্লাহ”: ইবনে হিশামের নোট নম্বর ৭৬৬, পৃষ্ঠা ৭৭০**

[3] অনুরূপ বর্ণনা: **“কিতাব আল-মাগাজি”- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৬৯৯-৭০০; ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩৪৪-৩৪৫
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

১৫৩: ফাদাক আগ্রাসন- ১: প্রাণভিক্ষার আকুতি!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – একশত সাতাশ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কী কারণে খায়বারের নিরপরাধ জনপদবাসীদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করেছিলেন; এই আক্রমণে তিনি তাঁদের ওপর কী ধরনের অমানুষিক নৃশংসতা প্রদর্শন করেছিলেন; তাঁদেরকে পরাস্ত করার পর তিনি কীভাবে তাঁদের সমস্ত সম্পদ এবং মা, বোন, স্ত্রী, কন্যা ও শিশুদের বন্দী করে দাস ও যৌনদাসীরূপে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন; কী শর্তে তিনি তাঁদের পুরুষদের হত্যা না করে এক বস্ত্রে বিতাড়িত করার অনুমতি প্রদান করেছিলেন ও পরবর্তীতে তিনি কী শর্তে তাঁদেরকে তাঁদেরই জমিগুলোয় শ্রমিক হিসাবে কাজ করার অনুমতি দিয়েছিলেন; মুহাম্মদের মৃত্যুর পর উমর ইবনে খাত্তাব তাঁদের কী হাল করেছিলেন; ইত্যাদি বিষয়ের বিশদ আলোচনা গত তেইশটি পর্বে করা হয়েছে।

খায়বার বিজয় সম্পন্ন করার পর মুহাম্মদ তাঁর **পরবর্তী আগ্রাসন** চালান সেখান থেকে ৮ মাইল দূরবর্তী (মদিনা থেকে ৮৭ মাইল) ফাদাক নামের এক সমৃদ্ধ মরূদ্যানের (Oasis) লোকদের ওপর। মদিনায় স্বেচ্ছানির্বাসনের (সেপ্টেম্বর, ৬২২ সাল) পর থেকে শুরু করে খায়বার বিজয় সম্পন্ন করা পর্যন্ত (জুন-জুলাই, ৬২৮ সাল) গত ছয়টি বছরের মদিনা জীবনে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অবিশ্বাসী জনপদের ওপর যে আগ্রাসী হামলাগুলো চালিয়েছিলেন, তার প্রায় সবগুলোই ছিল সরাসরি আক্রমণের

মাধ্যমে। মুহাম্মদের এই ফাদাক আগ্রাসন ছিল তার ব্যতিক্রম। কী প্রক্রিয়ায় মুহাম্মদ ফাদাক দখল করেছিলেন, তার বিস্তারিত বর্ণনা আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকরা তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে লিখে রেখেছেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) অব্যাহত বর্ণনা: [1] [2]

'যখন আল্লাহর নবী খায়বার বিজয় সম্পন্ন করেন, আল্লাহর নবী খায়বারের লোকদের কী হাল করেছেন, তা যখন ফাদাকের জনগণ শুনতে পায়, আল্লাহ তাদের মনে ভীতির সঞ্চার করে। তারা তাঁর কাছে এই শর্তে শান্তি প্রস্তাব পাঠায় যে, তারা তাদের উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক তাঁকে দিয়ে দেবে। তাঁর খায়বার অবস্থানকালে (তাবারী: 'কিংবা পথিমধ্যে') কিংবা মদিনা প্রত্যাবর্তনের পর তাদের বার্তাবাহক তাঁর কাছে আসে ও তিনি তাদের শর্তগুলো মেনে নেন। **এইভাবে ফাদাক পরিণত হয় তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে,** কারণ তা কোনো ঘোড়া কিংবা উটের পিঠে চড়ে আক্রমণের মাধ্যমে অর্জিত হয়নি [পর্ব-২৮]।'

'কী ঘটেছে, তা যখন ফাদাকের জনগণ শুনতে পায়, তারা আল্লাহর নবীর কাছে যে আবেদন করে, তা হলো: তারা তাঁর কাছে তাদের সম্পত্তি পরিত্যাগ করে চলে যাবে, **তিনি যেন তাদেরকে প্রাণে না মেরে বিতাড়িত হবার সুযোগ দান করেন;** তিনি তাতে রাজি হন। এ ব্যাপারে যে ব্যক্তিটি মধ্যস্থতা করে, সে হলো বানু হারিথা গোত্রের **মুহায়িসা বিন মাসুদ** (Muhayyisa b. Mas'ud) নামের এক ভাই।'

আল-ওয়াকিদির (৭৪৮-৮২২ খ্রিষ্টাব্দ) বিস্তারিত বর্ণনা: [3]

'তারা বলেছেন: যখন আল্লাহর নবী খায়বার বিজয় করেন, তিনি ফাদাক-এর কাছাকাছি গমন করেন ও মুহায়িসা বিন মাসুদ-কে ফাদাকের জনগণের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার জন্য পাঠান, **তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করেন** এই বলে যে, যেমন করে তারা খায়বারের জনগণের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে, তেমন করে তারা তাদের এলাকায় আগমন করবে ও **তাদের ওপর আক্রমণ চালাবে।**

মুহায়িসা বলেছে: আমি তাদের কাছে যাই ও তাদের সাথে দু'দিন অবস্থান করি, তারা চেষ্টা করে সুযোগের অপেক্ষার, বলে, "নাটায় আছে আমির, ইয়াসির, উসায়ের, আল-হারিথ ও ইহুদি নেতা মারহাব; আমরা মনে করি না যে, মুহাম্মদ তাদের কাছে ঘেঁষতে পারবে। প্রকৃতপক্ষেই, সেখানে দশ হাজার সৈন্য আছে।" মুহায়িসা বলে: যখন আমি তাদের শয়তানী দেখতে পাই, আমি ফিরে আসার মনস্থ করি, কিন্তু তারা বলে, "তোমার সাথে আমরা আমাদের লোক পাঠাবো, যারা আমাদের জন্য শান্তি প্রস্তাব পেশ করবে", কারণ তারা মনে করেছিলো যে, ইহুদিরা মুসলমানদের আক্রমণ ঠেকাতে পারবে। তারা এই রকম করতেই থাকে যতক্ষণে না খবর আসে যে নাইম দুর্গের ইহুদি ও তাদের সাহায্যকারী লোকদের হত্যা করা হয়েছে [পর্ব-১৩৪]। ঐ বিষয়টি তাদের শক্তিকে দুর্বল করে ও তারা মুহায়িসা-কে বলে, "আমরা তোমাকে যা বলেছি, তা তুমি গোপন রেখো, তাহলে এই অলংকারগুলো হবে তোমার!" তারা তাদের মহিলাদের অনেক অলংকার-সামগ্রী সংগ্রহ করেছিলো। মুহায়িসা বলে, "বরং, তোমাদের কাছ থেকে যা শুনলাম, তা আমি আল্লাহর নবীকে জ্ঞাত করাবো," অতঃপর তারা যা বলেছিল, তা সে আল্লাহর নবীকে জ্ঞাত করায়।

মুহায়িসা বলেছে: কিছু ইহুদিকে সঙ্গে নিয়ে তাদের নেতাদের মধ্যে থেকে **নান বিন ইয়াওসা** নামের এক নেতা আমার সাথে আসে ও আল্লাহর নবীর সাথে যে চুক্তিটি করে, তা হলো,

[১] তাঁরা জীবিত থাকতে পারে,
[২] তিনি তাদেরকে বিতাড়িত করবেন, ও
[৩] তারা তাদের যা কিছু সম্পদ তার সবকিছু তাঁর কাছে পরিত্যাগ করে চলে যাবে; এবং তিনি তা-ই করেন।

বলা হয়: তারা আল্লাহর নবীকে যে প্রস্তাব দিয়েছিলো, তা হলো এই যে, তারা তাদের আবাসভূমি ছেড়ে চলে যাবে, কিন্তু আল্লাহর নবী তাদের সম্পদগুলো থেকে কোনো কিছু নেবেন না। অতঃপর যখন ফসল কাটা ও গোলাজাত করার সময় হবে, তারা তা কাটার জন্য ফিরে আসবে। আল্লাহর নবী তা প্রত্যাখ্যান করেন, মুহায়িসা তাদেরকে বলে, "তোমাদের না আছে শক্তি, না আছে জনবল ও না আছে দুর্গ। যদি আল্লাহর নবী একশ লোক পাঠান, তারা তোমাদের তাড়িয়ে তাঁর কাছে নিয়ে যাবে।"

তাদের মধ্যে যে চুক্তিটি সম্পন্ন হয় তা হলো, **অর্ধেক ভূসম্পত্তি ও জমিগুলো থাকবে তাদের জন্য, আর অর্ধেক হবে আল্লাহর নবীর জন্য।** আল্লাহর নবী তাতে সম্মত হন। এই তথ্যটিকেই নিশ্চিত করা হয়েছে সবচেয়ে বেশি। তদনুসারেই আল্লাহর নবী তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেন, তিনি তাদের আক্রমণ করেননি।'

যখন উমর ইবনে খাত্তাবের খেলাফতের শাসনকাল, তিনি খায়বারের ইহুদিদের বিতাড়িত করেন [পর্ব-১৫০]। উমর তাদের কাছে ঐ লোকদের পাঠান, যারা তাদের জন্য তাদের জমি ও ফসলাদির মূল্যায়ন করতেন। তিনি আবু আল-হেইথাম বিন আল-তেয়িহান, ফারওয়া বিন আমর বিন হেইয়ান বিন সাকহার ও যায়েদ বিন থাবিত-কে সেখানে পাঠান; তাদের জন্য তারা সেখানের উৎপন্ন খেজুর ও জমিগুলোর মূল্য নির্ধারণ করেন। উমর ইবনে খাত্তাব তা হস্তগত করেন ও তাদেরকে উৎপন্ন খেজুর ও জমির অর্ধেক মূল্য পরিশোধ করেন। **যার পরিমাণ দাঁড়ায় পঞ্চাশ হাজার দেরহাম কিংবা তার ও বেশি।** সেটি ছিল ঐ পরিমাণ অর্থ, যা ইরাক থেকে তার কাছে পাঠানো হতো। উমর তাদেরকে আল-শাম অভিমুখে বিতাড়িত করেন। বলা হয় যে, তিনি আবু খেইথামা আল-হারিথি-কে সেগুলোর মূল্য নির্ধারণ করার জন্য পাঠিয়েছিলেন।'---

- অনুবাদ, টাইটেল, [**] ও নম্বর যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা কোনোরূপ সরাসরি আক্রমণ না করেই ফাদাক দখল করে নিয়েছিলেন। আর তা তারা করেছিলেন খায়বারের মত তাঁদের ওপর ও নৃশংস আক্রমণ চালানো হবে - এই **হুমকি ও ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে!** মুহাম্মদের দূত মারফত তাঁর এই হুমকির খবর শোনার পর ফাদাকের জনগণ প্রাণভয়ে এত বেশি ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন যে, তাঁরা মুহাম্মদের কাছে তাঁদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে যে আকুতি করেছিলেন তা হলো, **"তাঁদেরকে যেন প্রাণে না মেরে বিতাড়িত হবার সুযোগ দেয়া হয়!** বিনিময়ে তাঁরা তাঁদের সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ মুহাম্মদের কাছে হস্তান্তর করবেন!"

যেহেতু বিনা যুদ্ধেই মুহাম্মদ 'ফাদাক' হস্তগত করেছিলেন, তাই পুরো এই সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন মুহাম্মদ একাই [বিস্তারিত: 'সন্ত্রাসী নবযাত্রা' (পর্ব-২৮)']। অতঃপর খায়বার-বাসীদের মত তাঁরাও তাঁদের নিজ জমিতে শ্রমিক হিসাবে কাজ করে সেখান থেকে উৎপন্ন ফল ও ফসলের অর্ধেক দিতেন মুহাম্মদকে।

খায়বারের জনগণের ওপর এই অমানুষিক নৃশংস আক্রমণ ছাড়াও বানু কুরাইজা গণহত্যার সময় (মার্চ-এপ্রিল, ৬২৭ সাল) থেকে শুরু করে খায়বার আগ্রাসন পর্যন্ত মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা অবিশ্বাসী জনপদের ওপর কী পরিমাণ আগ্রাসী আক্রমণ ও অমানুষিক নৃশংসতা প্রদর্শন করেছিলেন, তার বিস্তারিত আলোচনা 'বানু কুরাইজা গণহত্যা (পর্ব: ৮৭-৯৫) এবং হুদাইবিয়া সন্ধি পূর্ববর্তী সাত মাস (পর্ব-১০৯) ও উম্মে কিরফা হত্যাকাণ্ড (পর্ব-১১০)!' পর্বে করা হয়েছে। গত চোদ্দ মাস অবধি মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের এ সকল অমানুষিক নৃশংসতার ইতিহাস 'ফাদাক' অধিবাসীরা নিশ্চিত রূপেই অবগত ছিলেন। এই সন্ত্রাসীরা এখন তাঁদের প্রায় দোর প্রান্তে উপস্থিত হয়েছে! তারা আক্রমণ চালিয়েছে তাঁদের অতি নিকটবর্তী অঞ্চল খায়বারের লোকদের ওপর! অমানুষিক পাশবিকতায় তারা হত্যা করেছে সেই জনপদের মানুষদের! তাঁদের স্থাবর

ও অস্থাবর সমস্ত সম্পদ এবং মহিলা ও শিশুদের বন্দী করে দাস ও যৌনদাসী রূপে রূপান্তরিত করে ভাগাভাগি করে নিয়েছে নিজেদের মধ্যে! **এমত পরিস্থিতিতে** নিজেদের জীবন ও মা-বোন-স্ত্রী-কন্যা ও শিশুদের দাস ও যৌনদাসী রূপে রূপান্তরিত হওয়ার অভিশাপ থেকে রক্ষা করার প্রচেষ্টায় ফাদাক অধিবাসীদের কাছে যে একটি মাত্র পথ খোলা ছিল, তা হলো, মুহাম্মদের কাছে তাঁদের সর্বস্ব হস্তান্তর করে প্রাণ ভিক্ষা ও বিতাড়িত হবার সুযোগ দানের আকুতি করা! তাঁরা ঠিক সেই কাজটিই করেছিলেন।

মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের সংঘটিত এই সকল অমানবিক কর্মকাণ্ডের ইতিহাস আদি উৎসে মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণনায় অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রাণবন্ত। তা সত্ত্বেও তথাকথিত মডারেট (ইসলামে কোনো কোমল, মোডারেট বা উগ্রবাদী শ্রেণীবিভাগ নেই) ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত নির্লজ্জ মিথ্যাচার ও চাতুরির মাধ্যমে সাধারণ সরলপ্রাণ অজ্ঞ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করে চলেছেন। মুহাম্মদের খায়বার আগ্রাসনের বৈধতা প্রদানে তারা সচরাচর যে অজুহাতটি হাজির করেন, তা হলো, "খায়বারের ইহুদিরা মক্কার কুরাইশদের সাথে এক জোট হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে 'খন্দক যুদ্ধ' সংঘটিত করেছিল।" কিন্তু তারা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করেন না যে, তাঁদের এই কর্মটির পেছনের কারণ হলো মুহাম্মদ স্বয়ং (বিস্তারিত: পর্ব-৭৭)। আর ফাদাকের অধিবাসীরা মুহাম্মদ কিংবা তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে কখনোই কোনো আক্রমণে জড়িত ছিলেন না। তা সত্ত্বেও তাঁরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের আগ্রাসী আক্রমণের হাত থেকে পরিত্রাণ পাননি।

মুহাম্মদের এই অনৈতিক নৃশংস আগ্রাসনের বৈধতা প্রদানে ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা কীভাবে মিথ্যার বেসাতি সাজান, তার একটি নমুনা হলো এই:

"খায়বার যুদ্ধের সময় দো-জাহানের নবীকুল শিরোমণি ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব ও তাঁর অনুসারীরা কতই না কষ্ট সহ্য করেছেন। দিনের পর দিন তাঁরা অনাহারে ও

অর্ধাহারে থেকে কাফের ষড়যন্ত্রকারী ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। এই ইহুদিরা ইসলামকে ধ্বংস করার চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রে সর্বদাই লিপ্ত থাকতো! তাই তো আল্লাহ পাক কুরানে ইরশাদ ফরমাইয়াছেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত (৫:৫১)।" তাইতো আল্লাহ নিজে এই জাতির প্রতি লানত বর্ষণ করেছেন, "ইহুদীরা বলে ওযাইর আল্লাহর পুত্র এবং নাসারারা বলে 'মসীহ আল্লাহর পুত্র'। এ হচ্ছে তাদের মুখের কথা। এরা পূর্ববর্তী কাফেরদের মত কথা বলে। আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন --(৯:৩০)।" এই ইহুদিরাই হলো মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শত্রু, আল্লাহ বলেছেন, "আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলমানদের অধিক শত্রু ইহুদী ওমুশরেকদের কে পাবেন (৫:৮২)--"। তাই আল্লাহর নবী এই ইহুদিদের মদিনাথেকে বিতাড়িত করেছিলেন (পর্ব: ৭৫)। তারা খায়বারে এসে ঘাঁটি গেড়েছিল ও ইসলাম-কে ধ্বংস করার চক্রান্তে লিপ্ত ছিলো। তারা কুরাইশদের সাথে জোটবদ্ধ হয়েখন্দক যুদ্ধ সংঘটিত করেছিল (পর্ব-৭৭)। আল্লাহর নবী খবর পেয়ে তাদের-কে আক্রমণ করেন ও আল্লাহর কাছে সাহায্যের আবেদন করেন। আল্লাহ তার দোয়া কবুল করে ইহুদিদের লাঞ্ছিত করেন। বলেন, 'সোবহান আল্লাহ!"'

'ইসলাম' নামক মতবাদে কী কারণে এর অনুসারীদের মগজ ধোলাই অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের তুলনায় সহজ ও তীব্র - তার আলোচনা "ইসলামী 'প্রোপাগান্ডার' স্বরূপ (পর্ব-৪৩)" পর্বে করা হয়েছে।

সন্ত্রাসী কায়দায় হুমকি প্রদানে লুণ্ঠিত **'ফাদাক' নামের এই উর্বর মরূদ্যানটি মুহাম্মদ তাঁর কন্যা ফাতিমা ও জামাতা আলী ইবনে আবু তালিবকে দান করেন।** অতঃপর, ফাতিমা ও আলী এই লুটের মালের উপার্জন থেকে তাদের জীবিকা নির্বাহ করতেন। মুহাম্মদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁরই প্রিয় অনুসারীরা এই লুটের মালের

অংশীদারিত্ব থেকে ফাতিমা ও আলীকে কীভাবে বঞ্চিত ও অপমানে অপদস্থ করেছিলেন, তার বিস্তারিত আলোচনা আগামী পর্বে করা হবে।

*ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-ওয়াকিদির মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর মূল ইংরেজি অনুবাদ ইন্টারনেটে **বিনামূল্যে ডাউনলোড লিঙ্ক:** তথ্যসূত্র [1] ও [2]।*

The detailed narrative of Al-Waqidi (748-822 AD): [3]

THE AFFAIR OF FADAK

They said: When the Messenger of God approached Khaybar, he went close to Fadak and sent **Muḥayyiṣa b. Masʿūd** to invite the people of Fadak to Islam, **filling them with fear that they would attack them as they had attacked the people of Khaybar, and descend on their fields.** Muḥayyiṣa said: I went to them and stayed with them for two days, and they tried to wait for an opportunity, saying, "In Naṭā are ʿĀmir, Yāsir, Usayr, al-Ḥārith and the lord of the Jews, Marḥab; we do not think Muḥammad would draw near pursuing them. Indeed, in it are ten thousand soldiers." Muḥayyiṣa said: When I saw their evil, I desired to ride back, but then they said, "We will send men with you who will take the peace for us," for they thought that the Jews would resist the Muslims. They continued thus until news arrived of the killing of the people of the fortress of Nāʿim including the people of help. That weakened their strength and they said to Muḥayyiṣa, "Hide about us what we say to you and you shall have

this jewelry!” They had collected much of the jewelry of their women. Muḥayyiṣa said, “Rather, I will inform the Messenger of God about what I heard from you,” and he informed the Messenger of God of what they said. Muḥayyiṣa said: A man from their leaders, called **Nūn b. Yawsha**, came with me, with a group of Jews, and made an agreement with the Messenger of God that **they would retain their blood, and he would dislodge them, and they would leave what lies between him and their property**, and he did. It was said: They proposed to the Prophet that they go out from their land but that the Prophet should not take anything from their property. And when it was harvest time they would come and cut it. The Prophet refused [Page 707] to accept that, and Muḥayyiṣa said to them, “You have neither power nor men nor fortress. If the Messenger of God sent you a hundred men they would drive you to him.” The agreement occurred between them, that to them was half of the land with its soil, and half for the Messenger of God. The Messenger of God accepted that. This is the most confirmed. The Messenger of God established them according to that, and he did not attack them.

When it was the caliphate of ʿUmar b. al-Khaṭṭāb, he expelled the Jews of Khaybar. ʿUmar sent those who would evaluate their land to them. He sent Abū l-Haytham b. al-Tayyihān, Farwa b. ʿAmr b. Ḥayyān b. Ṣakhar and Zayd b. Thābit and they evaluated the dates and the land for them. ʿUmar b. al-Khaṭṭāb took it and paid them

half of the value of the dates and their soil. That reached fifty thousand dirham or more. That was the money that came to him from Iraq. ‘Umar expelled them to al-Shām. It was said that he sent Abū Khaythama al-Ḥāarithī to evaluate it.’

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **“সিরাত রসুল আল্লাহ”- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫২৩ ও ৫১৫; বিনামূল্যে ডাউনলোড লিঙ্ক:
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] অনুরূপ বর্ণনা: **“তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক”- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৮৩ ও ১৫৮৯
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp

[3] **“কিতাব আল-মাগাজি”- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৭০৬-৭০৭; ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩৪৭-৩৪৮
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

১৫৪: ফাদাক- ২: গনিমতের উত্তরাধিকার - ফাতিমার মানসিক আর্তনাদ!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – একশত আটাশ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

অমানুষিক নৃশংসতায় 'খায়বার' বিজয় সম্পন্ন করার পর স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কী প্রক্রিয়ায় খায়বারের অদূরে অবস্থিত 'ফাদাক' নামের এক সমৃদ্ধ মরূদ্যানের লোকদের ওপর তাঁর পরবর্তী আগ্রাসন চালিয়েছিলেন; ফাদাকের ভীত-সন্ত্রস্ত জনপদবাসী তাঁদের মা-বোন-স্ত্রী-কন্যা ও শিশুদের দাস ও যৌনদাসী হিসেবে রূপান্তরিত হবার অভিশাপ থেকে মুক্তি ও নিজেদের প্রাণরক্ষার প্রচেষ্টায় মুহাম্মদের কাছে কী প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন; কী শর্তে মুহাম্মদ তাঁদেরকে বিতাড়িত না করে তাঁদের পৈতৃক ভিটে-মাটিতে থাকার অনুমতি প্রদান করেছিলেন; কী কারণে সন্ত্রাসী কায়দায় লুণ্ঠিত এই ভূমিটি মুহাম্মদ একাই হস্তগত করেছিলেন; তার আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

ফাদাকের এই লুটের মালের ইতিহাসের পর্যালোচনায় যে বিষয়টি নিয়ে আদিকাল থেকে এখন পর্যন্ত মুসলিম ও অমুসলিম ঐতিহাসিকদের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য নেই, তা হলো:

(১) এই সম্পত্তিটি মুহাম্মদ একাই হস্তগত করেছিলেন আল্লাহর রেফারেন্সে তাঁরই নির্দেশিত এক অনুশাসনের মাধ্যমে (কুরান ৫৯:৬-৭);

(২) মুহাম্মদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মুসলিম জাহানের প্রথম খুলাফায়ে রাশেদিন **আবু বকর ইবনে কুহাফা "এক বিশেষ অজুহাতে" এই সম্পত্তিটি বাজেয়াপ্ত করেছিলেন,** অতঃপর মুহাম্মদের প্রাণপ্রিয় কন্যা ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ তাঁর পিতার এই সম্পত্তিটি ফিরে পাওয়ার জন্য ব্যক্তিগতভাবে নিজে এবং তাঁর স্বামী আলী ইবনে আবু তালিব ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সহায়তায় আবু বকরের কাছে বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও আবু বকর তাঁকে এই সম্পত্তিটি ফেরত দেননি।

যে বিষয়টি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে, তা হলো:

(১) আবু বকর ইবনে কুহাফা যে অজুহাতে মুহাম্মদের উত্তরাধিকারী ফাতিমা ও তাঁর পরিবারকে এই সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিলেন, **তা কি ছিল ন্যায়সঙ্গত?**

(২) নাকি আবু বকর যে-অজুহাতের মাধ্যমে নবী-কন্যা ফাতিমা ও তাঁর একান্ত পরিবার-সদস্যদের ন্যায্য উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার ইতিহাসের সূচনা করেছিলেন, তা ছিল **মুহাম্মদের পরিবারের প্রতি তার চরম অবমাননা, অন্যায় ও প্রতিহিংসার এক অনন্য দৃষ্টান্ত?**

মুহাম্মদ তাঁর জীবদ্দশায় এই লুটের মালটি (গনিমত) তাঁর কন্যা ফাতিমাকে দান করেছিলেন কি না, তা নিয়ে সুন্নি ও শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ইসলাম-বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা "তাঁদের লাইনের" পণ্ডিতদের রচিত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত ও সুন্নিদের রচিত তথ্য-উপাত্তের চুলচেরা বিশ্লেষণ উপস্থাপন করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, মুহাম্মদ তাঁর জীবদ্দশায় এই লুটের মালটি তাঁর কন্যা ফাতিমাকে দান করেছিলেন। তাঁরা এ-ও দাবি করেন যে, যদি মুহাম্মদ তাঁর জীবদ্দশায় লুটের এই মালটি ফাতিমাকে দান না-ও

করে যান, **তথাপি মুহাম্মদের মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হিসাবে এই সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত দাবিদার হলেন তাঁর কন্যা ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ।** অন্যদিকে সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা "তাঁদের লাইনের" পণ্ডিতদের রচিত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত ও শিয়াদের রচিত তথ্য-উপাত্তের চুলচেরা বিশ্লেষণ উপস্থাপন করে শিয়াদের এই দাবি নাকচ করে দেন! আজকের এই ইন্টারনেট যুগে উৎসাহী পাঠকরা "ফাদাক (Fadak)" শব্দটি সার্চ দিয়ে এ বিষয়ের বিশদ তথ্য জেনে নিতে পরেন। এ বিষয়ে ইন্টারনেটে ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতদের লেখা এত বেশি আর্টিকেল আছে যে, যা থেকে নিরপেক্ষ পাঠকরাও অতিরিক্ত অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে বিভ্রান্তিতে পড়তে পারেন!

কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা বা ঘটনা-সমষ্টি সংঘটিত হওয়ার অবস্থান থেকে স্থান ও সময়ের দূরত্ব যতই বৃদ্ধি পায়, সেই ঘটনার বর্ণনায় **বিকৃতির সম্ভাবনা** তত প্রকট হয়। বিশেষ করে যখন সেই ঘটনার তথ্য-উপাত্ত প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চরম বাধা-নিষেধ প্রয়োগ করা হয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পুরস্কার ও অনুপ্রেরণা এবং/অথবা শাস্তি বা নিপীড়নের মাধ্যমে। **এই** গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে এই বইটির মূল অংশের সমস্ত তথ্য-উপাত্তের রেফারেন্সই মূলত ইসলামের ইতিহাসের প্রাপ্তিসাধ্য আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণিত ইতিহাস থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। আরও সুনির্দিষ্ট ভাবে বললে যা বলা যেতে পারে, তা হলো, কুরান ও স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মৃত্যু পরবর্তী **২৯০ বছরের কম সময়ের মধ্যে** লিখিত বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের লিখিত মুহাম্মদের পুর্নাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ ('সিরাত') ও হাদিস গ্রন্থের (বুখারী, মুসলিম, আবু-দাউদ) তথ্য-উপাত্তের উদ্ধৃতি, অতঃপর সেই তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে সর্বজনবিদিত মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে সে বিষয়ের আলোচনা ও পর্যালোচনা।

এই সব আদি উৎসের বিশিষ্ট **"সুন্নি"** মুসলিম ঐতিহাসিকরা মুহাম্মদের মৃত্যুর পর ফাদাকে অবস্থিত তাঁর এই লুণ্ঠিত ভূসম্পত্তিটির যে সকল উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন, তা মূলত তিন মুসলিম শাসন আমলে (আবু বকর ইবনে কুহাফা, উমর ইবনে আল-খাত্তাব ও তাঁর প্রপৌত্র [নাতনির ছেলে] উমর ইবনে আবদুল আজিজ) সংঘটিত চারজন লোকের বর্ণনার ভিত্তিতে লিপিবদ্ধ করেছেন। সেই চারজন ব্যক্তি হলেন: আয়েশা বিনতে আবু বকর, উমর ইবনে আল-খাত্তাব, মালিক বিন আউস আল-হাদাথান আন-নাসরি ও উমর ইবনে আবদুল আজিজ।

আবু বকর ইবনে কুহাফার শাসন আমল (৬৩২-৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ)

ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনা:

সহি বুখারী: ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯,হাদিস নম্বর ৫৪৬ [1]

‘আয়েশা হইতে বর্ণিত: আল্লাহর নবী রেখে যাওয়া সম্পত্তি যা আল্লাহ আল্লাহর নবীকে ফাই হিসাবে (অর্থাৎ, বিনা যুদ্ধে হস্তগত লুটের মাল) মদিনা ও ফাদাকে এবং খুমুস হিসাবে খায়বারে দান করেছিলেন, **আল্লাহর নবীর কন্যা ফাতিমা** সেই সম্পত্তিগুলো উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁকে প্রদান করার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার জন্য এক লোককে আবু বকরের (যখন তিনি ছিলেন খলিফা) কাছে পাঠান। এই বিষয়ে **আবু বকর বলেন**, "আল্লাহর নবী বলেছেন, 'আমাদের সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরযোগ্য নয় ও যা আমরা রেখে যাই, তা হয় সাদাকা, কিন্তু মুহাম্মদের (নবীর) পরিবার সদস্যরা এই সম্পত্তি থেকে খেতে পারে।' আল্লাহর কসম, আমি এই সাদাকার ব্যাপারে কোনো পরিবর্তন না করে আল্লাহর নবী তাঁর জীবদ্দশায় এ যে রীতি অনুসরণ করতেন, আমি তা-ই বহাল রাখবো।" তাই আবু বকর এর কোনো অংশ ফাতিমাকে দিতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেন। তাই তিনি আবু বকরের প্রতি রাগান্বিত হন ও তার কাছ থেকে দূরে সরে যান ও মৃত্যুকাল অবধি তিনি তার সাথে কোনো কথা বলেন না। আল্লাহর নবীর মৃত্যুর পর তিনি **ছয় মাস** কাল জীবিত ছিলেন। **যখন তিনি মৃত্যুবরণ করেন, আবু**

বকরকে কোনো সংবাদ না দিয়ে তাঁর স্বামী আলী রাত্রিকালে তাঁকে দাফন করেন ও নিজেই তাঁর জানাজার নামাজ পড়ান।

যখন ফাতিমা জীবিত ছিলেন, লোকজন আলীকে অনেক শ্রদ্ধা করতো, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর আলী লক্ষ্য করেন যে, তার প্রতি জনগণের সেই মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে। **তাই** আলী আবু বকরের সাথে **বিষয়টি মিটমাট করতে চান** ও তিনি তাকে তার আনুগত্যের শপথ করেন। আলী সেই মাসগুলোতে (অর্থাৎ আল্লাহর নবীর মৃত্যুকাল থেকে শুরু করে ফাতিমার মৃত্যুকাল পর্যন্ত) তার কাছে আনুগত্যের কোনো শপথ করেননি। আলী একজন লোককে আবু বকরের কাছে যা বলে পাঠান, তা হলো, "আমাদের কাছে এসো, কিন্তু কাউকে তোমার সঙ্গে আসতে দিও না।", কারণ উমর তার সঙ্গে আসুক তা তিনি পছন্দ করতেন না। উমর (আবু বকর কে) বলেন, "না, আল্লাহর কসম, একা একা তুমি অবশ্যই তাদের ওখানে যাবে না।" আবু বকর বলেন, "তারা আমার কী করবে বলে তুমি মনে করো? আল্লাহর কসম, আমি তাদের কাছে যাবো।"

অতঃপর আবু বকর তাদের ওখানে গমন করেন, আলী তখন উচ্চারণ করেন তাশাহ-হুদ ও (আবু বকর কে) বলেন, "আল্লাহ আপনাকে যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে, তা আমরা ভালভাবেই জানি ও আল্লাহ আপনার ওপর যে ভাল দিকগুলো অর্পণ করেছে, সে ব্যাপারে আমরা আপনাকে কোত্র ঈর্ষা করি না; **কিন্তু শাসনভার প্রশ্নে আপনি আমাদের সাথে কোনো পরামর্শ করেননি, আমরা ভেবেছিলাম যে, আল্লাহর নবীর সাথে আমাদের নিকট আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে এ বিষয়ে আমাদের অধিকার আছে।"**

যার ফলে আবু বকরের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়। অতঃপর আবু বকর যখন কথা বলেন, তিনি বলেন, "যার হাতে আমার জীবন, তার কসম, আমার নিজের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সু-সম্পর্ক রাখার চাইতে আল্লাহর নবীর আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সু-

সম্পর্ক রাখাই হলো আমার অধিক প্রিয়। কিন্তু তাঁর সম্পত্তি নিয়ে আমার ও তোমাদের মধ্যে যে বিপত্তি, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো তা থেকে সেই সব বিষয়ে খরচ করতে যা কিছু মঙ্গলজনক; এর বিলিব্যবস্থায় যে সমস্ত নিয়ম নীতি আমি আল্লাহর নবীকে অনুসরণ করতে দেখেছি, তার কোনোকিছুই আমি বাদ দেবো না, আমি তা অনুসরণ করবো।" যার ফলে আলী আবু বকরকে বলেন, "আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, এই বিকেলেই আমি আমার আনুগত্যের শপথ আপনাকে দেব।"

অতঃপর আবু বকর যখন যোহর নামাজ সমাপ্ত করেন, তিনি মিম্বারে আরোহণ করেন ও উচ্চারণ করেন তাশাহ-হুদ, তারপর তিনি আলীর ও তার কাছে তার আনুগত্যের শপথ না দেওয়ার ব্যর্থতার কাহিনী উল্লেখ করেন ও তাকে মাফ করে দেন, যে অজুহাতটি তিনি উপস্থাপন করেছেন, তা তিনি গ্রহণ করেন। তারপর আলী উঠে দাঁড়ান ও তাকে ক্ষমা করে দেয়ার জন্য (আল্লাহর কাছে) মোনাজাত করেন, তাশাহ-হুদ উচ্চারণ করেন, আবু বকরের অধিকারের প্রশংসা করেন ও বলেন যে, তিনি যা করেছেন, তা তিনি আবু বকরের প্রতি ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে কিংবা আল্লাহ তাকে যে সুবিধা প্রদান করেছে, তার প্রতিবাদ হিসাবে করেননি।

আলী যোগ করেন, "কিন্তু আমরা যা অনুধাবন করতাম, তা হলো এ বিষয়ে (শাসনকর্তার পদে) আমাদেরও কিছু অধিকার আছে, যা হয়েছে তা হলো, এ ব্যাপারে তিনি (অর্থাৎ, আবু বকর) আমাদের সাথে কোনো পরামর্শ করেননি; এবং সে কারণেই আমরা দুঃখ পেয়েছি।"

এতে সমস্ত মুসলমানরা আনন্দিত হয়ে ওঠে ও বলে, "তুমি ঠিক কাজটিই করেছো।" তারপর মুসলমানরা আলীর সাথে বন্ধু ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে এই কারণে যে তারা যা করেছে তা করার জন্য তিনি ফিরে এসেছেন (অর্থাৎ, আবু বকর-কে আনুগত্যের শপথ প্রদান)।'

[মুহাম্মদের মৃত্যুর দিনটিতে মুসলিম জাহানের শাসনকর্তা নিয়োগ ইস্যুতে কী ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল ও কী প্রক্রিয়ায় আবু বকর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেনম তা জানা থাকলে আবু বকর ও আলীর মধ্যের এই কথোপকথন বোঝা সহজ হয়। এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তীতে করা হবে।]

সহি বুখারী: ভলুম ৪, বই ৫৩, হাদিস নম্বর ৩২৫ [2]

আয়েশা হইতে বর্ণিত (উম্মুল মুমেনিন): আল্লাহর নবীর মৃত্যুর পর **আল্লাহর নবীর কন্যা ফাতিমা** আবু বকর সিদ্দিককে তার উত্তরাধিকারের হিস্যা ফেরত দেয়ার জন্য বলেন, যা আল্লাহর নবী 'ফাই' হিসাবে (অর্থাৎ, বিনা যুদ্ধে অর্জিত) লুটের মালেরঅংশরূপে রেখে গিয়েছিলেন [পর্ব-২৮]। **আবু বকর তাকে বলেন,** "আল্লাহর নবী বলেছেন, 'আমাদের সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তর উচিত নয়, যা আমরা (অর্থাৎ নবীরা) রেখে যাই তা হয় সাদাকা (যা ব্যবহার করতে হয় দান খয়রাতের জন্য)। ফাতিমা, আল্লাহর নবীর কন্যা রাগান্বিত হন ও **তিনি আবু বকরের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেন; তিনি তাঁর এরূপ মনোভাব বজায় রাখেন যতদিনে না তাঁর মৃত্যু হয়।**

আল্লাহর নবীর মৃত্যুর পর ফাতিমা ছয় মাস কাল জীবিত ছিলেন। তিনি আল্লাহর নবীর রেখে যাওয়া খায়বার ও ফাদাকে অবস্থিত সম্পত্তি ও মদিনায় অবস্থিত সম্পদগুলোর (দানের জন্য বরাদ্দ) উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁকে ফেরত দেয়ার জন্য আবু বকরকে জিজ্ঞাসা করতেন। আবু বকর তাঁকে তা দিতে অস্বীকার করতেন ও বলতেন, "আল্লাহর নবী যা করতেন, তা করা থেকে আমি এক বিন্দু বিচ্যুত হবো না, কারণ আমি ভীত এই ভেবে যে, যদি আমি আল্লাহর নবীর কাজের ঐতিহ্য থেকে বিরত হই, তাহলে আমি হবো বিপথগামী।"

(পরবর্তীতে) উমর **মদিনায় অবস্থিত** আল্লাহর নবীর সম্পদগুলো (সাদাকা) আলী ও আব্বাসকে প্রদান করেন, কিন্তু তিনি **খায়বার ও ফাদাকে অবস্থিত** আল্লাহর নবীর

সম্পদগুলো তার তত্ত্বাবধানে রাখেন ও বলেন, "এই দুই সম্পত্তি হলো সাদাকার জন্য, যা আল্লাহর নবী তাঁর ব্যয় নির্বাহ ও জরুরি কাজে খরচের জন্য ব্যবহার করতেন। এখন তার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সরকারের ওপর ন্যস্ত করা হবে।" (আল-যুহরি হইতে বর্ণিত, "আজ অবধি তারা তা এভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা আসছেন।")

সহি বুখারী: ভলুম ৮, বই নম্বর৮০, হাদিস নম্বর ৭১৮ [3]

আয়েশা হইতে বর্ণিত: **ফাতিমা ও আব্বাস** আবু বকরের কাছে গমন করেন ও ফাদাকে অবস্থিত আল্লাহর নবীর সম্পত্তি ও খায়বারের ভাগের হিস্যার উত্তরাধিকার দাবী করেন। **আবু বকর তাদেরকে বলেন**, "আমি শুনেছি যে আল্লাহর নবী বলেছেন, 'আমাদের সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরযোগ্য নয় ও যা আমরা রেখে যাই, তা দান হিসাবে প্রদান করতে হয়। কিন্তু মুহাম্মদের পরিবার সদস্যরা এই সম্পত্তি থেকে তাদের রিযিক গ্রহণ করতে পারে।" আবু বকর আরও যোগ করেন, "আল্লাহর কসম, আল্লাহর নবীকে তাঁর জীবদ্দশায় এই সম্পত্তির ব্যাপারে যে-রীতি অনুসরণ করতে দেখেছি, তা থেকে আমি বিচ্যুত হবো না।" **সেই কারণে ফাতিমা আবু বকরকে পরিত্যাগ করেন ও মৃত্যুকাল অবধি তিনি তার সাথে কোনো কথা বলেননি।**

সহি বুখারী: ভলুম ৫, বই ৫৯,হাদিস নম্বর ৩৬৮ [4]

আয়েশা হইতে বর্ণিত: **ফাতিমা ও আব্বাস** আবু বকরের কাছে গমন করেন ও ফাদাকে অবস্থিত আল্লাহর নবীর সম্পত্তি ও খায়বারের ভাগের হিস্যার উত্তরাধিকার দাবি করেন। **আবু বকর বলেন,** "আমি শুনেছি যে, আল্লাহর নবী বলেছেন, 'আমাদের সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরযোগ্য নয় ও যা আমরা রেখে যাই তা দান হিসাবে প্রদান করতে হয়। কিন্তু মুহাম্মদের পরিবার সদস্যরা এই সম্পত্তি থেকে তাদের রিযিক গ্রহণ করতে পারে।' আল্লাহর কসম, আমি আমার নিজের আত্মীয়-স্বজনদের চেয়ে আল্লাহর নবীর আত্মীয়-স্বজনদের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে ভালবাসি।"

অনুরূপ হাদিস: সহি বুখারী: ভলুম ৫, বই ৫৭,হাদিস নম্বর ৬০ [5]; **ইমাম মুসলিম (৮২১-৮৭৫ সাল) এর বর্ণনা:** সহি মুসলিম বই নম্বর ১৯, হাদিস নম্বর ৪৩৫৩ [6]

ইমাম আবু দাউদের (৮১৭-৮৮৯ সাল) বর্ণনা: [7]
সুন্নাহ আবু দাউদ বই নম্বর ১৩,হাদিস নম্বর ২৯৬১

উমর ইবনে আল-খাত্তাব হইতে বর্ণিত: মালিক ইবনে আউস আল-হাদথান বলেছেন: যে-যুক্তিগুলোর একটি উমর তার সম্মুখে পেশ করতেন, তা হলো, তিনি বলেছেন যে আল্লাহর নবী (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) তিনটি জিনিস তার একান্ত নিজের জন্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন: **বানু আল-নাদির, খায়বার ও ফাদাক**। বানু আল-নাদির গোত্রের সম্পদের সমস্তই রাখা হয়েছিল তার জরুরি প্রয়োজনের জন্য, ফাদাকের সম্পদগুলো রাখা হয়েছিল ভ্রমণকারীদের জন্য ও খায়বারের সম্পদগুলো আল্লাহর নবী (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) ভাগ করেছিলেন তিনটি ভাগে: দুই ভাগ মুসলমানদের জন্য ও এক ভাগ তার পরিবারের অবদানের জন্য। তাঁর পরিবারের অবদানের জন্য খরচ করার পর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকতো, তা তিনি গরীব মুহাজিরদের মধ্যে ভাগ করে দিতেন।

উমর ইবনে খাত্তাবের শাসন আমল (৬৩৪-৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ)
সহি বুখারী: ভলুম ৫, বই ৫৯, হাদিস নম্বর ৩৬৭ [8]
'মালিক বিন আউস আল-হাদাথান আন-নাসরি হইতে বর্ণিত: একদা উমর ইবনে আল-খাত্তাব তাকে ডেকে পাঠান, যখন তিনি তার সাথে বসেছিলেন, তার দারোয়ান ইয়ারফা সেখানে আসে ও বলে, "উসমান, আবদুর রহমান বিন আউফ, আল-যুবায়ের ও সা'দ (বিন ওয়াকাস) আপনার অনুমতির জন্য অপেক্ষ করছে, আপনি কী তা মঞ্জুর করবেন?"

উমর বলেন, "হ্যাঁ, তাদের কে ভেতরে আসতে দাও।" কিছুক্ষণ পর ইয়ারফা আবার সেখানে আসে ও বলে, "আলী ও আব্বাস আপনার অনুমতি চাচ্ছে, আপনি কি তা মঞ্জুর করবেন?" উমর বলেন, "হ্যাঁ।" অতঃপর যখন এই দুই ব্যক্তি ভেতরে প্রবেশ

করে, আব্বাস বলেন, "আমীরুল মুমিনীন! আমার ও এর (অর্থাৎ, আলী) এর মধ্যে ফয়সালা করে দাও।" তাদের দু'জনের মধ্যে আল্লাহর নবীর রেখে যাওয়া বনি আল-নাদির গোত্রের সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ চলছিলো, যে-সম্পদটি আল্লাহ তার নবীকে ফাই (বিনা যুদ্ধে অর্জিত লুটেরমাল) হিসাবে প্রদান করেছিল [পর্ব: ৫২ ও ৭৫]; আলি ও আব্বাস একে অপরকে নিন্দা করা শুরু করে। (উপস্থিত) লোকরা (অর্থাৎ, উসমান ও তার সঙ্গীরা) বলে, "হে আমীরুল মুমিনীন! এদের ব্যাপারের আপনি আপনার রায় প্রদান করুন, যাতে তারা প্রশমিত হয়।"

উমর বলেন, "যার আদেশে আসমান ও জমিন উভয়ই স্থির থাকে, সেই আল্লাহর ওয়াস্তে তোমাদের অনুরোধ করছি, চুপ থাকো! **তোমরা কি জানো যে, আল্লাহর নবী বলেছেন,** 'আমাদের (নবীদের) সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরযোগ্য নয় ও যা আমরা রেখে যাই, তা দান হিসাবে প্রদান করতে হয়,' তিনি তা বলেছেন তাঁর নিজের সম্বন্ধে?" **তারা (অর্থাৎ, উসমান ও তার সঙ্গীরা) বলে**, **"তিনি তা বলেছেন।"**

তারপর উমর আলী ও আব্বাসের দিকে ফিরে তাকান ও বলেন, "আল্লাহর ওয়াস্তে, আমি তোমাদের দু'জনকেই অনুরোধ করি! **তোমরা কি জানো যে, আল্লাহর নবী এটি বলেছিলেন?" তারা হ্যাঁ সূচক জবাব দেয়।** তিনি বলেন, "এখন আমি তোমাদের সাথে এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলছি। মহান আল্লাহ তার নবীকে এই **ফাই** নামের (অর্থাৎ, বিনা যুদ্ধে অর্জিত লুটের মাল) একটা কিছু দিয়ে অনুগ্রহ করেছে, যা সে [আল্লাহ] অন্য কাউকে দেয়নি। আল্লাহ বলেছে,

'আল্লাহ বনু-বনুযায়রের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন ("ফাই"-লুটের মাল), তজ্জন্যে তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করনি, কিন্তু আল্লাহ যার ওপর ইচ্ছা, তাঁর রসূলগণকে প্রাধান্য দান করেন। আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।" (৫৯:৬)

সুতরাং এই সম্পত্তিটি বিশেষভাবে আল্লাহর নবীকে প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর কসম, আল্লাহর নবী তার সমস্তই না একমাত্র তাঁর নিজের জন্য গ্রহণ করেছিলেন, না তা থেকে তিনি তোমাদের বঞ্চিত করেছিলেন; বরং তা থেকে তিনি তোমাদের সবাইকেই প্রদান করেছিলেন ও তোমাদের মধ্যে তা ভাগাভাগি করে দিয়েছিলেন, যতক্ষণে না তা থেকে মাত্র এই পরিমাণ সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে। আল্লাহর নবী তাঁর পরিবারের বাৎসরিক ভরণপোষণের খরচ এখান থেকে ব্যয় করতেন, তারপর যা কিছু অবশিষ্ট থাকতো, তা তিনি খরচ করতেন সেখানে যেখানে আল্লাহর সম্পদ ব্যয় করা হয় (অর্থাৎ, চ্যারিটি); আল্লাহর নবী এমনি ভাবেই কাজ করেছেন তাঁর সমস্ত জীবন। তারপর তিনি মৃত্যুবরণ করেন, আবু বকর বলে, "আমিই হলাম আল্লাহর নবীর উত্তরাধিকারী।" অতঃপর তিনি (অর্থাৎ, আবু বকর) এই সম্পত্তিটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন ও আল্লাহর নবী যেভাবে তার বিলিব্যবস্থা করতেন, তিনি সেভাবেই তা করতেন; তোমারা সবাই (সেই সময়) তার সেই বিষয়টি আবগত ছিলে।"

তারপর উমর আলী ও আব্বাসের দিকে ঘোরেন ও বলেন, "তোমরা দু'জনেরই মনে আছে যে, **যা তোমরা বর্ণনা করেছো তার বিলিব্যবস্থা করেছিলেন আবু বকর**, আল্লাহ এ বিষয়ে ভাল জানে, তিনি ছিলেন আন্তরিক, ধার্মিক, সঠিকভাবে পরিচালিত ও সঠিক পথের অনুসারী। তারপর আল্লাহ আবু বকরের মৃত্যু ঘটায় ও আমি বলি, 'আমিই হলাম আল্লাহর নবী ও আবু বকরের উত্তরাধিকারী।'

অতঃপর আমি এই সম্পত্তিটি আমার শাসন আমলের (অর্থাৎ, খেলাফত) প্রথম দুই বছর নিজের অধিকারে রাখি এবং আমি এর বিলিব্যবস্থা ঠিক সেভাবেই করি, যা আল্লাহর নবী ও আবু বকর করতেন; আল্লাহ জানে যে, আমি ছিলাম আন্তরিক, ধার্মিক, সঠিকভাবে পরিচালিত ও সঠিক পথের অনুসারী (এই বিষয়ে); এরপর তোমরা উভয়েই (অর্থাৎ, আলী ও আব্বাস) আমার কাছে এসেছিলে ও তোমাদের উভয়েরই দাবি ছিল এক ও অভিন্ন; হে আব্বাস! তুমিও আমার কাছে এসেছিলে। অতঃপর আমি তোমাদের

উভয়কেই বলেছিলাম যে, আল্লাহর নবী বলেছেন, 'আমাদের সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরযোগ্য নয় ও যা আমরা রেখে যাই, তা দান হিসাবে প্রদান করতে হয়।'

তারপর আমি যখন মনস্থ করি, এটাই আমার উচিত হবে যে, আমি এই সম্পত্তিটি তোমাদের উভয়ের কাছে হস্তান্তর করি এই শর্তে যে, তোমরা আল্লাহর সামনে এই প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার করবে যে, তোমরা এর বিলিব্যবস্থা করবে ঠিক সেইভাবে, যেভাবে আল্লাহর নবী, আবু বকর ও আমি আমার শাসন আমলের শুরু থেকে করে আসছি; অন্যথায় তোমরা আমার সাথে (এই ব্যাপারে) কোনো কথা বলবে না।'

অতঃপর, তোমরা উভয়েই আমাকে বলেছিলে, 'এই শর্তে আমাদের কাছে হস্তান্তর করুন।' সেই শর্তে আমি এটি তোমাদের কাছে হস্তান্তর করেছিলাম। এখন তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদের সেটির (সিদ্ধান্ত) পরিবর্তে অন্য কোনো সিদ্ধান্ত দিই? যার আদেশে আসমান ও জমিন স্থির থাকে, সেই আল্লাহর কসম, আমি যে সিদ্ধান্ত দিয়েছি তার বাইরে কখনোই অন্য কোনো সিদ্ধান্ত দেব না, যতক্ষণে না কিয়ামত আগত হয়। কিন্তু তোমরা যদি এর (অর্থাৎ, সম্পত্তি) পরিচালনা করতে অসমর্থ হও, তবে তা আমার কাছে ফেরত দাও, আমি তোমাদের পক্ষে এর পরিচালনা করবো।" ---

উমর ইবনে আবদুল আজিজের শাসন কাল (৭১৭-৭২০ সাল)

সুন্নাহ আবু দাউদ বই নম্বর ১৩, হাদিস নম্বর ২৯৬৬ [9]

'উমর ইবনে আবদুল আজিজ হইতে বর্ণিত: আল-মুঘিরা (ইবনে শুবাহ) বলেছেন: উমর ইবনে আবদুল আজিজ-কে যখন খলিফা হিসাবে নিয়োগ করা হয়, তখন তিনি মারওয়ান পরিবারের লোকদের একত্রিত করেন ও বলেন: ফাদাক ছিল আল্লাহর নবীর (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) অধিকারভুক্ত সম্পত্তি, তিনি সেখান থেকে ব্যয় করতেন, বানু হাসিম গোত্রের গরীব লোকদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তিনি তাদের সাহায্যে সেখান থেকে অহরহ দান করতেন ও অবিবাহিত লোকদের বিবাহের খরচে সাহায্য করতেন।

ফাতিমা তাঁকে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন তাকে তা প্রদান করেন, **কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।** আল্লাহর নবীর (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) জীবদ্দশায় এভাবেই বিষয়টি ছিল, যতদিনে না তাঁর জীবনের অবসান হয় (অর্থাৎ, মৃত্যু হয়)।

যখন আবু বকর শাসনকর্তা নিযুক্ত হন, তিনি তার মৃত্যু পর্যন্ত তা সেভাবেই পরিচালনা করেন, যেভাবে আল্লাহর নবী (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) তা পরিচালনা করতেন। তারপর যখন উমর ইবনে খাত্তাব শাসনকর্তা নিযুক্ত হন, তিনি তার মৃত্যুকাল অবধি তাদের মতই তা পরিচালনা করেন। তারপর এটি মারওয়ান-কে জায়গীর হিসাবে প্রদান করা হয় ও তারপর এটি আসে উমর ইবনে আবদুল আজিজ-এর কাছে।

উমর ইবনে আবদুল আজিজ বলেছেন: আমি মনে করি যে, সেই জিনিসটি করার অধিকার নেই, যা আল্লাহর নবী (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) ফাতিমা-কে প্রদান করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেছিলেন। আমি আপনাদের ডেকেছি এই সাক্ষী হবার জন্য যে, **আমি তা পূর্বাবস্থায় পুনরুদ্ধার করেছি;** মানে হলো - তা যেমনটি ছিল আল্লাহর নবীর (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) সময়কালে।'

- অনুবাদ, টাইটেল, [**] ও নম্বর যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসে ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবু দাউদের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট তা হলো, এই ঘটনাটি মুহাম্মদের উত্তরাধিকারীদের কাছে তাঁর রেখে যাওয়া সম্পত্তি হস্তান্তর (ও ইসলাম জাহানের শাসনভার নিয়োগ [বুখারী- ৫:৫৯:৫৪৬]) সংক্রান্ত বিবাদ বিসংবাদের উপাখ্যান! এখানে দু'টি পক্ষ। এক পক্ষ মুহাম্মদের একান্ত নিকট আত্মীয় আলী-ফাতিমা গং, অন্য পক্ষ - মুহাম্মদের সবচেয়ে প্রথম সারীর অনুসারী আবু বকর ও ওমর গং! আলী-ফাতিমা গং দাবি করছেন যে, তারাই হলেন মুহাম্মদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী এবং আবু বকর-উমর গং-এর উচিত তাদের কাছে সেই সম্পত্তিগুলো হস্তান্তর করা। আবু বকর-

উমর গং দৃঢ়ভাবে "এক অজুহাতের মাধ্যমে" তাঁদের সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করছেন, **"ক্ষমতা এখন তাদের হাতে!"**

এমনই একটি নির্দিষ্ট ঘটনায় যদি দুই পক্ষ সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দাবি উপস্থাপন করেন, তবে নিঃসন্দেহে তাদের যে কোনো একজনের দাবি সত্য, অপরজনের দাবি মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। **দু'পক্ষ একই সাথে কখনোই সত্য হতে পারে না।** অর্থাৎ, হয় এই ঘটনায় ফাতিমা-আলী গং' ছিলেন মুহাম্মদের ন্যায় সঙ্গত উত্তরাধিকারী, আবু বকর-উমর গং তাদের সেই ন্যায্য পাওনা থেকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বঞ্চিত করেছেন; অথবা 'ফাতিমা-আলী গং' উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এক অন্যায্য দাবি নিয়ে আবু-বকর-উমর গংদের সাথে বিবাদে জড়িয়েছেন। নিঃসন্দেহে এই দুই পক্ষের এক পক্ষ ছিলেন হিপোক্রাইট বা ভণ্ড!

প্রশ্ন হলো, **“কে সেই হিপোক্রাইট?”** যুক্তিবিদ্যায় এমন কোনো পন্থা কি আছে, যার মাধ্যমে প্রায় নিশ্চিতরূপেই অনুধাবন করা যায়, "কে সেই হিপোক্রাইট?" The Devil is in the Detail (পর্ব-১১৩)!

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] সহি বুখারী: ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯,হাদিস নম্বর ৫৪৬

Narrated By 'Aisha: **Fatima the daughter of the Prophet sent someone to Abu Bakr** (when he was a caliph), asking for her inheritance of what Allah's Apostle had left of the property bestowed on him by Allah from the Fai (i.e. booty gained without fighting) in Medina, and Fadak, and what remained of the Khumus of the Khaibar booty. On that, Abu Bakr said, "Allah's Apostle said, "Our property is not inherited. Whatever we leave, is Sadaqa, but the family of (the Prophet) Muhammad can eat of this property.' By Allah, I will not make any change in the state of the Sadaqa of Allah's Apostle and will leave it as it was during the lifetime

of Allah's Apostle, and will dispose of it as Allah's Apostle used to do." **So Abu Bakr refused to give anything of that to Fatima. So she became angry with Abu Bakr and kept away from him, and did not task to him till she died**. She remained alive for six months after the death of the Prophet. When she died, her husband 'Ali, buried her at night without informing Abu Bakr and he said the funeral prayer by himself.

When Fatima was alive, the people used to respect 'Ali much, but after her death, 'Ali noticed a change in the people's attitude towards him. So Ali sought reconciliation with Abu Bakr and gave him an oath of allegiance**.** 'Ali had not given the oath of allegiance during those months (i.e. the period between the Prophet's death and Fatima's death). 'Ali sent someone to Abu Bakr saying, "Come to us, but let nobody come with you," as he disliked that 'Umar should come, 'Umar said (to Abu Bakr), "No, by Allah, you shall not enter upon them alone " Abu Bakr said, "What do you think they will do to me? By Allah, I will go to them' So Abu Bakr entered upon them, and then 'Ali uttered Tashah-hud and said (to Abu Bakr), "We know well your superiority and what Allah has given you, and we are not jealous of the good what Allah has bestowed upon you, **but you did not consult us in the question of the rule** and we thought that we have got a right in it because of our near relationship to Allah's Apostle."

There upon Abu Bakr's eyes flowed with tears. And when Abu Bakr spoke, he said, "By Him in Whose Hand my soul is to keep good relations with the relatives of Allah's Apostle is dearer to me than to keep good relations with my own relatives. But as for the trouble which arose between me and you about his property, I will do my best to spend it according to what is good, and will not leave any rule or regulation which I saw Allah's Apostle following, in disposing of it, but I will follow." On that 'Ali said to Abu Bakr, "I promise to give you the oath of allegiance in this after noon." So when Abu Bakr had offered the Zuhr prayer, he ascended

the pulpit and uttered the Tashah-hud and then mentioned the story of 'Ali and his failure to give the oath of allegiance, and excused him, accepting what excuses he had offered; Then 'Ali (got up) and praying (to Allah) for forgiveness, he uttered Tashah-hud, praised Abu Bakr's right, and said, that he had not done what he had done because of jealousy of Abu Bakr or as a protest of that Allah had favored him with. 'Ali added, "But we used to consider that we too had some right in this affair (of ruler ship) and that he (i.e. Abu Bakr) did not consult us in this matter, and therefore caused us to feel sorry." On that all the Muslims became happy and said, "You have done the right thing." The Muslims then became friendly with 'Ali as he returned to what the people had done (i.e. giving the oath of allegiance to Abu Bakr).

http://hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5510-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-546.html

[2] সহি বুখারী: ভলুম ৪, বই ৫৩, হাদিস নম্বর ৩২৫ http://hadithcollection.com/sahihbukhari/86--sp-501/3941-sahih-bukhari-volume-004-book-053-hadith-number-325.html

[3] সহি বুখারী: ভলুম ৮, বই নম্বর৮০, হাদিস নম্বর ৭১৮ http://hadithcollection.com/sahihbukhari/113-sahih-bukhari-book-80-laws-of-inheritence-al-faraaid/6254-sahih-bukhari-volume-008-book-080-hadith-number-718.html

[4] সহি বুখারী: ভলুম ৫, বই ৫৯,হাদিস নম্বর ৩৬৮ http://hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5687-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-368.html

[5] সহি বুখারী: ভলুম ৫, বই ৫৭,হাদিস নম্বর ৬০ http://hadithcollection.com/sahihbukhari/90/4467-sahih-bukhari-volume-005-book-057-hadith-number-060.html

[6] সহি মুসলিম বই নম্বর ১৯, হাদিস নম্বর ৪৩৫৩

http://hadithcollection.com/sahihmuslim/147-Sahih%20Muslim%20Book%2019.%20Jihad%20and%20Expedition/12748-sahih-muslim-book-019-hadith-number-4353.html

[7] সুন্নাহ আবু দাউদ বই নম্বর ১৩,হাদিস নম্বর ২৯৬১

http://hadithcollection.com/abudawud/245-Abu%20Dawud%20Book%2013.%20Tributes,%20Spoils%20And%20Rulership/17303-abu-dawud-book-013-hadith-number-2961.html

[8] সহি বুখারী: ভলুম ৫, বই ৫৯,হাদিস নম্বর ৩৬৭

http://hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5688-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-367.html

[9] সুন্নাহ আবু দাউদ বই নম্বর ১৩,হাদিস নম্বর ২৯৬৬

Narated By **Umar ibn Abdul Aziz**: Al-Mughirah (ibn Shu'bah) said: Umar ibn Abdul Aziz gathered the family of Marwan when he was made caliph, and he said: Fadak belonged to the Apostle of Allah (pbuh), and he made contributions from it, showing repeated kindness to the poor of the Banu Hashim from it, and supplying from it the cost of marriage for those who were unmarried. **Fatimah asked him to give it to her, but he refused.** ----

http://www.hadithcollection.com/abudawud/245-Abu%20Dawud%20Book%2013.%20Tributes,%20Spoils%20And%20Rulership/17301-abu-dawud-book-013-hadith-number-2966.html

১৫৫: ফাদাক- ৩: গণিমতের উত্তরাধিকার - যুক্তি ও প্রমাণ প্রত্যাখ্যান!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – একশত উনত্রিশ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁর প্রিয় অনুসারী আবু বকর ইবনে কুহাফা কী অজুহাতে তাঁর রেখে যাওয়া সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে নবী কন্যা ফাতিমা ও তাঁর অন্যান্য পরিবার সদস্যদের বঞ্চিত করেছিলেন; কী কারণে আলী ইবনে আবু তালিব মুহাম্মদের মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে ফাতিমার মৃত্যুকাল পর্যন্ত আবু বকরের বশ্যতা স্বীকার করেননি; ফাতিমার মৃত্যুর পর কীভাবে তিনি তার মৃত স্ত্রীর নামাজে জানাজা ও দাফনকার্য সম্পন্ন করেছিলেন; কী পরিস্থিতিতে তিনি আবু বকরের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন; ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আগের পর্বে (পর্ব-১৫৪) করা হয়েছে।

ইসলামের ইতিহাসে মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ) এক অত্যন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ) ও আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ) ছাড়াও মুহাম্মদের মৃত্যু পরবর্তী ২৯০ বছরের মধ্যে আর যে বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিক মুহাম্মদের পূর্ণাঙ্গ **'সিরাত ও মাগাজি'** গ্রন্থ রচনা করেছেন, তিনি ছিলেন এই মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (Muhammad Ibn Sa'd)। মুহাম্মদের রেখে যাওয়া লুটের মালের (গণিমত) উত্তরাধিকার প্রশ্নে ফাতিমা ও আবু বকরের বিরোধ প্রসঙ্গে তিনি যে অতিরিক্ত তথ্যটি বর্ণনা করেছেন, তা হলো এই:

মুহাম্মদ ইবনে সা'দের (৭৮৪-৮৪৫ সাল) অতিরিক্ত বর্ণনা: [1]

আফফান ইবনে মুসলিম আমাদেরকে জানিয়েছেন (তিনি বলেছেন): হাম্মাদ ইবনে সালামাহ আমাদের অবগত করিয়েছেন (তিনি বলেছেন): **উম্মে হানির** [মুহাম্মদের চাচাতো বোন, আবু তালিবের কন্যা] কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আল কালবি আমাকে যা বলেছেন, তা হলো:

'নিশ্চিতই আবু বকরকে ফাতিমা জিজ্ঞাসা করেছিল, **"আপনি যখন মৃত্যুবরণ করবেন, কারা আপনার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে?"** জবাবে তিনি বলেন, "আমার সন্তান ও আত্মীয়-স্বজনরা?"

সে বলে, **"নবীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে আমাদের বঞ্চিত করার ব্যাপারে আপনার যৌক্তিকতা কী?"** তিনি জবাবে বলেন, "হে আল্লাহর নবীর কন্যা! আমি তোমার পিতার জমি, সোনা, রূপা, দাস-দাসী বা সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিনি।"

সে বলে, "আমাদের জন্য বরাদ্দকৃত আল্লাহর অংশ (খুমুস, অর্থাৎ এক-পঞ্চমাংশ [কুরান-৮:৪১]) ও আমাদের একান্ত অংশ আপনার কব্জায় আছে।" তৎক্ষণাৎ তিনি জবাবে বলেন, "আমি আল্লাহর নবীকে (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলতে শুনেছি, "যা আল্লাহ আমাকে খাওয়ান, তা হলো খাদ্য। যখন আমার মৃত্যু হবে, এগুলো মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে।"'------

মুহাম্মদ ইবনে উমর আমাদের জানিয়েছেন: নিজ পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যায়েদ ইবনে আসলাম হইতে বর্ণিত তথ্যের ভিত্তিতে হিশাম ইবনে সা'দ আমাকে যা অবহিত করিয়েছেন, তা হলো:

'আমি উমরকে বলতে শুনেছি, "যেদিন আল্লাহর নবী (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) মৃত্যুবরণ করেন, আবু বকরের প্রতি আনুগত্যের শপথ ('bayah') প্রদান করা হয়। তার পরদিন **আলী-কে সঙ্গে নিয়ে ফাতিমা** আবু বকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। সে বলে, "আমার পিতা আল্লাহর নবীর (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) সম্পত্তির হিস্যা উত্তরাধিকার সূত্রে আমার প্রাপ্য।"

আবু বকর জিজ্ঞাসা করেন, "গৃহস্থালি জিনিসপত্র, নাকি ভূ-সম্পত্তি?" সে বলে, **"আমি তাঁর ফাদাক, খায়বার ও মদিনার সাদাকা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, যেমন করে আপনার মৃত্যুর পর আপনার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন আপনার কন্যারা।"**

আবু বকর বলেন, "আল্লাহর কসম! তোমার পিতা আমার চেয়ে ও তুমি আমার কন্যাদের চেয়ে উত্তম, কিন্তু আল্লাহর নবী বলেছেন: আমরা কোনো উত্তরাধিকারী রেখে যাই না, যা আমরা রেখে যাই, তা হলো সাদাকা", অর্থাৎ, এই **মহা মূল্যবান সম্পত্তি** (precious property) যার সম্বন্ধে তুমি জানো। যদি তুমি বলো যে, এটি তোমার পিতা তোমাকে প্রদান করেছেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমার সে কথা মেনে নেবো ও তোমার কথাকে সত্য বলে নিশ্চিত করবো।"

সে বলে, **"উম্মে আয়মান** (Umm Ayman) আমার কাছে এসে আমাকে অবগত করিয়েছে যে তিনি **'ফাদাক'** আমাকে দান করেছেন।"

তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কি তাঁকে (নবীর) তা বলতে শুনেছো, 'এটি তোমার জন্য?' আমি তোমাকে বিশ্বাস করবো ও তোমার বিবৃতি গ্রহণ করবো।" সে বলে, "আমার যা (প্রমাণ), তা আমি আপনাকে অবগত করিয়েছি।" ---

- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো, নবী কন্যা ফাতিমা বহুভাবে আবু বকরকে 'যুক্তি' দিয়ে, **"যেমন করে আপনার মৃত্যুর পর আপনার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন আপনার কন্যারা",** বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন যে, তাঁর পিতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে সেই সম্পত্তির বিধিসম্মত মালিক হলেন তিনি! আবু বকর তাঁর সেই **অতি সহজ ও সরল যুক্তি** প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে-অজুহাতে, তা হলো, "আমি আল্লাহর নবীকে বলতে শুনেছি ----।"

ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আর যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা জানতে পারি তা হলো:

(১) মুহাম্মদের মৃত্যুর ঐ দিনটিতে আবু বকরকে মুসলিম জাহানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করার **পরের দিনই** (‘On the following day’) ফাতিমা তাঁর পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রশ্নে কথা বলার জন্য আবু বকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্বামী আলী ইবনে আবু তালিব। সেখানে আবু বকর ফাতিমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "যদি তুমি বলো যে এটি তোমার পিতা তোমাকে প্রদান করেছেন, আমি তোমার সে কথা মেনে নেবো ও তোমার কথাকে সত্য বলে নিশ্চিত করবো।" প্রত্যুত্তরে যখন ফাতিমা প্রমাণ স্বরূপ তাকে জানান যে **তাঁর পিতা মুহাম্মদ যে 'ফাদাক' তাঁকে দান করেছেন, তা উম্মে আয়মান তাঁকে অবগত করিয়েছেন,** আবু বকর তাঁর এই 'প্রমাণ' প্রত্যাখ্যান করেছিলেন ও ফাতিমার কাছে প্রশ্ন রেখেছিলেন, ফাতিমা নিজে তাঁর পিতার কাছ থেকে তা শুনেছেন কি না। মুহাম্মদ ইবনে সা'দের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে, মুহাম্মদ ফাতিমাকে এই তথ্যটি কখনোই জানাননি। যদি তিনি ফাতিমাকে তা জানাতেন, তবে দাবি প্রমাণের জন্য তাঁকে উম্মে আয়মান'-এর বক্তব্যের উল্লেখ করতে হতো না। **আবু বকরের যুক্তিতে,** “যেহেতু ফাতিমা তাঁর পিতার কাছ থেকে তা কখনোই শোনেননি, তাই ফাতিমার এই প্রমাণ গ্রহণযোগ্য নয়।"

আবু বকরের যুক্তিতে ফাতিমার এই 'প্রমাণ' গ্রহণযোগ্য না হলেও আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো - শুধু শিয়া মুসলমানদের বর্ণিত ইসলামের ইতিহাসেই নয়, মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (সুন্নি মুসলমান) রচিত ইতিহাসেও আমরা জানতে পারছি যে, মুহাম্মদ মৌখিকভাবে 'উম্মে আয়মান'-কে জানিয়েছিলেন যে, তিনি 'ফাদাক' ফাতিমাকে দান করেছেন।

প্রশ্ন হলো, **"কে এই উম্মে আয়মান, যার বক্তব্যকে ফাতিমা 'প্রমাণ' হিসাবে উপস্থাপন করেছিলেন? কে এই মহিলা, যাকে মুহাম্মদ এমন একটি তথ্য জানিয়েছিলেন যা তিনি তাঁর কন্যা ফাতিমাকে ও জানাননি?"**

(২) ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা আর যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি জানতে পারি, তা হলো, নবী কন্যা ফাতিমা খায়বার ও ফাদাকের যে-সম্পত্তির উত্তরাধিকার দাবি করছেন, তা কোনো সাধারণ সম্পত্তি ছিল না। আবু বকরের ভাষায় তা ছিলো, **"মহামূল্যবান"** এক সম্পত্তি।

প্রশ্ন হলো, **মুহাম্মদের এই সম্পত্তির মোট মূল্য কত ছিলো?"**

"কে এই উম্মে আয়মান?"

>> উম্মে আয়মান ছিলেন সেই মহিলা, মুহাম্মদের শিশু ও কৈশোর জীবনে যার অবস্থান ছিল তাঁর মাতা আমিনার পরেই। এই সেই মহিলা, যিনি মুহাম্মদের মাতা আমিনার সঙ্গে মুহাম্মদের শিশুকালে স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে তাঁকে নিজ হাতে লালন পালন করেছিলেন। উম্মে আয়মান-এর আসল নাম ছিল বারাকা বিনতে থালাবা বিন আমর (Barakah binte Tha'alaba bin Amr), এক আদি আবিসিনিয়া-বাসী মহিলা। মুহাম্মদের পিতা আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুত্তালিব (কিংবা তাঁর মা আমিনা বিনতে ওহাব) তাঁকে ক্রীতদাসী হিসাবে ক্রয় করেন। মুহাম্মদের জন্মের আগেই তাঁর পিতা আবদুল্লাহ বাণিজ্য শেষে সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন কালে তাঁর দাদী [সালমা বিনতে আমরের (পর্ব-

১২)] সম্বন্ধীয় আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য মদিনায় যাত্রাবিরতি দেন। সেখানে তিনি গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর কবর হয় মদিনাতেই। মুহাম্মদের ছয় বছর বয়সের সময় তাঁর মা আমিনা শিশু মুহাম্মদ ও এই উম্মে আয়মানকে সঙ্গে নিয়ে মদিনায় তাঁর স্বামী আবদুল্লাহর (মুহাম্মদের পিতা) কবর জিয়ারতের জন্য মক্কা থেকে মদিনায় বেড়াতে যান। কবর জিয়ারত ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করার পর মদিনা থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তন কালে মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী **আল-আবওয়া (Al-Abwa)** নামক স্থানে মুহাম্মদের মা আমিনা গুরুতর অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। সেখানেই তাঁকে কবর দেয়া হয়। আমিনার মৃত্যুকালে তাঁর পাশেই ছিলেন এই 'উম্মে আয়মান', সাথে ছিল সদ্য মাতৃহারা ছয় বছরের শিশু মুহাম্মদ! মৃত্যুকালে আমিনা এই মহিলাটির হাতে মুহাম্মদের দেখাশোনা ও সেবা-যত্নের অনুরোধ জানান। উম্মে আয়মান মুহাম্মদকে নিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। উম্মে আয়মান আমিনার কথা রেখেছিলেন। মুহাম্মদের বয়স যখন আট বছর তখন তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে আমিনার মতোই আবদুল মুত্তালিবও শিশু মুহাম্মদকে দেখাশোনা ও সেবা-যত্নের অনুরোধ জানিয়ে যান। উম্মে আয়মান মুহাম্মদকে নিজ সন্তানের মত মাতৃস্নেহে বড় করেন।

পঁচিশ বছর বয়সে খাদিজাকে বিবাহ করার পর মুহাম্মদ উম্মে আয়মানকে দাসত্বমুক্ত করেন। দাসত্বমুক্ত হওয়ার পরও তিনি মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে বহুকাল অতিবাহিত করেন। দাসত্বমুক্ত করার পর তাঁকে মদিনার খাযরায গোত্রের উবায়েদ ইবনে যায়েদ (Ubayd ibn Zayd) নামের এক লোকের সাথে বিবাহ দেওয়া হয়। বিবাহের পর তাঁদের যে ছেলে সন্তান হয় তার নাম রাখা হয়, "আয়মান"। অতঃপর বারাকা বিনতে থালাবার নতুন পরিচিতি 'উম্মে আয়মান (আয়মানের মা)'। তাঁদের এই বিবাহ বেশিদিন স্থায়ী হয় না। অতঃপর তাঁর বিয়ে হয় মুহাম্মদের পালিত পুত্র যায়েদ বিন হারিথার (পর্ব-৩৯) সঙ্গে। এক পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে। নাম রাখা হয় 'ওসামা'; ওসামা বিন যায়েদ।

চল্লিশ বছর বয়সে যখন মুহাম্মদ তাঁর নতুন মতবাদ প্রচার শুরু করেন, উম্মে আয়মান ছিলেন সেই মহিলা, যিনি ইসলামের একদম প্রথম অবস্থায় মুহাম্মদের মতবাদে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তিনি হিজরত করেন মদিনায়। তিনি মুহাম্মদের সাথে বেশ ক'টি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। খায়বার যুদ্ধে তিনি ছিলেন মুহাম্মদের সাথে (পর্ব-১৪৭)।

সংক্ষেপে, **উম্মে আয়মান হলেন সেই মহিলা, যিনি মুহাম্মদকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিলেন। মুহাম্মদও তাঁকে মায়ের মতই শ্রদ্ধা করতেন।** নবী-কন্যা ফাতিমা তাঁর দাবির সপক্ষে এই মহিলাটির উল্লেখ করেছিলেন, যিনি ফাতিমাকে জানিয়েছিলেন যে, মুহাম্মদ তাঁকে বলেছেন যে, তিনি 'ফাদাক' ফাতিমাকে দান করেছেন। যে আবু বকর নবী-কন্যা ফাতিমা, নবী-জামাতা আলী ইবনে আবু তালিব ও নবীর একান্ত পরিবার সদস্যদের অবলীলায় অগ্রাহ্য করতে পারেন, তিনি 'উম্মে আয়মানের বক্তব্যকে কীভাবে সম্মান করবেন?

"মুহাম্মদের সম্পত্তির মোট মূল্য কত ছিলো?"

>> লুণ্ঠন ও ভাগাভাগি সমাপ্ত করার পর, খায়বারের সমস্ত ভূ-সম্পত্তির" মালিক হয়েছিলেন মুহাম্মদ (পর্ব-১৪৯) ও তাঁর অনুসারীরা (পর্ব-১৪৮)। অতঃপর খায়বারবাসী **"শ্রমিক রূপে"** তাদের ঐ জমিগুলোতে কাজ করার অনুমতি পেয়েছিলেন এই শর্তে যে, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা তাঁদেরকে যে কোনো সময় বিতাড়িত করতে পারবেন (পর্ব-১৫০)। যতদিন তারা তাঁদেরকে বিতাড়িত না করছেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের শ্রমের বিনিময় মূল্য হিসাবে ঐ জমিগুলো থেকে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক পাবেন, বাকি অর্ধেক পাবেন মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা। এর সরল অর্থ হলো, বিতাড়িত করার সময় তাঁদেরকে যদি আদৌ কোনো অর্থ প্রদান করার সিদ্ধান্ত উমর ইবনে খাত্তাব নিয়ে থাকেন, তবে তাঁদেরকে শুধু উৎপন্ন "ফসলের অর্ধেক" মূল্য পরিশোধ করতে হবে। যেহেতু তাঁরা তখন আর ঐ জমিগুলোর মালিক ছিলেন না (লুণ্ঠন করার পর তা এখন

মুসলমানদের মালিকানাধীন), তাই তাঁদেরকে খায়বারের কোনো **"জমির মূল্য"** পরিশোধ করার প্রশ্নই আসে না।

অন্যদিকে,

ফাদাকবাসী মুহাম্মদের সাথে যে-চুক্তিটি সম্পন্ন করেছিলেন, তার শর্ত ছিল, "অর্ধেক ভূ-সম্পত্তি" থাকবে তাদের জন্য, আর অর্ধেক হবে আল্লাহর নবীর জন্য। এর সরল অর্থ হলো, বিতাড়িত করার সময় তাঁদেরকে তাঁদের ভাগের জমি থেকে উৎপন্ন ফল ও ফসলের মূল্য **এবং** **তাঁদের মালিকানাধীন জমির মূল্য** (সম্পূর্ণ ফাদাকের অর্ধেক জমি) পরিশোধ করতে হবে। আদি উৎসের বর্ণনায় আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে, যে-কারণে উমর ইবনে খাত্তাব খায়বারের ইহুদিদের সিরিয়া অভিমুখে (আল-শাম) বিতাড়িত করেছিলেন তা হলো, মৃত্যুকালে মুহাম্মদের একটি আদেশ, "আরব উপদ্বীপে যেন দু'টি ধর্মের উপস্থিতি মেনে না নেয়া হয় (পর্ব-১৫০)!" যেহেতু খায়বারের অতি নিকটে বসবাসকারী ফাদাকের জনপদবাসীরাও ছিলেন ইহুদি, সেহেতু আমরা প্রায় নিশ্চিতরূপেই ধারণা করতে পারি যে, খায়বারের ইহুদিদের বিতাড়িত করার সময় উমর ফাদাকের ইহুদিদেরও বিতাড়িত করেছিলেন। ইবনে ওয়াকিদির বর্ণনায় আমারা জানতে পারি যে, খায়বারের লোকদের বিতাড়িত করার সময় উমর **"তাঁদের জমি"** ও ফসলাদির মূল্য নির্ধারণ করেছিলেন। এই জমিগুলো নিঃসন্দেহে শুধুমাত্র ফাদাকের ইহুদিদের জমি! খায়বারের ইহুদিদের জমিগুলো এই হিসাবের অন্তর্ভুক্তির কোনো প্রশ্নই আসে না, কারণ, তখন খায়বারের ইহুদিদের জমিগুলোর মালিক ছিলেন মুসলমানরা।

আদি উৎসে আল-ওয়াকিদির বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, উমর ইবনে খাত্তাব ফাদাকের জনগণদের বিতাড়িত করার সময় তাঁদের জমির যে অর্ধেক মূল্য (তাঁদের ভাগের জমির মূল্য, বাকি অর্ধেকের মালিক ছিলেন মুহাম্মদ) পরিশোধ করে সম্পূর্ণ ফাদাক হস্তগত করেছিলেন, তার পরিমাণ ছিল **"পঞ্চাশ হাজার দেরহাম কিংবা তার ও বেশি।"** অর্থাৎ, উমরের শাসন আমলে (৬৩৪-৬৪৪ সাল) সম্পূর্ণ ফাদাকের জমির মূল্য

ছিল এক শত হাজার দিরহাম (পর্ব-১৫৩), যার অর্ধেকের মালিক ছিলেন ফাতিমার পিতা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ। ফাতিমা আবু-বকরের কাছে ফাদাকের এই "মহামূল্যবান সম্পত্তির" উত্তরাধিকারের দাবি নিয়ে হাজির হয়েছিলেন, আর আবু বকর তাঁদেরকে এই মহামূল্যবান সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার ইতিহাসের সূচনা করেছিলেন।

১৪০০ বছর আগে নির্ধারিত পঞ্চাশ হাজার দিরহাম মূল্যের এই লুটের মালটিই তখন মুহাম্মদের একমাত্র সম্পত্তি ছিল না। তাঁর বিশাল সম্পত্তি ছিলো খায়বারে, লুটের মালের এক-পঞ্চমাংশের ('খুমুস') হিস্যা হিসাবে; সম্পূর্ণ আল-কাতিবা অঞ্চল (পর্ব-১৪৯)! খায়বারে অবস্থিত মুহাম্মদের এই বিশাল সম্পত্তির "তখনকার বাজারমূল্য কত ছিলো" তা আমরা জানি না। কিন্তু আদি উৎসের বর্ণনায় আমরা নিশ্চিতরূপেই জানতে পেরেছি যে, এর পরিমাণ ছিল ফাদাকের মতই বিশাল, যার বিস্তারিত আলোচনা 'লুটের মাল ভাগাভাগি -আল কাতিবা অঞ্চল!' পর্বে করা হয়েছে।

এ ছাড়াও আছে মদিনায় অবস্থিত মুহাম্মদের বনি নাদির গোত্রের লোকদের কাছ থেকে লুণ্ঠিত সম্পদ (পর্ব-৭৫); যে সম্পত্তির মালিক ছিলেন শুধুই মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবার ('ফাই')। বনি নাদির গোত্রের সেই সম্পত্তির বাজারমূল্য তখন কত ছিলো?

সুতরাং,

ফাদাক, খায়বার ও মদিনায় অবস্থিত মুহাম্মদের মালিকানাধীন সমুদয় সম্পত্তির মোট মূল্যের পরিমাণ যে-শব্দটি দিয়ে প্রকাশ করা যেতে পারে, তা হলো, **"সুবিশাল (Vast)!"** এই সেই মুহাম্মদ, যে রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি প্রায় এক বস্ত্রে মাত্র দশ বছর আগে মক্কা থেকে মদিনায় স্বেচ্ছা-নির্বাসন নিয়েছিলেন। **'জিহাদ বাণিজ্য'** ছাড়া অন্য কোনো বাণিজ্যের মাধ্যমে কি মুহাম্মদ মাত্র দশ বছরে এক নিঃস্ব মানুষের অবস্থান

থেকে এই সুবিশাল ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও ঐশ্বর্যশালী মানুষের মর্যাদায় উন্নীত হতে পারতেন (পর্ব-১৩৫)?

আদি উৎসের বর্ণনায় যা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, তা হলো মুহাম্মদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রশ্নে ফাতিমা-আলী গং ও আবু বকর-উমর গং এর মধ্যে এই যে-বিরোধ, তার মূল কারণ হলো মুহাম্মদের রেখে যাওয়া এই **"সুবিশাল অংকের লুটের সম্পদ!"**

ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মুহাম্মদ ইবনে সা'দ এর মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি।

The Narratives of Muhammad Ibn Sa'd (784-845 AD) [1]

'Affan Ibn Muslim informed us, (he said): Hammad Ibn Salamah informed us, (he said): al-Kalbi related to me on the authority of **Umm Hani** (she said): Varily Fatimah asked Abu Bakr, "When you die who will inherit you?'

He replied, 'My children and relatives." She said, "What is the Justification of your becoming inheritor of the prophet keeping away?" He replied, "O daughter of the Apostle of Allah! I did not inherit your father's land, gold, silver, slave or property." She said. "The share of Allah (Khums, i.e. one-fifth) which He had allotted to us and which is only our share, is in your hands." Thereupon he replied, "I heard the Apostle of Allah, may Allah bless him, saying, 'It is the food that Allah makes me eat. When I die it will be distributed among the Mulsims.'" ------

‘Muhammad Ibn Umar informed us, he said: Hisham Ibn Sa’d related to me on the authority of Zayd Ibn Aslam; he on the authority of his father, he said: **I heard Umar saying**, “The day when the a Apostle of Allah, may Allah bless him, died, **bayah** was offered to Abu Bakr. On the following day Fatimah came to Abu Bakr and there was **Ali with her.** She said, ‘(I should get) my share of the inheritance of my father, the Apostle of Allah, may Allah bless him.’ Abu Bakr asked, ‘Household effects or landed property?’

She said, ‘I am heir to Fadak, Khaybar and his Sadaqat at al-Madinah, as your daughters will be your heirs when you die.’ Abu Bakr Said, ‘By Allah! Your father was better than me and you are better than my daughters, **but** the apostle of Allah said: We do not leave inheritance, what we leave behind, is **Sadaqat”,** i.e. **this precious property** that you know. **If you say your father gave it to you, by Allah! I shall accept your words and will confirm your true words.’ She said, “Umm Ayman came to me and informed me that he had bestowed Fadak on me.’** He asked, ‘Did you hear him (Prophet) saying: It is for you? I shall believe you and accept your statement.’ She said, ‘I have informed you of (evidence) what is me.’”

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **কিতাব আল-তাবাকাত আল-কাবির – লেখক: মুহাম্মদ ইবনে সা'দ** (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ), অনুবাদ এস মইনুল হক, প্রকাশক কিতাব ভবন, নয়া দিল্লি, সাল ২০০৯ (3rd Reprint), ISBN 81-7151-127-9 (set), ভলুউম ২, পৃষ্ঠা ৩৯২-৩৯৪
http://kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products_id=4170

১৫৬: ফাদাক- ৪: গণিমতের উত্তরাধিকার – সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – একশত ত্রিশ

**"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"**

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর মালিকানাধীন যে লুটের মালের সম্পদগুলো (গণিমত) মৃত্যুকালে রেখে গিয়েছিলেন, সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারের দাবি নিয়ে তাঁর কন্যা ফাতিমা তাঁর মৃত্যুর কতদিন পরে ইসলামের ইতিহাসের প্রথম খুলাফায়ে রাশেদিন আবু বকর ইবনে কুহাফার কাছে গমন করেছিলেন; আবু বকর তাঁর সেই দাবির যথার্থতা প্রমাণের জন্য যখন 'প্রমাণ' দাবি করেছিলেন, তখন তিনি আবু বকরের কাছে কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছিলেন; সেই ব্যক্তিটির সঙ্গে মুহম্মদের সম্পর্ক কী ছিলো, ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে। মুহাম্মদের রেখে যাওয়া সম্পদের বিষয়ে মুহাম্মদ ইবনে সা'দের (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ) বর্ণনায় আমরা আর যে-তথ্যটি জানতে পারি, তা হলো:

*"আল্লাহর নবী (তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) তাঁর মৃত্যুকালে সাদা খচ্চর, অস্ত্র-শস্ত্র ও 'সাদাকার' নিমিত্তে **এক টুকরা জমি** ব্যতীত আর কোনো কিছুই রেখে যাননি; না দিরহাম, না দিনার, না ক্রীতদাস, না দাসী।" [1]*

কী রূপ সহজ-সরল ও দরিদ্র অবস্থায় মুহাম্মদ তাঁর দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করতেন, তার প্রমাণ হাজির করতে ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা সচরাচর যে-

উদাহরণগুলো অজ্ঞ মুসলমান ও অমুসলমানদের উদ্দেশ্যে 'বয়ান করেন', তা হলো সিরাত ও হাদিসে বর্ণিত এই সব বাছাইকৃত (Selective) টুকরো টুকরো বর্ণনা! নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য-উপাত্ত যাচাইয়ের মাধ্যমে প্রকৃত ইতিহাস জানার চেষ্টা না করলে সুবিধাবাদী ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতদের এই সব বাছাইকৃত রেফারেন্স সমৃদ্ধ ভাষণের মাধ্যমে যে কোনো ইসলাম অজ্ঞ ব্যক্তি অতি সহজেই বিভ্রান্তির শিকার হতে পারেন। ফাদাক, খায়বার ও মদিনায় মুহাম্মদ **"কী পরিমাণ সুবিশাল অংকের লুটের সম্পদ"** রেখে গিয়েছিলেন তার বিস্তারিত আলোচনাও আগের পর্বে (পর্ব-১৫৫) করা হয়েছে।

ইসলামের ইতিহাসের আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ) ও আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ) ছাড়াও মুহাম্মদের মৃত্যু পরবর্তী ২৯০ বছরের মধ্যে আর যে বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিক ইসলামের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন, তিনি হলেন আহমদ ইবনে ইয়াহিয়া আল-বালাধুরি (Aḥmad ibn Yaḥyā al-Balādhurī)। তাঁর জন্ম ইরানে, বসবাস করতেন বাগদাদে ও সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় ৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে (হিজরি ২৭৮-২৭৯ সাল)।

আল-বালাধুরির বিখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাব ফুতু আল-বুলদান (kitab futuh al-buldan)', যেখানে তিনি মুহাম্মদের মদিনা হিজরতের (৬২২ সাল) সময় থেকে মুহাম্মদ ও তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী আরব মুসলিম শাসনকর্তার আমলে বিভিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সমসাময়িক ইতিহাসের বর্ণনা করেছেন; যার পরিব্যাপ্তি আরব থেকে মিশর, উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, পূর্ব ইরাক, ইরান ও সিন্ধু বিজয় পর্যন্ত। মুহাম্মদের রেখে যাওয়া লুটের মালের সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রশ্নে ফাতিমা ও আবু বকরের বিরোধ প্রসঙ্গে যে অতিরিক্ত তথ্যগুলো তিনি বর্ণনা করেছেন, তা হলো এই:

আল-বালাধুরির (মৃত্যু ৮৯২ সাল) অতিরিক্ত বর্ণনা: [2]

আল্লাহর নবীর পত্নীরা উত্তরাধিকারের হিস্যা দাবী করেন:

'উরওয়া ইবনে আল-যুবায়ের এর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আবদুল্লাহ ইবনে সালিহ আল-ইলজি: -খায়বার ও ফাদাকে আল্লাহর নবীর সম্পত্তির অংশের হিস্যা তাঁদের-কে ফেরত দেয়ার ব্যাপারে কথা বলার জন্য আল্লাহর নবীর পত্নীরা **উসমান ইবনে আফাফান কে** তাঁদের প্রতিনিধিরূপে আবু বকরের কাছে পাঠান। কিন্তু আয়েশা তাঁদের কে বলেন, "তোমরা কী আল্লাহ কে ভয় করো না? ও তোমরা কী শুনো নাই যে আল্লাহর নবী বলেছেন, 'সাদাকা হিসাবে আমরা যা রেখে যাই তা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যায় না?' সুতরাং এই সম্পত্তিগুলো হলো মুহাম্মদ অনুসারীদের দৈব-দুর্ঘটনা ও অতিথি আপ্যায়নের ব্যয়ভার নির্বাহের সম্পত্তি; ও আমার মৃত্যুর পর এর দায়িত্ব পাবে আমার পরের কর্তৃপক্ষ।" এ কথা শুনে অন্য স্ত্রীরা তাদের আবেদন থেকে নিবৃত্ত হয়।

এই একই ধরনের বিবৃতি উরওয়ার কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আহমদ ইবনে ইবরাহিম আদ-দাউরাকি আমাদের অবহিত করিয়েছেন। [অনুরূপ বর্ণনা: সহি বুখারী: ভলুম ৫, বই ৫৯, হাদিস নম্বর ৩৬৭।] [3]

ফাতিমা 'ফাদাক' দাবী করেন:

মালিক ইবনে জাওয়ানাহ (Malik ibn-Ja'wanah) এর পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আবদুল্লাহ ইবনে মাজমুন আল-মুকাত্তিব যা বলেছেন, তা হলো: ফাতিমা আবু বকরকে বলেন, **"আল্লাহর নবী আমাকে ফাদাকের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন; সুতরাং আপনার উচিত তা আমাকে প্রদান করা।"**

আলী ইবনে আবু তালিব তাঁর পক্ষে সাফাই সাক্ষী হিসেবে কাজ করেন। কিন্তু আবু বকর অন্য আর একজন সাক্ষী দাবি করেন **ও উম্মে আয়মান** তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য দেন। তখন আবু বকর বলেন, "হে নবী কন্যা, তুমি জানো যে, **দুই জন পুরুষের সাক্ষ্য কিংবা**

এক জন পুরুষ এবং দুই জন নারীর সাক্ষ্য ছাড়া কোন প্রমাণ গ্রহণযোগ্য নয়।" এরপর তিনি [ফাতিমা] প্রস্থান করেন।

জাফর ইবনে মুহাম্মদ-এর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে রাউহ আল-কারহিসি যা বলেছেন, তা হলো: ফাতিমা আবু বকরকে বলেন, "আমাকে 'ফাদাক' প্রদান করুন, আল্লাহর নবী তার দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করেছেন।" আবু বকর প্রমাণ দাবি করেন, আর তিনি **উম্মে আয়মান ও রাবাহ** নামের আল্লাহর নবীর কাছ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত এক দাসকে হাজির করেন; তারা দু'জনই তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য দেন। কিন্তু আবু বকর বলেন, "এই ক্ষেত্রে একজন পুরুষ ও দুইজন নারীর সাক্ষ্য ছাড়া প্রমাণ গ্রহণযোগ্য নয়।" - অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> মুহাম্মদ ইবনে সা'দের বর্ণনার আলোকে আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি (গত পর্বে), আবু বকরের জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে যখন উম্মে আয়মানের উদ্ধৃতিকে ফাতিমা প্রমাণ হিসাবে হাজির করেন, তখন আবু বকর তা অগ্রাহ্য করেন যে-অজুহাতে, তা হলো, "তুমি কি নবীকে বলতে শুনেছো যে, 'এটি তোমার জন্য'?" জবাবে ফতিমা আবু বকরকে বলেছিলেন, "আমার যা প্রমাণ, তা আমি আপনাকে অবগত করিয়েছি।" মুহাম্মদ তাঁর কন্যা ফাতিমাকে ঐ তথ্যটি জানিয়েছিলেন কি না, তা ইবনে সা'দের বর্ণনায় স্পষ্ট নয়। আর আদি উৎসের আল-বালাধুরির ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, যখন আবু বকর ফাতিমাকে তাঁর দাবির যথার্থতার প্রমাণ হাজির করতে বলেছিলেন, তখন ফাতিমা তাঁর দাবির সপক্ষে যে মোট তিনজন সাক্ষীর সাক্ষ্যকে প্রমাণ হিসাবে হাজির করেছিলেন, তাঁরা হলেন:

(১) উম্মে আয়মান (নারী),
(২) আলী ইবনে আবু তালিব (পুরুষ) ও
(৩) রাবাহ (পুরুষ)।

ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যা অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো, ফাতিমা তাঁর দাবির সপক্ষে মোট **দু'জন পুরুষ ও একজন নারী সাক্ষী** উপস্থিত করেছিলেন। তা সত্ত্বেও আবু বকর ফাতিমার দাবি অগ্রাহ্য করেছিলেন! যখন আলী ও উম্মে আয়মান-কে সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করা হয়েছিল, তখন আবু বকরের অজুহাত ছিল, "দুই জন পুরুষের সাক্ষ্য কিংবা এক জন পুরুষ এবং দুই জন নারীর সাক্ষ্য ছাড়া কোন প্রমাণ গ্রহণযোগ্য নয় [কুরান-২:২৮২]"; এর পরিপ্রেক্ষিতে যখন ফাতিমা উম্মে আয়মান ও রাবাহ (আরও একজন পুরুষ) কে সাক্ষী হিসাবে হাজির করেছিলেন, তখন তাঁর অজুহাত ছিল, "এই ক্ষেত্রে একজন পুরুষ ও দুইজন নারীর সাক্ষ্য ছাড়া প্রমাণ গ্রহণযোগ্য নয়।"

ওপরে বর্ণিত বর্ণনা ও গত দু'টি পর্বের যাবতীয় তথ্য উপাত্তই **আদি উৎসের বিশিষ্ট সুন্নি মুসলমান ঐতিহাসিকদের রচিত ইতিহাস,** কোন শিয়া ঐতিহাসিকদের লিখিত ইতিহাস নয়! মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর রেখে যাওয়া সুবিশাল অংকের লুটের সম্পদের উত্তরাধিকার প্রশ্নে নবী-কন্যা ফাতিমার; মুহাম্মদের একান্ত সহচর, চাচাতো ভাই ও জামাতা আলী ইবনে আবু তালিবের; আয়েশা ছাড়া মুহাম্মদের অন্যান্য নবী পত্নীদের (পর্ব-১০৮) ও মুহাম্মদের অন্যান্য নিকট-আত্মীয়দের (যেমন, চাচা আল-আব্বাস) দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আবু বকরের একের পর এক এই সকল অজুহাত প্রদর্শনের বৈধতা প্রদানে সুন্নি মতাবলম্বী ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা (অধিকাংশই না জেনে) শত শত পৃষ্ঠা রচনা করেছেন। **মুহাম্মদের এই তিনজন বিশিষ্ট অনুসারীর প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যকে অগ্রাহ্য করে** মুহাম্মদের সমস্ত নিকট আত্মীয়দের মুহাম্মদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা ছিল "ন্যায়সঙ্গত ও তা মুহাম্মদের পরিবারের প্রতি চরম অবমাননা, অন্যায় ও প্রতিহিংসার বহিঃপ্রকাশ নয়', তা প্রমাণ করতে সুন্নি পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা আর যে-যুক্তিটির অবতারণা করেন, তা হলো,

*"যদিও ফাতিমা তাঁর দাবির সপক্ষে আল্লাহর বিধান মতে (কুরান-২:২৮২) দুইজন পুরুষ ও একজন নারী সাক্ষী হাজির করেছিলেন, **তাঁদের একজন ছিলেন ফাতিমার স্বামী,** তাই তা গ্রহণযোগ্য নয়; আবু বকরের সিদ্ধান্ত ছিল একদম সঠিক!"*

আলী ইবনে আবু তালিব ফাতিমার স্বামী ছিলেন, সে কারণেই তাঁর সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয় - এমন দাবি আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনার কোথাও উল্লেখিত হয়নি; এই উদ্ভট দাবির কোনো সত্যতা আদি উৎসে খুঁজে পাওয়া যায় না।

যা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, তা হলো, মুহাম্মদের রেখে যাওয়া সুবিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রশ্নে ফাতিমা-আলী-মুহাম্মদ পরিবার গং ও আবু বকর-উমর-আয়েশা গং - এই দুই পক্ষ একই সাথে কখনোই সত্য হতে পারে না! এই দুই পক্ষের যে কোনো এক পক্ষ ছিলো নিঃসন্দেহে হিপোক্রাইট বা ভণ্ড! **"কে সেই হিপোক্রাইট?"** The Devil is in the Detail (পর্ব-১১৩)!

বিস্তারিত পরবর্তী পর্বে!

ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-বালাধুরি এর মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি।

The Narrative of Al-Baladhuri (death, 892 AD):

The wives of the Prophet demand an inheritance.

'Abdallah ibn-Salih al-'Ijli from 'Urwah ibn-az-Zubair: —The wives of the Prophet delegated Uthman ibn-'Affan to ask abu-Bakr to give them their inheritance from the share of the Prophet in Khaibar and Fadak. But 'A'ishah said to them, "Do ye not fear Allah? and have ye not heard the Prophet say— 'What we leave as sadakah cannot be inherited?' This property therefore is the property of the people of Muhammad to meet the expenses of the accidents and guests, and when I die it goes to the one in authority after me." On hearing this, the other wives desisted from

their request. A similar tradition was communicated to us by Ahmad ibn-lbrahim ad-Dauraki on the authority of 'Urwah. -----

‘Fatimah demands Fadak:

'AbdalUih ibn-Maimun al Mnkattib from Malik ibn-Ja'wanah's father: Fatimah said to abu-Bakr, 'The Prophet assigned to me Fadak; thou shouMst therefore give it to me." **'Ali ibn-Abi-Talib acted as a witness in her favor.** But abu Bakr asked for another witness; and **umm-Aiman testified in her favor.** Abu-Bakr, thereupon, said "Thou, daughter of Allah's Prophet, knowest that no evidence can be accepted unless it is rendered by two men or a man and two women." Upon this she departed.

Rauh al-Karahisi from one supposed by Kauh to have been Ja'far ibn-Muhammad: —Fatimah said to abu-Bakr, "Give me Fadak, the Prophet has assigned it to me." Abu Bakr called for evidence and **she presented umm-Aiman and Rabah,** the Prophet's freedman, both of whom testified in her favor. But abu-Bakr said, "In such a case no evidence could be accepted unless it be rendered by a man and two women."

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **কিতাব আল-তাবাকাত আল-কাবির – লেখক: মুহাম্মদ ইবনে সা'দ** (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ), অনুবাদ এস মইনুল হক, প্রকাশক কিতাব ভবন, নয়া দিল্লি, সাল ২০০৯ (3rd Reprint), ISBN 81-7151-127-9(set), ভলুউম ২, পৃষ্ঠা ৩৯৪
http://kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products_id=4170

[2] **“THE ORIGINS OF THE ISLAMIC STATE”** - a Translation from the Arabic accompanied with annotations geographic and historic notes of the **"KITAB FUTUH AL-BULDAN"** of Al-Imam Abul Abbas Ahmad Ibn Jabir al-Balahduri - By Philip Khuri Hitti, PhD: Volume 1; New York, Columbia University; Longmans, Green & Co, Agents; London: P. S. King A Son, Ltd.; I916, Page 51-52
https://ia802702.us.archive.org/10/items/bub_gb_pN8TAAAAIAAJ/bub_gb_pN8TAAAAIAAJ.pdf

[3] সহি বুখারী: ভলুম ৫, বই ৫৯, হাদিস নম্বর ৩৬৭
(এই হাদিসটির প্রথমাংশের বর্ণনা পর্ব-১৫৪ তে করা হয়েছে, এই পর্বের প্রাসঙ্গিক অংশ:)

‘---The sub-narrator said, "I told **'Urwa bin Az-Zubair** of this Hadith and he said, 'Malik bin Aus has told the truth" I heard 'Aisha, the wife of the Prophet saying, 'The wives of the Prophet sent 'Uthman to Abu Bakr demanding from him their 1/8 of the Fai which Allah had granted to his Apostle. But I used to oppose them and say to them: Will you not fear Allah? Don't you know that the Prophet used to say: Our property is not inherited, but whatever we leave is to be given in charity? The Prophet mentioned that regarding himself. He added: 'The family of Muhammad can take their sustenance from this property. So the wives of the Prophet stopped demanding it when I told them of that.' So, this property (of Sadaqa) was in the hands of Ali who withheld it from 'Abbas and overpowered him. Then it came in the hands of **Hasan** bin 'Ali, then in the hands of **Husain** bin 'Ali, and then in the hands of **Ali bin Husain and Hasan bin Hasan**, and each of the last two used to manage it in turn, then it came in the hands of **Zaid bin Hasan**, and it was truly the Sadaqa of Allah's Apostle."
http://hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5688-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-367.html

১৫৭: ফাদাক- ৫: নবী-পরিবারের দাবি ও 'আমি শুনিয়াছি' বাদ্য!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – একশত একত্রিশ

**"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"**

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মুসলিম জাহানের প্রথম খুলাফায়ে রাশেদিন আবু বকর ইবনে কুহাফা কী অজুহাতে মুহাম্মদের রেখে যাওয়া সুবিশাল অংকের লুটের মালের সম্পদগুলো বাজেয়াপ্ত করেছিলেন (পর্ব-১৫৪); অতঃপর সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারের হিস্যা ফিরে পাওয়ার প্রত্যাশায় নবী-কন্যা ফাতিমা নিজে ও তাঁর অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে নিয়ে কীভাবে আবু বকরের কাছে বারংবার ধর্না দিয়েছিলেন; যুক্তি-প্রমাণ (পর্ব-১৫৫) ও সাক্ষী উপস্থাপনের (পর্ব-১৫৬) মাধ্যমে নবী কন্যা ফাতিমা তাঁর দাবির যথার্থতার প্রমাণ উপস্থিত করা সত্ত্বেও কী অজুহাতে আবু বকর তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন; আবু বকরের প্রতি অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ ও রাগান্বিত নবী-কন্যা কীরূপ মানসিক যন্ত্রণায় কষ্টভোগ করেছিলেন; ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা গত তিনটি পর্বে করা হয়েছে।

মুহাম্মদের রেখে যাওয়া সুবিশাল অংকের লুটের মালের সম্পত্তির (গনিমত) হিস্যা থেকে আবু বকর মুহাম্মদের একান্ত নিকট আত্মীয়দের বঞ্চিত করেছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি এই সম্পদের উপার্জন থেকে মুহাম্মদের নিকটাত্মীয় ও তাঁদের বংশধরদের ভরণ-পোষণের সাহায্য ব্যবস্থা চালু রেখেছিলেন; যা আবু বকরের মৃত্যুর পরে ইসলামের ইতিহাসের দ্বিতীয় খুলাফায়ে রাশেদিন উমর ইবনে খাত্তাব বন্ধ করে দিয়েছিলেন! উমর

ইবনে খাত্তাব কী অজুহাতে আবু বকরের প্রদত্ত সেই সাহায্য ব্যবস্থাটি বন্ধ করে দিয়েছিলেন তার বিস্তারিত আলোচনা 'লুটের মালের উত্তরাধিকার ও পরিণতি (পর্ব-১৫১)!' পর্বে করা হয়েছে।

আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে সা'দের (৭৮৪-৮৪৫ সাল) বর্ণনা মতে, নবী-কন্যা ফাতিমা তাঁর স্বামী আলী ইবনে আবু-তালিবকে সঙ্গে নিয়ে **সর্বপ্রথম** যেদিন আবু বকরের সঙ্গে তাঁর পিতার রেখে যাওয়া সম্পত্তির উত্তরাধিকারের হিস্যা ফেরত পাওয়ার দাবি নিয়ে হাজির হয়েছিলেন, সেই দিনটি ছিল মুহাম্মদের মৃত্যুর পরদিনই! যার সরল অর্থ হলো:

"মুহাম্মদের মৃত্যুর ঐ দিনটিতেই আবু বকর মুহাম্মদের রেখে যাওয়া সুবিশাল অংকের সম্পত্তিগুলো বাজেয়াপ্ত করেছিলেন!"

পাঠক, একটু মানবিক দৃষ্টি ভঙ্গির মাধ্যমে কল্পনা করুন: "ফাতিমা নামের এক তরুণীর **পিতার মৃত্যুর ঐ দিনটিতেই** তাঁর পিতার রেখে যাওয়া সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করছেন আবু বকর ইবনে কুহাফা নামের তাঁর পিতারই এক বিশিষ্ট শিষ্য! ফাতিমার চোখের পানি শুকানোর সময় পর্যন্ত এই শিষ্যটি তাঁকে দেননি! এই কর্মের প্রতিবাদে পিতার মৃত্যুর পরের দিনই সমস্ত কষ্ট বুকে নিয়ে ফাতিমা নামের এই মেয়েটি তাঁর পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারের হিস্যার দাবি নিয়ে হাজির হয়েছেন সেই 'আবু বকরের' কাছে! ক্ষমতাধর আবু বকর তাঁর এই কর্মের বৈধতা প্রদান করছেন এই বলে:

"আমি শুনেছি, **আল্লাহর নবী বলেছেন, 'আমাদের সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তর উচিত নয়, যা আমরা (অর্থাৎ নবীরা) রেখে যাই তা হয় সাদাকা (যা ব্যবহার করতে হয় দান খয়রাতের জন্য)।'"**

অন্যদিকে, ফাতিমা ও তাঁর পরিবার সদস্যরা আবু-বকরের দাবি প্রত্যাখ্যান করে তাঁদের উত্তরাধিকারের হিস্যা ফিরে পাওয়ার প্রচেষ্টায় বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণ ও সাক্ষী সহ বারংবার

তার কাছে ধর্না দিচ্ছেন! কিন্তু আবু বকর বিভিন্ন অজুহাতে তা অগ্রাহ্য করছেন; ক্ষমতা এখন তার হাতে! অতঃপর, ফাতিমা ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে রাগে অভিমানে আবু বকরের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে ছয় মাস কাল জীবিত থাকার পর মৃত্যুবরণ করলেন, তাঁর স্বামী তাঁকে রাত্রিকালেই দাফন করলেন (পর্ব-১৫৪)!"

এমনই একটি নির্দিষ্ট ঘটনায় সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী **এই দুই দাবিদারের** যে কোনো এক পক্ষের দাবি ও কর্মকাণ্ড নিঃসন্দেহে অসৎ ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত! এই দুই পক্ষ একই সাথে কখনোই সত্য, সৎ ও নীতিপরায়ণ হতে পারে না।

প্রশ্ন ছিলো, **"এমন কী কোনো পন্থা আছে, যার মাধ্যমে প্রায় নিশ্চিতরূপেই অনুধাবন করা যায়, কে সেই অসৎ ও ভণ্ড?"**

জবাব, **"হ্যাঁ, পন্থা নিশ্চয়ই আছে। আর তা হলো, ইসলামের একান্ত প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা ও যুক্তি বিদ্যার প্রাথমিক পাঠ।"**

(১) ইসলামের একান্ত প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা হলো "এমন কোন দাবি গ্রহণযোগ্য নয়, যা কুরানের (আল্লাহর) স্পষ্ট আদেশ ও নিষেধের পরিপন্থী।"

>>> ২৫ বছর বয়সে খাদিজা বিনতে খুয়ালিদ-কে বিয়ে করার পর থেকে মৃত্যুকাল অবধি মুহাম্মদ তাঁর জীবিকার প্রয়োজনে অর্থ উপার্জনের নিমিত্তে কোনো সর্বজনবিদিত সৎকর্ম পেশায় জড়িত ছিলেন, এমন ইতিহাস আদি উৎসে বর্ণিত মুহাম্মদের জীবনীগ্রন্থে (সিরাত) খুঁজে পাওয়া যায় না। মুহাম্মদ তাঁর মৃত্যুকালে যে বিশাল সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন, তা তিনি অর্জন করেছিলেন মদিনা অবস্থানকালীন (৬২২-৬৩২ সাল) অবিশ্বাসী জনপদের ওপর বিভিন্ন সময়ে তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের অতর্কিত আগ্রাসী হামলা ও সম্পদ লুণ্ঠনের মাধ্যমে; যার বিস্তারিত আলোচনা "ত্রাস, হত্যা ও হামলার

আদেশ" শিরোনামে গত একশত ত্রিশটি পর্বে করা হয়েছে। খায়বার, ফাদাক ও মদিনার বনি নাদির গোত্রের অবিশ্বাসী জনগণদের কাছ থেকে লুণ্ঠিত সম্পত্তির পার্থক্য হলো:

মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা খায়বারের লুটের মাল ও ভূ-সম্পত্তিগুলো অর্জন করেছিলেন সরাসরি **হামলার মাধ্যমে;** তাই এই লুটের মালের হিস্যাদার ছিলেন মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা।

মুহাম্মদের ভাষায় (কুরান):

৮:৪১ - *"আর এ কথাও জেনে রাখ যে, কোন বস্তু-সামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গনীমত হিসাবে পাবে, তার **এক পঞ্চমাংশ** হল আল্লাহর জন্য, **রসূলের জন্য, তাঁর নিকটাত্মীয়-স্বজনের জন্য** এবং এতীম-অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য; যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আল্লাহর উপর এবং সে বিষয়ের উপর যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি ফয়সালার দিনে, যেদিন সম্মুখীন হয়ে যায় উভয় সেনাদল। আর আল্লাহ সব কিছুর উপরই ক্ষমতাশীল।"*

অন্যদিকে, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা ফাদাক ও মদিনার বনি নাদির গোত্রের জনগণদের কাছ থেকে যে লুটের মাল ও ভূ-সম্পত্তিগুলো হস্তগত করেছিলেন, তা ছিল **হুমকির মাধ্যমে;** তাই ফাদাক ও বনি নাদির গোত্রের কাছ থেকে লুণ্ঠিত সম্পত্তির মালিক ছিলেন,

মুহাম্মদের ভাষায় (কুরান):

৫৯:৬-৭ - *"আল্লাহ বনু-বনুযায়রের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তজ্জন্যে তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করনি, কিন্তু আল্লাহ যার উপর ইচ্ছা, তাঁর রসূলগণকে প্রাধান্য দান করেন। আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। আল্লাহ জনপদ-বাসীদের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহর, **রসূলের, তাঁর***

আত্মীয়-স্বজনের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্যে, যাতে ধনৈশ্বর্য্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়। রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।'

অর্থাৎ,

কুরান সাক্ষ্য দিচ্ছে, মুহাম্মদ তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর অন্যান্য অনুসারীদের মতই লুটের মালের হিস্যা গ্রহণ করতেন ও তিনি সেই সব সম্পদ ও ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন। যেহেতু তিনি সম্পত্তির মালিক ছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন তাঁর নিকট-আত্মীয়রা! এ ব্যাপারে আল্লাহর রেফারেন্সে মুহাম্মদের বক্তব্য (কুরান) অত্যন্ত স্পষ্ট!

মুহাম্মদের ভাষায়:

৪:৭ – *"পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদেরও অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে; অল্প হোক কিংবা বেশী| এ অংশ নির্ধারিত|"*

Ø অর্থাৎ, মুহাম্মদের দাবিকৃত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তার (আল্লাহর) বিধান হলো - মৃত ব্যক্তির সম্পদ ও সম্পত্তির ওপর তাঁর উত্তরাধিকারীদের অধিকার, "অল্প হোক কিংবা বেশি|"

৪:১১ –*"আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন: একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান| অত:পর যদি শুধু নারীই হয় দু-এর অধিক, তবে তাদের জন্যে ঐ মালের তিন ভাগের দুই ভাগ যা ত্যাগ করে মরে এবং যদি একজনই হয়, তবে তার জন্যে অর্ধেক| মৃতের পিতা-মাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্যে*

ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের পুত্র থাকে। যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিস হয়, তবে মাতা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। অত:পর যদি মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে, তবে তার মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ ওছিয়্যতের পর, যা করে মরেছে কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্যে অধিক উপকারী তোমরা জান না। এটা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, রহস্যবিদ।"

Ø অর্থাৎ মুহাম্মদের যিনি মনিব, সেই 'আল্লাহ' বলছে, মৃত মুহাম্মদের সম্পদ ও ভূ-সম্পত্তির ওপর তাঁর কন্যা ফাতিমার ন্যায্য অধিকার!

৪:১২ - *আর, তোমাদের হবে অর্ধেক সম্পত্তি, যা ছেড়ে যায় তোমাদের স্ত্রীরা যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তোমাদের হবে এক-চতুর্থাংশ ঐ সম্পত্তির, যা তারা ছেড়ে যায়; ওছিয়্যতের পর, যা তারা করে এবং ঋণ পরিশোধের পর। **স্ত্রীদের জন্যে** এক-চতুর্থাংশ হবে ঐ সম্পত্তির, **যা তোমরা ছেড়ে যাও** যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। **আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের জন্যে হবে ঐ সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ,** যা তোমরা ছেড়ে যাও ওছিয়্যতের পর, যা তোমরা কর এবং ঋণ পরিশোধের পর। যে পুরুষের, ত্যাজ্য সম্পত্তি, তার যদি পিতা-পুত্র কিংবা স্ত্রী না থাকে এবং এই মৃতের এক ভাই কিংবা এক বোন থাকে, তবে উভয়ের প্রত্যেকে ছয়-ভাগের এক পাবে। আর যদি ততোধিক থাকে, তবে তারা এক তৃতীয়াংশ অংশীদার হবে ওছিয়্যতের পর, যা করা হয় অথবা ঋণের পর এমতাবস্থায় যে, অপরের ক্ষতি না করে। এ বিধান আল্লাহ্র। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।*

>> মুহাম্মদের দাবিকৃত সৃষ্টিকর্তা (আল্লাহ) বলছে, মৃত মুহাম্মদের স্ত্রীরা হলেন তাঁর রেখে যাওয়া সম্পদ ভূ-সম্পত্তির ন্যায্য অধিকারিণী।

৪:১৭৬ – "মানুষ আপনার নিকট ফতোয়া জানতে চায় অতএব, আপনি বলে দিন, আল্লাহ্ তোমাদিগকে কালালাহ এর মীরাস সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নির্দেশ বাতলে দিচ্ছেন, যদি কোন পুরুষ মারা যায় এবং তার কোন সন্তানাদি না থাকে এবং এক **বোন থাকে**, তবে সে পাবে তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তির অর্ধেক অংশ এবং সে যদি নি:সন্তান হয়, তবে তার **ভাই** তার উত্তরাধিকারী হবে| তা দুই বোন থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ| পক্ষান্তরে যদি ভাই ও বোন উভয়ই থাকে, তবে একজন পুরুষের অংশ দুজন নারীর সমান| তোমরা বিভ্রান্ত হবে আল্লাহ্ তোমাদিগকে সুস্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন| আর আল্লাহ্ হচ্ছেন সর্ব বিষয়ে পরিজ্ঞাত|"

>> আল্লাহর বিধান হলো - মৃত ব্যক্তির সম্পদের হিস্যা পাবেন তাঁর উত্তরাধিকারীরা।

মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রশ্নে কুরানের (আল্লাহর) এই সকল বিধান অত্যন্ত স্পষ্ট। অন্যদিকে আবু বকরের দাবি, **"আমি শুনেছি,** আল্লাহর নবী বলেছেন, 'আমাদের সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তর উচিত নয়, যা আমরা (অর্থাৎ নবীরা) রেখে যাই তা হয় সাদাকা যা ব্যবহার করতে হয় দান খয়রাতের জন্য"; **তাঁর এই দাবির সপক্ষে একটি বাণীও কুরানের কোথাও নেই।**

সুতরাং, কুরান সাক্ষ্য দিচ্ছে, মুহাম্মদের রেখে যাওয়া সুবিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রশ্নে নবী-কন্যা ফাতিমা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের, মুহাম্মদের অন্যান্য একান্ত নিকট-আত্মীয়দের ও আয়েশা ছাড়া মুহাম্মদের অন্যান্য নবী পত্নীদের (পর্ব-১০৮) দাবি ন্যায্য।

(২) যুক্তিবিদ্যার প্রাথমিক পাঠ হলো, "যিনি দাবিদার, প্রমাণের দায়িত্ব তাঁর!"

>>> মুহাম্মদের আল্লাহর বিধান অনুযায়ী, মুহাম্মদের রেখে যাওয়া বিশাল সম্পদের ন্যায্য উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁর একান্ত পরিবারের সদস্য ও নিকট-আত্মীয়রা। এই

বিধানের ব্যতিক্রম হতে পারে যে-কারণে, তা হলো, যদি মৃত ব্যক্তিটি তাঁর জীবদ্দশায় কোন অছিয়্যত করে যান।

মুহাম্মদের ভাষায় (কুরান),

২:১৮০-১৮২- *"তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, সে যদি কিছু ধন-সম্পদ ত্যাগ করে যায়, তবে তার জন্য **ওসীয়ত করা বিধিবদ্ধ** করা হলো, পিতা-মাতা ও নিকটাত্নীয়দের জন্য ইনসাফের সাথে পরহেযগারদের জন্য এ নির্দেশ জরুরী৷ যদি কেউ ওসীয়ত শোনার পর তাতে কোন রকম পরিবর্তন সাধন করে, তবে যারা পরিবর্তন করে তাদের উপর এর পাপ পতিত হবে৷ **যদি কেউ ওসীয়তকারীর পক্ষ থেকে আশংকা** করে পক্ষপাতিত্বের অথবা কোন অপরাধমূলক সিদ্ধান্তের এবং তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তবে তার কোন গোনাহ্‌ হবে না৷"*

৫:১০৬- *"হে মুমিনগণ, **তোমাদের মধ্যে যখন কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন ওছিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে ধর্মপরায়ন দুজনকে সাক্ষী রেখো৷** তোমরা সফরে থাকলে এবং সে অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত হলে তোমরা তোমাদের ছাড়াও দু ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখো৷ যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তবে উভয়কে নামাযের পর থাকতে বলবে৷ অত:পর উভয়েই আল্লাহ্র নামে কসম খাবে যে, আমরা এ কসমের বিনিময়ে কোন উপকার গ্রহণ করতে চাই না, যদিও কোন আত্নীয়ও হয় এবং আল্লাহ্র সাক্ষ্য আমরা গোপন করব না৷ এমতাবস্থায় কঠোর গোনাহগার হব৷"*

Ø আদি উৎসের বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো - মুহাম্মদের তাঁর রেখে যাওয়া সুবিশাল সম্পত্তির ব্যাপারে কোন "লিখিত" ওসীয়ত ('উইল') করে গিয়েছিলেন, এমন বর্ণনা কোথাও উল্লেখিত হয়নি। কুরানের বিধান অনুযায়ী, মৃত মুহাম্মদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলেন তাঁর একান্ত নিকট-আত্মীয় ও পরিবারের সদস্যরা। আবু বকর তাঁদেরকে সেই ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে মুহাম্মদের সমস্ত সম্পদ

বাজেয়াপ্ত করেছিলেন যে দাবির ভিত্তিতে, তা হলো, **"আমি শুনিয়াছি -----।"** এ ক্ষেত্রে দাবিদার হলেন, "আবু বকর", তাই তাঁর এই দাবি প্রমাণ করার দায়িত্ব একমাত্র তারই! মুহাম্মদের উত্তরাধিকারীদের কাছে "প্রমাণ নিশ্চিত না করে" তিনি কোনোভাবেই মুহাম্মদের রেখে যাওয়া সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার কোনো অধিকারই রাখেন না। কিন্তু তিনি তা করেছিলেন, ক্ষমতার মসনদে বসার পরেই! আবু বকর তাঁর দাবির সপক্ষে শুধু যে কোনো প্রমাণ দাখিল করেননি, তাইই নয়, উল্টো মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদেরই কাছেই প্রমাণ দাবি করেছিলেন! আবু বকরের এই অন্যায্য দাবিও নবী কন্যা ফাতিমা পূরণ করেছিলেন। তিনি প্রমাণ হাজির করেছিলেন; আল্লাহর বিধান অনুযায়ী, "দুই জন পুরুষ" সাক্ষীই যথেষ্ট। তিনি হাজির করেছিলেন 'দুইজন পুরুষ ও একজন নারী সাক্ষী।" তার পরেও আবু বকর ফাতিমার কাছে তাঁর পিতার সম্পত্তি ফেরত দেননি। তিনি কীভাবে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলেছিলেন, তার আলোচনা গত পর্বে (পর্ব-১৫৬) করা হয়েছে। আল্লাহর রেফারেন্সে এই ধরনের লোকদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের কঠোর ভাষা (কুরান),

৪:১৩৫- *"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক; আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্যদান কর, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্নীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও। কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ্‌ তাদের শুভাকাঙ্খী তোমাদের চাইতে বেশী। অতএব, তোমরা বিচার করতে গিয়ে রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা **ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও,** তবে আল্লাহ্‌ তোমাদের যাবতীয় কাজ কর্ম সম্পর্কেই অবগত।"*

সুতরাং, আবু বকর ইবনে কুহাফা যে অজুহাতে মুহাম্মদের একান্ত পরিবার সদস্যদের উত্তরাধিকারীর অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ইতিহাসের সূচনা করেছিলেন, **তা ছিলো এক প্রহসন** ও মুহাম্মদের পরিবারের প্রতি তাঁর চরম অবমাননা, অন্যায় ও প্রতিহিংসার এক অনন্য দৃষ্টান্ত! শিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত ইসলাম বিশ্বাসীরা আবু বকর ইবনে

কুহাফা ও উমর ইবনে খাত্তাব-কে বিশ্বাস ঘাতক ব্যক্তি হিসাবে আখ্যায়িত করেন (পর্ব-১৩২)। তাঁদের এই অভিযোগ যে ভিত্তিহীন নয়, তা সুন্নি মুসলমানদের লিখিত ইসলামের ইতিহাসেও অত্যন্ত স্পষ্ট।

মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর রেখে যাওয়া ফাদাক, খায়বার ও মদিনায় অবস্থিত সুবিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রশ্নে 'আবু বকর-উমর গং ও ফাতিমা-আলী গং' এর এই বিরোধ ইসলামের ইতিহাসের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তা সত্ত্বেও সুন্নি মুসলমানদের অধিকাংশই এই ঘটনাটির বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞ! এর কারণ হলো, ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসের গভীর ও অন্ধকার ঘটনা পরম্পরার একটি, যার শুরু হয়েছিল মুহাম্মদের সর্বশেষ অসুস্থতার সময় ও তাঁর মৃত্যুর ঐ দিনটিতেই। তাঁর মৃত্যুর দিন ও তার অব্যবহিত পরে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই বিষয়গুলোর স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া সম্ভব। মুহাম্মদের খায়বার ও ফাদাক আগ্রাসনকালে লুণ্ঠিত সম্পত্তির আলোচনায় তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রশ্নে **আবু বকর-উমর গং ও ফাতিমা-আলী গং**-এর এই বিরোধের আলোচনা প্রাসঙ্গিক, তাই তা **'ফাদাক আগ্রাসন'** অনুচ্ছেদে সংযুক্ত করা হয়েছে। মুহাম্মদের ঘটনাবহুল নবী-জীবনের ঘটনাপ্রবাহের আলোচনার ধারাবাহিকতা ব্যাহত হওয়ার কারণে হয়তো এই মুহূর্তে অধিকাংশ পাঠকের পক্ষেই এই বিষয়গুলোর 'স্বচ্ছ ধারণা' পাওয়া দুরূহ। মুহাম্মদের মৃত্যুকালীন অসুস্থতার সময়, তাঁর মৃত্যুর দিন ও তার অব্যবহিত পরের ঘটনা প্রবাহের ধারাবাহিক আলোচনা (পরবর্তীতে যথা সময়ে করা হবে) শেষে এই বিষয়গুলোর 'স্বচ্ছ ধারণা' পাওয়া সহজ হবে।

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে।]

১৫৮: ফাদাক-৬: মুহাম্মদের বিশাল সম্পদ - কারা ছিলেন স্বত্বভোগী?

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – একশত বত্রিশ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর মৃত্যুকালে যে সুবিশাল অংকের সম্পদ রেখে গিয়েছিলেন (পর্ব-১৫৫), তার হিস্যা কী কারণে তাঁর কন্যা ফাতিমা, তাঁর পত্নী ও অন্যান্য নিকট-আত্মীয়দেরই একমাত্র ন্যায্য অধিকার, তাঁদের সেই ন্যায্য উত্তরাধিকারের অধিকার থেকে আবু বকর ইবনে কুহাফা যে অজুহাতে তাঁদের বঞ্চিত করেছিলেন তা কী কারণে মুহাম্মদের পরিবারের প্রতি চরম অবমাননা, অন্যায় ও প্রহসন ও কুরানের স্পষ্ট আদেশের বরখেলাপ, তার বিস্তারিত আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

পৃথিবীর আর সব ধর্মের সাধারণ ধর্মবিশ্বাসীরা যেমন তাঁদের ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ ও তার ইতিহাস সম্বন্ধে নিগুঢ় জ্ঞান না রেখেই তাঁদের নিজ নিজ ধর্ম নিখুঁত ও সত্য জ্ঞানে পালন করেন, সাধারণ ইসলাম বিশ্বাসীরাও তার ব্যতিক্রম নয়। আদি উৎসের ইসলামের ইতিহাসের এই সকল স্পষ্ট নথিভুক্ত গভীর ও অন্ধকার ইতিহাসগুলো যখন সাধারণ মুসলমানদের কাছে প্রকাশ করা হয়, তখন তাঁরা প্রথমেই করেন অস্বীকার (Denial)! প্রশ্ন করেন, "এ কীভাবে সম্ভব? আপনি কি বলতে চান যে, আবু বকর-উমর ও আলী-ফাতিমা কুরান-হাদিস জানতেন না?" এই প্রশ্নের অতি সহজ জবাব হলো, মুহাম্মদের এই একান্ত বিশিষ্ট অনুসারীরা ইসলামের অনুশাসন নিশ্চয়ই জানতেন! তাঁরা জেনে-

শুনেই এই অন্যায় অপকর্মগুলো সম্পন্ন করেছিলেন! না জেনে কি মুহাম্মদের এই বিশিষ্ট অনুসারীরা একে অপরের বিরুদ্ধে, **বিশেষ করে নবীর পরিবারের বিরুদ্ধে,** এ সকল অন্যায় ও অনৈতিক কর্মগুলো করতে পারতেন?

আদি উৎসের সকল মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণিত তথ্য উপাত্তগুলোর বর্ণনায় যা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, তা হলো, **এই ঘটনার যিনি ছিলেন বিচারক, তিনিই ছিলেন বাদী ও তিনিই সাক্ষী!** এমন একটি বিচারব্যবস্থা, যেখানে বিচারক নিজেই পালন করেন বাদী ও সাক্ষীর ভূমিকা, প্রতিপক্ষের যুক্তি-প্রমাণ ও সাক্ষীর সাক্ষ্যকে করেন প্রত্যাখ্যান (পর্ব-১৫৬) এবং কুরানের স্পষ্ট আদেশকে অবলীলায় করেন অমান্য, তখন সেই বিচারকের বিচারকে এক প্রহসন (পর্ব-১৫৭) ছাড়া অন্য কোনোভাবে ব্যাখ্যা করার সুযোগ থাকে না।

যে সমস্ত সুন্নি ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপপণ্ডিতরা (অধিকাংশই না জেনে) ফাতিমার পক্ষের দুই জন পুরুষ সাক্ষীর একজনকে ফাতিমার স্বামী ছিলেন বিধায় তা গ্রহণযোগ্য নয় আখ্যা দিয়ে আবু-বকরের এই অন্যায়, অনৈতিক ও অমানবিক কর্মের বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করেন, তারা প্রকারান্তরে আবু বকরের মতই কুরানের স্পষ্ট আদেশেরই অবমাননা করেন। এ বিষয়ে আল্লাহর রেফারেন্সে মুহাম্মদের বাণী (কুরান) অত্যন্ত স্পষ্ট:

৪:১৩৫- *"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক; আল্লাহ্র ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্যদান কর,* ***তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্নীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও।*** *-----"*

>> অর্থাৎ, সাক্ষীটি যদি ঐ ব্যক্তির নিজের সন্তানও হয়, তথাপি সেই অজুহাতে তাঁকে **'অযোগ্য'** বলে ঘোষণা করা কুরানের আদেশের সরাসরি বরখেলাপ! পিতা-মাতার পক্ষে বা বিপক্ষের সাক্ষীও হতে পারে তাঁর নিজ সন্তানেরা। আলী ইবনে আবু তালিব ফাতিমার স্বামী ছিলেন, সে কারণেই তাঁর সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হয়নি, এমন উদ্ভট দাবির কোনো

সত্যতা আদি উৎসে খুঁজে পাওয়া যায় না। এই কু-যুক্তিটি পরবর্তী যুগের সুন্নি পণ্ডিত ও অপণ্ডিতদের অপপ্রচার ও মিথ্যাচার।

আদি উৎসের ইমাম বুখারীর বর্ণনায় (৫:৫৯:৩৬৭) আমরা জানতে পারি যে, উমর ইবনে খাত্তাব তাঁর শাসন আমলের (৬৩৪-৬৪৪ সাল) তৃতীয় বর্ষে, ফাতিমার মৃত্যুর সাড়ে তিন বছর পর, মদিনার বানু নাদির গোত্রের কাছ থেকে লুণ্ঠিত (পর্ব-৫২ ও ৭৫) মুহাম্মদের সম্পত্তি **"শর্ত সাপেক্ষে"** মুহাম্মদের চাচাতো ভাই ও জামাতা আলী ইবনে আবু তালিব ও চাচা আল-আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের কাছে ফেরত দিয়েছিলেন, যার আলোচনা 'ফাতিমার মানসিক আর্তনাদ (পর্ব-১৫৪)!' পর্বে করা হয়েছে। কিন্তু তিনি ফাদাক ও খায়বারে অবস্থিত মুহাম্মদের সম্পত্তি মুহাম্মদের পরিবারের কাছে ফেরত দেননি। পূর্বপুরুষদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য উত্তরসূরিদের এ শর্ত বাধ্যতামূলক নয় যে, তাঁরা সেই সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও তা থেকে উপার্জিত অর্থ তাঁদের মৃত পূর্বপুরুষদের মতই খরচ করবেন, যদি না এই ব্যাপারে কোনো লিখিত ওসীয়ত (উইল) থেকে থাকে। আদি উৎসের বর্ণনায় যা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, তা হলো, আবু বকর তার দাবির সপক্ষে এই মর্মে মুহম্মদের কোনো ওসীয়ত নামা কখনোই হাজির করেননি। এমত অবস্থায় মুহাম্মদ তাঁর জীবদ্দশায় যেভাবে তাঁর বিশাল সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন, দান-খয়রাতি করেছেন, অনুসারীদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছেন, মুহাম্মদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির হিস্যা পাওয়ার জন্য 'মুহাম্মদের উত্তরাধিকারীদেরও মুহাম্মদের সেই পথ অনুসরণ করতে হবে', উমর ইবনে খাত্তাবের আরোপিত এমন বাধ্যবাধকতা অন্যায়, অযৌক্তিক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

প্রশ্ন হলো,

"আবু বকর ইবনে কুহাফা কী কারণে মুহাম্মদের একান্ত পরিবার ও নিকট-আত্মীয়দের ওপর এই জঘন্য অন্যায় ও পাশবিক আচরণটি করেছিলেন?

>> এই প্রশ্নের সঠিক জবাব জানা হয়তো কখনোই সম্ভব নয়। কিন্তু আদি উৎসের বর্ণনায় যা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, তা হলো, মুহাম্মদের মৃত্যুর ঐ দিনটিতে যখন আলী, ফাতিমা ও মুহাম্মদের পরিবারের (হাশেমী গোত্র) অন্যান্য নিকট-আত্মীয় ও গুণগ্রাহী অনুসারীরা অত্যন্ত শোকাহত, মৃত মুহাম্মদের সৎকার কার্য নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, তখন মুহাম্মদের লাশটিকে বিছানায় ফেলে রেখে আবু বকর-উমর গং ও তাদের অনুসারী কুরাইশ ও একদল আনসার মদিনার খাযরায গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বানু সায়েদা (Banu Saidah) গোত্রের এক ছাউনির নিচে **(saqifah)** ক্ষমতা আহরণের নিমিত্তে উত্তপ্ত বাক বিতণ্ডার লড়াইয়ে লিপ্ত! উমর ইবনে খাত্তাবের প্রত্যক্ষ ও এক পর্যায়ে সশস্ত্র সাহায্য ও সহযোগিতায় চাতুরির আশ্রয়ে (এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তীতে করা হবে) ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন ইসলামের ইতিহাসের প্রথম খুলাফায়ে রাশেদিন আবু বকর ইবনে কুহাফা!

আদি উৎসের বর্ণনায় যা স্পষ্ট, তা হলো, মুহাম্মদ তাঁর ক্ষমতা কুক্ষিগত করার অভিপ্রায়ে তাঁর অনুসারীদের **'গণিমতের জোগান'** নিশ্চিত করার ব্যাপারে ছিলেন সদা সচেষ্ট (পর্ব-১২২)! তাঁর মন্ত্র ছিলো, **"কুরান (আল্লাহ বলেছেন) ও গনিমত!"** আবু বকর ও উমর ছিলেন মুহাম্মদের অতি প্রিয় দুই শিষ্য। তারা মুহাম্মদের কাছে রাজনীতি শিখেছিলেন। মুহাম্মদের শিক্ষায় শিক্ষিত এই দুই শিষ্য তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করার অভিপ্রায়ে মুহাম্মদের মতই তাদের অনুসারীদের সুযোগ-সুবিধার জোগান নিশ্চিত করার ব্যাপারে সচেষ্ট হবেন, তাইই কি স্বাভাবিক নয়?

আদি উৎসের বর্ণনায় যা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, তা হলো, মুহাম্মদের মৃত্যুশয্যা ও তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরের সময়টিতে একদা মুহাম্মদের দীক্ষায় দীক্ষিত অনুসারীরা দলে দলে ইসলাম ত্যাগ করছিলো। ক্ষমতা আরোহণের পর এই সব ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে আবু-বকর উমর গং-এর নেতৃত্বে মুসলমানদের যে অমানুষিক নৃশংসতা, ইসলামের ইতিহাসে তার নাম **'রিদ্দার যুদ্ধ** (wars of the Riddah or apostasy)'!

তারা এই যুদ্ধে (৬৩২-৬৩৩ সাল) ইসলাম ত্যাগের অপরাধে অপরাধী অসংখ্য ইসলামত্যাগী মানুষদের হত্যা করেছেন। যে মুহূর্তে মুহাম্মদের অনুসারীরা দলে দলে ইসলাম ত্যাগ করছেন, সেই মুহূর্তে আবু বকর তার পক্ষের লোকদের দলে ধরে রাখার জন্য **'গনিমত'** জোগাড় করবেন কোথা থেকে? সেই মুহূর্তে তিনি যদি ফাদাক, খায়বার ও মদিনায় অবস্থিত "মুহাম্মদের বিশাল সম্পদ" মুহাম্মদের উত্তরাধিকারীদের কাছে ফেরত দেন, তবে তিনি কীভাবে তার অনুসারী মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে রাখবেন?

এই পরিস্থিতি সামাল দিতেই কি আবু বকর **"মুহাম্মদের আমি শুনিয়াছি, 'জিবরাইলের বলেছে-'"** **অনুকরণে "আমি শুনিয়াছি, 'মুহাম্মদ বলেছেন--'"** নামের এই অজুহাতটি হাজির করে মুহাম্মদের বিশাল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছিলেন? তার এই সিদ্ধান্তে নবী পরিবারের সমস্ত লোক তাঁদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন সত্যি, কিন্তু মুহাম্মদ-অনুসারীদের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়েছিলো নিঃসন্দেহে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, আবু বকর তার এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে **তার নিজের মসনদ ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন!** অতঃপর, দুই বছর (৬৩২-৬৩৪ সাল) শাসন শেষে মৃত্যুকালে মুহাম্মদের এই অন্যতম শিষ্য রাজনীতিবিদ তার ক্ষমতা হস্তান্তর করেন উমর ইবনে খাত্তাব-কে। অর্থাৎ, মুহাম্মদের রেখে যাওয়া সুবিশাল সম্পত্তির **সর্ব প্রথম স্বত্বভোগী ছিলেন** এই আবু বকর ইবনে কুহাফা ও উমর ইবনে খাত্তাব!

অন্যদিকে,
মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা "ইসলাম" নামের যে বিষবৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তার:

(১) সর্বপ্রথম বলি ছিলেন মুহাম্মদ নিজে!

>> মুহাম্মদ তাঁর অমান্যকারী ও সমালোচনাকারীদের প্রতি যে কী পরিমাণ বিদ্বেষ ও ঘৃণা নিয়ে সুদীর্ঘ ২৩ বছর (৬১০-৬৩২ সাল) অতিবাহিত করেছিলেন, তার প্রাণবন্ত বর্ণনা কুরান ও আদি উৎসে বর্ণিত সিরাত ও হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত আছে। মদিনা

অবস্থানকালীন সুদীর্ঘ দশ বছরের (৬২২-৬৩২ সাল) অধিকাংশ সময়ই তাঁর কেটেছিল রাহাজানি, লুণ্ঠন, দমন, নিপীড়ন, হত্যা, ভূমি-দখল ও অমানুষিক নৃশংস কর্মকাণ্ডের মধ্যে। একজন মানুষের পক্ষে এরূপ জীবন অতিবাহিত করা অত্যন্ত কষ্টের!

(২) 'দ্বিতীয়' বলি ছিলেন মুহাম্মদের একান্ত পরিবার সদস্যরা!

>> মুহাম্মদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই আবু বকর-উমর গং ও ফাতিমা-আলী গং এর বিরোধ ছিলো "সূচনা মাত্র!" ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, "মুহাম্মদের মৃত্যুর (৬৩২ সাল) ৪৮ বছরের মধ্যে মুহাম্মদ অনুসারীরা তাঁর একান্ত নিকট-পরিবারের সমস্ত সক্ষম ও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সদস্যদের প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতায় একে একে খুন করে (পর্ব-৬৪)"।

(৩) 'তৃতীয়' বলি হলো তাঁর অনুসারী মুসলমান সম্প্রদায়!

>> মুহাম্মদের দীক্ষায় দীক্ষিত নিবেদিতপ্রাণ অনুসারীরা একে অপরের বিরুদ্ধে নৃশংস হানাহানির সূচনা করেছিলেন মুহাম্মদের মৃত্যুর অব্যবহিত পর থেকেই (পর্ব-৮২), এখনও তা চলছে ও ভবিষ্যতের সেই সময় পর্যন্ত তা চলবে, যতদিন ইসলাম টিকে থাকবে। মুহাম্মদের মৃত্যুর প্রায় ১৪০০ বছর পরে সামগ্রিকভাবে মুহাম্মদ অনুসারীদের অবস্থান আজকের এই বিশ্ব-সমাজে কোথায়, তার আলোচনা "কুরানের ফজিলত (পর্ব-১৫)!" পর্বে করা হয়েছে।

(৪) সামগ্রিকভাবে মুহাম্মদের মতবাদের বলি হলো সমগ্র মানবসমাজ!

>> এক হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, গত ১৪০০ বছরে মুহাম্মদের আদর্শ প্রতিষ্ঠার লড়াই জিহাদের বলি হয়েছেন প্রায় ২৩ কোটি অবিশ্বাসী, যার ৮ কোটী শুধু ভারতেই। পৃথিবীর মানুষ আজও তটস্থ!

মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর রেখে যাওয়া ফাদাক ও খায়বারের সুবিশাল সম্পত্তির তিন শত বছর পর্যন্ত স্বত্বভোগীদের (Beneficiaries) তালিকা: [1] [2]

(১) আবু বকর ইবনে কুহাফা (শাসনকাল, ৬৩২-৬৩৪ সাল):

>> মুহাম্মদের মৃত্যুর দিনটিতে তিনি মুহাম্মদের ফাদাক, খায়বার ও মদিনার বানু নাদির গোত্রের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। কিন্তু তিনি এই সম্পদের উপার্জন থেকে মুহাম্মদের পরিবার ও একান্ত নিকট-আত্মীয়দের এবং তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের উত্তরাধিকারীদের ভরণ-পোষণের সাহায্য ব্যবস্থা চালু রাখেন।

(২) উমর ইবনে খাত্তাব (শাসনকাল, ৬৩৪-৬৪৪ সাল):

>> তিনি তাঁর প্রথম দুই বছর শাসন শেষে মদিনায় অবস্থিত মুহাম্মদের বানু নাদির গোত্রের সম্পত্তি "শর্ত সাপেক্ষে" মুহাম্মদের পরিবারের কাছে ফেরত দেন। তিনি ফাদাক ও খায়বারে অবস্থিত মুহাম্মদের বিশাল সম্পত্তি আবু বকরের মতই তাঁর অধিকারে রাখেন; এই সম্পদের উপার্জন থেকে আবু বকরের মতই মুহাম্মদের পরিবার ও একান্ত নিকট-আত্মীয়দের ভরণ-পোষণের সাহায্য ব্যবস্থা চালু রাখেন, কিন্তু তাঁদের কোনো একজনের মৃত্যু হলে সেই অর্থ তাঁর উত্তরাধিকারীদের ভরণ-পোষণের সাহায্য বাবদ হস্তান্তর করা বন্ধ করে দেন - যা আবু বকর চালু রেখেছিলেন (পর্ব-১৫১)।

(৩) উসমান ইবনে আফফান (শাসনকাল, ৬৪৪-৬৫৬ সাল):

>> **তিনি ফাদাকে অবস্থিত মুহাম্মদের সম্পত্তিটি তার কাজিন মারওয়ান ইবনে আল-হাকাম (৬২৩-৬৮৫ সাল) কে দান করেন।** অতঃপর ফাদাক মারওয়ান ও তার বংশধরদের অধিকারে থাকে উমর ইবনে আবদুল আজিজের শাসন আমল (৭১৮ সাল) পর্যন্ত।

** আলী ইবনে আবু তালিব (শাসনকাল, ৬৫৬ -৬৬১ সাল):

উসমান ইবনে আফফানের হত্যার পর এক অস্বাভাবিক পরিবেশে তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন ও ক্ষমতার মসনদে বসার পরই মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় (পর্ব-৮২)। তিনি তাঁর পাঁচ বছর ক্ষমতার প্রায় সমস্তই প্রতিপক্ষ মুসলমানদের বিদ্রোহ

দমনে এতই ব্যতিব্যস্ত থাকেন যে, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি ফাদাক ও খায়বারে তাঁর উত্তরাধিকারের সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করার কোনো সুযোগ পাননি, কিংবা স্ব-ইচ্ছায় তিনি এ বিষয়ে মনোনিবেশ করেননি। উত্তরাধিকারের সম্পত্তির হিস্যা থেকে তাঁদেরকে বঞ্চিত করার ব্যাপার 'আবু বকরের সিদ্ধান্তই ছিল সঠিক', তা প্রমাণ করতে সুন্নি মতাবলম্বী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা যে **কু-যুক্তিগুলো সচরাচর ব্যবহার করেন,** তার একটি হলো হলো এই, "আলী ইবনে আবু তালিব ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও ফাদাক ও খায়বারের সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করেননি!"

উমাইয়া রাজবংশের শাসন কাল (৬৬১-৭৫০ সাল)

(৪) মুয়াবিয়া ইবনে আবু-সুফিয়ান (শাসনকাল, ৬৬১-৬৮০ সাল):

>> মুয়াবিয়া তাঁর শাসন আমলে মারওয়ান ও অন্যান্যদের সাথে ফাদাকের সম্পত্তির অংশীদার হন। তিনি এর এক-তৃতীয়াংশ প্রদান করেন মারওয়ান-কে, এক-তৃতীয়াংশ আমর ইবনে উসমান ইবনে আফফান-কে ও এক-তৃতীয়াংশ তার ছেলে ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া কে।

(৫) ইয়াযিদ ইবনে মুয়াবিয়া (শাসনকাল, ৬৮০-৬৮৩ সাল):

>> তিনি তার পিতা মুয়াবিয়ার ঐ ব্যবস্থা চালু রাখেন।

(৬) মারওয়ান ইবনে আল-হাকাম (শাসনকাল, ৬৮৪-৬৮৫ সাল):

>> ক্ষমতায় আসার পর মারওয়ান সম্পূর্ণ ফাদাক নিজের অধিকারে নিয়ে আসেন। অতঃপর তিনি তা প্রদান করেন তার দুই পুত্র আবদুল মালিক ও আবদুল আজিজ-কে। পরবর্তীতে আবদুল আজিজ তার অংশ দান করেন তার পুত্র উমর ইবনে আবদুল আজিজ-কে।

(৭) উমর ইবনে আবদুল আজিজ (শাসনকাল, ৭১৭-৭২০ সাল):

>> তিনি ফাদাক পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেন, "যার মানে হলো - তা যেমনটি ছিল আল্লাহর নবীর সময়কালে (পর্ব-১৫৪)।" আবু বকরের মৃত্যুর পর (৬৩৪ সাল) পর **এই প্রথম** ফাতিমার বংশধররা আবার ফাদাকের সম্পত্তির উপার্জন থেকে সাহায্য প্রাপ্তি শুরু করেন।

(৮) ইয়াযিদ ইবনে আবদুল মালিক (শাসনকাল, ৭২০-৭২৪ সাল):

>> তিনি উমর ইবনে আবদুল আজিজের ব্যবস্থাটি রহিত করে **ফাদাক পুনরায় বাজেয়াপ্ত করেন।** ফাদাক আগের মতই আবার বানু মারওয়ানের অধিকারে আসে। তারপর তা আব্বাসীয় রাজবংশ (মুহাম্মদের চাচা আল-আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের বংশধর) শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত (৭৫০ সাল) একের পর এক বিভিন্ন উমাইয়া শাসকের অধিকারে থাকে।

আব্বাসীয় রাজবংশের শাসনকাল (৭৫০-১২৫৮ সাল)

(৯) আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ (শাসনকাল, ৭৫০-৭৫৪ সাল):

>> আব্বাসীয় রাজবংশের প্রথম শাসনকর্তা। তিনি ফাদাক **হস্তান্তর করেন** ফাতিমার বংশধর আবদুল্লাহ ইবনে আল-হাসান ইবনে আল-হাসান ইবনে আলী ইবনে আবু তালিবের কাছে।

(১০) আবু জাফর আবদুল্লাহ আল-মানসুর (শাসনকাল, ৭৫৪-৭৭৫ সাল):

>> তিনি ফাতিমার বংশধরের কাছ থেকে ফাদাক **বাজেয়াপ্ত করে** তার নিজের অধিকারে নিয়ে আসেন।

(১১) মুহাম্মদ আল-মাহদি ইবনে আল-মানসুর (শাসনকাল, ৭৭৫-৭৮৫সাল):

>> তিনি ফাদাক ফাতিমার বংশধরদের হাতে **হস্তান্তর করেন।**

(১২) মুসা আল হাদি ইবনে আল-মাহদি (শাসনকাল, ৭৮৫-৭৮৬ সাল) ও তার ভাই হারুন আর-রশিদ (শাসনকাল, ৭৮৬ -৮০৯ সাল):

>> এই দুই শাসনকর্তা ফাতিমার বংশধরদের কাছ থেকে পুনরায় **ফাদাক বাজেয়াপ্ত করে নিজেদের অধিকারে নিয়ে আসেন।** অতঃপর তা আল মামুন আল-আব্বাসীর শাসন আমলের শুরু (৮১৩ সাল) পর্যন্ত তাদের উত্তরসূরি আব্বাসীয় শাসনকর্তাদের অধিকারে থাকে।

(১৩) আল মামুন আল-আব্বাসী (শাসনকাল, ৮১৩-৮৩৩ সাল):

>> তিনি ফাদাক ফাতিমার বংশধরদের কাছে **হস্তান্তর করেন।** অতঃপর তা আল মুতাসিম (শাসনকাল, ৮৩৩ -৮৪২ সাল) ও আল ওয়াতিখ (শাসনকাল, ৮৪২-৮৪৭ সাল) এর শাসনকাল পর্যন্ত তাদের অধিকারেই থাকে।

(১৪) জাফর আল-মুতাওয়াককিল (শাসনকাল, ৮৪৭-৮৬১ সাল):

>> তিনি ফাতিমার বংশধরদের কাছে থেকে **ফাদাক বাজেয়াপ্ত** করে তা তার নিজের অধিকারে নিয়ে আসেন।

(১৫) আল মুনতাসির ইবনে আল-মুতাওয়াককিল (শাসনকাল, ৮৬১ ৮৬২ সাল):

>> আল-মুতাওয়াককিল-কে হত্যা করা হয়, ক্ষমতায় আসেন তার পুত্র আল মুনতাসির। তিনি ফাদাক **হস্তান্তর করেন** ফাতিমার বংশধরদের কাছে।

অতঃপর, ফাদাক আবারও ফাতিমার বংশধরদের কাছ থেকে **বাজেয়াপ্ত** করা হয়েছিল। বর্ণিত আছে, আল মুতাদিদ (শাসনকাল, ৮৯২-৯০২ সাল) ফাদাক ফাতিমার বংশধরদের কাছে **হস্তান্তর করেন**, আল মুকতাফি (শাসনকাল, ৯০২-৯০৮ সাল) তা **বাজেয়াপ্ত** করেন ও আল মুকতাদির (শাসনকাল, ৯০৮-৯৩২ সাল) আবার তা ফাতিমার

বংশধরদের কাছে **হস্তান্তর করেন**। এর পর 'ফাদাকের' ভাগ্যে কী ঘটেছিল, তা স্পষ্ট নয়।

>>> মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর মালিকানাধীন সুবিশাল সম্পদগুলোর স্বত্বভোগীদের এই হলো সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। মুহাম্মদের মৃত্যুর ঐ দিনটিতেই আবু বকর ইবনে কুহাফা নবী কন্যা ফাতিমা ও তাঁর একান্ত পরিবার সদস্যদের ন্যায্য উত্তরাধিকারের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার যে-ইতিহাসের সূচনা করেছিলেন, তা অব্যাহত ছিলো শতাব্দীর পর শতাব্দী। মাঝে মধ্যে অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া মুহাম্মদের উত্তরসূরি সমস্ত শাসকগোষ্ঠী আবু বকরের দেখানো পথই অনুসরণ করেছিলেন, বঞ্চিত করেছিলেন নবী পরিবারের সদস্যদের।

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে।]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **“THE ORIGINS OF THE ISLAMIC STATE”** - a Translation from the Arabic accompanied with annotations geographic and historic notes of the **"KITAB FUTUH AL-BULDAN"** of Al-Imam Abul Abbas Ahmad Ibn Jabir al-Balahduri - By Philip Khuri Hitti, PhD: Volume 1; New York, Columbia University; Longmans, Green & Co, Agents; London: P. S. King A Son, Ltd.; I916, Page 53-56
https://ia802702.us.archive.org/10/items/bub_gb_pN8TAAAAIAAJ/bub_gb_pN8TAAAAIAAJ.pdf

[2] **কৃতজ্ঞতা - ইন্টারনেট আর্টিক্যাল:**
https://www.al-islam.org/shiite-encyclopedia-ahlul-bayt-dilp-team/short-history-fadak-after-martyrdom-fatimah

১৫৯: ওয়াদি আল-কুরা হামলা - কে ছিল আক্রমণকারী?

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – একশত তেত্রিশ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে,
যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর মৃত্যুকালে যে সুবিশাল অংকের সম্পদ রেখে গিয়েছিলেন, তার সর্ব প্রথম স্বত্বভোগী ছিলেন তাঁর কোন দুই বিশিষ্ট অনুসারী; অতঃপর পরবর্তী তিন শত বছর যাবত কারা তাঁর সেই বিশাল সম্পদের স্বত্বভোগ করেছিলেন; অন্যদিকে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের সহায়তায় "ইসলাম" নামের যে বিষবৃক্ষের গোড়াপত্তন করেছেন, কারা হলেন সেই বিষবৃক্ষের ভুক্তভোগী; ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

খায়বার ও ফাদাক আগ্রাসন শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই মুহাম্মদ আরও এক জনপদের ওপর তাঁর আগ্রাসী আক্রমণ চালান। সেই জনপদের নাম 'ওয়াদি আল-কুরা'। আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকরা সেই ঘটনার প্রাণবন্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

আল-ওয়াকিদির (৭৪৮-৮২২ খ্রিষ্টাব্দ) বিস্তারিত বর্ণনার: [1]

‘আনাস হইতে বর্ণিত: খায়বার থেকে ফিরে আসার জন্য আমরা আল্লাহর নবীর সাথে রওনা হই, তিনি ওয়াদি আল-কুরা (Wadi al-Qurā) যাবার জন্য মনস্থির করেন। [এরপর সিরাতে 'পথিমধ্যে মুহাম্মদের সাফিয়া-কে বিবাহ, বিবাহ বাসর ও তাঁর হত্যা

আশংকায় আবু আইয়ুবের সারারাত জেগে তাঁকে পাহারা দেয়ার বর্ণনা (পর্ব-১৪৪)]'।-
-----আল্লাহর নবী আল-সাহবা নামক স্থানে আসেন ও বিরমার পাশ দিয়ে ওয়াদি আল-কুরা পর্যন্ত গমন করেন **ও সেখানে যে-ইহুদিরা থাকে, তিনি তাদের সন্ধান করেন।**

আবু হুরাইরা হইতে বর্ণিত: আমরা আল্লাহর নবীর সঙ্গে খায়বার থেকে ওয়াদি আল-কুরা অভিমুখে রওনা হই। রিফা বিন যায়েদ বিন ওয়াহাব আল-জুধামি আল্লাহর নবীকে মিদাম নামের এক কালো ক্রীতদাস উপহার স্বরূপ প্রদান করে, যেন সে আল্লাহর নবীর ঘোড়ার জিনটি ঠিকঠাক করে দেয়। তারা ওয়াদি আল-কুরায় অবতরণ করে ও অবশেষে আমরা সেখানকার ইহুদিদের কাছে এসে পৌঁছাই, যাদের কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছিল বেদুইনরা। যখন মিদাম আল্লাহর নবীর দেখাশুনা করছিলো, আমাদের ঘাঁটির স্থানটিতে ইহুদিরা তাদের বল্লম নিয়ে আমাদের মুখোমুখি হয়। **তাদের কোনো প্রস্তুতি ছিল না ও তারা তাদের দুর্গগুলোর মধ্যে চিৎকার করছিলো।** একটা তীর এসে মিদাম-কে বিদ্ধ করে ও তার মৃত্যু হয়। লোকজন বলাবলি করে: তুমি বেহেশতে পরমানন্দে কাটাবে। আল্লাহর নবী বলেন, "না। যার হাতে আমার জীবন তার কসম, খায়বার যুদ্ধের সময় সে যে আলখাল্লাটি লুটের মালগুলো থেকে হস্তগত করেছিল, তা যেভাবে ভাগ বাটোয়ারা করে নেয়ার দরকার ছিল, তা সে করেনি, এখন তা তাকে জাহান্নামের আগুনে জ্বালাচ্ছে।" যখন লোকেরা তা শুনতে পায়, একজন লোক একটি বা দু'টি জুতার ফিতা নিয়ে লোকদের কাছে আসে। আল্লাহর নবী বলেন যে, জুতার এই ফিতাগুলো ছিল তাকে আগুনে জ্বালানোর রসদ।

আল্লাহর নবী তাঁর অনুসারীদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেন। তিনি তাদেরকে সারিবদ্ধ করেন ও একটি ফ্ল্যাগ দেন সা'দ বিন উবাদা-কে, একটি ব্যানার দেন আল-হুবাব বিন আল-মুনধির-কে, অন্য একটি দেন সাহল বিন হুনায়েফ-কে ও তা ছাড়াও আর একটি দেন আব্বাদ বিন বিশর-কে। অতঃপর আল্লাহর নবী ইহুদিদেরকে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি তাদের অবহিত করান যে, **যদি তারা ইসলামে দীক্ষিত**

হয়, তবে তারা তাদের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করতে পারবে, আর আল্লাহ তাদের কর্ম অনুযায়ী তাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি দ্বন্দ্ব যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ জানায় ও আল-যুবায়ের বিন আল-আওয়াম [পর্ব-১৪১] তা গ্রহণ করে ও তাকে হত্যা করে। অতঃপর আর একজন চ্যালেঞ্জ জানায়, আল-যুবায়ের তা গ্রহণ করে ও তাকেও সে হত্যা করে। তারপর আর একজন চ্যালেঞ্জ জানায়, আলী তা গ্রহণ করে ও তাকে সে হত্যা করে। তারপর অন্য একজন দ্বন্দ্ব যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ জানায়, আবু দুজানা তার কাছে গমন করে ও তাকে সে হত্যা করে। অতঃপর আর একজন দ্বন্দ্ব যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ জানায়, আবু দুজানা তাকেও হত্যা করে, **যতক্ষণে না আল্লাহর নবী তাদের এগারোজন লোককে হত্যা করে।** যখনই একজন লোককে হত্যা করা হতো, তিনি তাদের অবশিষ্ট লোকদের ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার আহ্বান জানাতেন। বস্তুত সেই সময় নামাজ আদায় করা হয়েছিল। সেই সময় আল্লাহর নবী তাঁর অনুসারীদের সাথে নামাজ আদায় করেন। অতঃপর তিনি প্রত্যাবর্তন করেন ও তাদেরকে আল্লাহ ও তার নবীর দলে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

তারা একে অপরের সাথে সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ করে ও যে পর্যায়ে সূর্য বর্শার ফলার পরিমাণ ও প্রতীয়মান হয় না, তখন তারা আত্মসমর্পণ করে। **তিনি তাদেরকে শক্তিবলে পরাস্ত করেন। আল্লাহ তাদের সম্পত্তি লুট করে ও তারা প্রচুর পরিমাণে আসবাবপত্র ও মালামাল হস্তগত করে।** আল্লাহর নবী চার দিন যাবত ওয়াদি আল-কুরায় অবস্থান করেন। ওয়াদি আল-কুরায় যা তিনি হস্তগত করেছিলেন, তিনি তার হিস্যা তাঁর অনুসারীদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। কিন্তু তিনি খেজুরের গাছ ও ভূমিগুলো ইহুদিদের হাতেই রেখে দেন **ও সেখানে তিনি তাদেরকে শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত করেন।’**

তেইমার ইহুদিদের পরিণতি!

'আল্লাহর নবীর খায়বার, ফাদাক ও ওয়াদি আল-কুরার বিজয়ের খবর যখন তেইমার ইহুদিদের কাছে এসে পৌঁছে, **তারা 'জিযিয়া প্রদান' শর্তে আল্লাহর নবীর সাথে শান্তি স্থাপন করে ও তাদের সম্পত্তিগুলো তাদের হাতে প্রতিষ্ঠিত হয়।** উমর তার খিলাফতের শাসন আমলে খায়বার ও ফাদাকের ইহুদিদের বিতাড়িত করেন [পর্ব-১৫০], কিন্তু তিনি তেইমা ও ওয়াদি আল-কুরার ইহুদিদের বিতাড়িত করেননি; কারণ পরের দলগুলোর অবস্থান ছিল আল-শাম [বর্তমান সিরিয়া] রাজ্য সীমার অন্তর্ভুক্ত। যা বিশ্বাস করা হতো, তা হলো, ওয়াদি আল-কুরার নিম্নভাগ থেকে মদিনা পর্যন্ত ভূ-সম্পত্তিগুলো ছিল হিজায-এর অন্তর্ভুক্ত। আর হিজাযের উত্তর দিকে অবস্থিত যা কিছু ছিল, তা আল-শাম এর অংশ। আল্লাহর নবী ওয়াদি আল-কুরা থেকে ঘুরে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে রওনা হোন, সেটি ছিল তাঁর খায়বার ও ওয়াদি আল-কুরা বিজয় ও আল্লাহ কর্তৃক সেগুলোর লুণ্ঠনের কাজ সম্পন্ন করার পর।' ----- - অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা: [2] [3]

এই প্রসঙ্গে ইবনে হিশাম সংকলিত ও A. GUILLAUME অনুদিত মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের "সিরাত রসুল আল্লাহ" (ও আল-তাবারীর) গ্রন্থের বর্ণনা আল-ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত বর্ণনারই অনুরূপ; পার্থক্য হলো এই যে, উপাখ্যানের বিস্তারিত বর্ণনা সেখানে অনুপস্থিত। এই হামলাটির বিষয়ে যা তিনি উল্লেখ করেছেন, তা হলো এই,

*"খায়বার অভিযান সম্পন্ন করার পর আল্লাহর নবী ওয়াদি আল-কুরায় গমন করেন ও **কিছু রাত্রি যাবত সেখানকার লোকদের ঘেরাও করে রাখেন,** অতঃপর তিনি সেখান থেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে রওনা হন (Having finished with Khaybar, the apostle went to Wadi'l-Qura and besieged its people for some nights, then he left to return to Medina)।"*

মূল হামলা বিষয়ে ব্যস এটুকুই বর্ণনা! অতঃপর তিনি বর্ণনা করেছেন উপঢৌকন প্রাপ্ত মুহাম্মদের ঐ ক্রীতদাসটির তীরবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ও কেন সে বেহেশতে যাবে না, তা শোনার পর মুহাম্মদের অন্য এক অনুসারীর চুরি করা 'চপ্পল' হাজির করার ঐ ঘটনার বর্ণনা।

ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনা: [4]

এই প্রসঙ্গে ইমাম বুখারীর বর্ণনা (৫:৫৯:৫৪১) আরও করুণ! তিনি শুধু মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-তাবারী ও আল-ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত বর্ণনারই অনুরূপ উপঢৌকন প্রাপ্ত মুহাম্মদের ঐ ক্রীতদাসটির তীরবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর ঘটনা, কেন সে বেহেশতে যাবে না ও তা শোনার পর মুহাম্মদের অন্য এক অনুসারীর চুরি করা 'চপ্পল' হাজির করার ঘটনার বর্ণনা উল্লেখ করেছেন! **ওয়াদি আল-কুরার জনপদের ওপর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের হামলার কোনো উল্লেখই তিনি করেননি।**

>>> আদি উৎসে আল-ওয়াকিদি, মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-তাবারী ও ইমাম বুখারীর ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যা স্পষ্ট, তা হলো - খায়বার ও ফাদাক আগ্রাসন শেষে মুহাম্মদ তাঁর খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে 'ওয়াদি আল-কুরা' নামক স্থানে গমন করেছিলেন। আদি উৎসের আল-ওয়াকিদির বর্ণনায় চার দিন ও ইবনে ইশাকের বর্ণনায় কয়েক রাত্রি যাবত তারা ওয়াদি আল-কুরা জনপদের সমস্ত লোকদের ঘেরাও করে রেখেছিলেন। **অতঃপর সেই জনপদের মানুষদের কী হাল হয়েছিল, তা ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনায় অনুপস্থিত, কিন্তু তা আল-ওয়াকিদির বর্ণনায় বিস্তারিত ও প্রাণবন্ত!** আর ইমাম বুখারীর বর্ণনায় যা উল্লেখ করা হয়েছে, শুধু সেই উপাখ্যানটি পড়ে পাঠকরা বিভ্রান্ত হতে পারেন এই ভেবে যে, মুহাম্মদ তাঁর এই বিশাল সংখ্যক অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে **"হাওয়া খেতে"** ওয়াদি আল-কুরায় গমন করেছিলেন ও সেখানে তীরবিদ্ধ অবস্থায় তাঁরই পরিচর্যাকারী এক অনুসারী খুন হওয়া সত্ত্বেও সেই

জনপদের ওপর **"কোনোরূপ হামলা না করেই"** মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা সেখান থেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন!

অর্থাৎ,

মুহাম্মদের নেতৃত্বে খায়বার যুদ্ধে (পর্ব: ১৩০-১৫২) অংশগ্রহণকারী ১৪০০ দুর্ধর্ষ মুহাম্মদ-অনুসারী কয়েক রাত্রি যাবত ওয়াদি আল-কুরা জনপদের সমস্ত লোকদের ঘেরাও করে রেখে তারা **সেই জনপদের মানুষদের কী হাল করার পর** মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তা শুধুমাত্র ইবনে হিশাম সম্পাদিত "সিরাত রসুল আল্লাহ" ও আদি উৎসের সমস্ত হাদিস গ্রন্থগুলো পড়ে কোনোভাবেই জানা সম্ভব নয়। এ বিষয়ের প্রাসঙ্গিক বিস্তারিত আরও আলোচনা 'উমর ইবনে খাত্তাবের অভিপ্রায় (পর্ব-১২১) ও 'রক্তের হোলি খেলা (পর্ব-১৩৪)!' পর্বে করা হয়েছে।

>>> আদি উৎসের আল-ওয়াকিদির প্রাণবন্ত বিস্তারিত বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো - ওয়াদি আল-কুরার জনপদের ওপর অতর্কিত হামলাকারী ছিলেন মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা, বরাবরের মতই! আক্রান্ত এই জনপদবাসী খায়বারের জনগণের মতই প্রাণপণে লড়াই করেছিলেন তাঁদের জান ও সম্পদ রক্ষার প্রচেষ্টায়। খায়বারের জনপদবাসীদের মতই মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা তাঁদের সমস্ত অস্থাবর সম্পদ লুণ্ঠন করে তা তারা ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন নিজেদেরই মধ্যে! তাঁদের খেজুরের বাগান ও জমিগুলো হস্তগত করে তাঁদের সেই জমিগুলোতেই তারা তাঁদেরকে নিয়োগ করেছিলেন শ্রমিক-রূপে। আর তেইমার জনপদবাসী মুহাম্মদের করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন মুহাম্মদের বশ্যতা স্বীকার করে করজোড়ে 'জিযিয়া কর' প্রদানের মাধ্যমে (কুরান-৯:২৯)!

ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-ওয়াকিদির মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। ইবনে

*ইশাক ও আল-তাবারীর মূল ইংরেজি অনুবাদ ইন্টারনেটে **বিনামূল্যে ডাউনলোড লিঙ্ক:** তথ্যসূত্র [2] ও [3]।*

The narrative of Al-Waqidi (784-822 AD):

'Anas said: We turned with the Messenger of God from Khaybar, and he desired to go to Wadī al-Qurā. ------When the Messenger of God came to al-Ṣaḥbā' he went to Birma until he came to Wādī al-Qurā **seeking those Jews who lived there.** Abū Hurayra related: We set out with the Messenger of God from Khaybar to Wādī al-Qurā. Rifā'a b. Zayd b. Wahb al-Judhāmī had gifted to the Messenger of God a black slave named Midʿam who would fix the saddle for the Messenger of God. When they alighted in Wādī al-Qurā, we finally reached the Jews and the people from the Bedouin had recourse to them. While Midʿam settled the Messenger of God, the Jews received us with spears where we alighted. **There was no preparation and they were shouting in their fortresses.** A destitute arrow pierced Midʿam and killed him. The people said: Paradise will delight you. The Messenger of God said, "No. By Him who holds my soul in his hand, the cloak, which he took on the day of Khaybar from the booty that had not been divided as it should, is now burning him in hell." When the people heard that, a man came to the people with a shoelace, or two. The Prophet said that the shoelace was of fire.

The Messenger of God charged his companions to fight. He lined them up and gave a flag to Saʿd b. ʿUbāda, a banner to al-Ḥubāb b. al-Mundhir, another to Sahl b. Ḥunayf, and yet another to ʿAbbād b. Bishr. Then the Messenger of God invited the Jews to Islam. **He informed them that if they converted they would keep their property and retain their blood**, and God would deal with them according to their accounts. A man among them

challenged for a duel and al-Zubayr b. al-Awwām accepted it, and killed him. Then another challenged, and al-Zubayr accepted and killed him as well. Then another challenged, and ʿAlī accepted his challenge and killed him. Then another challenged to a duel and Abū Dujāna went to him and killed him. Then another challenged to a duel, and Abū Dujāna killed him also, **until the Messenger of God had killed eleven men from them.** Whenever a man was killed he invited those who were remaining to Islam. Indeed prayers were attended at that time. The Messenger of God prayed with his companions at that time. Then he returned and invited them to God and His Prophet.

They fought each other until evening, and it came to the point where the sun did not appear as much as a spear, when they surrendered. **He conquered them by force. God plundered their property** and they took furniture and goods in plenty. The Messenger of God stayed in Wādī al-Qurā for four days. He apportioned what he took among his companions in Wādī al-Qurā. But he left the dates and land in the hands of the Jews and employed them on it.

When news about the Messenger of God's conquest of Khaybar, Fadak and Wādī al-Qurā, reached the **Jews of Taymā'** **they made peace with the Messenger of God on the *jizya*, and their property was established in their hands.** During the caliphate of ʿUmar, he expelled the Jews of Khaybar and Fadak, but he did not expel the Jews of Taymā' and Wādī al-Qurā, because the latter were within the land of al-Sham. It was believed that land from below Wādī al-Qurā to Medina was the Hijāz. And what was north of the Hijāz was part of al-Shām. The Messenger of God turned from Wādī al-

Qurā to return, after the completion of his conquest of Khaybar and Wādī al-Qurā, and God plundered it.' -------

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৭০৭-৭১২; ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩৪৮-৩৫০
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[2] অনুরূপ বর্ণনা: **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫১৬; বিনামূল্যে ডাউনলোড লিঙ্ক:
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[3] অনুরূপ বর্ণনা: **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৮৪-১৫৮৬
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp

[4] অনুরূপ বর্ণনা: **সহি বুখারী: ভলুম ৫, বই ৫৯, হাদিস নম্বর ৫৪১**
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5515-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-541.html

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় খণ্ড সংগ্রহ করুন

ডাউনলোড লিংক
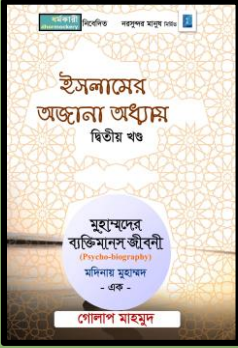
ডাউনলোড লিংক

লিংক-ক

লিংক-খ

ডাউনলোড লিংক

লিংক-ক

লিংক-খ
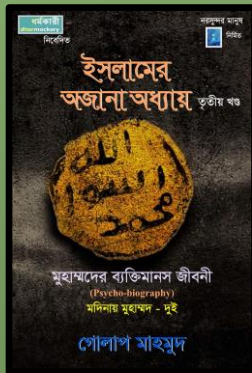
পঞ্চম খণ্ড আসবে দ্রুত: চোখ রাখুন ধর্মকারী-তে

ইরানী মুক্তচিন্তক **আলী দস্তি** (১৮৯৬-১৯৮১) খুঁজতেন **আর্নেষ্ট রেনানের** (১৮২৩-১৮৯২) মত মেধা আর ***এমিল লুদভিগের*** (১৮৮১-১৮৪৮) মত গবেষণা করার দক্ষতাসম্পন্ন মানুষ; **আলী দস্তি** বেঁচে থাকলে তার খোঁজ হয়ত এই ইবুকটির লেখক এবং গবেষক **গোলাপ মাহমুদকে** দিয়ে শেষ হতে পারতো!

নিবিড় নিষ্ঠা ও অবিশ্বাস্য অধ্যাবসায় কাকে বলে, এই সিরিজটির যে কোনো একটি পর্ব মন দিয়ে পড়লেই পাঠক তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

১৪০০ বছরের ইতিহাসে মুহাম্মদ ও ইসলামকে নিয়ে কাজ হয়েছে প্রচুর; কিন্তু **গোলাপ মাহমুদ-**এর মত ইসলামের মূল তথ্যসূত্র নিয়ে এত মেধাবী লেখা হয়ত এটাই প্রথম।

এটি তাঁর গবেষণা সিরিজের *চতুর্থ ইবুক।*

একটি ধর্মকারী ইবুক

www.dhormockery.com
www.dhormockery.net
www.kufrikitab.blogspot.com
dhormockery@gmail.com